

صحیح البخاری

সহীহুল বুখারী

৩য় খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

মূল : শাইখ ইমামুল হুজ্জাহ আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন
ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল-জু'ফী

আরবী সম্পাদনা : ফাযীলাতুশ্ শাইখ সিদকী জামীল আল-'আত্তার (বৈরুত)

বাংলা সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



প্রকাশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, মোবাইল : ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১১৯০৩৬৮২৭২

Web : tawheedpublications.com, Email : tawheedpp@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৪ ঈসায়ী

চতুর্থ প্রকাশ : জুন ২০১২ ঈসায়ী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত
বাংলাদেশ অফিস (গ্রন্থাগার)

ও শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ : তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স, হেমন্ড দাস রোড, ঢাকা।

বিনিময় : পাঁচশত কুড়ি (বাংলাদেশী টাকা)

পঁয়তাল্লিশ (সউদী রিয়াল)

এগার (ইউএস ডলার)

ISBN : 978-9848766-002

Sahihul Bukhari (Bengali) Volume-3

Published by : Tawheed Publications

90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, (Bangshal), Dhaka-1100

Phone : 7112762, Mobile : 01711-646396, 01190368272

Web : tawheedpublications.com, Email : tawheedpp@gmail.com

Fourth Edition : June 2012 Esai

Price Tk. 495.00 (Four Hundred Eighty Five) Only

45 Saudi Riyal, 11 \$

উপদেষ্টা পরিষদ

শাইখুল হাদীস আল্লামা আহমাদুল্লাহ রাহমানী (রাজশাহী)

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল- মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শাইখুল হাদীস আব্দুল খালেক সালাফী

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

অধ্যাপক শাইখ ইলিয়াস আলী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ- ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক

শাইখুল হাদীস মুস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী

ফায়েলে দেওবন্দ, ভারত, প্রধান মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ

● শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক বিভাগীয় পরিচালক, দা'ওয়াহ ও শিক্ষা বিভাগ।

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস

● ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

পি.এইচ.ডি- আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

সাবেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

● শাইখ আকমাল হুসাইন বিন বদীউয়যামান

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এম এ. (এ্যারাবিক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সউদী মুবাশ্শিগ, দক্ষিণ কোরিয়া।

● ডক্টর মুহাম্মাদ মুসলেহউদ্দীন

পি.এইচ.ডি- আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

সাবেক সহযোগী অধ্যাপক- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

● শাইখ মোশাররফ হুসাইন আকন্দ

সাবেক ভাষ্যকার, বাংলাদেশ বেতার

● শাইখ ফাইয়ুর রহমান

ডি.এইচ.এম.এম, ঢাকা, কামিল ফার্স্ট ক্লাশ,

সহকারী শিক্ষক- বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

এম.এম, অনার্স, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সউদী আরব।

এম.এ (গোষ্ঠ মেডালিস্ট) ঢাকা

সিনিয়র অফিসার, কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়া কাউন্সিল।

● শাইখ আমানুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইসমাইল

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

খতীব, মাদারটেক জামে মসজিদ

শাইখ আবদুল্লাহ আল-মাসউদ বিন আযীযুল হক

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুফাসসিরুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ, ধীপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

● শাইখ মুহাম্মাদ নোমান বগুড়া

দাওরা হাদীস (ভারত)

পেশ ইমাম, বংশাল বড় মসজিদ, ঢাকা।

● শাইখ আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

দাওরা (ডবল), ভারত ; কামেল (ডবল)

মুহাদ্দিস, আল-মারকামুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী,

সদস্য-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

● শাইখ হাফেয মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ মানসুরুল হক আর রিয়াদী

এম. এ. মুহাম্মাদ ইবনু স'উদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

রিয়াদ, সউদী আরব। হেড মুহাদ্দিস- মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা।

● শাইখ হাফিয মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এম.এ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শাইখ আখতারুল আমান বিন আবদুস সালাম

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● দারী, আল জুবাইল দা'ওয়াহ সেন্টার, সউদী আরব

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

প্রবীণ সাহিত্যিক গবেষক, লেখক ও অনুবাদক।

● শাইখাইরফান আলী

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● মুহাদ্দিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

শাইখ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

ডি.এইচ.এম.এম.এ, ঢাকা

বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও অনুবাদক

● শাইখ আবদুল খাবীর

লিসান্স- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব

এত অনূদিত বুখারী থাকতে পুনরায় এর প্রয়োজন হল কেন?

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর জন্যই সকল গুণগান। যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন ওয়াহিয়ে মাতলু আল কুরআন ও ওয়াহিয়ে গাইর মাতলু আল হাদীস। যার হিফাযতের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (১) “নিশ্চয় আমি যিকর (ওয়াহিয়ে মাতলু ও ওয়াহিয়ে গাইর মাতলু) অবতীর্ণ করেছি আর তার হিফাযত আমিই করব।” (সূরা : আল হিজর : ৯ আয়াত)

অনেকে যিকর দ্বারা শুধু ওয়াহিয়ে মাতলু আল-কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। কিন্তু সকল মুফাসসিরে কিরাম একমত যে, যিকর দ্বারা উভয়টাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (২) “রসূল নিজ প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়”- (সূরা আননাজম : ৩-৪ আয়াত)। এবং মানবতার মুক্তিদূত মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বর্ষিত হোক অসংখ্য সলাত ও সালাম। যার সমগ্র জীবনের আচার আচরণ ও সম্মতিকে আল-কুরআন মানব জাতির অবশ্য অনুসরণীয় হিসেবে বিধিবদ্ধ করেছে। মহাশয় আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য ব্যাখ্যা হিসেবে রয়েছে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস। আর এ সহীহ হাদীস সংকলন করতে গিয়ে আইম্মায়ে কিরামকে ভোগ করতে হয়েছে যথেষ্ট ক্লেশ। তাঁদের অত্যন্ত শ্রমের ফলেই আল্লাহর রহমতে সংকলিত হয়েছে সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ। আর এ কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহুল বুখারীর স্থান সবার শীর্ষে।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় হাদীস অনুবাদের কাজ যদিও বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে তবুও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় আমরা পিছিয়ে। ফলে এখনও আমরা সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে হাদীসের ব্যাপারে অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ নামধারী কতিপয় আলিমদের মনগড়া ফাতাওয়ার উপর আমল করতে গিয়ে আমাদের ‘আমলের ক্ষতি সাধন করছি। আর সাথে সাথে সহীহ হাদীস থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা তাকলীদের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের দেশে যারা এ সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করছেন তাঁদের অনেকেই আবার হাদীসের অনুবাদে সহীহ হাদীসের বিপরীতে মাযহাবী মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে অনুবাদে গরমিল ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। নমুনা স্বরূপ মূল বুখারীতে ইমাম বুখারী কিতাবুস সওমের পরে কিতাবুত তারাবীহ নামক একটি পর্ব রচনা করেছেন। অথচ ভারতীয় মুদ্রণের মধ্যে দেওবন্দী আলিমদের চাপে (?) কিতাবুত তারাবীহ কথাটি মুছে দিয়ে সেখানে কিয়ামুল লাইল বসানো হয়েছে। অবশ্য প্রকাশক পৃষ্ঠার একপাশে কিতাবুত তারাবীহ লিখে রেখেছেন। আর বাব বা অধ্যায়ের নিচে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরফে লিখেছেন, *اتفقوا على أن المراد بقيامه صلوة التراويح*, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ অধ্যায় দ্বারা সলাতুত তারাবীহ উদ্দেশ্য। আর মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হতে প্রকাশিত সকল বুখারীতে কিতাবুত তারাবীহ বহাল অবস্থায় আছে, যা ছিল ইমাম বুখারীর সংকলিত মূল বুখারীতে।

আর আধুনিক প্রকাশনী জানি না ইচ্ছাকৃতভাবে না অনিচ্ছাকৃতভাবে এই কিতাবুত তারাবীহ নামটি ছেড়ে দিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে কিতাবুস সওমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনেক স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অনুবাদ করেছেন। অনেক স্থানে অধ্যায়ের নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। কোথাও বা মূল হাদীসকে অনুচ্ছেদে ঢুকিয়ে দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা হাদীসের মূল সংকলকের ব্যক্তিগত কথা বা মত। কোথাও বা সহীহ হাদীসের বিপরীতে মাযহাবী মাসআলা সম্বলিত লম্বা লম্বা টীকা লিখে সহীহ হাদীসকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এতে করে সাধারণ পাঠক মনে করবেন হয়তো টীকাতে যা লেখা রয়েছে সেটাই ঠিক; আসল তথ্য উদ্ঘাটন করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। আর শাইখুল হাদীস আজীজুল হক সাহেবের বুখারীর অনুবাদের কথাতো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তিনি বুখারীর অনুবাদ করেছেন না প্রতিবাদ করেছেন তা আমাদের বুঝে আসেনা। কারণ তিনি অনুবাদের চেয়ে প্রতিবাদমূলক টীকা লিখাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, যা মূল কিতাবের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। যে কোন হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ করার অধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সহীহ হাদীসের বিপরীতে অনুবাদে, ব্যাখ্যায় হাদীস বিরোধী কথা বলা জঘন্য অপরাধ।

এই প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হাদীস নম্বর ও অন্যান্য বহুবিধ বৈশিষ্ট্যসহ সহীহুল বুখারীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই প্রকাশনার মধ্যে যা এ পর্যন্ত প্রকাশিত সহীহুল বুখারীর বঙ্গানুবাদে পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১। আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীস হচ্ছে একটি বিস্ময়কর হাদীস-অভিধান গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে আরবী বর্ণমালার ধারা অনুযায়ী কুতুবুত তিস'আহ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, দারেমী) নয়টি হাদীসগ্রন্থের শব্দ আনা হয়েছে। যে কোন শব্দের পাশে সেটি কোন্ কোন্ হাদীসগ্রন্থে এবং কোন্ পর্বে বা কোন অধ্যায়ে আছে তা উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের দেশে এ গ্রন্থটি অতটা পরিচিতি লাভ না করলেও বিজ্ঞ আলিমগণ এটির সাথে খুবই পরিচিত। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের ছাত্র শিক্ষক সবার নিকট বেশ সমাদৃত। অত্র গ্রন্থের হাদীসগুলো আল মু'জামুল মুফাহরাসের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যার ফলে অন্যান্য প্রকাশনার হাদীসের নম্বরের সাথে এর নম্বরের মিল পাওয়া যাবে না। আর এর সর্বমোট হাদীস সংখ্যা হবে ৭৫৬৩ টি। আধুনিক প্রকাশনীর হাদীস সংখ্যা হচ্ছে ৭০৪২টি। আর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীস সংখ্যা হচ্ছে ৬৯৪০ টি।

২। যে সব হাদীস একাধিকবার উল্লেখ হয়েছে অথবা হাদীসের অংশ বিশেষের সঙ্গে মিল রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি হাদীসের শেষে পূর্বোল্লিখিত ও পরোল্লিখিত হাদীসের নম্বর যোগ করা হয়েছে। যার ফলে একটি হাদীস বুখারীর কত জায়গায় উল্লেখ আছে বা সে বিষয়ের হাদীস কত জায়গায় রয়েছে তা সহজেই জানা যাবে। আর একই বিষয়ের উপর যাঁরা হাদীস অনুসন্ধান করবেন তাঁরা খুব সহজেই বিষয়ভিত্তিক হাদীসগুলো বের করতে পারবেন। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে :

(১০০২, ১০০৩, ১৩০০, ২৮০১, ২৮১৪, ৩৯৬৪, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, ৬৩৯৪, ৭৩৪১) বন্ধনীর হাদীস নম্বরগুলোর মধ্যে ১০০১ নং হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যাবে।

৩। বুখারীর কোন হাদীসের সঙ্গে সহীহ মুসলিমে কোন হাদীসের মিল থাকলে মুসলিমের পর্ব অধ্যায় ও হাদীস নম্বর প্রতিটি হাদীসের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে : (মুসলিম ৫/৫৪ হাঃ ৬৭৭) অর্থাৎ পর্ব নম্বর ৫, অধ্যায় নং ৫৪, হাদীস নম্বর ৬৭৭। সহীহ মুসলিমের হাদীসের যে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে তা মু'জামুল মুফাহরাসের নম্বর তথা ফুয়াদ আবদুল বাকী নির্ণিত নম্বরের সঙ্গে মিলবে।

৪। বুখারীর কোন হাদীস যদি মুসনাদ আহমাদের সঙ্গে মিলে তাহলে মুসনাদ আহমাদের হাদীস নম্বর সেই হাদীসের শেষে যোগ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে : (আহমাদ ১৩৬০২) এটির নম্বর এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামীর নম্বরের সঙ্গে মিলবে।

৫। আমাদের দেশে মুদ্রিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও আধুনিক প্রকাশনীর হাদীসের ক্রমিক নম্বরে অমিল রয়েছে। তাই প্রতিটি হাদীসের শেষে বন্ধনীর মাধ্যমে সে দু'টি প্রকাশনার হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে। : (আ.প্র. ৯৪২. ই.ফা. ৯৪৭) অর্থাৎ আধুনিক প্রকাশনীর হাদীস নং ৯৪২, আর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীস নং ৯৪৭।

৬। প্রতিটি অধ্যায়ের (অনুচ্ছেদ) ক্রমিক নং এর সঙ্গে কিতাবের (পর্ব)নম্বরও যুক্ত থাকবে যার ফলে সহজেই বোঝা যাবে এটি কত নম্বর কিতাবের কত নম্বর অধ্যায়। যেমন ১০০১ নং হাদীসের পূর্বে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যার নম্বর ১৪/৭ অধ্যায় : অর্থাৎ ১৪ নং পর্বের ৭ নং অধ্যায়।

৭। যারা সহীহ বুখারীর অনুবাদ করতে গিয়ে সহীহ হাদীসকে ধামাচাপা দিয়ে যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য বা মাযহাবী অন্ধ তাকলীদের কারণে লম্বা লম্বা টীকা লিখেছেন তাদের সে টীকার দলীল ভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে।

৮। আরবী নামের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ রোধকল্পে প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দের বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন : আয়েশা এর পরিবর্তে 'আয়িশাহ্, জুম্মা এর পরিবর্তে জুমু'আহ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, রাসূল এর পরিবর্তে রসূল, মক্কা এর পরিবর্তে মাক্কাহ, ইবনে এর পরিবর্তে ইবনু, উম্মে সালমা এর পরিবর্তে উম্মু সালামাহ, নামায এর পরিবর্তে সলাত ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচলিত বানানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৯। সাধারণের পাশাপাশি আলিমগণও যেন এর থেকে উপকৃত হতে পারেন সে জন্য অধ্যায় ভিত্তিক বাংলা সূচি নির্দেশিকার পাশাপাশি আরবী সূচী উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। বুখারীর যত জায়গায় কুরআনের আয়াত এসেছে এমনকি আয়াতের একটি শব্দ আসলেও সেটির সূরার নাম, আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। ইনশাআল্লাহ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়ভিত্তিক সূচী নির্দেশিকাসহ প্রতিটি খণ্ডে থাকবে সংক্ষিপ্ত পর্বভিত্তিক বিশেষ সূচী নির্দেশিকা। এতে কোন্ পর্বে কতটি অধ্যায় ও কতটি হাদীস রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে।

১২। হাদীসে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীসের নম্বর উল্লেখ।

১৩। মুতাওয়াতির ১৪। মারফু' ১৫। মাওকুফ ও ১৬। মাকতূ হাদীস নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সে হাদীসগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

১৭। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব/পর্বভিত্তিক সূচি নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স যে বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছে এটি কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়। এটি প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন দেশের বিখ্যাত 'উলামায়ে কিরাম ও শাইখুল হাদীসবন্দ'। বিশেষ করে উপদেষ্টা পরিষদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। প্রবীণ শাইখুল হাদীস যিনি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বুখারীর দারস্ পেশ করেছেন- শাইখুল হাদীস আল্লামা আহমাদুল্লাহ রহমানী; সিকি শতাব্দীরও অধিক কাল যাবৎ সহীহুল বুখারীর পাঠ দানে অভিজ্ঞ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল শাইখুল হাদীস আব্দুল খালেক সালাফী; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসের প্রধান শাইখ ইলিয়াস আলী ও অধুনা গবেষক শাইখুল হাদীস মুস্তফা বিন বাহারুদ্দীন কাসেমী হাফিয়াহুমুল্লাহ। যাঁদের পূর্ণ তদারকিতে ও পরামর্শে পাঠক সমাজে অধিক সমাদৃত করার জন্য এটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আরও যাঁদের অবদানকে ছোট করে দেখার উপায় নেই তাঁরা হলেন, সম্পাদনা পরিষদের শাইখগণ। যাঁরা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বুখারীর অনুবাদ হতে যথেষ্ট সাহায্য নেয়া হয়েছে। আমরা এজন্য ই.ফা.বাং'র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারপরও আরও যাঁর অবদানকে খাট করে দেখার কোন কারণ নেই তিনি হলেন, হেরা প্রিন্টার্স এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় মাহবুবুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম ভাতৃদ্বয় যাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়াতে এত বড় কাজে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেয়েছি। সর্বোপরি এটি প্রকাশের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করেছেন এমন প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করছি আল্লাহ তাঁদেরকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এ বিশাল মুদ্রণের কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দের চোখে সে ভুলগুলো ধরা পড়লে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নিব ইনশাআল্লাহ। আশা করি মুদ্রণ প্রমাদগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

হে আল্লাহ! এটির ওয়াসিলায় তোমার নিকট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাগফিরাত ও দয়া কামনা করছি। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং প্রচেষ্টাকে কবুল কর। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ

পরিচালক,

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

সহীহুল বুখারী ৩য় খণ্ড তৃতীয় প্রকাশের কথা

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে সহীহুল বুখারী ৩য় খণ্ডের তৃতীয় প্রকাশ প্রকাশিত হলো। মুদ্রণ শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিটি জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে যৎসামান্য মূল্য বৃদ্ধি করা হলো। পাঠকবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতা দু'আ কামনা করছি।

পরিচালক
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি সীমাহীন 'সাজদায়ে শুকর নিবেদন করছি যিনি তাঁর অশেষ রহমতে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং 'উলামায়ি কিরামসহ গুণী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাদৃত সহীহুল বুখারীর বঙ্গানুবাদের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করার তাওফীক দান করেছেন। প্রিয় রাসূলের প্রতি অসংখ্য সালাত ও সালাম যাঁর পুতঃ-পবিত্র মুখ নিঃসৃত সত্যবাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই আমাদের যাবতীয় আয়োজন। ইতোমধ্যে এই বঙ্গানুবাদের সুবাস এ উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকাতেও গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের প্রকাশিত বুখারীর বঙ্গানুবাদের প্রতি বহু 'উলামায়ি কিরামের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা পরিষদ আরও দু'একজন প্রতিভাবান বিদ্বান দ্বারা পরিব্যপ্ত করা হয়েছে। পাঠকদের আশাতীত আগ্রহই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করেছে। হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার জালিয়াতি ও মিথ্যাচারকে দূরে নিক্ষেপ করে আমরা যাতে সত্যিকার ওয়াহীকে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারি এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য ও অনুকম্পা কামনা করছি এবং দু'আ করার জন্য সুধী পাঠকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ ومن بہداه وعظم سنتہ إلى یوم الدین

বিনীত
পরিচালক
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

সতর্কবাণী!

সম্মানিত পাঠক! সহীহুল বুখারীর হাদীসের পাঠ শুরু করার আগে আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করুন।

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ওয়াহীয়ে মাতলূ অর্থাৎ জিবরীল (عليه السلام) কর্তৃক পঠিত হয়ে তাঁর মাধ্যমে নাবী (ﷺ)-কে দেয়া হয়েছে। আর সহীহ হাদীস হল গায়র মাতলূ অর্থাৎ যা পঠিত হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নাবী (ﷺ)-এর অন্তরে সংস্থাপিত করেছেন। কুরআনও ওয়াহী, সহীহ হাদীসও ওয়াহী। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (৬)

আল্লাহর রাসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

(সূরা আন-নাজম ৫৩/৩-৪)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।

(সূরা আল-হাশর ৫৯/৭)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (৩৬)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (সূরা আল-আহযাব ৩৩/৩৬)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা সর্বদা-চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা আল-জিন ৭২/২৩)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (৭০)

কিন্তু না, তোমার রব্বের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে এবং তুমি যে ফয়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়। (সূরা আন-নিসা ৪/৬৫)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (৭৩)

সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়ে পড়ে। (সূরা আন-নূর ২৪/৬৩)

যারা সহীহ হাদীস বিরোধী টীকা সংযোজন করে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে পাঠকদেরকে সহীহ হাদীস না মানার জন্য আহ্বান জানায় তারা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না এ বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বিচার্য।

“ওমুক মতে এই, ওমুক মতে এই”- এসব কথা বলে মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? মুসলিমগণ একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে বাধ্য, ওমুক তমুকের মত মানতে বাধ্য নয়।

অতএব, আসুন! আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি ‘আমাল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

তৃতীয় খণ্ডের পর্ব (কিতাব) ভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা

পর্ব নং	পর্বের বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	হাদীস নং
৫১	হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা	৪৯-৮০	৩৭ টি	২৫৬৬-২৬৩৬
৫২	সাক্ষ্যদান	৮১-১১৪	৩০ টি	২৬৩৭-২৬৮৯
৫৩	বিবাদ মীমাংসা	১১৫-১২৮	১৪ টি	২৬৯০-২৭১০
৫৪	শর্তাবলী	১২৯-১৫২	১৯ টি	২৭১১-২৭৩৭
৫৫	ওয়াসীয়াত	১৫৩-১৭৮	৩৬ টি	২৭৩৮-২৭৮১
৫৬	জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার-ব্যবহার	১৭৯-৩১৬	১৯৯ টি	২৭৮২-৩০৯০
৫৭	খুমুস (এক পঞ্চমাংশ)	৩১৭-৩৫৫	২০ টি	৩০৯১-৩১৫৫
৫৮	জিয়হিয়াহ কর ও সন্ধি স্থাপন	৩৫৬-৩৭৫	২২ টি	৩১৫৬-৩১৮৯
৫৯	সৃষ্টির সূচনা	৩৭৬-৪২৮	১৭ টি	৩১৯০-৩৩২৫
৬০	নাবীগণের (الغزاة) হাদীসসমূহ	৪২৯-৫২৬	৫৪ টি	৩৩২৬-৩৪৮৮
৬১	মর্যাদা ও গুণাবলী	৫২৭-৫৯১	২৮ টি	৩৪৮৯-৩৬৪৮
৬২	সহাবীগণের মর্যাদা	৫৯২-৬৫০	৩০ টি	৩৬৪৯-৩৭৭৫
৬৩	আনসারগণের মর্যাদা	৬৫১-৭৩৫	৫৩ টি	৩৭৭৬-৩৯৪৮

সূচীপত্র

০১-كِتَابُ الْهَبَةِ وَقَضِيلِهَا وَالتَّخْرِيطِ عَلَيْهَا

পর্ব (৫১) : হিবা, এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

অধ্যায়	পৃষ্ঠা	باب
৫১/১. অধ্যায় : হিবা ও এর ফাযীলাত	49	১/০১. بَابُ الْهَبَةِ وَقَضِيلِهَا
৫১/২. অধ্যায়ঃ অল্প পরিমাণে হিবা করা সম্পর্কে	49	২/০১. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهَبَةِ
৫১/৩. অধ্যায় : যদি কেউ তার সঙ্গী সাথীদের নিকট কিছু চায়।	50	৩/০১. بَابُ مَنْ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا
৫১/৪. অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির পানি চাওয়া সম্পর্কে	51	৪/০১. بَابُ مَنْ اسْتَسْقَى
৫১/৫. অধ্যায় : শিকারের গোশত হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করা সম্পর্কে।	52	৫/০১. بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ
৫১/৬. অধ্যায় : হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে।	52	৬/০১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ
৫১/৭. অধ্যায় : হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে।	53	৭/০১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ
৫১/৮. অধ্যায় : সঙ্গীকে কোন হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে তার অন্য স্ত্রী ছেড়ে কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করা।	54	৮/০১. بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ
৫১/৯. অধ্যায় : যে হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।	56	৯/০১. بَابُ مَا لَا يَرُدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ
৫১/১০. অধ্যায় : কাছে নেই এমন বস্তু হিবা করা যিনি জায়য মনে করেন।	57	১০/০১. بَابُ مَنْ رَأَى الْهَبَةَ الْعَائِيَةَ جَائِزَةً
৫১/১১. অধ্যায়ঃ হিবার প্রতিদান প্রদান করা	57	১১/০১. بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهَبَةِ
৫১/১২. অধ্যায় : সন্তানের জন্য হিবা। কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না ইনসাফের সঙ্গে অন্য সন্তানদের সমভাবে দান করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উক্ত পিতার বিপক্ষে কারো সাক্ষী দেয়া চলবে না।	58	১২/০১. بَابُ الْهَبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضُ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجْزَ حَتَّى يَعْدَلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
৫১/১৩. অধ্যায়ঃ হিবার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা	58	১৩/০১. بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْهَبَةِ
৫১/১৪. অধ্যায় : পুরুষের স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রীর পুরুষের জন্য হিবা করা।	59	১৪/০১. بَابُ هَبَةِ الرَّجُلِ لِمَرْأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِرَوْحِهَا
৫১/১৫. অধ্যায় : স্বামী আছে এমন নারীর স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য হিবা করা বা দাস মুক্ত করা। নির্বোধ না হলে বৈধ, নির্বোধ হলে অবৈধ।	60	১৫/০১. بَابُ هَبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِنْتِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجْزَ

৫১/১৬. অধ্যায় : প্রথমে হাদিয়া দিয়ে শুরু করবে।	61	১৬/০১. بَابُ يَمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ
৫১/১৭. অধ্যায় : কারণবশতঃ হাদিয়া কবুল না করা।	62	১৭/০১. بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ
৫১/১৮. অধ্যায় : হাদিয়া পাঠিয়ে দিয়ে বা পাঠিয়ে দেয়ার ওয়াদা কওে তা পৌছানোর পূর্বেই মৃত্যু হলে।	63	১৮/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَّةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
৫১/১৯. অধ্যায় : দাস ও বিবিধ সামগ্রী কিভাবে অধিকারভুক্ত করা যায়?	64	১৯/০১. بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ
৫১/২০. অধ্যায় : হাদিয়া পাঠানো হলে 'গ্রহণ করলাম' এ কথা না বলে কেউ স্বীয় অধিকারভুক্ত করে নিলে।	64	২০/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ
৫১/২১. অধ্যায় : এক ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য ঋণ অনেকে দান করে দেয়া।	65	২১/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ ذَيْنَا عَلَى رَجُلٍ
৫১/২২. অধ্যায় : জামা'আতের জন্য এক ব্যক্তির দান।	66	২২/০১. بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ
৫১/২৩. অধ্যায় : দখলভুক্ত বা দখলভুক্ত নয় এবং বণ্টিত বা বণ্টিত নয় এমন সম্পদ দান করা	66	২৩/০১. بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
৫১/২৪. অধ্যায় : একদল অন্য গোত্রকে বা এক ব্যক্তি কোন দলকে দান করলে তা বৈধ।	68	২৪/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةً لِقَوْمٍ
৫১/২৫. অধ্যায় : সঙ্গীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই তার হকদার।	69	২৫/০১. بَابُ مَنْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ
৫১/২৬. অধ্যায় : উষ্ট্রারোহীকে সেই উষ্ট্রটি দান করা হলে তা বৈধ।	69	২৬/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِلرَّجُلِ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ
৫১/২৭. অধ্যায় : পরিধেয় হিসেবে অপছন্দনীয় কিছু হাদিয়া দেয়া।	70	২৭/০১. بَابُ هَدِيَّةٍ مَا يُغْرَهُ لِبَسُهَا
৫১/২৮. অধ্যায় : মুশরিকদের দেয়া হাদিয়া গ্রহণ করা।	71	২৮/০১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
৫১/২৯. অধ্যায় : মুশরিকদেরকে হাদিয়া প্রদান করা।	72	২৯/০১. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ
৫১/৩০. অধ্যায় : দান বা সদাকাহ করা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য হালাল নয়।	73	৩০/০১. بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ
৫১/৩১. অধ্যায় :	74	৩১/০১. بَابُ :
৫১/৩২. অধ্যায় : উমরা ও রুকবা رُقْبَى عُمْرَى সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।	75	৩২/০১. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمَرَى وَالرُّقْبَى
৫১/৩৩. অধ্যায় : মানুষের কাছ থেকে যে ব্যক্তি ঘোড়া,	75	৩৩/০১. بَابُ مَنْ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالْذَّابَّةَ

চতুস্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেয়।		وغيرها
৫১/৩৪. অধ্যায় : বাসর সজ্জার উদ্দেশে নব দম্পতির কিছু ধার নেয়া।	76	باب الإستيعارة للعروس عند البناء ৩৬/০১
৫১/৩৫. অধ্যায় : দুগ্ধ পান করানোর জন্য সাময়িকভাবে উট-বকরি প্রদানের ফাযীলাত।	76	باب فُضِّلَ الْمَنِيحَةِ ৩৫/০১
৫১/৩৬. অধ্যায় : প্রচলিত অর্থে যদি কেউ বলে এই দাসীটি তোমার খিদমাতের জন্য দিলাম, এটা বৈধ।	78	باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ ৩৬/০১
৫১/৩৭. অধ্যায় : আরোহণের নিমিত্তে অশ্ব দান 'উমরাও (عُمَرَى)' সদাকাহ বলেই গণ্য হবে।	79	باب إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمَرَى وَالصَّدَقَةِ ৩৭/০১
৫২/১. অধ্যায় : বাদীই প্রমাণ উপস্থাপন করবে।	81	باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي ১/০২
৫২/২. অধ্যায় : যখন কেউ কারো চরিত্রের ব্যাপারে প্রত্যয়ন করে যে, তাকে তো ভালো বলেই জানি কিংবা বলে যে, এর সম্পর্কে তো ভালো বৈ কিছু জানি না।	82	باب إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ২/০২
৫২/৩. অধ্যায় : অপ্রকাশিত ব্যক্তির সাক্ষ্যদান। 'আমর ইবনু হুরায়স (রহ.) এ ধরনের সাক্ষ্য বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন;	83	باب شَهَادَةُ الْمُخْتَبِي وَأَجَارَةِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ ৩/০২
৫২/৪. অধ্যায় : এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলে আর অন্যরা এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে সাক্ষ্যদাতার কথা অনুযায়ী ফায়সালা হবে।	84	باب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهِدَ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ : مَا عَلِمْنَا بِذَلِكَ؛ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ. ৪/০২
৫২/৫. অধ্যায় : ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীগণের প্রসঙ্গে-	85	باب الشَّهَدَاءُ الْعُدُولُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ৫/০২
৫২/৬. অধ্যায় : সততা প্রমাণে কয়জন লাগবে?	86	باب تَعْدِيلُكُمْ بِحُجُورٍ ৬/০২
৫২/৭. অধ্যায় : বংশধারা, সবার জানা দুধপান ও আগের মৃত্যুর বিষয়ে সাক্ষ্য দান; নাবী (ﷺ) বলেছেন, সুওয়াইবা আমাকে এবং আবু সালামাহকে দুধপান করিয়েছেন এবং এর উপর দৃঢ় থাকা।	87	باب الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرِّضَاعِ الْمُسْتَفِيزِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَعْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبِيَّةَ وَالتَّنْبِثَ فِيهِ ৭/০২
৫২/৮. অধ্যায় : ব্যভিচারের অপবাদ দাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য।	88	باب شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ৮/০২
৫২/৯. অধ্যায় : অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী বানানো হলেও সাক্ষ্য দিবে না।	89	باب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشْهَدَ ৯/০২
৫২/১০. অধ্যায় : মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে।	91	باب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ ১০/০২
৫২/১১. অধ্যায় : অন্ধের সাক্ষ্যদান করা, কোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত দান করা, তার বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেয়া, তার	92	باب شَهَادَةُ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولُهُ فِي التَّأْذِينَ وَغَيْرِهِ وَمَا ১১/০২

ক্রয়-বিক্রয় করা, তার আযান দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে অনুমোদন করা এবং আওয়াজে পরিচয় করা।		يُتَرَفُّ بِالْأَصْوَاتِ
৫২/১২. অধ্যায় : স্ত্রী লোকের সাক্ষ্যদান।	94	١٢/٥٢. بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ
৫২/১৩. অধ্যায় : দাস-দাসীর সাক্ষ্যদান।	94	١٣/٥٢. بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ
৫২/১৪. অধ্যায় : দুগ্ধদাত্রীর সাক্ষ্যদান।	95	١٤/٥٢. بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
৫২/১৫. অধ্যায় : সততার ব্যাপারে নারীগণের পারস্পরিক সাক্ষ্যদান।	95	١٥/٥٢. بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا
৫২/১৬. অধ্যায় : এক ব্যক্তি কারো নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিলে তা-ই যথেষ্ট।	101	١٦/٥٢. بَابُ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَّاهُ
৫২/১৭. অধ্যায় : প্রশংসায় আতিশয্য অপছন্দনীয় যা জানা তাই বলতে হবে।	102	١٧/٥٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَتُقِلُّ مَا يَعْلَمُ
৫২/১৮. অধ্যায় : বাচ্চাদের বয়োপ্রাপ্তি ও তাদের সাক্ষ্যদান।	102	١٨/٥٢. بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ
৫২/১৯. অধ্যায় : শপথ পাঠ করানোর পূর্বে বিচারক বাদীকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?	103	١٩/٥٢. بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ
৫২/২০. অধ্যায় : মালামাল ও শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডের ক্ষেত্রে বিবাদীর শপথ করা।	104	٢٠/٥٢. بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ
৫২/২১. অধ্যায় : কেউ কোন দাবী করলে কিংবা মিথ্যারোপ করলে তাকেই প্রমাণ দিতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানে বেরোতে হবে।	105	٢١/٥٢. بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَدَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْظِلُقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
৫২/২২. অধ্যায় : 'আসরের পর শপথ করা।	106	٢٢/٥٢. بَابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ
৫২/২৩. অধ্যায় : যে জায়গায় বিবাদীকে শপথ করানো ওয়াজিব, তাকে সেখানেই শপথ করানো হবে। একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়া হবে না।	106	٢٣/٥٢. بَابُ يَخْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ
৫২/২৪. অধ্যায় : আগে শপথ করা নিয়ে একদল লোকের প্রতিযোগিতা করা।	107	٢٤/٥٢. بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
৫২/২৫. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সহিত কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মস্তদ শাস্তি রয়েছে। (আলু ইমরান ৭৭)	107	٢٥/٥٢. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران : ٧٧)

৫২/২৬. অধ্যায় : কেমনভাবে শপথ করানো হবে?	108	৫৬/৫২. بَابُ كَيْفٍ يُسْتَحْلَفُ
৫২/২৭. অধ্যায় : শপথ করার পর বাদী সাক্ষী হাযির করলে।	109	৫৭/৫২. بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ
৫২/২৮. অধ্যায় : যিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দান করেছেন।	109	৫৮/৫২. بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ
৫২/২৯. অধ্যায় : সাক্ষী ইত্যাদির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না।	111	৫৯/৫২. بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا
৫২/৩০. অধ্যায় : জটিল ব্যাপারে কুর'আর মাধ্যমে ফয়সালা করা।	112	৬০/৫২. بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُسْكَلَاتِ
৫৩/১. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়া।	115	১/৫৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا
৫৩/২. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে মীমাংসাকারী ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়।	117	২/৫৩. بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ
৫৩/৩. অধ্যায় : সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ইমামের কথা "চলো যাই আমরা মীমাংসা করে দেই"।	117	৩/৫৩. بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ
৫৩/৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : "উভয়ে আপোস নিষ্পত্তি করতে চাইলে আপোস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।" (আন-নিসা ১২৮)	117	৪/৫৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
৫৩/৫. অধ্যায় : অন্যায়ের উপর সন্ধিবদ্ধ হলে তা বাতিল।	118	৫/৫৩. بَابُ إِذَا اضْطَلَحُوا عَلَى صُلْحٍ جَوْرٍ فَالْصُّلْحُ مَرْذُودٌ
৫৩/৬ অধ্যায় : কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক লিখাতে হবে। গোত্র বা বংশের উল্লেখ না করলেও ক্ষতি নেই।	119	৬/৫৩. بَابُ كَيْفٍ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ
৫৩/৭ অধ্যায় : মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি।	121	৭/৫৩. بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ
৫৩/৮. অধ্যায় : ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি।	122	৮/৫৩. بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ
৫৩/৯. অধ্যায় : হাসান ইব্নু 'আলী (رضي الله عنه) সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : আমার এ ছেলেটি একজন নেতা। সম্ভবত আল্লাহ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।	123	৯/৫৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ
৫৩/১০. অধ্যায় : আপোস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?	124	১০/৫৩. بَابُ هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ
৫৩/১১. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে মীমাংসা এবং ন্যায় বিচার করার ফাযীলাত।	125	১১/৫৩. بَابُ فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

৫৩/১২. অধ্যায় : ইমাম বিবাদ মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরও তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে যথার্থ হুকুম জারী করতে হবে।	125	১২/০৩. بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالْصُّلْحِ فَأَبَى حَكْمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ
৫৩/১৩. অধ্যায় : পাওনাদারদের মধ্যে এবং ওয়ারিসদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা।	126	১৩/০৩. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
৫৩/১৪. অধ্যায় : ঋণ ও নগদ সম্পদের বিনিময়ে আপোস করা।	127	১৪/০৩. بَابُ الصُّلْحِ بِالَّذَيْنِ وَالْعَيْنِ
৫৪/১. অধ্যায় : ইসলামে আহুকামে ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জায়িয়।	129	১/০৪. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
৫৪/২. অধ্যায় : তাবীর করা খেজুর গাছ বিক্রি করা।	131	২/০৪. بَابُ إِذَا بَاعَ تَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ
৫৪/৩. অধ্যায় : বিক্রয়ে শর্তারোপ করা।	131	৩/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ
৫৪/৪. অধ্যায় : নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাবার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়িয়।	131	৪/০৪. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ
৫৪/৫. অধ্যায় : বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী।	133	৫/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ
৫৪/৬. অধ্যায় : বিবাহ বন্ধনের সময় মাহর সম্পর্কে শর্তাবলী।	133	৬/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
৫৪/৭. অধ্যায় : বর্গাচাষের শর্তাবলী।	134	৭/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ
৫৪/৮. অধ্যায় : বিবাহে যে সব শর্ত বৈধ নয়।	134	৮/০৪. بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
৫৪/৯. অধ্যায় : দণ্ড বিধিতে যে সকল শর্ত বৈধ নয়।	135	৯/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ
৫৪/১০ অধ্যায় : মুক্ত করা হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কী কী শর্ত জায়িয়।	135	১০/০৪. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ
৫৪/১১. অধ্যায় : তালাকের শর্তাবলী।	136	১১/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ
৫৪/১২. অধ্যায় : লোকজনের সাথে মৌখিক শর্ত করা।	137	১২/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
৫৪/১৩. অধ্যায় : 'ওয়ালার' ব্যাপারে অধিকার অর্জনের শর্তারোপ।	137	১৩/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ
৫৪/১৪. অধ্যায় : বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এমন শর্তারোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব।	138	১৪/০৪. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمَزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ
৫৪/১৫. অধ্যায় : যুদ্ধের প্রতি পক্ষীয়দের সাথে জিহাদ ও সমঝোতার ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সঙ্গে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা।	139	১৫/০৪. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

৫৪/০০. অধ্যায় : ঋণের বিষয়ে শর্তারোপ করা।	149	৫৪/০০. باب : باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ
৫৪/১৬. অধ্যায় : মুকাতাব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত আল্লাহর কিতাবের বিপরীত তা বৈধ নয়।	150	৫৪/১৬. باب الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ
৫৪/১৭. অধ্যায় : শর্তারোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসঙ্গে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু' ব্যক্তিত্ব একশ' ? (তবে হুকুম কী হবে)।	150	৫৪/১৭. باب مِمَّا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْرَاطِ وَالْقُنْيَا فِي الْإِفْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مَائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
৫৪/১৮. অধ্যায় : ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্তাবলী	151	৫৪/১৮. باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ
৫৫/১ অধ্যায় : অসীয়াত প্রসঙ্গে	153	৫৫/১. باب الْوَصَايَا
৫৫/২. অধ্যায় : ওয়ারিসদেরকে অন্যের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া উত্তম।	154	৫৫/২. باب أَنْ يَتْرَكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا. النَّاسُ
৫৫/৩. অধ্যায় : এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা প্রসঙ্গে।	155	৫৫/৩. باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
৫৫/৪. অধ্যায় : অসীর নিকট অসীয়াতকারীর কথা : তুমি আমার সন্তানদির প্রতি খেয়াল রাখবে, আর অসীর জন্য কেমন দাবী জায়গ।	156	৫৫/৪. باب قَوْلِ الْوَصِيِّ لَوْصِيٍّ تَعَاهَدَ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى
৫৫/৫. অধ্যায় : রুগ্ন ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্টভাবে ইশারা করলে তা গ্রহণীয় হবে।	157	৫৫/৫. باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ
৫৫/৬. অধ্যায় : ওয়ারিসের জন্য অসীয়াত নেই।	157	৫৫/৬. باب لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ
৫৫/৭. অধ্যায় : মৃত্যুর প্রাক্কালে দান খায়রাত করা।	157	৫৫/৭. باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ
৫৫/৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)।	158	৫৫/৮. باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء : ১১)
৫৫/৯. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “ঋণ পরিশোধ ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে)” (আন-নিসা ১১) এর ব্যাখ্যা।	159	৫৫/৯. باب تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء : ১২)
৫৫/১০. অধ্যায় : যখন আরীয-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আরীয কারা?	160	৫৫/১০. باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ
৫৫/১১. অধ্যায় : স্ত্রীলোক ও সন্তানাদি আরীযের মধ্যে কি?	162	৫৫/১১. باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ
৫৫/১২. অধ্যায় : ওয়াক্ফকারী তার ওয়াক্ফ দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারে কি?	162	৫৫/১২. باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ
৫৫/১৩. অধ্যায় : কোন কিছু ওয়াক্ফ করতঃ অন্যের	163	৫৫/১৩. باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى

কাছে হস্তান্তর না করলেও তা জায়িয়।		غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
৫৫/১৪. অধ্যায় : যদি কেউ বলে যে, আমার বাড়ীটি আল্লাহর ওয়াস্তে সদাকাহ এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয়। সে তা আরীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে।	163	১৫/০৫. بَابُ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةُ اللَّهِ وَلَمْ يَبَيِّنْ لِلْمُقْرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ
৫৫/১৫. অধ্যায় : কেউ যদি বলে 'আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে সদাকাহ তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তার বর্ণনা না দেয়।	164	১০/০৫. بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةُ اللَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ
৫৫/১৬. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ কিংবা তার গোলামদের কতকগুলি অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সদাকাহ বা ওয়াক্ফ করলে তা জায়িয়।	164	১৬/০৫. بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
৫৫/১৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার উকিলকে সদাকাহ প্রদান করল, অতঃপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল।	165	১৭/০৫. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ
৫৫/১৮. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : মীরাসের মাল বন্টনের সময় যদি কোন আরীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন হাজির থাকে, তাহলে তা থেকে তাদেরও কিছু প্রদান করবে। (আন-নিসা ৮)	166	১৮/০৫. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (النساء : ৮)
৫৫/১৯. অধ্যায় : অকস্মাৎ কেউ মারা গেলে তার জন্য দান-খয়রাত আর মৃতের পক্ষ থেকে তার মানৎ আদায় করা।	166	১৯/০৫. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءُ الدُّوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
৫৫/২০. অধ্যায় : ওয়াক্ফ ও সদাকাহয় সাক্ষী রাখা।	166	২০/০৫. بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ
৫৫/২৫. অধ্যায় : আবাসে কিংবা সফরে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি নয়র রাখা।	171	২০/০৫. بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الْأُمِّ وَرَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ
৫৫/২৬. অধ্যায় : যখন কেউ কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং তার সীমা বর্ণনা না করে তা বৈধ। সদাকাহও তদ্রূপ।	171	২৬/০৫. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يَبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ
৫৫/২৭. অধ্যায় : কোন দল যদি তাদের শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা জায়িয়।	172	২৭/০৫. بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ
৫৫/২৮. অধ্যায় : ওয়াক্ফ কিভাবে লিখিত হবে?	172	২৮/০৫. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ
৫৫/২৯. অধ্যায় : গরীব, ধনী এবং মেহমানের জন্য ওয়াক্ফ করা।	173	২৯/০৫. بَابُ الْوَقْفِ لِلْعَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالصَّغِيرِ

৫৫/৩০. অধ্যায় : মাসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা।	173	৩০/৫০. بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ
৫৫/৩১. অধ্যায় : পশু, অশ্ব, আসবাবপত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্য ওয়াক্ফ করা।	174	৩১/৫০. بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكَرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ
৫৫/৩২. অধ্যায় : ওয়াক্ফের তদারককারীর ব্যয় নির্বাহ।	174	৩২/৫০. بَابُ تَفَقُّعِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
৫৫/৩৩. অধ্যায় : যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্ফ করে এবং অপরাপর মুসলমানদের মত সে নিজেও পানি নেয়ার শর্তারোপ করে।	175	৩৩/৫০. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
৫৫/৩৪. অধ্যায় : ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহর নিকট এর মূল্য পেতে চাই তা জায়য।	175	৩৪/৫০. بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا تَنْظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
৫৫/৩৬. অধ্যায় : অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করা।	177	৩৬/৫০. بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دِيُونِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ غَضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ
৫৬/১. অধ্যায় : জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত।	179	১/৫৬. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْبَيْتِ
৫৬/২. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে সেই মু'মিন মুজাহিদই উত্তম, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।	180	২/৫৬. بَابُ أَفْضَلِ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৩. অধ্যায় : পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ করার ও শাহাদাত লাভের দু'আ।	181	৩/৫৬. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
৫৬/৪. অধ্যায় : আল্লাহর পথের মুজাহিদদের মর্যাদা।	182	৪/৫৬. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৫. অধ্যায় : আল্লাহর পথে সকাল-সন্ধ্যা অভিযান করা। জান্নাতে তোমাদের কারো এক ধনুক পরিমিত স্থান।	183	৫/৫৬. بَابُ الْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
৫৬/৬. অধ্যায় : ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হর ও তাদের গুণাবলী।	184	৬/৫৬. بَابُ الْحَوَرِ الْعَيْنِ وَصِفَتِهِنَّ
৫৬/৭. অধ্যায় : শাহাদাত কামনা।	185	৭/৫৬. بَابُ تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ
৫৬/৮. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পতিত হয়ে কারো মৃত্যু ঘটলে, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	186	৮/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ
৫৬/৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হল কিংবা বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হল।	187	৯/৫৬. بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/১০. অধ্যায় : যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়।	188	১০/৫৬. بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
৫৬/১১. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার বাণী : “বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছ দু'টি মঙ্গলের	188	১১/৫৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ

মধ্যে একটির।" (আত-তাওবাহ ৫২)		بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ
৫৬/১২. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার বাণী : "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (আল আহযাব ২৩)	189	১২/৫৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَتَلَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب : ২৩)
৫৬/১৩. অধ্যায় : যুদ্ধের আগে নেক আমাল।	190	১৩/৫৬. بَابُ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ
৫৬/১৪. অধ্যায় : অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে।	191	১৪/৫৬. بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرِبَ فَقَتَلَهُ
৫৬/১৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহর বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশে জিহাদ করে।	191	১৫/৫৬. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ فِي الْعُلَيَّا
৫৬/১৬. অধ্যায় : আল্লাহর পথে যার দু'টি পা ধূলি-মলিন হয়।	192	১৬/৫৬. بَابُ مَنْ اغْتَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/১৭. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় মাথায় ধূলা লাগলে তা মুছে ফেলা।	192	১৭/৫৬. بَابُ مَسْحِ الْعُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/১৮. অধ্যায় : যুদ্ধের এবং ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা।	193	১৮/৫৬. بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْعُبَارِ
৫৬/১৯. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার এ বাণী যাদের ব্যাপারে নাখিল হয়েছে, তাদের মর্যাদা।	193	১৯/৫৬. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
৫৬/২০. অধ্যায় : শহীদের উপর ফেরেশতাদের ছায়া বিস্তার।	194	২০/৫৬. بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ
৫৬/২১. অধ্যায় : পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার জন্য মুজাহিদদের কামনা।	194	২১/৫৬. بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا
৫৬/২২. অধ্যায় : জান্নাত হল তলোয়ারের ঝলকানির তলে।	195	২২/৫৬. بَابُ الْحَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ
৫৬/২৩. অধ্যায় : জিহাদের উদ্দেশে যে সন্তান চায়।	195	২৩/৫৬. بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ
৫৬/২৪. অধ্যায় : যুদ্ধে সাহসিকতা ও ভীরুতা।	196	২৪/৫৬. بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْحَيَيْنِ
৫৬/২৫. অধ্যায় : ভীরুতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।	196	২৫/৫৬. بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْحَيَيْنِ
৫৬/২৬. অধ্যায় : যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।	197	২৬/৫৬. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/২৭. অধ্যায় : জিহাদে গমন ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যিকতা।	197	২৭/৫৬. بَابُ وَجُوبِ التَّفِيرِ وَمَا يَحِبُّ مِنَ الْجِهَادِ وَالْيَتَةِ
৫৬/২৮. অধ্যায় : কোন কাফির যদি কোন মুসলিমকে হত্যা করে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করতঃ দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হয়।	198	২৮/৫৬. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدَ وَيُقْتَلُ
৫৬/২৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর	200	২৯/৫৬. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْعَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

অগ্রগণ্য করে।		
৫৬/৩০. অধ্যায় : নিহত হওয়া ব্যতীতও সাত ধরনের শাহাদাত আছে।	200	৩০/৫৬. بَابُ الشَّهَادَةِ سِتْعَ سَوَى الْقَتْلِ
৫৬/৩১. অধ্যায় : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :	200	৩১/৫৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
৫৬/৩২. অধ্যায় : যুদ্ধের সময় ধৈর্য অবলম্বন।	202	৩২/৫৬. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ
৫৬/৩৩. অধ্যায় : জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ।	202	৩৩/৫৬. بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الْقِتَالِ
৫৬/৩৪. অধ্যায় : পরিখা খনন করা।	203	৩৪/৫৬. بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ
৫৬/৩৫ অধ্যায় : ওযর যাকে জিহাদে গমন করতে বাধা দান করে।	204	৩৫/৫৬. بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْعَزْوِ
৫৬/৩৬. অধ্যায় : আল্লাহ্র পথে থাকা অবস্থায় সিয়াম পালনের ফাযীলাত।	204	৩৬/৫৬. بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৩৭. অধ্যায় : আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার ফাযীলাত।	204	৩৭/৫৬. بَابُ فَضْلِ النِّقَاقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৩৮. অধ্যায় : সৈনিককে আসবাব সজ্জিত করার কিংবা তার রেখে যাওয়া পরিবারের কল্যাণ করার ফাযীলাত।	206	৩৮/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَارِبًا أَوْ خَلَقَهُ بِخَيْرٍ
৫৬/৩৯ অধ্যায় : যুদ্ধের সময় সুগন্ধির ব্যবহার।	206	৩৯/৫৬. بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ
৫৬/৪০. অধ্যায় : দূশমনের তথ্যানুসন্ধানী দলের ফাযীলাত।	207	৪০/৫৬. بَابُ فَضْلِ الظَّلِيلَةِ
৫৬/৪১. অধ্যায় : একজন তথ্যানুসন্ধানী পাঠানো যায় কি?	207	৪১/৫৬. بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الظَّلِيلَةُ وَحْدَهُ
৫৬/৪২. অধ্যায় : দু'জনের সফর।	207	৪২/৫৬. بَابُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ
৫৬/৪৩. অধ্যায় : ঘোড়ার কপালের কেশদামে কল্যাণ বিধিবদ্ধ আছে কিয়ামাত অবধি।	208	৪৩/৫৬. بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
৫৬/৪৪ অধ্যায় : জিহাদ চলতে থাকবে সৎ বা অসৎ লোকের নেতৃত্বে। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোটকের কপালের কেশ দামে কল্যাণ বিধিবদ্ধ আছে কিয়ামাত অবধি।	208	৪৪/৫৬. بَابُ الْجِهَادِ مَاضٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
৫৬/৪৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহ্র বাণী : “যে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে।” (আল-আনফাল ৫২)	209	৪৫/৫৬. بَابُ مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (الأنفال: ৬০)
৫৬/৪৬. অধ্যায় : ঘোড়া ও গাধার নাম রাখা।	209	৪৬/৫৬. بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ
৫৬/৪৭. অধ্যায় : ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা বলা হয়।	210	৪৭/৫৬. بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ سُؤْمِ الْفَرَسِ
৫৬/৪৮. অধ্যায় : ঘোড়া তিন ধরনের মানুষের জন্য।	211	৪৮/৫৬. بَابُ الْخَيْلِ لِثَلَاثَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَالْخَيْلُ

আর আল্লাহ তাআলার বাণী : তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং আরো সৃষ্টি করবেন এমন বস্তু যা তোমরা জান না। (আন-নাহল ৮)		وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكُبَهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ (النحل : ٨)
৫৬/৪৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জিহাদে অন্যের পশুকে চাবুক মারে।	212	৫৬/৪৯. ٤٩/٥٦. بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ
৫৬/৫০. অধ্যায় : অবাধ্য পশু এবং ষাঁড় ঘোড়ায় আরোহণ করা।	213	৫৬/৫০. ٥٠/٥٦. بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّغْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ
৫৬/৫১. অধ্যায় : গনীমতে ঘোড়ার অংশ।	213	৫৬/৫১. ٥١/٥٦. بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ
৫৬/৫২ অধ্যায় : যুদ্ধে যে ব্যক্তি অন্যের বাহনের পশু চালনা করে।	213	৫৬/৫২. ٥٢/٥٦. بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/৫৩. অধ্যায় : বাহনের পশুর ও পা-দানি সম্পর্কে।	214	৫৬/৫৩. ٥٣/٥٦. بَابُ الرِّكَابِ وَالْفَرْزِ لِلدَّابَّةِ
৫৬/৫৪. অধ্যায় : গদিবিহীন অশ্বোপরি আরোহণ।	214	৫৬/৫৪. ٥٤/٥٦. بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ
৫৬/৫৫. অধ্যায় : ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া।	214	৫৬/৫৫. ٥٥/٥٦. بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ
৫৬/৫৬. অধ্যায় : ঘোড়দৌড়	215	৫৬/৫৬. ٥٦/٥٦. بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
৫৬/৫৭ অধ্যায় : প্রতিযোগিতার জন্য অশ্বের প্রশিক্ষণ।	215	৫৬/৫৭. ٥٧/٥٦. بَابُ إِضْطَارِّ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ
৫৬/৫৮. অধ্যায় : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বের দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা।	216	৫৬/৫৮. ٥٨/٥٦. بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَّةِ
৫৬/৫৯ অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উদ্বী প্রসঙ্গে।	216	৫৬/৫৯. ٥٩/٥٦. بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ
৫৬/৬০. অধ্যায় : গর্দভের পিঠে সাওয়ার অবস্থায় যুদ্ধ।	217	৫৬/৬০. ٦٠/٥٦. بَابُ الْغَزْوِ عَلَى الْخَمِيرِ
৫৬/৬১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর সাদা খচ্চর।	217	৫৬/৬১. ٦١/٥٦. بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ
৫৬/৬২ অধ্যায় : নারীদের জিহাদ।	218	৫৬/৬২. ٦٢/٥٦. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ
৫৬/৬৩. অধ্যায় : নৌ যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ।	218	৫৬/৬৩. ٦٣/٥٦. بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ
৫৬/৬৪. অধ্যায় : কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া।	219	৫৬/৬৪. ٦٤/٥٦. بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ
৫৬/৬৫. অধ্যায় : নারীদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ।	219	৫৬/৬৫. ٦٥/٥٦. بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ
৫৬/৬৬. অধ্যায় : যুদ্ধে নারীদের মশুক নিয়ে লোকদের নিকট যাওয়া।	220	৫৬/৬৬. ٦٦/٥٦. بَابُ تَحْمِلِ النِّسَاءِ الْقُرْبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ
৫৬/৬৭. অধ্যায় : নারীগণ কর্তৃক যুদ্ধে আহতদের সেবা ও শশ্রূষা।	220	৫৬/৬৭. ٦٧/٥٦. بَابُ مَدَاوَةِ النِّسَاءِ الْحَرْحَى فِي الْغَزْوِ
৫৬/৬৮. অধ্যায় : নারীদের সাহায্যে হতাহতদের মাদীনাহুয় প্রত্যাহার।	220	৫৬/৬৮. ٦٨/٥٦. بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْحَرْحَى وَالْقَتْلِ إِلَى

		الْمَدِينَةِ
৫৬/৬৯. অধ্যায় : দেহ হতে তীর বহিষ্করণ।	221	۶۹/۵۶. بَابُ تَرْجِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ
৫৬/৭০. অধ্যায় : মহান আদ্বাহর পথে যুদ্ধে গ্রহণ দান।	221	۷০/۵۶. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْعَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৭১. অধ্যায় : যুদ্ধে খিদ্মাতের ফাযীলাত।	222	۷১/۵۶. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْعَزْوِ
৫৬/৭২. অধ্যায় : সফর-সঙ্গীর দ্রব্যাদি বহনের ফাযীলাত।	223	۷২/۵۶. بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ
৫৬/৭৩. অধ্যায় : আদ্বাহর রাত্তায় একদিন গ্রহণরাত থাকার ফাযীলাত।	224	۷৩/۵۶. بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
৫৬/৭৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি খিদ্মত গ্রহণের উদ্দেশে যুদ্ধে বালকদের নিয়ে যায়।	224	۷৪/۵۶. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيِّ لِلْخِدْمَةِ
৫৬/৭৫. অধ্যায় : সাগর যাত্রা।	225	۷৫/۵۶. بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ
৫৬/৭৬. অধ্যায় : দুর্বল ও সৎলোকদের (দু'আয়) উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া।	226	۷৬/۵۶. بَابُ مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ
৫৬/৭৭. অধ্যায় : অমুক লোক শহীদ এ কথা বলবে না।	227	۷৭/۵۶. بَابُ لَا يَقُولُ فَلَانٌ شَهِيدٌ
৫৬/৭৮. অধ্যায় : তীর চালনায় উৎসাহ দান।	228	۷৮/۵۶. بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الرَّمِيِّ
৫৬/৭৯. অধ্যায় : বর্শা বা তদ্রূপ কিছু নিয়ে খেলাফ করা।	229	۷৯/۵۶. بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَتَحْوِهَا
৫৬/৮০. অধ্যায় : ঢাল ও যে লোক তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে।	229	৮০/৫৬. بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَرَسُّ بِتَرَسِ صَاحِبِهِ
৫৬/৮১. অধ্যায় : চামড়ার ঢাল সম্পর্কিত।	230	৮১/৫৬. بَابُ الدَّرَقِ
৫৬/৮২. অধ্যায় : কোষে ও স্কন্ধে তরবারি বহন।	231	৮২/৫৬. بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَغْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ
৫৬/৮৩. অধ্যায় : তলোয়ার স্বর্ণ-রৌপ্যে খচিতকরণ।	232	৮৩/৫৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي جَلِيَةِ السُّيُوفِ
৫৬/৮৪. অধ্যায় : সফরে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামকালে তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা।	232	৮৪/৫৬. بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ
৫৬/৮৫. অধ্যায় : শিরজ্ঞাপ পরিধান।	233	৮৫/৫৬. بَابُ لُبْسِ الثَّيْبَةِ
৫৬/৮৬. অধ্যায় : কারো মৃত্যুকালে তার অস্ত্র বিনষ্ট করা যারা পছন্দ করে না।	233	৮৬/৫৬. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ
৫৬/৮৭. অধ্যায় : দুপুরের বিশ্রামকালে ইমাম থেকে তফাতে যাওয়া এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা।	233	৮৭/৫৬. بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

৫৬/৮৮ অধ্যায় : তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে।	234	۸۸/۵۶. بَاب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ
৫৬/৮৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বর্ম এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।	235	۸۹/۵۶. بَاب مَا قِيلَ فِي دَرَعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/৯০ অধ্যায় : সফরে এবং যুদ্ধে জোকা পরিধান করা	236	۹۰/۵۶. بَاب الْجَبَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ
৫৬/৯১. অধ্যায় : যুদ্ধে রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করা।	236	۹۱/۵۶. بَاب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/৯২. অধ্যায় : ছুরি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে।	237	۹۲/۵۶. بَاب مَا يُذَكَّرُ فِي السَّيْكِينِ
৫৬/৯৩. অধ্যায় : রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।	238	۹۳/۵۶. بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ
৫৬/৯৪. অধ্যায় : ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।	238	۹۴/۵۶. بَاب قِتَالِ الْيَهُودِ
৫৬/৯৫. অধ্যায় : তুর্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।	239	۹۵/۵۶. بَاب قِتَالِ التُّرْكِ
৫৬/৯৬. অধ্যায় : যারা পশমের জুতা পরিধান করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।	239	۹۶/۵۶. بَاب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ
৫৬/৯৭ অধ্যায় : পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজের সওয়ারী থেকে নামা ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।	240	۹۷/۵۶. بَاب مَنْ صَفَّ أَصْحَابُهُ عِنْدَ الْهَرِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ
৫৬/৯৮. অধ্যায় : মুশরিকদের পরাজিত ও প্রকম্পিত করার দু'আ।	240	۹۸/۵۶. بَاب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَرِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ
৫৬/৯৯. অধ্যায় : কোন মুসলিম কি আহলে কিতাবকে বীনের পথ দেখাবে কিংবা তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবে?	242	۹۹/۵۶. بَاب هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
৫৬/১০০ অধ্যায় : মুশরিকদের হিদায়াত ও মন আকর্ষণের জন্য দু'আ।	243	۱۰০/۵۶. بَاب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَّأَلَّفَهُمْ
৫৬/১০১ অধ্যায়ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত এবং কোন অবস্থায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়? নাবী (ﷺ) কায়সার ও কিসরা-এর নিকট যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া।	243	۱۰১/۵۶. بَاب دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالْدَّعْوَةَ قَبْلَ الْقِتَالِ
৫৬/১০২. অধ্যায় : ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নাবী (ﷺ)-এর আহ্বান আর মানুষ যেন আল্লাহ ব্যতীত তাদের পরম্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে।	244	۱০২/۵۶. بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالشُّبُوهَ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
৫৬/১০৩ অধ্যায় : যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে এবং	250	۱০৩/۵۶. بَاب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَى بِغَيْرِهَا وَمَنْ

অন্যদিকে আকর্ষণের মাধ্যমে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে।		أَحَبُّ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْحَمِيسِ
৫৬/১০৪. অধ্যায় : যুহরের পর সফরের উদ্দেশে বের হওয়া।	251	۱۰۴/۵۶. بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ
৫৬/১০৫. অধ্যায় : মাসের শেষাংশে সফরে বের হওয়া।	251	۱۰৫/৵৶. بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ
৫৬/১০৬. অধ্যায় : রমায়ান মাসে সফরে বের হওয়া।	252	۱۰৬/৵৶. بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ
৫৬/১০৭. অধ্যায় : সফরকালে বিদায় দেয়া।	252	۱০৭/৵৶. بَابُ التَّودِيعِ
৫৬/১০৮. অধ্যায় : পাপ কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা।	253	۱০৮/৵৶. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ
৫৬/১০৯. অধ্যায় : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা।	253	۱০৯/৵৶. بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيَتَّقِي بِهِ
৫৬/১১০. অধ্যায় : যুদ্ধ থেকে পালিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে বায়'আত করা। আর কেউ বলেছেন, যুদ্ধের উপর বায়'আত করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। (ফাত্হ ১৮)	254	১১০/৵৶. بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح : ১৮)
৫৬/১১১. অধ্যায় : ইমাম মানুষকে তাদের সাধ্যানুযায়ী নির্দেশ করবে।	255	১১১/৵৶. بَابُ عَزَمَ الْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ
৫৬/১১২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) দিবার প্রারম্ভে যুদ্ধারম্ভ না করলে সূর্য ঢলা অবধি যুদ্ধারম্ভ বিলম্ব করতেন।	256	১১২/৵৶. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ آخَرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
৫৬/১১৩. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইমামের অনুমতি গ্রহণ।	257	১১৩/৵৶. بَابُ اسْتِثْنَاءِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ
৫৬/১১৪. অধ্যায় : বিবাহের নতুন অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (رضي الله عنه) কর্তৃক আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।	258	১১৪/৵৶. بَابُ مَنْ عَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
৫৬/১১৫. অধ্যায় : স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর নব বিবাহিতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কর্তৃক নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।	258	১১৫/৵৶. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْعَزْوَ بَعْدَ الْبَيْتَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
৫৬/১১৬. অধ্যায় : ভয়-ভীতির সময় ইমামের অগ্র গমন।	258	১১৬/৵৶. بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَقِ
৫৬/১১৭. অধ্যায় : ভয়-ভীতির সময় তুরা করা ও দ্রুত অশ্ব চালনা করা।	259	১১৭/৵৶. بَابُ السَّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَرَقِ
৫৬/১১৮. অধ্যায় : ভয়-ভীতিকালে একাকী নিক্ষেপ্ত হওয়া।	259	১১৮/৵৶. بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَرَقِ وَحْدَهُ

৫৬/১১৯. অধ্যায় : পারিশ্রমিক প্রদানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে অন্যের দ্বারা যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহর পথে সাওয়ারী দান করা।	259	১১৭/৫৬. بَابُ الْجُنَائِلِ وَالْخُلَانِ فِي السَّيْلِ
৫৬/১২০. অধ্যায় : মজুরী নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা।	261	১২০/৫৬. بَابُ الْأَجِيرِ
৫৬/১২১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।	261	১২১/৫৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي لَوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ
৫৬/১২২. অধ্যায় : রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি : এক মোসের পথের দূরত্বে অবস্থিত শত্রুর মনেও আমার সম্পর্কে ভয়-ভীতি জাগরণের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।	262	১২২/৫৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تُصِرْتُ بِالرَّغَبِ مَسِيرَةً شَهْرَ
৫৬/১২৩. অধ্যায় : যুদ্ধে পাথেয় বহন করা।	263	১২৩/৫৬. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْعَزْوِ
৫৬/১২৪. অধ্যায় : স্কন্ধে পাথেয় বহন করা।	265	১২৪/৫৬. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ
৫৬/১২৫. অধ্যায় : উটের পিঠে ভাই এর পশ্চাতে মহিলার উপবেশন।	265	১২৫/৫৬. بَابُ إِزْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا
৫৬/১২৬. অধ্যায় : যুদ্ধ ও হাজ্জে একই সাওয়ারীতে পেছনে বসা।	266	১২৬/৫৬. بَابُ الْإِرْتِدَافِ فِي الْعَزْوِ وَالْحَجِّ
৫৬/১২৭. অধ্যায় : গাধার পিঠে অপরের পেছনে বসা।	266	১২৭/৫৬. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ
৫৬/১২৮. অধ্যায় : রিকাব বা অনুরূপ কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা।	267	১২৮/৫৬. بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ
৫৬/১২৯. অধ্যায় : কুরআন মাজীদ নিয়ে শত্রু দেশে সফর করা অপছন্দনীয়।	267	১২৯/৫৬. بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
৫৬/১৩০. অধ্যায় : যুদ্ধকালীন তাকবীর উচ্চারণ করা।	268	১৩০/৫৬. بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ
৫৬/১৩১. অধ্যায় : তাকবীর পাঠে আওয়াজ উচ্চ করা।	268	১৩১/৫৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ
৫৬/১৩২. অধ্যায় : কোন উপত্যকায় অবতরণ করার সময় তাসবীহ পাঠ করা।	269	১৩২/৫৬. بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا
৫৬/১৩৩. অধ্যায় : উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবীর পাঠ করা।	269	১৩৩/৫৬. بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا
৫৬/১৩৪. অধ্যায় : মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে স্থায়ী আবাসে 'আমাল করত।	270	১৩৪/৫৬. بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الْإِقَامَةِ
৫৬/১৩৫. অধ্যায় : নিঃসঙ্গ ভ্রমণ	270	১৩৫/৫৬. بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ
৫৬/১৩৬. অধ্যায় : ভ্রমণে ত্বরান্বিত করা।	271	১৩৬/৫৬. بَابُ السَّرْعَةِ فِي السَّيْرِ
৫৬/১৩৭. অধ্যায় : আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করতঃ তা বিক্রয় হতে দেখলে।	272	১৩৭/৫৬. بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَأَاهَا تُبَاعُ

৫৬/১৩৮. অধ্যায় : পিতামাতার অনুমতি ক্রমে জিহাদে গমন।	273	১৩৮/৫৬. بَابُ مَنْ أَكْثَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ أَمْرُهُ حَاجَةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ
৫৬/১৩৯. অধ্যায় : উটের গলায় ঘণ্টা বা তদ্রূপ কিছু বাঁধার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে।	273	১৩৯/৫৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْحَرَسِ وَتَحْوِيهِ فِي أَغْتَاقِ الْإِبِلِ
৫৬/১৪০. অধ্যায় : মুজাহিদ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত লোকের স্ত্রী হাঙ্গে বের হলে বা কোন ওয়র উপস্থিত হলে তাকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে কি?	273	১৪০/৫৬. بَابُ مَنْ أَكْثَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ أَمْرُهُ حَاجَةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ
৫৬/১৪১. অধ্যায় : গোয়েন্দাগিরি প্রসঙ্গে	274	১৪১/৫৬. بَابُ الْجَاسُوسِ
৫৬/১৪২. অধ্যায় : বন্দীদেরকে পরিচ্ছদ দান প্রসঙ্গে।	275	১৪২/৫৬. بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأَسَارَى
৫৬/১৪৩ অধ্যায় : সেই ব্যক্তির ফাযীলাত যার মাধ্যমে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে।	276	১৪৩/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ
৫৬/১৪৪. অধ্যায় : শৃঙ্খলিত কয়েদী।	276	১৪৪/৫৬. بَابُ الْأَسَارَى فِي السَّلَاسِلِ
৫৬/১৪৫. অধ্যায়ঃ আহলে কিতাবদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ফাযীলাত।	277	১৪৫/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ
৫৬/১৪৬. অধ্যায় : নৈশকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে।	277	১৪৬/৫৬. بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يَبْتَئُونَ فَيُصَابُ الْوَلَدَانِ وَالذَّرَارِيُّ
৫৬/১৪৭. অধ্যায় : যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করা।	278	১৪৭/৫৬. بَابُ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/১৪৮. অধ্যায় : যুদ্ধে নারীদেরকে হত্যা করা।	278	১৪৮/৫৬. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/১৪৯. অধ্যায় : আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।	278	১৪৯/৫৬. بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ
৫৬/১৫০. অধ্যায় : (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন) তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও— যে পর্যন্ত না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। (মুহাম্মাদ ৪)	279	১৫০/৫৬. بَابُ ﴿وَإِنَّمَا مَتَا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءُ﴾ (محمد : ৫)
৫৬/১৫১. অধ্যায় : কোন মুসলিম বন্দী কুফরীর বন্দীদশা হতে মুক্তির জন্য বন্দীকারীকে হত্যা বা কোন কৌশল অবলম্বন করবে কি?	279	১৫১/৫৬. بَابُ هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعُ الَّذِينَ أَسَرُّهُ حَتَّى يَنْجُو مِنَ الْكُفْرِ
৫৬/১৫২. অধ্যায় : কোন মুসলিম মুশরিক কর্তৃক আওনে প্রজ্জুলিত হলে তাকেও প্রজ্জুলিত করা হবে কি?	279	১৫২/৫৬. بَابُ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ
৫৬/১৫৩. অধ্যায় :	280	১৫৩/৫৬. بَابُ :
৫৬/১৫৪. অধ্যায় : ঘরদোর ও খেজুর বাগ পুড়িয়ে দেয়া।	280	১৫৪/৫৬. بَابُ حَرْقِ الدُّورِ وَالتَّخِيلِ
৫৬/১৫৫. অধ্যায় : নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।	281	১৫৫/৫৬. بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ

৫৬/১৫৬ অধ্যায় : শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাজকা করো না।	283	১০৬/৫৬. بَابُ لَا تَمْتَنُوا لِقَاءِ الْعَدُوِّ
৫৬/১৫৭. অধ্যায় : যুদ্ধ হল কৌশল।	284	১০৭/৫৬. بَابُ الْحَرْبِ خَدْعَةٌ
৫৬/১৫৮. অধ্যায় : যুদ্ধে মিথ্যা বলা।	284	১০৮/৫৬. بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ
৫৬/১৫৯. অধ্যায় : হারবীকে গোপনে হত্যা করা।	285	১০৯/৫৬. بَابُ الْقَتْلِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
৫৬/১৬০. অধ্যায় : যার নিকট হতে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সঙ্গে কৌশল ও সাবধানতা অবলম্বন করা বৈধ।	285	১৬০/৫৬. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّةَهُ
৫৬/১৬১. অধ্যায় : যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরিখা খননকালে আওয়াজ উচ্চ করা।	286	১৬১/৫৬. بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ
৫৬/১৬২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অশ্বোপরি দৃঢ় হয়ে থাকতে পারে না।	286	১৬২/৫৬. بَابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ
৫৬/১৬৩. অধ্যায় : চাটাই পুড়িয়ে ক্ষতের চিকিৎসা করা, নারী কর্তৃক পিতার মুখমণ্ডল থেকে রক্ত খোঁত করা এবং ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করা।	287	১৬৩/৫৬. بَابُ دَوَاءِ الْخُرْجِ بِإِحْرَاقِ الْخَصِيرِ وَغَسْلِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَحْمِيلِ الْمَاءِ فِي الْثَرَسِ
৫৬/১৬৪. অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি।	287	১৬৪/৫৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْقِتَالِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةُ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ
৫৬/১৬৫ অধ্যায় : রাত্রিকালে শত্রু ভয়ে ভীত হলে।	289	১৬৫/৫৬. بَابُ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ
৫৬/১৬৬ পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শত্রু দর্শনে চিৎকার দিয়ে বলে, “বিপদ আসন্ন!” যাতে লোকেরা তা শুনতে পায়।	290	১৬৬/৫৬. بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَتَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَا حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ
৫৬/১৬৭ অধ্যায় : তীর নিক্ষেপের সময় যে বলেছে, এটা লও; আমি অমুকের পুত্র।	291	১৬৭/৫৬. بَابُ مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ
৫৬/১৬৮. অধ্যায় : মীমাংসা মান্য করতঃ শত্রুগণ দূর্গ ত্যাগ করলে।	291	১৬৮/৫৬. بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ
৫৬/১৬৯. অধ্যায় : বন্দী হত্যা ও হাত-পা বেঁধে হত্যা।	292	১৬৯/৫৬. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ
৫৬/১৭০. অধ্যায় : স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব গ্রহণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হবার সময় দু'রাক আত সলাত আদায় করল।	292	১৭০/৫৬. بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ وَمَنْ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ
৫৬/১৭১. অধ্যায় : বন্দী মুক্তি প্রসঙ্গে।	295	১৭১/৫৬. بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيرِ
৫৬/১৭২. অধ্যায় : মুশরিকদের মুক্তিপণ।	296	১৭২/৫৬. بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৫৬/১৭৩. অধ্যায় : দারুল হারবের অধিবাসী নিরাপত্তাহীনভাবে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল।	296	১৭৩/৫৬. بَابُ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ
৫৬/১৭৪. অধ্যায় : জিম্মীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না।	297	১৭৪/৫৬. بَابُ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرْقُونَ
৫৬/১৭৫. অধ্যায় : প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দেয়া।	297	১৭৫/৫৬. بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ
৫৬/১৭৬. অধ্যায় : জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার।	297	১৭৬/৫৬. بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ
৫৬/১৭৭. অধ্যায় : প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে সাজসজ্জা করা।	298	১৭৭/৫৬. بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوَفْدِ
৫৬/১৭৮. অধ্যায় : শিশুদের কাছে কেমনভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে?	299	১৭৮/৫৬. بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ
৫৬/১৭৯. অধ্যায় : ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : “ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ কর”।	300	১৭৯/৫৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَهُودِ أَتَسْلِمُوا
৫৬/১৮০. অধ্যায় : কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদের ধন-সম্পত্তি ও ক্ষেত-খামার থাকলে তা তাদেরই থাকবে।	301	১৮০/৫৬. بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ
৫৬/৮১. অধ্যায় : ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করা।	302	১৮১/৫৬. بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ
৫৬/১৮২. অধ্যায় : আল্লাহ তা‘আলা কখনও পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারা দীনের সাহায্য করেন।	303	১৮২/৫৬. بَابُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الْدِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
৫৬/১৮৩. অধ্যায় : শত্রুর আশংকায় সৈন্যধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকেই নিজেই সেনা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা।	303	১৮৩/৫৬. بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ
৫৬/১৮৪. অধ্যায় : সাহায্যকারী দল প্রেরণ প্রসঙ্গে।	304	১৮৪/৫৬. بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ
৫৬/১৮৫. অধ্যায় : শত্রুর উপর বিজয়ী হলে তাদের স্থানের বহির্ভাগে তিন দিবস অবস্থান করা।	305	১৮৫/৫৬. بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا
৫৬/১৮৬. অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে ও সফরে গনীমত বন্টন করা।	305	১৮৬/৫৬. بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ
৫৬/১৮৭. অধ্যায় : মুশরিকরা মুসলিমের মালামাল লুণ্ঠন করে নিলে মুসলিমদের তা প্রাপ্ত হওয়া।	305	১৮৭/৫৬. بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ
৫৬/১৮৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ফার্সী কিংবা কোন	306	১৮৮/৫৬. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارْسِيَّةِ وَالرُّطَانَةِ

অনারবী ভাষায় কথা বলে।		
৫৬/১৮৯. অধ্যায় : গনীমতের মালামাল আরসাৎ করা।	307	১৮৯/৫৬. بَابُ الْغُلُولِ
৫৬/১৯০. অধ্যায় : স্বল্প পরিমাণ গনীমতের মাল আরসাৎ করা।	308	১৯০/৫৬. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ
৫৬/১৯১. অধ্যায় : গনীমতের উট ও ছাগল (বন্টিত হওয়ার পূর্বে) যব্বহ করা মাকরুহ।	309	১৯১/৫৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ
৫৬/১৯২. অধ্যায় : বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে।	310	১৯২/৫৬. بَابُ الْبَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ
৫৬/১৯৩. অধ্যায় : সুসংবাদ বহনকারীকে পুরস্কৃত করা।	310	১৯৩/৫৬. بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ
৫৬/১৯৪ অধ্যায় : (মাক্কাহ) বিজয়ের পর হিজরাতের কোন প্রয়োজন নেই।	311	১৯৪/৫৬. بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
৫৬/১৯৫. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার না-ফরমানি করলে প্রয়োজনে জিম্মী অথবা মুসলিম নারীর চুল দেখা এবং তাদেরকে বিবস্ত্র করা।	311	১৯৫/৫৬. بَابُ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الدِّمَةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَحَرَّيْدَهُنَّ
৫৬/১৯৬. অধ্যায় : মুজাহিদদেরকে জ্ঞাপন করা।	312	১৯৬/৫৬. بَابُ اسْتِخْبَالِ الْغَزَاةِ
৫৬/১৯৭. অধ্যায় : জিহাদ হতে ফিরে আসার কালে যা বলবে।	313	১৯৭/৫৬. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعَزْوِ
৫৬/১৯৮. অধ্যায় : সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর সলাত আদায় করা।	315	১৯৮/৫৬. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
৫৬/১৯৯. অধ্যায় : সফর হতে ফিরে খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে আর ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) আগত মেহমানের সম্মানে সওম পালন করতেন না।	315	১৯৯/৫৬. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
৫৭/১. অধ্যায় : খুমুস নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	317	১/৫৭. بَابُ قَرْضِ الْخُمُسِ
৫৭/২. অধ্যায় : খুমুস আদায় করা দীনের অন্তর্গত।	322	২/৫৭. بَابُ أَذَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ
৫৭/৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের ব্যয় নির্বাহ।	323	৩/৫৭. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ
৫৭/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সবের বর্ণনা।	324	৪/৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ
৫৭/৫. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরের খলীফাগণ সে সব দ্রব্য হতে যা ব্যবহার করেছেন; আর যেগুলোর বন্টনের কথা অনুল্লিখিত রয়েছে এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর তাঁর সহাবীগণ ও অন্যরা যাতে শরীক ছিলেন।	326	৫/৫৭. بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دُرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدْحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَتَغْلِيهِ وَأَنْبِئِهِ مِمَّا يَتَّبَرُّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

৫৭/৬. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাতি ও মিসকীনদের জন্য গানীমাতের এক পঞ্চমাংশ।	329	৬/০৭. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِتَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَإِثَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ
৫৭/৭. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “নিশ্চয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রসূলের” (আনফাল ৪১)। তা বণ্টনের অধিকার রসূলেরই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি বণ্টনকারী ও সংরক্ষণকারী আর আল্লাহ তা'আলাই প্রদান করেন।	330	৭/০৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (الأنفال: ৪১) يَغْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي
৫৭/৮. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বাণী : তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।	331	৮/০৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُحِلَّتْ لَكُمْ الْغَنَائِمُ
৫৭/৯. অধ্যায় : অভিযানে যারা উপস্থিত থেকেছে গানীমাত তাদের প্রাপ্য।	334	৯/০৭. بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوُقُوعَةَ
৫৭/১০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি গানীমাত লাভের জন্য জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?	334	১০/০৭. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ
৫৭/১১. অধ্যায় : ইমামের কাছে যা আসে তা বণ্টন করে দেয়া এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেয়া।	334	১১/০৭. بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْتَأِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ
৫৭/১২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কিরূপে কুরাইযাহ ও নাযীরের মালামাল বণ্টন করেছেন এবং স্বীয় প্রয়োজনে কিভাবে তাথেকে ব্যয় করেছেন?	335	১২/০৭. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرَ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ فِي تَوَائِبِهِ
৫৭/১৩. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের সঙ্গী মুজাহিদদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে বরকত সৃষ্টি সম্পর্কে।	335	১৩/০৭. بَابُ بَرَكَةِ الْغَارِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَاءِ الْأَمْرِ
৫৭/১৪. অধ্যায় : যখন ইমাম কোন দূতকে কার্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; এমতাবস্থায় তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?	339	১৪/০৭. بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمْرٍ بِالْمَقَامِ هَلْ يُسْهِمُ لَهُ
৫৭/১৫. অধ্যায় : যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে।	339	১৫/০৭. بَابُ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِتَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ
৫৭/১৬. অধ্যায় : খুমুস পৃথক না করেই বন্দীগণের প্রতি প্রতি নাবী (ﷺ)-এর অনুগ্রহ।	344	১৬/০৭. بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ
৫৭/১৭. অধ্যায় : খুমুস ইমামের জন্য, অধিকার রয়েছে আরীয়গণের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে প্রদানের।	344	১৭/০৭. بَابُ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا
৫৭/১৮. অধ্যায় : নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মালামালের খুমুস বের না করা।	345	১৮/০৭. بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمَّسَ الْأَسْلَابُ

৫৭/১৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) ইসলামের দিকে যাদের মন আকৃষ্ট করতে চাইতেন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস বা তদ্রূপ মাল থেকে দান করতেন।	347	১৭/০৭. بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَتَحْوِهِ
৫৭/২০. অধ্যায় : দারুল হরবে যে সকল খাদদ্রব্য পাওয়া যায়।	352	২০/০৭. بَاب مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ
৫৮/১. অধ্যায় : জিম্মীদের নিকট থেকে জিয়ইয়াহ গ্রহণ এবং হারবীদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি।	355	১/০৮. بَاب الْحِزْبَةِ وَالْمَوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ
৫৮/২. অধ্যায় : মুসলিম রাষ্ট্রের ইমাম কোন জনপদের প্রধানের সঙ্গে সন্ধি করলে, তা কি অবশিষ্ট লোকদের উপরও কার্যকর হবে?	358	২/০৮. بَاب إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهَا
৫৮/৩. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে যাদের অঙ্গীকার আছে তাদের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত।	359	৩/০৮. بَاب الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْإِلَّ الْقَرْبَةُ
৫৮/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) বাহরাইনের জমি হতে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিয়ইয়াহ হতে যা দেয়ার ওয়াদা করেন। ফায় ও জিয়ইয়াহ কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে?	359	৪/০৮. بَاب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحِزْبَةِ وَلَمْ يَفْسَمْ الْفَيْءُ وَالْحِزْبَةُ
৫৮/৫. অধ্যায় : নিরপরাধ জিম্মী হত্যার পাপ।	361	৫/০৮. بَاب إِثْمٍ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ
৫৮/৬. অধ্যায় : আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহুদীদের বহিস্করণ।	361	৬/০৮. ৬/০৮. بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
৫৮/৭. অধ্যায় : মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে গাদ্দারী করলে তাদের কি ক্ষমা করা হবে?	362	৭/০৮. بَاب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ
৫৮/৮. অধ্যায় : অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ।	363	৮/০৮. بَاب دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا
৫৮/৯. অধ্যায় : নারীগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান।	364	৯/০৮. بَاب أَمَانِ النِّسَاءِ وَجَوَارِهِنَّ
৫৮/১০ অধ্যায় : মুসলিমদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই ব্যাপার। তা সাধারণ মুসলিমের জন্যও পালনীয়।	364	১০/০৮. بَاب ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاَهُمْ
৫৮/১১. অধ্যায় : যদি কাফিররা সুন্দরভাবে “আমরা ইসলাম কবুল করেছি” বলতে না পারায় এবং “আমরা দীন বদল করেছি” বলে।	365	১১/০৮. بَاب إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يَحْسِنُوا أَسْلَمْنَا
৫৮/১২. অধ্যায় : মুশরিকদের সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতির বদলে সন্ধি সম্পাদন এবং যে ওয়াদা পূরণ করে না তার পাপ।	365	১২/০৮. ১২/০৮. بَاب الْمَوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمٌ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

৫৮/১৩. অধ্যায় : ওয়াদা পূরণ করার ফাযীলাত।	366	১৩/৫৮. بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
৫৮/১৪. অধ্যায় : কোন জিন্মী যাদু করলে তাকে কি ক্ষমা করা হবে?	366	১৪/৫৮. بَابُ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّ إِذَا سَحَرَ
৫৮/১৫ অধ্যায় : বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সতর্ক করা।	367	১৫/৫৮. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْعَدْرِ
৫৮/১৬. অধ্যায় : চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা যাবে?	367	১৬/৫৮. بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ
৫৮/১৭ অধ্যায় : যারা অস্বীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ।	368	১৭/৫৮. بَابُ إِثْمٍ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ عَدَرَ
৫৮/১৮. অধ্যায় :	369	১৮/৫৮. بَابُ :
৫৮/১৯. অধ্যায় : তিন দিনের জন্য বা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমঝোতা করা।	371	১৯/৫৮. بَابُ الْمُسَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَفَتْ مَعْلُومٍ
৫৮/২০. অধ্যায় : সময় সুনির্দিষ্ট না করে সমঝোতা করা।	372	২০/৫৮. بَابُ الْمَوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَفْتٍ
৫৮/২১. অধ্যায় : মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের থেকে কোন মূল্য গ্রহণ না করা।	372	২১/৫৮. بَابُ طَرْجِ جَيْفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيْتِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ
৫৮/২২. অধ্যায় : নেক বা পাপিষ্ঠ লোকের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গে পাপ।	372	২২/৫৮. بَابُ إِثْمِ الْعَادِرِ لِلْبَيْتِ وَالْفَاجِرِ
৫৯/১ অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এটা তার জন্য খুব সহজ। (কুর ২৭)	375	১/৫৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم : ২৭)
৫৯/২. অধ্যায় : সাত যমীন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।	377	২/৫৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ
৫৯/৩. অধ্যায় : নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে।	379	৩/৫৯. بَابُ فِي النُّجُومِ
৫৯/৪. অধ্যায় : সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান।	380	৪/৫৯. بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
৫৯/৫. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে : তিনিই স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টির পূর্বে বিস্তৃতরূপে বায়ুকে প্রেরণ করেন। (আল-ফুরকান ৪৮)	383	৫/৫৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷻ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلَ الرِّيَّاحَ تُنْفِثُ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (الأعراف : ৫৭)
৫৯/৬. অধ্যায় : ফেরেশতাদের বর্ণনা।	383	৬/৫৯. بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
৫৯/৭. অধ্যায় : তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে আর আকাশের ফেরেশতাগণও আমীন বলে। অতঃপর একের আমীন অন্যের আমীনের সঙ্গে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয় তখন পূর্বের পাপরাশি মুছে দেয়া হয়।	392	৭/৫৯. بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَاقَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৫৯/৮. অধ্যায় : জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আর তা হল সৃষ্টি।	398	৮/৫৯. بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ
৫৯/৯. অধ্যায় : জান্নাতের দরজাসমূহের বর্ণনা।	404	৯/৫৯. بَاب صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
৫৯/১০. অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ আর তা হচ্ছে সৃষ্টি বস্তু।	404	১০/৫৯. بَاب صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ
৫৯/১১. অধ্যায় : ইবলীস এবং তার বাহিনীর বর্ণনা।	408	১১/৫৯. بَاب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ
৫৯/১২. অধ্যায় : জিন, তাদের পুরস্কার এবং শাস্তির বিবরণ।	418	১২/৫৯. بَاب ذِكْرِ الْحَيِّ وَتَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ
৫৯/১৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : “স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি একদল জিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম এরূপ লোকেরাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত রয়েছে। (আহকাফ : ২৯-৩২)	419	১৩/৫৯. بَاب قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ إِلَى قَوْلِهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الأحقاف : ২৯-৩২) ﴿مَضْرُوقًا﴾ مَعْدِلًا ﴿صَرَفْنَا﴾ أَنَّى وَجَّهْنَا
৫৯/১৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ যমীনে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।”	419	১৪/৫৯. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَرَبَّتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ﴾ (البقرة : ১৬৬)
৫৯/১৫. অধ্যায় : মুসলিমের সর্বোৎকৃষ্ট মাল হল ছাগের পাল যেগুলোকে নিয়ে তারা পাহাড়ের উপর চলে যায়।	420	১৫/৫৯. بَاب خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ عَنَّمْ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْحَبَالِ
৫৯/১৬. অধ্যায় : হারামে হত্যাযোগ্য পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী।	424	১৬/৫৯. بَاب خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
৫৯/১৭. অধ্যায় : পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দেবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে রোগ, অন্যটিতে থাকে আরোগ্যের উপায়।	426	১৭/৫৯. بَاب إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ
৬০/১. অধ্যায় : আদাম (‘আ.) ও তাঁর সন্তানাদির সৃষ্টি।	428	১/৬০. بَاب خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ
৬০/১ক. অধ্যায় : আল্লাহ তা‘আলার বাণী :	428	১/৬০. أ. بَاب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
৬০/২. অধ্যায় : আরাবসমূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত।	434	২/৬০. بَاب الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ
৬০/৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : ‘আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম।’ (হূদ : ২৫)	434	৩/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ (هود : ২৫)
৬০/৪. অধ্যায় :	437	৪/৬০. بَاب :
৬০/৫. অধ্যায় : ইদ্রীস (‘আ.)-এর বিবরণ।	438	৫/৬০. بَاب ذِكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৬০/১৬. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : অতঃপর যখন আল্লাহর ফেরেশতামণ্ডলী লুত পরিবারের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, আপনারা তো অপরিচিত লোক। (হিজর : ৬১-৬২)	465	১৬/৬০. بَاب ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (الحجر : ৬১-৬২)
৬০/১৭ অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম- (হূদ : ৬১)। আল্লাহ আরো বলেন, হিজরবাসীরা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল- (হিজর : ৮০)।	465	১৭/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ (الأعراف : ৭৩) ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ (الحجر : ৮০)
৬০/১৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : যখন ইয়াকুব-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? (আল-বাকারাহ : ১৩৩)	467	১৮/৬০. بَاب ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ (البقرة : ১৩৩)
৬০/১৯. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। (ইউসুফ : ৭)	468	১৯/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَنَبِّئِينَ﴾ (يوسف : ৭)
৬০/২০. অধ্যায় : আল্লাহর বাণী : (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, আমি তো দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আম্বিয়া : ৮৩)	471	২০/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (الأنبياء : ৮৩)
৬০/২১. অধ্যায় : (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : আর স্মরণ কর এই কিতাবে মূসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষভাবে বাছাইকৃত রসূল ও নাবী। তাকে আমি ডেকেছিলাম ত্বরূপে পাহাড়ের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নাবীরূপে তাকে দিলাম। (মারইয়াম ৫১-৫৩)	472	২১/৬০. بَاب ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا كَلَّمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ (مريم : ৫১-৫৩)
৬০/২২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	473	২২/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
৬০/২৩. অধ্যায় : (মহান আল্লাহর বাণী) ফির'আউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত....সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাচারী। (গাফির/মু'মিন ২৮)	475	২৩/৬০. بَاب ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مُشْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر : ২৮)
৬০/২৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	475	২৪/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/২৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	476	২৫/৬০. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/২৬. অধ্যায় : বন্যার কারণে তুফান।	478	২৬/৬০. بَاب طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ
৬০/২৭. অধ্যায় : মূসা ('আ.)-এর সম্পর্কিত খাযির ('আ.)-এর ঘটনা।	478	২৭/৬০. بَاب حَدِيثِ الْخَضِيرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام

৬০/২৮. অধ্যায় :	483	২৮/৬০. باب :
৬০/২৯. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট হাজির হয়। (আ'রাফ ১৩৮)	484	২৯/৬০. باب ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (الأعراف : ১৩৮)
৬০/৩০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু যবেহ করতে আদেশ দিয়েছেন। (আল-বাকারাহ ৬৭)	485	৩০/৬০. باب ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة : ৬৭) الآية
৬০/৩১. অধ্যায় : মুসা (আ.)-এর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থার বর্ণনা।	485	৩১/৬০. باب وفاة موسى وذكره بعد
৬০/৩২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ফির'আউনের স্ত্রীর। আর তিনি ছিলেন বিনয়ী ইবাদাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আত্ তাহরীম : ১১-১২)	487	৩২/৬০. باب قول الله تعالى ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِئِينَ﴾ (التحریم : ১১-১২)
৬০/৩৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই কারুন ছিল মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায় ভুক্ত।..... (আল-কাসাস : ৭৬)	487	৩৩/৬০. باب ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ (القصاص : ৭৬) الآية
৬০/৩৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। (আ'রাফ ৮৫, হূদ ৮৪ ও 'আনকাবূত ৩৬)	488	৩৪/৬০. باب قول الله تعالى : ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (الأعراف : ৮৫, হূদ : ৮৪, والعنكبوت : ৩৬)
৬০/৩৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর ইউনুসও ছিলেন রাসূলদের একজন তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। (আস্ সাফফাত ১৩৯-১৪২)	488	৩৫/৬০. باب قول الله تعالى : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَهُوَ مِلْئِيمٌ﴾ (الصفافات : ১৪২-১৩৯)
৬০/৩৬. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। যখন তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করতো। (আ'রাফ ১৬৩)	490	৩৬/৬০. باب ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ (الأعراف : من الآية ১৬৩)
৬০/৩৭. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আমি দাউদকে 'যাবুর' দিয়েছি। (আন-নিসা ১৬৩, বনী ইসরাঈল ৫৫)	491	৩৭/৬০. باب قول الله تعالى ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ (النساء : ১৬৩, الإسراء : ৫৫)
৬০/৩৮. অধ্যায় : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সলাত দাউদ (আ.)-এর সলাত ও সবচেয়ে পছন্দনীয় সওম দাউদ (আ.)-এর সওম। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সলাত আদায়	493	৩৮/৬০. باب أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﷺ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَتِمُّ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَتِمُّ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا

করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ ঘুমাতে। তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন।		وَيُفْطِرُ يَوْمًا
৬০/৩৯ অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, যিনি ছিলেন খুব শক্তিশালী এবং যিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ফায়সালাকারী বর্ণনা শক্তি। (স-দ ১৭-২০)	493	۳۹/۶۰. بَابُ ﴿وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَفَضَّلَ الْحِطَّابُ﴾ (ص : ۱۷-۲۰)
৬০/৪০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	495	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/৪১. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি লুকমানকে হিক্মত দান করেছি। আর সে বলেছিল, শিরক এক মহা যুল্ম। (লুকমান ১২-১৩) (মহান আল্লাহর বাণী) : হে বৎস! তা (পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয়...দাষ্টিককে ভালবাসেন না। (লুকমান ১৬-১৮)	498	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ (لقمان : ১২) إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان : ১৮) ﴿وَلَا تُصَعِّرْ﴾
৬০/৪২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আপনি তাদের কাছে এক জনপদের সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে কয়েকজন রাসূল এসেছিলেন। (ইয়াসীন ১৩)	499	৬০/৬০. بَابُ ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ (الآية : ১৩)
৬০/৪৩. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী :	499	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/৪৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	500	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/৪৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	501	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/৪৬. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	502	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
৬০/৪৭. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :	503	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬০/৪৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হলো। (মারইয়াম ১৬)	504	৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ (مريم : ১৬)
৬০/৪৯. অধ্যায় : মারইয়াম পুত্র 'ঈসা' (আ.)-এর অবতরণ।	509	৬০/৬০. بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَام
৬০/৫০. অধ্যায় : বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।	510	৬০/৬০. بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
৬০/৫১. অধ্যায় : বানী ইসরাঈলের শ্বেতওয়ালা, টাকওয়ালা ও অন্ধের হাদীস।	515	৬০/৬০. بَابُ حَدِيثِ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَفْرَعٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ
৬০/৫২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? (আত তাওবাহ ১৮)	517	৬০/৬০. بَابُ ﴿هَآءُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ (الكهف: من الآية ৯)

৬০/৫৩. অধ্যায় : গুহার ঘটনা।	517	৫৩/৬০. بَابُ حَدِيثِ الْغَارِ
৬০/৫৪. অধ্যায় :	519	৫৪/৬০. بَابُ :
৬১/১. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী :	527	১/৬১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
৬১/২. অধ্যায় : কুরাইশদের মর্যাদা ও গুণাবলী	530	২/৬১. بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ
৬১/৩. অধ্যায় : কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।	532	৩/৬১. بَابُ نَزْلِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ
৬১/৪. অধ্যায় : ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমা'ঈল ('আ.)-এর সঙ্গে;	533	৪/৬১. بَابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ ﷺ
৬১/৫. অধ্যায় :	533	৫/৬১. بَابُ :
৬১/৬. অধ্যায় : আসলাম, গিফার, মুযায়নাহ, জুহায়নাহ ও আশজা' গোত্রের উল্লেখ।	536	৬/৬১. بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ
৬১/৭. অধ্যায় : কাহতান গোত্রের উল্লেখ।	538	৭/৬১. بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ
৬১/৮. অধ্যায় : জাহিলী যুগের মত সাহায্যের আহ্বান জানানো নিষিদ্ধ।	538	৮/৬১. بَابُ مَا يُنْعَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
৬১/৯. অধ্যায় : খুযা'আহ গোত্রের কাহিনী।	539	৯/৬১. بَابُ قِصَّةِ خُزَاعَةَ
৬১/১০. অধ্যায় : আবু যর গিফারী (رضي الله عنه)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	540	১১/৬১. بَابُ قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬১/১১. অধ্যায় : যমযম কূপের ঘটনা।	540	১১/৬১. بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ
৬১/১২. অধ্যায় : যমযমের ঘটনা ও আরবের মূর্থতা।	542	১২/৬১. بَابُ جَهْلِ الْعَرَبِ
৬১/১৩. অধ্যায় : যিনি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের সঙ্গে বংশধারা সম্পর্কিত করেন।	543	১৩/৬১. بَابُ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ
৬১/১৪. অধ্যায় : ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।	544	১৪/৬১. بَابُ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ
৬১/১৫. অধ্যায় : হাবশীদের কাহিনী এবং নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : ওহে বানী আরফিদা!	544	১৫/৯১. بَابُ قِصَّةِ الْحَبَشِيِّ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ
৬১/১৬ অধ্যায় : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে যেন গালি দেয়া না হয়।	545	১৬/৬১. بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسَبُهُ
৬১/১৭. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর নামসমূহ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে।	545	১৭/৬১. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
৬১/১৮. অধ্যায় : খাতামুন-নাবীয়ীন।	466	১৮/৬১. بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ﷺ

৬১/১৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু।	546	১৭/৬১. بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ
৬১/২০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উপনামসমূহ।	547	২০/৬১. بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ
৬১/২১. অধ্যায় :	547	২১/৬১. بَابُ :
৬১/২২. অধ্যায় : নুবুওয়াতের মোহর।	548	২২/৬১. بَابُ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ
৬১/২৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা।	548	২৩/৬১. بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ
৬১/২৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিন্দি।	557	২৪/৬১. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ
৬১/২৫. অধ্যায় : ইসলামে নুবুওয়াতের নিদর্শনাবলী।	558	২৫/৬১. بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ
৬১/২৬. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে, যেরূপ তারা তাদের পুত্রদের চেনে। আর তাদের একদল জেনে শুনে নিশ্চিতভাবে সত্য গোপন করে। (আল-বাক্বারাহ ১৪৬)	587	২৬/৬১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (البقرة: ১৪৬)
৬১/২৭. অধ্যায় : মুশরিকরা নিদর্শন দেখানোর জন্য নাবী (ﷺ)-কে বললে তিনি চাঁদ দু'ভাগ করে দেখালেন।	587	২৭/৬১. بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ
৬১/২৮. অধ্যায় :	588	২৮/৬১. بَابُ
৬২/১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের ফাযীলাত।	592	১/৬২. بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
৬২/২. অধ্যায় : মুহাজিরগণের গুণাবলী ও ফাযীলাত।	594	২/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ
৬২/৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : আবু বাক্র (رضي الله عنه) এর দরজা বাদ দিয়ে সব দরজা বন্ধ করে দাও।	596	৩/৬২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ
৬২/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর পরেই আবু বাক্রের মর্যাদা।	597	৪/৬২. بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
৬২/৫. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।	597	৫/৬২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا
৬২/৬. অধ্যায় : 'উমার ইব্নু খাত্তাব আবু হাফস কুরাইশী-আদাবী (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	698	৬/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي حَفْصٍ الْكُرَيْشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/৭. অধ্যায় : 'উসমান ইব্নু 'আফ্ফান আবু 'আমর কুরায়শী (رضي الله عنه)-এর ফাযীলাত ও মর্যাদা।	615	৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو

		الْقُرَشِيُّ
৬২/৮. অধ্যায় : 'উসমান ইব্নু আফ্ফান (رضي الله عنه)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) ঐকমত্য হবার বিবরণ আর এতে 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর শহীদ হওয়ার বর্ণনা।	619	٨/٦٢. بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مَقْتُلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬২/৯. অধ্যায় : আবুল হাসান 'আলী ইব্নু আবু তালিব কুরাইশী হাশিমী (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	624	٩/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَنِ
৬২/১০. অধ্যায় : জা'ফর ইব্নু আবু তালিব হাশিমী (رضي الله عنه) এর মর্যাদা।	627	١٠/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/১১. 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	628	١١/٦٢. بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/১২. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমাহ (رضي الله عنها) বিনতে নাবী (ﷺ)-এর মর্যাদা।	629	١٢/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ
৬২/১৩. অধ্যায় : যুবায়র ইব্নু আ'ওয়াম (رضي الله عنه) এর মর্যাদা।	630	١٣/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
৬২/১৪. অধ্যায় : ত্বল্হা ইব্নু 'উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	632	١٤/٦٢. بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
৬২/১৫. অধ্যায় : সা'দ ইব্নু আবু ওক্বাস যুহরীর (رضي الله عنه) মর্যাদা।	633	١٥/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ
৬২/১৬. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর জামাতাগণের বর্ণনা।	634	١٦/٦٢. بَابُ ذِكْرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
৬২/১৭. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়দ ইব্নু হারিসাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	635	١٧/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ
৬২/১৮. অধ্যায় : উসামাহ ইব্নু যায়দ (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	635	١٨/٦٢. بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
৬২/১৯. অধ্যায় : 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	637	١٩/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬২/২০. অধ্যায় : আম্মার ও হুযাইফাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	638	٢٠/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ عَمْرِو وَحْذِيفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
৬২/২১. অধ্যায় : আবু 'উবাইদাহ ইব্নু জাবরাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	640	٢١/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/০০ অধ্যায় : মুস'আব ইব্নু উমায়র (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	640/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ مُضْعَبِ بْنِ عَمْرِو
৬২/২২. অধ্যায় : হাসান ও হুসাইন (رضي الله عنهم)-এর মর্যাদা।	640	٢٢/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬২/২৩. অধ্যায় : আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর মুক্ত কৃতদাস বিলাল ইব্নু রাবাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	462	٢٣/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬২/২৪. অধ্যায় : ('আবদুল্লাহ) ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنهم)-এর মর্যাদা।	643	٢٤/٦٢. بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬২/২৫. অধ্যায় : খালিদ ইব্নু ওয়ালিদ (رضي الله عنه) এর মর্যাদা।	643	٢٥/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/২৬. অধ্যায় : আবু হুযাইফাহ (رضي الله عنه)-এর মাওলা আযাদকৃত গোলাম সালিম (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	643	٢٦/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/২৭. অধ্যায় : 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	644	٢٧/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/২৮. অধ্যায় : মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	645	٢٨/٦٢. بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬২/২৯. অধ্যায় : ফাতিমাহ (رضي الله عنها)-এর মর্যাদা।	646	٢٩/٦٢. بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ
৬২/৩০. অধ্যায় : 'আযিশাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।	646	٣٠/٦٢. بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
৬৩/১. অধ্যায় : আনসারগণের মর্যাদা।	651	١/٦٣. بَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ
৬৩/২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : যদি হিজরাত না হত তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম।	652	٢/٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ
৬৩/৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।	653	٣/٦٣. بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
৬৩/৪. অধ্যায় : আনসারগণকে ভালবাসা।	654	٤/٦٣. بَابُ حُبِّ الْأَنْصَارِ
৬৩/৫. অধ্যায় : আনসারদের লক্ষ্য করে নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়।	655	٥/٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ
৬৩/৬. অধ্যায় : আনসারগণের অনুসারীরা।	655	٦/٦٣. بَابُ اتِّبَاعِ الْأَنْصَارِ
৬৩/৭. অধ্যায় : আনসার গোত্রসমূহের মর্যাদা।	656	٧/٦٣. بَابُ فَضْلِ دُورِ الْأَنْصَارِ
৬৩/৮. অধ্যায় : আনসারগণের ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে যে পর্যন্ত না	657	٨/٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা হাওয কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।		لِلْأَنْصَارِ اضْبُرُوا حَتَّى تُلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ
৬৩/৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর দু'আ, হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরগণের কল্যাণ কর।	658	৯/৬৩. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
৬৩/১০. অধ্যায় : আর তারা (আনসারগণ) নিজেরা অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। (আল-হাশর ৯)	659	১০/৬৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
৬৩/১১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : তাদের (আনসারদের) সৎকর্মশীলদের পক্ষ হতে (সৎ কার্য) কবুল কর, এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তিকারীদের ক্ষমা করে দাও।	660	১১/৬৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ
৬৩/১২. অধ্যায় : সা'দ ইব্নু মু'আয (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	661	১২/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৩. অধ্যায় : উসায়দ ইব্নু হযায়র ও আক্বাদ ইব্নু বিশর (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	662	১৩/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
৬৩/১৪. অধ্যায় : মু'আয ইব্নু জাবাল (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	662	১৪/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৫. অধ্যায় : সা'দ ইব্নু 'উবাদাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	663	১৫/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৬. অধ্যায় : উবাই উব্ন কা'ব (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	663	১৬/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৭. অধ্যায় : যায়দ ইব্নু সাবিত (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	664	১৭/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৮. অধ্যায় : আবু ত্বলহা (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	664	১৮/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/১৯. অধ্যায় : 'আবদুল্লাহ ইব্নু সালাম (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।	665	১৯/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/২০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর সাথে খাদীজাহ (رضي الله عنها)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফাযীলাত।	666	২০/৬৩. بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
৬৩/২১. অধ্যায় : জারীর ইব্নু 'আবদুল্লাহ বাজালী (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	669	২১/৬৩. بَابُ ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/২২. অধ্যায় : হযাইফাহ ইব্নুল ইয়ামান 'আব্বাসী (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।	669	২২/৬৩. بَابُ ذِكْرِ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/২৩. অধ্যায় : 'উতবাহ ইব্নু রাবী'আহর কন্যা হিন্দ (رضي الله عنها)-এর আলোচনা।	670	২৩/৬৩. بَابُ ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

৬৩/২৪. অধ্যায় : য়াদ ইব্নু 'আমর ইব্নু নুফায়ল (رضي الله عنه)-এর ঘটনা।	670	২৬/৬৩. بَابُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ
৬৩/২৫. অধ্যায় : কা'বা নির্মাণ।	673	২৭/৬৩. بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ
৬৩/২৬. অধ্যায় : জাহিলীয়াতের যুগ।	673	২৮/৬৩. بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ
৬৩/২৭. অধ্যায় : জাহিলী যুগের কাসামাহ (শপথ গ্রহণ)।	678	২৯/৬৩. بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
৬৩/২৮. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর নবুয়াত লাভ।	681	৩০/৬৩. بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
৬৩/২৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) ও সহাবীগণ মাক্কাহর মুশরিকদের দ্বারা যে দুঃখ জ্বালা ভোগ করেছেন তার বিবরণ।	681	৩১/৬৩. بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ
৬৩/৩০. অধ্যায় : আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।	684	৩২/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/৩১. অধ্যায় : সা'দ ইব্নু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।	684	৩৩/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/৩২. অধ্যায় : জ্বিনদের উল্লেখ।	684	৩৪/৬৩. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ
৬৩/৩৩. অধ্যায় : আবু যার (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।	685	৩৫/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ الْعِفْهَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/৩৪. অধ্যায় : সা'ঈদ ইব্নু য়াদ (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।	687	৩৬/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/৩৫. অধ্যায় : উমার ইব্নু খাতাব (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।	688	৩৭/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
৬৩/৩৬. অধ্যায় : চাঁদকে দুই খণ্ড করা।	690	৩৮/৬৩. بَابُ انْفِصَاقِ الْقَمَرِ
৬৩/৩৭. অধ্যায় : হাবাশাহুয় হিজরাত।	691	৩৯/৬৩. بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ
৬৩/৩৮. অধ্যায় : নাজাশীর মৃত্যু।	694	৪০/৬৩. بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ
৬৩/৩৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ।	695	৪১/৬৩. بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
৬৩/৪০. অধ্যায় : আবু তুলিবের কিসসা।	696	৪২/৬৩. بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ
৬৩/৪১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর ভ্রমণের ঘটনা।	697	৪৩/৬৩. بَابُ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ

৬৩/৪২. অধ্যায় : মি'রাজের বিবরণ।	697	৬২/৬৩. بَابُ الْمِعْرَاجِ
৬৩/৪৩. অধ্যায় : মাক্কাহুয় নাবী (ﷺ)-এর নিকট আনসারের প্রতিনিধি দল এবং 'আকাবার বায়'আত।	702	৬৩/৬৩. بَابُ وَفُودِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ
৬৩/৪৪. অধ্যায় : 'আয়িশাহ (রাঃ) এর সঙ্গে নাবী (ﷺ)-এর বিবাহ, তাঁর মাদীনাহ উপস্থিতি এবং 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বাসর।	704	৬৪/৬৩. بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ وَبَنَائِهِ بِهَا
৬৩/৪৫. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সহাবীদের মাদীনাহুয় হিজরাত।	705	৬৫/৬৩. بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
৬৩/৪৬. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) ও তাঁর সহাবীবর্গের মাদীনাহ উপস্থিতি।	724	৬৬/৬৩. بَابُ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ
৬৩/৪৭. অধ্যায় : হাজ্জ সমাধার পর মুহাজিরগণের মাক্কাহুয় অবস্থান।	729	৬৭/৬৩. بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ
৬৩/৪৮. অধ্যায় : তারিখ, কোথা হতে তারিখ	730	৬৮/৬৩. بَابُ التَّارِيخِ مِنْ أَيْنَ أَرَحُّوا التَّارِيخَ
৬৩/৪৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি, হে আল্লাহ্! আমার সহাবীগণের হিজরাতকে অটুট রাখুন এবং মাক্কাহুয় মৃত সহাবীদের উদ্দেশে শোক জ্ঞাপন।	730	৬৯/৬৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَمَرْتَبَتَهُ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ
৬৩/৫০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কিভাবে তাঁর সহাবীদের ভিতর ভ্রাতৃবন্ধন মজবুত করলেন।	731	৭০/৬৩. بَابُ كَيْفَ أَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ
৬৩/৫১. অধ্যায় :	732	৭১/৬৩. بَابُ :
৬৩/৫২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মাদীনাহুয় আগমনে তাঁর নিকট ইয়াহুদীদের উপস্থিতি।	734	৭২/৬৩. بَابُ إِثْبَانِ الْيَهُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
৬৩/৫৩. অধ্যায় : সালমান ফারসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।	735	৭৩/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

হাদীসে কুদসী

আল্লাহ তা'আলার কিছু বাণী ওয়াহিয়ে মাতলু দ্বারা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে বর্ণিত না হয়ে এর ভাবার্থ ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে নাবী (ﷺ) কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে নাবী (ﷺ) ঐ ভাবার্থকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঐ ভাবার্থের শব্দগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নয় বলে ওগুলোকে কুরআন হিসেবে ধরা হয়নি। কিন্তু এর ভাবার্থগুলো যেহেতু নাবী (ﷺ) এর, তাই এর নাম হাদীস। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার উক্তিমূলক ভাবার্থ এবং ঐ উক্তির বর্ণনায় রসূল (ﷺ)-এর শব্দ উভয়কে এক কথায় হাদীসে কুদসী বলা হয়। এ খণ্ডে মোট ১৭টি কুদসী হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে : ৩১৯৩, ৩১৯৪, ৩২০৯, ৩২২৩, ৩২৪৪, ৩২২৬, ৩৩৩৪, ৩৩৩৯, ৩৩৪৮, ৩৩৫০, ৩৩৯১, ৩৪০৭, ৩৪৫৯, ৩৪৬৩, ৩৪৭৮, ৩৪৭৯, ৩৪৮১।

মুতাওয়াতির হাদীস

যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগেই এত অধিক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একত্রিত হওয়া সাধারণত অসম্ভব এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। এ খণ্ডে মোট ২২৮টি মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে : ২৫৭৮, ২৫৮৪, ২৫৯৭, ২৬০১, ২৬০৮, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৫১, ২৬৫২, ২৬৬৫, ২৬৬৮, ২৬৯৬, ২৭০৯, ২৭১৪, ২৭১৫, ২৭১৭, ২৭২৩, ২৭২৫, ২৭২৬, ২৭২৭, ২৭২৯, ২৭৩৫, ২৭৪৫, ২৭৫০, ২৭৭৬, ২৭৮১, ২৭৮৩, ২৭৮৯, ২৭৯২, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৬, ২৮১২, ২৮২২, ২৮২৩, ২৮২৫, ২৮২৭, ২৮৪২, ২৮৪৯, ২৮৫০, ২৮৫১, ২৮৫২, ২৮৭৮, ২৮৮৯, ২৮৯২, ২৮৯৩, ২৯১৮, ২৯২৪, ২৯৪৬, ২৯৫১, ২৯৫৫, ২৯৫৭, ২৯৬৩, ২৯৮২, ২৯৮৪, ২৯৮৬, ২৯৯১, ৩০১৪, ৩০১৫, ৩০২০, ৩০২৮, ৩০২৯, ৩০৩০, ৩০৫৭, ৩০৭৬, ৩০৭৭, ৩০৭৯, ৩০৮০, ৩০৯৩, ৩০৯৪, ৩০৯৬, ৩১১৪, ৩১১৫, ৩১১৬, ৩১১৯, ৩১২২, ৩১২৩, ৩১৩৩, ৩১৪৩, ৩১৪৭, ৩১৫৫, ৩১৬৩, ৩১৭১, ৩১৮৫, ৩১৮৯, ৩১৯৫, ৩১৯৬, ৩১৯৮, ৩১৯৯, ৩২০১, ৩২০১, ৩২০২, ৩২০৩, ৩২০৪, ৩২০৭, ৩২০৮, ৩২১৯, ৩২২২, ৩২২৮, ৩২২৯, ৩২৪৭, ৩২৫৮, ৩২৫৯, ৩২৬১, ৩২৬২, ৩২৬৩, ৩২৬৪, ৩২৭৩, ৩২৯২, ৩৩০২, ৩৩৩২, ৩৩৩৭, ৩৩৩৮, ৩৩৪০, ৩৩৪২, ৩৩৪৪, ৩৩৪৬, ৩৩৪৭, ৩৩৪৮, ৩৩৬১, ৩৩৬৭, ৩৩৬৯, ৩৩৭০, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪, ৩৩৯৭, ৩৪৩০, ৩৪৩৭, ৩৪৪০, ৩৪৪৭, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯, ৩৪৫২, ৩৪৫৪, ৩৪৫৭, ৩৪৬০, ৩৪৬১, ৩৪৬৮, ৩৪৮৭, ৩৪৮৮, ৩৪৯৬, ৩৪৯৯, ৩৫০০, ৩৫০১, ৩৫৩৭, ৩৫৩৮, ৩৫৩৯, ৩৫৪০, ৩৫৪৪, ৩৫৪৫, ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৫৭, ৩৫৫৯, ৩৫৬৪, ৩৫৬৫, ৩৫৬৬, ৩৫৬৯, ৩৫৭০, ৩৫৭১, ৩৫৭২, ৩৫৭৩, ৩৫৭৪, ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, ৩৫৭৭, ৩৫৭৮, ৩৫৭৯, ৩৫৮০, ৩৫৮১, ৩৫৮২, ৩৫৮৩, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, ৩৫৯৮, ৩৬১০, ৩৬১১, ৩৬১৫, ৩৬২৮, ৩৬৩৬, ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, ৩৬৪০, ৩৬৪১, ৩৬৪৩, ৩৬৪৪, ৩৬৪৫, ৩৬৫০, ৩৬৫১, ৩৬৫৪, ৩৬৫৬, ৩৬৫৭, ৩৬৫৮, ৩৬৮৮, ৩৭০৬, ৩৭১২, ৩৭২৯, ৩৭৬০, ৩৭৬৬, ৩৭৯২, ৩৭৯৩, ৩৮০০, ৩৮০৩, ৩৮৩১, ৩৮৫৪, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৭৩, ৩৮৮৬, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৮, ৩৯১১, ৩৯২৭, ৩৯৩৫, ৩৯৪২, ৩৯৪৩

মারফু' হাদীস

যে হাদীসের সানাদ বা বর্ণনা সূত্র রসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যে হাদীসে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মারফু' হাদীস বলে।

এ খণ্ডে মোট ১১৬৯ টি মারফু' হাদীস রয়েছে। নিম্নোক্ত নম্বরের ২১৪ টি হাদীস ব্যতীত এ খণ্ডের সবগুলো হাদীসই মারফু' হাদীস।

২৫৮৩, ২৫৯৩, ২৬০৭, ২৬১০, ২৬১৫, ২৬৩২, ২৬৪১, ২৬৬৯, ২৬৭৩, ২৬৭৫, ২৬৭৬, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৯৪, ২৬৯৫, ২৬৯৯, ২৭০২, ২৭১১, ২৭১২, ২৭২৪, ২৭৩১, ২৭৩২, ২৭৩৩, ২৭৪৮, ২৭৫৭, ২৭৫৯, ২৭৬৫, ২৭৬৬, ২৭৭৭, ২৭৭৮, ২৭৮, ২৭৯৯, ২৮০৫, ২৮১৫, ২৮১৮, ২৮৭৭, ২৮৮৬, ২৮৮৮, ২৮৯৪, ২৯০৬, ২৯০৯, ২৯২১, ২৯৪০, ২৯৪৩, ২৯৫৩, ২৯৬২, ২৯৬৫, ২৯৮৩, ২৯৮৬, ৩০১২, ৩০২৫, ৩০২৭, ৩০৩২, ৩০৩৫, ৩০৪৮, ৩০৫২, ৩০৫৯, ৩০৬৬, ৩০৬৮, ৩০৬৯, ৩০৮০, ৩০৯২, ৩১১১, ৩১২৯, ৩১৩১, ৩১৫৪, ৩১৫৬, ৩১৫৯, ৩১৬২, ৩১৬৪, ৩১৭৯, ৩১৮৬, ৩১৯১, ৩১৯৩, ৩১৯৪, ৩২০৯, ৩২২৩, ৩২৪৪, ৩২৪৪, ৩২৫২, ৩২৭২, ৩২৭৪, ৩২৮৭, ৩২৯০, ৩২৯৭, ৩২৯৮, ৩৩১০, ৩৩১২, ৩৩২৬, ৩৩৩৪, ৩৩৩৫, ৩৩৩৯, ৩৩৪৩, ৩৩৫০, ৩৩৫৭, ৩৩৬২, ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯৫, ৩৪০৭, ৩৪১৪, ৩৪২৬, ৩৪২৮, ৩৪৩৩, ৩৪৩৯, ৩৪৫০, ৩৪৫১, ৩৪৫৩, ৩৪৫৮, ৩৪৫৯, ৩৪৬৩, ৩৪৭৮, ৩৪৭৯, ৩৪৮১, ৩৪৮৯, ৩৪৯৩, ৩৪৯৫, ৩৫০২, ৩৫০৫, ৩৫০৬, ৩৫১৭, ৩৫২৪, ৩৫২৫, ৩৫২৯, ৩৫৬৭, ৩৫৮৭, ৩৫৮৮, ৩৬০১, ৩৬০৭, ৩৬০৮, ৩৬২০, ৩৬২৩, ৩৬২৫, ৩৬৪২, ৩৬৬৮, ৩৬৬৯, ৩৬৭১, ৩৬৮৪, ৩৬৮৭, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৩৭০৪, ৩৭০৭, ৩৭০৮, ৩৭০৯, ৩৭১১, ৩৭১৩, ৩৭১৫, ৩৭১৮, ৩৭২১, ৩৭২২, ৩৭২৬, ৩৭২৭, ৩৭৩২, ৩৭৩৪, ৩৭৩৫, ৩৭৩৮, ৩৭৪০, ৩৭৫১, ৩৭৫৪, ৩৭৫৫, ৩৭৫৯, ৩৭৬৪, ৩৭৬৫, ৩৭৭১, ৩৭৭৫, ৩৮১৪, ৩৮২০, ৩৮২৪, ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৭, ৩৮২৮, ৩৮৩১, ৩৮৩৪, ৩৮৩৫, ৩৮৩৭, ৩৮৩৯, ৩৮৪০, ৩৮৪২, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫, ৩৮৪৬, ৩৮৪৮, ৩৮৪৯, ৩৮৫০, ৩৮৫৫, ৩৮৫৮, ৩৮৬২, ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৭৬, ৩৮৯০, ৩৮৯১, ৩৯০০, ৩৯০১, ৩৯০৫, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৫, ৩৯১৭, ৩৯১৯, ৩৯২১, ৩৯২৪, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৩৯, ৩৯৪৪, ৩৯৪৬, ৩৯৪৭, ৩৯৪৮

মাওকুফ হাদীস

যে হাদীসের সানাদ বা বর্ণনা সূত্র সহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যে হাদীসে সহাবীর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এ খণ্ডে মোট ৯১ টি মাওকুফ হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে :

২৬৪১, ২৬৭৫, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৯৪, ২৭০২, ২৭৪৭, ২৭৫৯, ২৭৬৫, ২৭৭৮, ২৮১৫, ২৮৮৮, ২৯০৯, ২৯৮৩, ২৯৮৬, ৩০৫২, ৩০৫৯, ৩০৬৮, ৩০৬৯, ৩০৮০, ৩১২৯, ৩১৫৪, ৩১৬২, ৩২৯০, ৩৩৮৯, ৩৪২৮, ৩৪৫৮, ৩৪৮৯, ৩৫০৫, ৩৫০৬, ৩৫২৪, ৩৬০৭, ৩৬৭১, ৩৬৮৪, ৩৬৮৭, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৩৭০০, ৩৭০৪, ৩৭০৭, ৩৭০৮, ৩৭০৯, ৩৭১৩, ৩৭১৮, ৩৭২১, ৩৭২৬, ৩৭২৭, ৩৭৩৪, ৩৭৫১, ৩৭৫৪, ৩৭৫৫, ৩৭৬২, ৩৭৬৪, ৩৭৬৫, ৩৭৭১, ৩৭৭৬, ৩৮১৪, ৩৮২৪, ৩৮২৮, ৩৮৩৩, ৩৮৩৪, ৩৮৩৫, ৩৮৩৭, ৩৮৪২, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫, ৩৮৪৮, ৩৮৫০, ৩৮৫৫, ৩৮৫৮, ৩৮৬২, ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৯০, ৩৮৯১, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০১, ৩৯১২, ৩৯১৫, ৩৯২১, ৩৯২৪, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৪৫, ৩৯৪৬, ৩৯৪৭, ৩৯৪৮।

মাকতু' হাদীস

যে হাদীসের সানাদ বা বর্ণনা সূত্র তাবি'ঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে তাকে মাকতু' হাদীস বলে। সহীহুল বুখারীতে সর্বমোট ৭টি মাওকুফ হাদীস রয়েছে। আর এ খণ্ডে রয়েছে ২টি। যার হাদীস নম্বর হচ্ছে : ৩৮৩৯ ও ৩৮৪৯।

০১- কِتَابُ الْهَبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيطِ عَلَيْهَا

পর্ব (৫১) : হিবা, এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১/০১. কِتَابُ الْهَبَةِ وَفَضْلِهَا

৫১/১. অধ্যায় : হিবা ও এর ফাযীলাত

২০৬৬. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمَاتُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً.

২৫৬৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও। (৬০১৭, মুসলিম ১২/২৯ হাঃ ১০৩০, আহমাদ ৮০৭২) (আ.প্র. ২৩৭৯, ই.ফা. ২৩৯৬)

২০৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أَوْقَدَتْ فِي آتِيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَهَ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ الْقَمَرُ وَالنَّاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِزْرَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَاجِبُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَاتِهِمْ فَيَسْقِينَا.

২৫৬৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার 'উরওয়াহ (রাঃ)-র উদ্দেশে বললেন, ভাগ্নে! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হত না। 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনারা তাহলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। কয়েক ঘর আনসার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন। (৬৪৫৮, ৬৪৫৯, মুসলিম ৫৩/১ হাঃ ২৯৬২) (আ.প্র. ২৩৮০, ই.ফা. ২৩৯৭)

২/০১. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهَبَةِ

৫১/২. অধ্যায় : অল্প পরিমাণে হিবা করা সম্পর্কে।

২০৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

২৫৬৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে ডাকা হয়, তবু তা আমি গ্রহণ করব আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করব। (৫১৭৮) (আ.প্র. ২৩৮১, ই.ফা. ২৩৯৮)

৩/৫১. بَابُ مَنْ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

৫১/৩. অধ্যায় : যদি কেউ তার সঙ্গী সাথীদের নিকট কিছু চায়।

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا

আবু সাঈদ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমার জন্য এক অংশ রেখ।

২৫৬৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ تَجَارُ قَالَ لَهَا مَرِي عِبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَغْوَادَ الْيَنْتَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الظَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِئْزَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ ﷺ أَرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ فَجَاءُوا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

২৫৬৯. সাহুল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক মুহাজির মহিলার নিকট নাবী (ﷺ) লোক পাঠালেন। তাঁর এক গোলাম ছিল কাঠ মিস্ত্রি। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে বল, সে যেন আমাদের জন্য একটা কাঠের মিস্বার তৈরি করে। তিনি তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন। সে গিয়ে এক রকম গাছ কেটে এনে মিস্বার তৈরী করল। কাজ শেষ হলে তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, গোলাম তার কাজ শেষ করেছে। তিনি বললেন, সেটা আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তখন লোকেরা তা নিয়ে এল। নাবী (ﷺ) সেটা বহন করে সেখানে রাখলেন, যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। (৩৭৭) (আ.প্র. ২৩৮২, ই.ফা. ২৩৯৯)

২৫৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَّا مَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرَمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرَمٍ فَأَبْصَرُوا جِمَارًا وَخَشِيتُ وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالتَّفَكُّتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْقَرِيسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمَحَ فَقُلْتُ لَهُمْ تَأْوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمَحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبْتُ فَتَرَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَدَدْتُ عَلَى الْجِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرْمٌ فَرَجَحْنَا وَخَبَأْتُ الْعِصْدَ مَعِي

১ এটা আসলে রাবী আবু গাসসানের ভুল। মূলতঃ তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা। তবে এও হতে পারে যে, কোন মুহাজির তাকে বিয়ে করেছিলেন (ফাতহুল বারী)।

فَأَذَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَتَأَوَّلَهُ الْعَصْدُ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَفِيدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৫৭০. আবু ক্বাতাদাহ সালামী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাক্কাহর পথে কোন এক মনযিলে নাবী (ﷺ)-এর কয়েকজন সহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের অগ্রবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করছিলেন। সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি শুধু ইহরাম ব্যতীত ছিলাম। তাঁরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আমি তখন আমার জুতা মেরামত করছিলাম। তাঁরা আমাকে সে সম্পর্কে জানাননি। অথচ সেটি আমি যেন দেখতে পাই তাঁরা তা চাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ সেদিকে তাকালেন, সেটা আমার নযরে পড়ল। তখন আমি উঠে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং জীন লাগিয়ে তাতে সাওয়ার হলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। তখন তাঁদের বললাম, চাবুক আর বর্শাটা আমাকে তুলে দাও। কিন্তু তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! গাধা শিকার করার ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করব না। আমি তখন রাগ করে নেমে এলাম এবং সে দু'টি তুলে নিয়ে সাওয়ার হলাম। আর গাধাটা আক্রমণ করে আহত করলাম। তাতে সেটি মারা গেল। অতঃপর সেটাকে নিয়ে আসলাম। তারা সেই গাধার গোশত খেতে লাগলেন। পরে তাদের মনে ইহরাম অবস্থায় তা খাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এক ফাঁকে আমি আমার নিকট গাধার একটি হাতা লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে সেই গোশত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। অতঃপর হাতাখানা তাঁকে দিলে তিনি ইহরাম অবস্থায় তার সবটুকু খেলেন। এ হাদীসটি যায়দ ইবনু আসলাম (رضي الله عنه) 'আতা' ইবনু ইয়াসার (রহ.)-এর মাধ্যমে আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। (১৮২১) (আ.প্র. ২৩৮৩; ই.ফা. ২৪০০)

৫/০১. بَابُ مَنْ اسْتَسْقَى

৫১/৪. . অধ্যায় : কোন ব্যক্তির পানি চাওয়া সম্পর্কে।

وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِنِي

সাহল (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, আমাকে পান করাও।

২০৭১. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ظَوَّالَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاءَ لَنَا ثُمَّ شَبَّهَهُ مِنْ مَاءٍ يَبْرُنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْنَاهُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ نُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضَلَّهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ أَلَا فَيَمِينُوا قَالَ أَنَسٌ فِي سَنَةِ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

২৫৭১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এই ঘরে আগমন করেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা বকরীর দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কুয়ার পানি মিশালাম। অতঃপর তা সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবু বাকর (رضي الله عنه) ছিলেন তাঁর বামে, 'উমার (رضي الله عنه) ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন

٥/٥١. بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

وَقِيلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضَدَ الصَّيْدِ.

٢٥٧٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ
أَتَمَجَّنَا أَرْتَبَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعَبُوا فَأَذْرَكْنَهَا فَأَخَذْنَهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَجَّهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ بَوْرِكَهَا أَوْ فِخْذِيهَا قَالَ فِخْذِيهَا لَا شَكَّ فِيهِ فَمِيقِلُهُ فُلْتُ وَأَكَلُ مِنْهُ قَالَ وَأَكَلُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فَمِيقِلُهُ

২৫৭২. আনাস (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহর অদূরে) মাররায্ যাহারান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবু তুলহা (ؓ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যব্হ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু' উরু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে পাঠালেন। শু'বা (রহ.) বলেন, দু'টি উরুই এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন নাবী (ﷺ) তা গ্রহণ করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি শু'বা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তা খেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, খেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) তা গ্রহণ করেছিলেন। (৫৪৮৯, ৫৫৩৫ মুসলিম ৩৫/৪, হাঃ ১৯৫৩) (আ.প্র. ২৩৮৫, ই.ফা. ২৪০২)

٥١/٦. يَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

৫১/৭. অধ্যায় : হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে

٢٥٧٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيئًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يَوْدَانَ قَرَدٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

২৫৭৩. সা'আব ইবনু জাস্‌সামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি (সা'আব ইবনু জাস্‌সামাহ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আবওয়া কিংবা ওয়াদান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া ফেরত পাঠালেন। পরে তার বিষণ্ণ মুখ দেখে বললেন, সুন! আমরা ইহরাম অবস্থায় না থাকলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না। (১৮২৫) (আ.প্র. ২৩৮৬, ই.ফা. ২৪০৩)

৭/৫১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

৫১/৭. অধ্যায় : হাদিয়া কবুল করা সম্পর্কে।

২০৭৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَذَا يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَّبِعُونَ بِهَا أَوْ يَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৫৭৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার ব্যাপারে 'আয়িশাহ

(রাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত। (২৫৮০, ২৫৮১, ৩৭৭৫, মুসলিম ৪৪/১৩, হাঃ ২৪৪১, ২৪৪২) (আ.প্র. ২৩৮৭, ই.ফা. ২৪০৪)

২০৭০. حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْنِ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حَفِيدٍ خَالَهَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْأَقِطِ

وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْدَرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৫৭৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ

(রাঃ) একদা নাবী (সঃ)-এর খিদমাতে পনির, ঘি ও দব' হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু নাবী (সঃ) শুধু

পনির ও ঘি খেলেন আর দব অরুচিকর হওয়ায় বাদ দিলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর দস্তরখানে (দব) খাওয়া হয়েছে। তা হারাম হলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তরখানে

খাওয়া হত না। (৫৩৮৯, ৫৪০২, ৭৩৫৮, মুসলিম ৩৪/৭ হাঃ ১৯৪৭) (আ.প্র. ২৩৮৮, ই.ফা. ২৪০৫)

২০৭৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوا

وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

২৫৭৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে কোন

খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সদাকাহ? যদি বলা হত সদাকাহ, তাহলে

সহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হত হাদিয়া, তাহলে

তিনিও হাত বাড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে খাওয়ায় শরীক হতেন। (মুসলিম ১২/৫৩ হাঃ ১০৭৭) (আ.প্র. ২৩৮৯, ই.ফা. ২৪০৬)

২০৭৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوا

وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

২৫৭৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে কিছু গোশত আনা হল। তখন বলা হল যে, এট আসলে বারীরার নিকট সদাকাহরূপে এসেছিল। তখন তিনি বললেন, এটা তার জন্য সদাকাহ আর আমাদের জন্য হাদিয়া। (১৪৯৫) (আ.প্র. ২৩৯০, ই.ফা. ২৪০৭)

২৫৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ وَأَتَتْهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لَهَا لَحْمٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَبِرْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجَهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَذْرِي أَحْرًا أَمْ عَبْدٌ.

২৫৭৮. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, তিনি বারীরাহ (ﷺ)-কে খরিদ করার ইচ্ছা করলে তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্তারোপ করল। তখন বিষয়টি নাবী (ﷺ)-এর সামনে আলোচিত হল। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করল, সেই ওয়ালার লাভ করবে। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া পাঠানো হল। নাবী (ﷺ)-কে বলা হল যে, এ গোশত বারীরাকে সদাকাহ করা হয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, এটা তার জন্য সদাকাহ আর আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (স্বামী বহাল রাখা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে) স্বীয় ইচ্ছামাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হল। (নাবী) ‘আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, তার স্বামী তখন আযাদ কিংবা গোলাম ছিল। শু’বা (রহ.) বলেন, পরে আমি ‘আবদুর রহমান (রহ.)-কে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জানি না, সে আযাদ ছিল না গোলাম ছিল। (৪৫৬) (আ.প্র. ২৩৯১, ই.ফা. ২৪০৮)

২৫৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْثَرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةٍ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا.

২৫৭৯. উম্মু ‘আতিয়াহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না; উম্মে আতিয়া প্রেরিত বকরির কিছু গোশত ছাড়া, যা আপনি তাকে সদাকাহ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সদাকাহ তো যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। (১৪৮৬) (আ.প্র. ২৩৯২, ই.ফা. ২৪০৯)

৪/৫১. بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضُ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

৫১/৮. অধ্যায় : সঙ্গীকে কোন হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে তার অন্য স্ত্রী ছেড়ে কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করা।

২৫৮০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ يَهْدِيَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

২৫৮০. 'আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার ব্যাপারে আমার জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। উম্মু সালামাহ রাঃ বলেন, আমার সতীনগণ একত্রিত হলেন। ফলে উম্মু সালামাহ রাঃ বিষয়টি তাঁর নিকট উত্থাপন করলেন, কিন্তু তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেন। (২৫৭৪) (আ.প্র. ২৩৯৩, ই.ফা. ২৪১০)

২৫৮১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حَزْبَيْنِ فَحَزَبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسُودَةُ وَالْحَزَبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةً يُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْرَجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبَ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حَزْبٌ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِمَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيَهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بَيُوتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِمَتِي قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِمَتِي حَتَّى يُكَلِّمَكَ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي تَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُمْ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بَنِيَّ أَلَا تُحِبُّنَّ مَا أَحَبُّ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتَهُنَّ فَقُلْنَ أَرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بَيْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاولَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمَ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَشْكَنْتَهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ

قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذَكِّرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُ فَاطِمَةَ

২৫৮১. 'আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন 'আয়িশাহ, হাফসাহ, সাফিয়াহ ও সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা), অপর দলে ছিলেন উম্মু সালামাহ রাঃ সহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। 'আয়িশাহ রাঃ-এর প্রতি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশেষ ভালোবাসার কথা সহাবীগণ জানতেন। তাই তাদের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু হাদিয়া পাঠাতে চাইলে তা বিলম্বিত করতেন। যেদিন রসূলুল্লাহ

(আয়িশাহ) ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, সেদিন হাদিয়া দাতা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর দল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ)-কে তাঁরা বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন। তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাদিয়া পাঠাতে চান, তারা যেন তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন, যে স্ত্রীর ঘরেই তিনি থাকুন না কেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) তাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। পরে সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। তখন তাঁরা তাকে বললেন, আপনি তার সঙ্গে আবার কথা বলুন। (‘আয়িশাহ) বলেন, যেদিন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] তাঁর (উম্মু সালামাহ) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি আবার তাঁর নিকট কথা তুললেন। সেদিনও তিনি তাকে কিছু বললেন না। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, তিনি কোন জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি বলতে থাকুন। তিনি [নবী (সঃ)] তার ঘরে গেলে আবার তিনি তাঁর নিকট সে প্রশ্ন তুললেন। এবার তিনি তাকে বললেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখ, ‘আয়িশাহ (রাঃ) ব্যতীত আর কোন স্ত্রীর বস্ত্র তুলে থাকা অবস্থায় আমার উপর ওয়াহী নাযিল হয়নি। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে তিনি [উম্মু সালামাহ (রাঃ)] বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে কষ্ট দেয়া হতে আমি আল্লাহর নিকট তাওবাহ করছি। অতঃপর সকলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-কে এনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ কথা বলার জন্য পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবু বাকর (রাঃ)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানালেন। [ফাতিমাহ (রাঃ)] তাঁর নিকট বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা ভালবাসি তুমি কি তাই ভালবাস না? তিনি বললেন, অবশ্যই করি। অতঃপর তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে (আদ্যোপান্ত) অবহিত করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি আবার যাও। কিন্তু এবার তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তখন তারা যায়নাব বিনতু জাহাশ (রাঃ)-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন এবং বললেন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনু আবু কুহাফার [আবু বাকর (রাঃ)] কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। অতঃপর তিনি গলার স্বর উঁচু করলেন। এমনকি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জড়িয়েও কিছু বললেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সেখানে বসা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি কিছু বলেন কিনা।

রাবী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) যায়নাব (রাঃ)-এর কথার প্রস্তুতি বাদে কথা বলতে শুরু করলেন এবং তাকে চূপ করে দিলেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সঃ) তখন ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আবু বাকর (রাঃ)-এর কন্যা। আবু মারওয়ান গাসসানী (রাঃ) হিশাম এর সূত্রে ‘উরওয়াহ (রাঃ) হতে বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়াসমূহ নিয়ে ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। অন্য সনদে হিশাম (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (রহ.) হতে বর্ণিত। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি নাবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় ফাতিমাহ (রাঃ) অনুমতি চাইলেন। (২৫৭৪) (আ.প্র. ২৩৯৪, ই.ফা. ২৪১১)

৭/৫১. بَابُ مَا لَا يَرُدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

৫১/৯. অধ্যায় : যে হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

২০৮২. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاولَنِي طِينًا قَالَ كَانَ أَتْسُ ۖ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ قَالَ وَرَعِمَ أَتْسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ

২৫৮২. ‘আযরাহ ইবনু সাবিত আনসারী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা সুমামাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহ.)-এর নিকট গেলাম, তিনি আমাকে সুগন্ধি দিলেন এবং বললেন, আনাস (رضي الله عنه) কখনো সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি আরো বলেন, আর আনাস (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ) সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। (৫৯২৯) (আ.প্র. ২৩৯৫, ই.ফা. ২৪১২)

১০/০১. بَابُ مَنْ رَأَى الْهَبَةَ الْعَائِبَةَ جَائِزَةً

৫১/১০. অধ্যায় : কাছে নেই এমন বস্তু হিবা করা যিনি জায়য মনে করেন।

২০৮৩-২০৮৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَيْنِ مَحْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَارَنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبِيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا لَكَ

২৫৮৩-২৫৮৪. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ও মারওয়ান (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত যে, তারা বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা‘আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমার ভাইয়েরা আমাদের নিকট তাওবাহ করে এসেছে। আমি তাদেরকে তাদের যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেয়া সঙ্গত মনে করছি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে করতে চায় তারা যেন তা করে। আর যে নিজের অংশ রেখে দিতে চায়, এভাবে প্রথম যে ফায়’ আল্লাহ আমাদের দান করবেন সেখান হতে তার হিসসা আদায় করে দিব। তখন সকলেই বললেন, আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য তা করলাম। (২৩০৮, ২৩০৭) (আ.প্র. ২৩৯৬, ই.ফা. ২৪১৩)

১১/০১. بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهَبَةِ

৫১/১১. অধ্যায় : হিবার প্রতিদান প্রদান করা।

২০৮৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

২৫৮৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ওয়াকী ও মুহাযির (রহ.) হিশাম তার পিতা সূত্রে 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে উল্লেখ করেননি। (আ.প্র. ২৩৯৭, ই.ফা. ২৪১৪)

১২/০১. **بَابُ الْهَبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضُ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجْزِ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ**

৫১/১২. অধ্যায় : সন্তানের জন্য হিবা। কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না ইনসাফের সঙ্গে অন্য সন্তানদের সমভাবে দান করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উক্ত পিতার বিপক্ষে কারো সাক্ষী দেয়া চলবে না।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

নাবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সন্তানদেরকে কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে তোমরা ইনসাফপূর্ণ আচরণ কর। কিছু দান করে পিতার পক্ষে ফেরত নেয়া বৈধ কি? পুত্রের সম্পদ হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে পিতা খেতে পারবে, তবে সীমালঙ্ঘন করবে না। নাবী (সঃ) একবার 'উমার (রাঃ)-এর নিকট হতে একটি উট ক্রয় করলেন, পরে ইবনু 'উমারকে তা দান করে বললেন, এটা যে কোন কাজে লাগাতে পার।

২০৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلْ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ.

২৫৮৬. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না; তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও। (২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ২৪/৩ হাঃ ১৬২৩, আহমাদ ১৮৩৮৬) (আ.প্র. ২৩৯৮, ই.ফা. ২৪১৫)

১৩/০১. **بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْهَبَةِ**

৫১/১৩. অধ্যায় : হিবার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা।

২০৮৭. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أُعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَارْجِعْ قَرَدَ عَطِيَّتِهِ.

২৫৮৭. আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছে? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। [নু'মান (২৪১)] বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন। (২৫৮৬) (আ.প্র. ২৩৯৯, ই.ফা. ২৪১৬)

১৬/০১. بَابُ هَيْبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

৫১/১৪. অধ্যায় : পুরুষের স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রীর পুরুষের জন্য হিবা করা।

قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرْجِعَانِ وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَيَمْنُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ لِي بَعْضُ صَدَاقِكِ أَوْ كُلُّهُ ثُمَّ لَمْ يَنْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ حَلْبُهَا وَإِنْ كَانَتْ أُعْطِيتْهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَارَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ طَلَبَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ (النساء : ১)

ইবরাহীম (রহ.) বলেছেন, একপ দান বৈধ। আর 'উমার ইবনু আবদুল আযীয (রহ.) বলেছেন, এ ধরনের দান করে তারা ফিরিয়ে, নিতে পারবে না। নাবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীগণের নিকট 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে আপন দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বর্মি করে পুনরায় খায়।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমাকে তোমার মাহরের কিছু অংশ বা সবটুকু দান করে দাও। অথচ সে দান করার কিছু পরেই তাকে তালাক দিয়ে বসে, আর স্ত্রীও তার দান ফেরত দাবী করে তাহলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে; যদি প্রতারণার নীয়ে এ রকম করে থাকে। আর যদি সে খুশী মনে দান করে থাকে, আর স্বামীর আচরণেও প্রতারণা না থাকে তাহলে বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “পরে যদি তারা তার কিছু অংশ দান করে দেয় তবে আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে তা ভোগ কর।” (সূরা আলু ইমরান ৪)

۲۵۸۸. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حُطَّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَذَرِينِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

২৫৮৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ভারী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আমার ঘরে শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। অতঃপর একদা দু' ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয়

পা মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি 'আব্বাস (রাঃ) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন।
উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'আযিশাহ (রাঃ) যা বললেন, তা আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট
আরয় করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, 'আযিশাহ (রাঃ) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে,
তা জান কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন 'আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ)। (১৯৮)
(আ.প্র. ২৪০০, ই.ফা. ২৪১৭)

২০৮৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَتْنِهِ.

২৫৮৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, 'দান করে তা
ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে এরপর তার বমি খায়। (২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম
২৪/২ হাঃ ১৬২২, আহমাদ ২৬৪৭) (আ.প্র. ২৪০১, ই.ফা. ২৪১৮)

১০/০১. بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعَثْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا
كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجِزْ

৫১/১৫. অধ্যায় : স্বামী আছে এমন নারীর স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য হিবা করা বা দাস
মুক্ত করা। নির্বোধ না হলে বৈধ, নির্বোধ হলে অবৈধ।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (النساء: ৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : নির্বোধদের হাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ তুলে দিও না। (আলু 'ইমরান : ৫)

২০৭০. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَذْخَلَ عَلَيَّ الرَّبِيعُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ عَلَيْكَ

২৫৯০. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের (রাঃ)
আমার নিকট যে সম্পদ রাখেন, সেগুলো ছাড়া আমার নিজের কোন সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমি কি
সদাকাহ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সদাকাহ করতে পার। লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে তোমার ব্যাপারে
লুকিয়ে রাখা হবে। (১৪৩৩, মুসলিম ১২/২৮ হাঃ ১০২৯, আহমাদ ২৬৯৮৮) (আ.প্র. ২৪০২, ই.ফা. ২৪১৯)

২০৭১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُورٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْفِقِي وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ

২৫৯১. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : খরচ কর, আর
হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রেখ না, নইলে
আল্লাহও তোমার ব্যাপারে লুকিয়ে রাখবেন। (১৪৩৪, মুসলিম ১২/২৮ হাঃ ১০২৯, আহমাদ ২৬৯৮৮) (আ.প্র. ২৪০৩,
ই.ফা. ২৪২০)

২০৭২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ أَعْتَقْتُ وَلَيْدَتِي قَالَ أَوْفَعَلْتَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوَ أَعْظَمْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ

وَقَالَ بِكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ

২৫৯২. মায়মূনাহ বিনতে হারিস রাঃ হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি আপন বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নাবী (ﷺ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি জানেন না আমি আমার বাঁদী মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনাহ রাঃ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুন! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহলে তোমার জন্য বেশি নেকির কাজ হত। (২৫৯৪)

অন্য সনদে বাকর ইবনু মুযার (রহ.) ---- কুরায়ব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, মায়মূনাহ রাঃ গোলাম মুক্ত করেছেন। (মুসলিম ১২/১৪, হাঃ ৯৯৯, আহমাদ ২৬৮৮৬) (আ.প্র. ২৪০৪, ই.ফা. ২৪২১)

২০৭৩. حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৫৯৩. 'আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে কুরআর ব্যবস্থা করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একদিন এক রাত নির্দিষ্ট করে দিতেন। তবে সাওদা বিনতে যাম'আহ রাঃ নিজের দিন ও রাত নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ রাঃ-কে দান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তুষ্টি কামনা করতেন। (২৬৩৭, ২৬৬১, ২৬৮৮, ২৮৭৯, ৪০২৫, ৪১৪১, ৪৬৯০, ৪৭৪৯, ৪৭৫০, ৪৭৫৭, ৫২১২, ৬৬৬২, ৬৬৭৯, ৭৩৬৯, ৭৩৭০, ৭৫০০, ৭৫৪৫) (আ.প্র. ২৪০৫, ই.ফা. ২৪২২)

১৬/০১. بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

৫১/১৬. অধ্যায় : প্রথমে হাদিয়া দিয়ে শুরু করবে।

২০৭৪. وَقَالَ بِكْرُ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتَ بَعْضَ أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ

২৫৯৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব হতে বর্ণিত যে, নাবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাঃ) তার এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার অধিক পুণ্য হত। (২৫৯২)

২৫৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَهْدَيْتَنِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ أَبَا.

২৫৯৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি ইরশাদ করলেন, এ দু'জনের মাঝে যার দরজা তোমার বেশি নিকটে। (২২৫৯) (আ.প্র. ২৪০৬, ই.ফা. ২৪২০)

১৭/০১. بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعَلَّةٍ

৫১/১৭. অধ্যায় : কারণবশতঃ হাদিয়া কবুল না করা।

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً وَالتَّيْمُ رِشْوَةً.

'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে হাদিয়া ছিল, কিন্তু আজকাল তা ঘুষে পরিণত হয়েছে।

২৫৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَخَيْشًا وَهُوَ بِالْأَنْبَاءِ أَوْ يَوْدَانَ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِهِ رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ.

২৫৯৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সঃ)-এর জনৈক সহাবী সা'আব ইবনু জাসসামা লাইসী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনি একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ইহরাম অবস্থায় আবওয়াহ কিংবা ওয়াদান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। কাজেই তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন। সা'আব (রাঃ) বলেন, যখন তিনি আমার চেহারা হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়ার ছাপ দেখলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় না থাকলে তোমার হাদিয়া ফিরিয়ে দিতাম না। (১৮২৫) (আ.প্র. ২৪০৭, ই.ফা. ২৪২৪)

২৫৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَيْتَنِي قَالَ فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْتَظِرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ

شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةً ابْطِئَهُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا .

২৫৯৭. আবু হুমায়দ সাঈদ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আযদ গোত্রের ইবনু উভবিয়া নামের এক লোককে সদাকাহ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না। তখন সে দেখত পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সদাকাহর মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হলে হায়া হায়া রব করবে আর বকরী হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দু'হাত এই পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তাঁর দুই বগলের গুত্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি? (৯২৫) (আ.প্র. ২৪০৮, ই.ফা. ২৪২৫)

১৮/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَّةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

৫১/১৮. অধ্যায় : হাদিয়া পাঠিয়ে দিয়ে বা পাঠিয়ে দেয়ার ওয়াদা করে তা পৌছানোর পূর্বেই মৃত্যু হলে।

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ مَاتٍ وَكَانَتْ فُصِّلَتْ الْهَدِيَّةُ وَالْمَهْدَى لَهُ حَتَّى فُتِيَ لَوَرْتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِّلَتْ فَهِيَ لَوَرْتُهُ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَتُهُمَا مَاتَ قَبْلَ فَهِيَ لَوَرْتُهُ الْمَهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ

‘আবীদাহ (রহ.) বলেন, দানকারী ব্যক্তি হাদিয়া সামগ্রী পৃথক করে হাদিয়া প্রাপকের জীবদ্দশায় মারা গেলে তা হাদিয়া প্রাপকের ওয়ারিশদের হক হবে। (যদি প্রাপক ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকে) আর আলাদা না করা হলে হাদিয়া দাতার ওয়ারিশদের হক হবে। আর হাসান (রহ.) বলেছেন, উভয়ের যে কোন একজন মারা গেলে এবং প্রাপকের নিযুক্ত লোক উক্ত হাদিয়া সামগ্রী নিজ অধিকারে নিয়ে নিলে তা প্রাপকের ওয়ারিশদের হক হবে।

৫০৭৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَتَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَاتَيْنَهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي فَحَتَّى لِي ثَلَاثًا

২৫৯৮. জাবির (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, বাহরাইন হতে মাল এসে পৌছলে তোমাকে আমি এভাবে তিনবার দিব, কিন্তু মাল আসার পূর্বেই নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু হল। পরে আবু বাকর (رضি) ঘোষককে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন, নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ হতে কারো জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে কিংবা কারো কোন ঋণ থাকলে সে যেন আমার নিকট আসে। এ ঘোষণা শুনে আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমাকে নাবী (ﷺ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে আঁজলা ভরে তিনবার দিলেন। (২২৯৬) (আ.প্র. ২৪০৯, ই.ফা. ২৪২৬)

১৭/০১. بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

৫১/১৯. অধ্যায় : দাস ও বিবিধ সামগ্রী কিভাবে অধিকারভুক্ত করা যায়?

وَقَالَ ابْنُ عُثْمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, আমি এক বেয়াড়া উটে সাওয়ার ছিলাম। নাবী (ﷺ) সেটি ক্রয় করে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ! এটি তোমার।

٢٥٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْيَسْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِي أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَأَدْعُهُ إِنِّي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَانًا هَذَا لَكَ قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

২৫৯৯. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাহকে তা হতে একটিও দিলেন না। মাখরামাহ (রাঃ) তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে নিয়ে চল। [মিসওয়ার (রাঃ) বলেন] আমি তার সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। [মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর নিকট একটি কবা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তেমার জন্য হিফায়ত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামাহ (রাঃ) সেটি তাকিয়ে দেখলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, মাখরামাহ খুশী হয়ে গেছে। (২৬৫৭, ৩১২৭, ৫৮৬২, ৬১৩২, মুসলিম ১২/৪৪ হাঃ ১০৫৮, আহমাদ ১৮৯৪৯) (আ.প্র. ২৪১০, ই.ফা. ২৪২৭)

২০/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

৫১/২০. অধ্যায় : হাদিয়া পাঠানো হলে 'গ্রহণ করলাম' এ কথা না বলে কেউ স্বীয়

অধিকারভুক্ত করে নিলে।

٢٦٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ مُحَمَّدُ رَقَبَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعْزِي وَالْعَرُوقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَذْهَبَ بِهَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَنِيهَا أَهْلٌ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ أَذْهَبَ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ

২৬০০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এল এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? সে বলল, আমি রমাযানে দিনের বেলা স্ত্রী সন্তোষ করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন গোলাম আযাদ করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এক নাগাড়ে দু'মাস সিয়াম পালন করতে

পারবে? সে বলল, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। বর্ণনকারী বলেন, ইতোমধ্যে এক আনসারী এক আরক খেজুর নিয়ে আসল। আরক হল নির্দিষ্ট মাপের খেজুর মাপার পাত্র। তিনি বললেন, যাও, এটা নিয়ে গিয়ে সদাকাহ করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চেয়ে বেশি অভাবী এমন কাউকে সদাকাহ করে দিব? যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! কঙ্করময় মরুভূমির মাঝে (অর্থাৎ মাদীনাহুয়) আমাদের চেয়ে অভাবী কোন ঘর নেই। শেষে তিনি বললেন, যাও তা তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও। (১৯৩৬) (আ.প্র. ২৪১১, ই.ফা. ২৪২৮)

৫১/৫১. بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

৫১/২১. অধ্যায় : এক ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য ঋণ অনেকে দান করে দেয়া।

قَالَ شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ هُوَ جَابِرٌ وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غُرْمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلِلُوا أَبِي

শু'বা (রহ.) হাকাম (রহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তা বৈধ। হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) তার পাওনা টাকা এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নাবী (রাঃ) বলেছেন, কারো যিম্মায় কোন হক থাকলে তার দায়িত্ব সেটা পরিশোধ করে দেয়া, কিংবা হকদারের নিকট হতে মাফ করিয়ে নেয়া। জাবির (রাঃ) বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন। তখন নাবী (রাঃ) আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে আমার পিতাকে ঋণ হতে মুক্ত করতে পাওনাদারদেরকে বললেন।

٢٦٠١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بَنِي مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَأَشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلِلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ سَأَعْذُرُ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَّدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ اسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَا عُمَرُ فَقَالَ أَلَا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৬০১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হলেন। পাওনাদাররা তাদের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে শক্ত মনোভাব অবলম্বন করল। তখন আমি রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে বললাম। তখন তিনি তাদেরকে আমার বাগানের খেজুর নিয়ে আমার পিতাকে ঋণমুক্ত করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। রসূলুল্লাহ (রাঃ) আমার বাগান তাদের দিলেন না এবং তাদের ফল কাটতেও দিলেন না। বরং তিনি বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি তোমাদের নিকট যাব। জাবির (রাঃ) বলেন, পরদিন সকালে তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং খেজুর বাগানে ঘুরে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দু'আ

করলেন। অতঃপর আমি ফল কেটে এনে তাদের ঋণ পরিশোধ করলাম। অতঃপরও সেই ফলের কিছু অংশ রয়ে গেল। পরে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে জানালাম। তখন তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) উমরকে বললেন, শোন হে উমর! তখন তিনিও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। 'উমর (রাঃ) বললেন, আমরা কি আগে থেকেই জানি না যে, আপনি আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। (২১২৭) (আ.প্র. ২৪১২, ই.ফা. ২৪২৯)

২২/৫১. بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

৫১/২২. অধ্যায় : জামা'আতের জন্য এক ব্যক্তির দান।

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيْقٍ وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ مَا لَا بِالْعَابَةِ وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمْ

আসমা (রাঃ) কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ এবং ইবনু আবু 'আতীক (রহ.)-কে বলেছেন, আমি আমার বোন 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে গানাহ নামক স্থানে কিছু সম্পত্তি পেয়েছি। আর মু'আবিয়াহ (রাঃ) আমাকে এর পরিবর্তে এক লাখ দিরহাম দিয়েছিলেন। এগুলো তোমাদের দু'জনের।

٢٦٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَقَالَ لِّلْغُلَامِ إِنْ أَذِنْتُ لِي أُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَنِي نِيْظَرٍ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ

২৬০২. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট কিছু পানীয় উপস্থিত করা হল। সেখান হতে কিছু তিনি নিজে পান করলেন। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল এক যুবক আর বাম পার্শ্বে ছিলেন বৃদ্ধগণ। তখন তিনি যুবককে বললেন, তুমি আমাকে অনুমতি দিলে এদেরকে আমি দিতে পারি। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার (বারকাত) হতে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রগণ্য করতে পারি না। তখন তিনি তার হাতে পাত্রটি সজোরে রেখে দিলেন। (২৩৫১) (আ.প্র. ২৪১৩, ই.ফা. ২৪৩০)

২৩/৫২. بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

৫১/২৩. অধ্যায় : দখলভুক্ত বা দখলভুক্ত নয় এবং বণ্টিত বা বণ্টিত নয় এমন সম্পদ দান করা।

وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ

নবী (ﷺ) ও তাঁর সহাবীগণ হাওয়াযিন গোত্রের নিকট হতে যে গণীমত লাভ করেছিলেন, তা বণ্টিত না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তা দান করে দিয়েছিলেন।

٢٦٠٣. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

২৬০৩. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট মাসজিদে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে মূল্য পরিশোধ করলেন এবং আরো বেশি দিলেন। (৪৪৩) (আ.প্র. ২৪১৪, ই.ফা. ১৬২৭ অধ্যায়)

২৬০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ أَتَيْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحُ فَمَا زَالَ مَعِيَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

২৬০৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটা উট বিক্রয় করলাম। মাদীনাহুয় ফিরে এসে তিনি আমাকে বললেন, মাসজিদে এস, দু'রাক'আত সলাত আদায় কর। অতঃপর তিনি উটের দাম ওজন করে দিলেন। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে ওজন করে উটের দাম দিলেন এবং বলেন, তিনি ওজনে প্রাপ্যের অধিক দিলেন। হারু'রা যুদ্ধের সময় সিরিয়াবাসীর ছিনিয়ে নেয়ার আগে পর্যন্ত আমার নিকট ঐ মালের কিছু অবশিষ্ট ছিল। (৪৪৩) (আ.প্র. ২৪১৫, ই.ফা. ২৪৩১)

২৬০৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْبَاهُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا قَتَلَهُ فِي يَدِهِ.

২৬০৫. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু পানীয় উপস্থিত করা হল। তখন তাঁর ডানপাশে ছিল এক যুবক আর বামপাশে ছিল কয়েকজন বৃদ্ধ। তিনি যুবককে বললেন, তুমি কি আমাকে এই পানীয় এদের দেয়ার অনুমতি দিবে? যুবক বলল, না, আল্লাহর কসম! আপনার বরকত হতে আমার প্রাপ্য অংশের ক্ষেত্রে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন তিনি পান পাত্র তার হাতে সজোরে রেখে দিলেন। (২৩৫১) (আ.প্র. ২৪১৬, ই.ফা. ২৪৩২)

২৬০৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَيْنِ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرَوْا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًا إِلَّا سِنًا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَيْهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهَا فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

২৬০৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির কিছু ঋণ ছিল। (তাগাদা করতে এসে সে অশোভনীয় কিছু শুরু করলে) সহাবীগণ তাকে কিছু করতে চাইলেন। তিনি তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার হক আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সহাবীগণ বললেন, আমরা তো তার দেয়া এক বছর বয়সের উটের মতো পাচ্ছি না; বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে। কিংবা তিনি বলেছেন, সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (২৩০৫) (আ.প্র. ২৪১৭, ই.ফা. ২৪৩৩)

২৬/৫১. بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةً لِقَوْمٍ

৫১/২৪. অধ্যায় : একদল অন্য গোত্রকে বা এক ব্যক্তি কোন দলকে দান করলে তা বৈধ।

২৬০৮-২৬০৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدَ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرَدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتِظَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُعْطِيهِ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ فَارْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا وَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ هَذَا آخِرُ قَوْلِ الرَّهْرِيِّ يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا.

২৬০৭-২৬০৮. মারওয়ান ইবনু হাকাম (রহ.) ও মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিনিধি হিসাবে নাবী (রাঃ)-এর নিকট এল এবং তাদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানাল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা দেখছ আমার সঙ্গে আরো লোক আছে। আমার নিকট সত্য কথা হল অধিক প্রিয়। তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ এ দুয়ের একটি বেছে নাও। আমি তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (নাবী বলেন) নাবী (রাঃ) তায়েফ হতে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নাবী (রাঃ) দু'টির যে কোন একটিই শুধু তাদের ফিরিয়ে দিবেন, তখন তারা বলল, তবে তো আমরা আমাদের বন্দীদেরই পছন্দ করব। অতঃপর তিনি মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন, আম্মাবাদ। তোমাদের এই ভাইয়েরা তাওবা করে আমাদের নিকট এসেছে, আর আমি তাদেরকে তাদের বন্দী ফিরিয়ে দেয়া সঠিক মনে করছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া পছন্দ করে, তারা যেন তা করে। আর যারা নিজেদের অংশ পেতে পছন্দ করে এরূপভাবে যে, আল্লাহ আমাকে প্রথমে যে ফায় সম্পদ দান করবেন, তা হতে তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করে দিব, তারা যেন তা করে। সকলেই তখন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা প্রসন্নচিত্তে তা মেনে নিলাম। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা অনুমতি দিলে আর কারা দিলে না, তা-তো আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের মতামত আমার নিকট পেশ করবে। অতঃপর লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের নেতারা তাদের সঙ্গে আলোচনা করল। পরে তারা নাবী (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে জানাল যে, প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিনের বন্দী সম্পর্কে আমাদের নিকট এতটুকুই পৌঁছেছে। আবু আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, এই শেষ অংশটুকুই ইমাম যুহরী (রহ.)-এর বক্তব্য। (২৩০৭, ২৩০৮) (আ.প্র. ২৪১৮, ই.ফা. ২৪৩৪)

২০/০১. بَابُ مَنْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

৫১/২৫. অধ্যায় : সঙ্গীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই তার হকদার।

وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءَ وَلَمْ يَصِحَّ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে উল্লেখ করা হয়েছে, সঙ্গীরাও শরীক থাকবে, কিন্তু তা সহীহ নয়।

২৬০৯. حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ
مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২৬০৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) নির্দিষ্ট বয়সের একটি উট ধার নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর উটের মালিক এসে তাগাদা দিল। সহাবীগণও তাকে কিছু বললেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, পাওনাদারদের কিছু বলার হক আছে। অতঃপর তিনি তাকে তার উটের চেয়ে উত্তম উট পরিশোধ করলেন এবং বললেন, ভালভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (২৩০৫) (আ.প্র. ২৪১৯, ই.ফা. ২৪৩৫)

২৬১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرِ لِعَمْرٍ صَغَبٍ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوءُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ
أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ.

২৬১০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে তিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) একটি বেয়াড়া উটে সাওয়ার ছিলেন। উটটি বারবার নাবী (ﷺ)-এর আগে যাচ্ছিল। আর তার পিতা 'উমার (রাঃ) তাকে বলছিলেন, হে 'আবদুল্লাহ! নাবী (ﷺ)-এর আগে চলা কারো জন্য উচিত নয়। তখন নাবী (ﷺ) 'উমার (রাঃ)-কে বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি কর। 'উমার (রাঃ) বললেন, এটাতো আপনার। তখন তিনি সেটা ক্রয় করে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ! এটা তোমার। কাজেই এটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। (২১১৫) (আ.প্র. ২৪২০, ই.ফা. ২৪৩৬)

২৬/০১. بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

৫১/২৬. অধ্যায় : উষ্ট্রারোহীকে সেই উষ্ট্রটি দান করা হলে তা বৈধ।

২৬১১. وَقَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَغَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍ بَعْنِيهِ فَاَتْبَاعُهُ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

২৬১১. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এক সফরে হিলাম আর আমি (আমার পিতার) একটি বেয়াড়া উটের উপর সাওয়ার হিলাম। তখন নাবী (ﷺ)

উমরকে বললেন, এটা আমার নিকট বেঁচে দাও। তিনি তা বেঁচে দিলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ, এটা তোমার। (২১১৫) (ই.ফা. ১৬৩০ অধ্যায়)

২৭/৫১. بَابُ هَدِيَّةٍ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

৫১/২৭. অধ্যায় : পরিধেয় হিসেবে অপছন্দনীয় কিছু হাদিয়া দেয়া।

২১১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ سَيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِستَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلَّوْفِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ حُلٌّ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً وَقَالَ أَكْسَوْتَنِيهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةٍ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِيَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

২৬১২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) মাসজিদের দ্বার প্রান্তে একজোড়া রেশমী বস্ত্র দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা যদি আপনি ক্রয় করে নেন এবং তা জুমু'আর দিনে ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতেন। তখন তিনি বললেন, এ তো সে-ই পরিধান করে, আখিরাতে যার কোন অংশ নেই। পরে কিছু রেশমী জোড়া আসলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে থেকে 'উমার (رضي الله عنه)-কে এক জোড়া দান করলেন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আপনি এটা আমাকে পরিধান করতে দিলেন অথচ (আগে) রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তো এটা তোমাকে পরিধানের জন্য দেইনি। তখন 'উমার (رضي الله عنه) তা মাক্কাহর তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন। (৮৮৬) (আ.প্র. ২৪২১, ই.ফা. ২৪৩৭)

২১১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَنِّي فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَنِّي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ

২৬১৩. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদা ফাতিমাহর ঘরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। 'আলী (رضي الله عنه) ঘরে এলে ফাতিমাহ (رضي الله عنها) তাকে ঘটনা জানালেন। তিনি আবার নাবী (ﷺ)-এর নিকট বিষয়টি নিবেদন করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা খুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? 'আলী (رضي الله عنه) ফাতিমাহর নিকট এসে ঘটনা খুলে বললেন। ফাতিমাহ (رضي الله عنها) বললেন, তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের নিকট এটা পাঠিয়ে দাও; তাদের প্রয়োজন আছে। (আ.প্র. ২৪২২, ই.ফা. ২৪৩৮)

২১১৪. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَنِّي ﷺ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سَيَرَاءَ فَلَبِستُهَا فَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

২৬১৪. আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে গোস্বার ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম। (৫৩৬৬, ৫৮৪০, মুসলিম ৩৭/আউয়ালুল কিতাব হাঃ ২০৭১, আহমাদ ১১৭১) (আ.প্র. ২৪২৩, ই.ফা. ২৪৩৯)

২৮/০১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৫১/২৮. অধ্যায় : মুশরিকদের দেয়া হাদিয়া গ্রহণ করা।

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةٍ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطَوْهَا أَجْرًا وَأُهِدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ۔

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আ) (স্ত্রী) সারাকে নিয়ে হিজরাতকালে এমন এক জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে ছিল এক বাদশাহ অথবা রাবী বলেন, প্রতাপশালী শাসক। সে বলল, সারার কাছে উপহার স্বরূপ হাজিরাকে দিয়ে দাও। নাবী (সাঃ)-কে বিষ মিশানো বকরীর গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আবু হুমাইদ (রহ.) বলেন, আয়িলার শাসক নাবী (সাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে নিয়োগ পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

٢٦١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﷺ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ جِبَّةً سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَتَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

২৬১৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। এতে সহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। (২৬১৬, ৩২৪৮) (আ.প্র. ২৪২৪, ই.ফা. ২৪৪০ প্রথম্যাংশ)

٢٦١٦. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أَكْثَرَ دُومَةٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৬১৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, দুমার উকাইদির নাবী (সাঃ)-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। (২৬১৫, মুসলিম ৪৪/২৪ হাঃ ২৪৬৯) (আ.প্র. ২৪২৪, ই.ফা. ২৪৪০ শেষাংশ)

٢٦١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَيَّءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا تَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَمَا زِلْتُ أَغْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৬১৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী মহিলা নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এল। সেখান হতে কিছু অংশ তিনি খেলেন, অতঃপর মহিলাকে হাযির করা হল। তখন বলা হল, আপনি কি একে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর তালুতে আমি বরাবরই বিষক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম। (মুসলিম ৩৯/১৭ হাঃ ২১৯০) (আ.প্র. ২৪২৫, ই.ফা. ২৪৪১)

২৬১৮. حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوفُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَعَا أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هَبَّةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةٌ فَصْنَعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبُظَيْنِ أَنْ يُشَوَى وَابِسَ اللَّهُ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْيَابَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُرَّةٌ مِنْ سَوَادٍ بَظِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا فَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا فَمَضَلْنَا فَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

২৬১৮. ‘আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা একশ’ ত্রিশজন ব্যক্তি ছিলাম। সে সময় নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারো সঙ্গে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা’ কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য আছে। সে আটা গোলানো হল। অতঃপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুলওয়ালা এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন- বিক্রি করবে, না উপহার দিবে? সে বলল : না, বরং বিক্রি করব। নাবী (ﷺ) তার নিকট হতে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যব্বহ করা হল। নাবী (ﷺ) বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! একশ’ ত্রিশজনের প্রত্যেককে নাবী (ﷺ) সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। উপস্থিতদের হাতে দিলেন; আর অনুপস্থিত ছিল তার জন্য তুলে রাখলেন। অতঃপর দু’টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেল। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন। (২২১৬, মুসলিম আওয়ালুল কিতাব/৩২ হাঃ ২০৫৬, আহমাদ ১৭০৩) (আ.প্র. ২৪২৬, ই.ফা. ২৪৪২)

২৭/০১. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

৫১/২৯. অধ্যায় : মুশরিকদেরকে হাদিয়া প্রদান করা।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة : ৮)

আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ : (মুশরিকদের মধ্যে) দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮)

২৬১৭. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ ثُبَاعٌ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اتَّبِعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا جَلَاظَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا يَحُلُّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ فُلْتُ فِيهَا مَا فُلْتُ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسُهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

২৬১৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রেশমী বস্ত্র বিক্রি করতে দেখে নাবী (রাঃ)-কে বললেন, এ জোড়াটি খরিদ করে নিন। জুমুআর দিনে এবং যখন আপনার নিকট কোন প্রতিনিধি দল আসে, তখন তা পরিধান করবেন। তিনি বললেন, এসব তো তারাই পরিধান করে, যাদের আখিরাতে কোন হিসসা নেই। পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় এল। সেগুলো হতে একটি জোড়া তিনি 'উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তখন 'উমার (রাঃ) বলেন, এটা আমি কিভাবে পরিধান করব। অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছেন। এতে তিনি বললেন, এটা তোমাকে আমি পরিধান করার জন্য দেইনি। হয় এটা বিক্রয় করে দিবে, নতুবা কাউকে দিয়ে দিবে। তখন 'উমার (রাঃ) সেটা মাক্কাহর বাসিন্দা তাঁর এক ভাইকে ইসলাম গ্রহণের আগে হাদিয়া পাঠালেন। (৮৮৬) (আ.প্র. ২৪২৭, ই.ফা. ২৪৪৩)

২৬২০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أَبِي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أَبِي قَالَ نَعَمْ صَلِّ أُمَّكَ.

২৬২০. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ফাতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর। (৩১৮৩, ৫৯৭৮, ৫৯৭৯) (মুসলিম ১২/১৪ হাঃ ১০০৩, আহমাদ ২৬৯৮১) (আ.প্র. ২৪২৮, ই.ফা. ২৪৪৪)

৩০/৫১. بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَبْتِهِ وَصَدَقَتِهِ

৫১/৩০. অধ্যায় : দান বা সদাকাহ করা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য হালাল নয়।

২৬২১. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَتْلِهِ.

২৬২১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ লোকের মত, যে বমি করে তা আবার খায়। (২৫৮৯) (আ.প্র. ২৪২৯, ই.ফা. ২৪৪৫)

২৬২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ

২৬২২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, খারাপ উপমা দেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় তবু যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে তা আবার খায়। (২৫৮৯) (আ.প্র. ২৪৩০, ই.ফা. ২৪৪৬)

২৬২৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَايِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

২৬২৩. 'উমার ইবনু খাতাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোককে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আরোহণের জন্য দান করলাম। ঘোড়াটি যার নিকট ছিল, সে তার চরম অযত্ন করল। তাই সেটা আমি তার নিকট হতে কিনে নিতে চাইলাম। আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাজী হয় তবু তুমি তা ক্রয় কর না। কেননা, সদাকাহ করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খায়।

(১৪৯০) (আ.প্র. ২৪৩১, ই.ফা. ২৪৪৭)

: ৩১/০১. باب :

৫১/৩১. অধ্যায় :

২৬২৪. بَابُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ جُدْعَانَ ادَّعَا ابْنَيْ بَيْتَيْنِ وَحَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُحَيْبًا فَقَالَ مَرَّوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَا فَشَهِدَ لَا عَطَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صُحَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحَجْرَةَ فَقَضَى مَرَّوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ

২৬২৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনু আবু মুলায়কা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু জুদ 'আনের আযাদকৃত গোলাম সুহাইবের সন্তান দু'টি ঘর ও একটি কামরা রসূলুল্লাহ (ﷺ) সুহায়ব (রাঃ) কে দান করেছিলেন বলে দাবী জানান। (মাদীনাহর গভর্নর) মারওয়ান (রহ.) তখন বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তারা বলল, ইবনু 'উমার (রাঃ)। মারওয়ান (রহ.) তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সুহায়ব (রাঃ) কে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছিলেন। তাদের স্বপক্ষে ইবনু 'উমারের সাক্ষ্য অনুযায়ী মারওয়ান ফায়সালা করলেন। (আ.প্র. ২৪৩২, ই.ফা. ২৪৪৮)

৩২/০১. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمَرَى وَالرُقْبَى

৫১/৩২. অধ্যায় : ‘উমরা ও রুক্বা’ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فِيهِ عُمَرَى جَعَلْتُهَا لَهُ «اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود : ٦١) جَعَلَكُمْ عُمَارًا

আল্লাহর বাণী : অর্থাৎ বাড়ীটি তাকে (তার জীবনকাল পর্যন্ত) দান করে দিলাম। আল্লাহর বাণী : তোমাদেরকে তিনি তাতে বসবাস করিয়েছেন। (সূরা হুদ : ৬১)

২৬২০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمَرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

২৬২৫. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ‘উমরাহ (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে। (মুসলিম ২৪/৪ হাঃ ১৬২৫) (আ.প্র. ২৪৩৩, ই.ফা. ২৪৪৯)

২৬২৬. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي التَّضَرُّبِيُّ أَنَسُ بْنُ نَجِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২৬২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘উমরাহ বৈধ। ‘আতা (রহ.) বলেন, জাবির (رضي الله عنه) আমাকে নাবী (ﷺ) হতে একই রকম হাদীস শুনিয়েছেন। (মুসলিম ২৪/৪ হাঃ ১৬২৫, ১৬২৬, আহমাদ ৮৫৭৫) (আ.প্র. ২৪৩৪, ই.ফা. ২৪৫০)

৩৩/০১. بَابُ مَنْ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالْذَّابَّةَ وَغَيْرَهَا

৫১/৩৩. অধ্যায় : মানুষের কাছ থেকে যে ব্যক্তি ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেয়।

২৬২৭. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ قَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ

فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْدُوبُ فَزَكَبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৬২৭. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি, মাদীনাহয় একবার শত্রুর আক্রমণের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। নাবী (ﷺ) তখন আবু ত্বলহা (رضي الله عنه)-এর নিকট হতে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন। ঘোড়াটির নাম ছিল মানদূব। অতঃপর তিনি ঘোড়াটিতে টহল দিয়ে ফিরে এসে বললেন, কিছুই তো দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের তরঙ্গের মতো পেয়েছি। (২৮২০, ২৮৫৭, ২৮৬২, ২৮৬৬, ২৮৬৭, ২৯০৮, ২৯৬৮, ২৯৬৯, ৩০৪০, ৬০৩৩, ৬২১২) (আ.প্র. ২৪৩৫, ই.ফা. ২৪৫১)

১ ‘উমরা : কাউকে কোন জিনিস দান করার সময় বলা যে, তোমার জীবন পর্যন্ত এটি তোমাকে দিলাম। রুক্বা : অর্থ এই শব্দে কাউকে বাড়ীতে বসবাস করতে দেয়া যে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে দীর্ঘায়ু হবে, সে-ই এই বাড়ীর মালিক হবে।

৩৬/০১. بَابُ الْأِسْتِعَارَةِ لِلْعُرُوسِ عِنْدَ الْبَنَاءِ

৫১/৩৪. অধ্যায় : বাসর সজ্জার উদ্দেশে নব দম্পতির কিছু ধার নেয়া।

২৬২৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ فَقَالَتْ ارْفَعْ بَصْرَكَ إِلَى جَارِبَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهِى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُمْ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقْبَلُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أُرْسِلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ.

২৬২৮. আয়মান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট আমি হাযির হলাম। তাঁর গায়ে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের কামিজ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমার এ বাঁদীটার দিকে তাকাও, ঘরের ভিতরে এটা পরতে সে অপছন্দ করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় মাদীনাহর মেয়েদের মধ্যে আমারই শুধু একটি কামিজ ছিল। মাদীনাহর কোন মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার নিকট কাউকে পাঠিয়ে ঐ কামিজটি চেয়ে নিত। (আ.প্র. ২৪৩৬, ই.ফা. ২৪৫২)

৩০/০১. بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

৫১/৩৫. অধ্যায় : দুগ্ধ পান করানোর জন্য সাময়িকভাবে উট-বকরি প্রদানের ফাযীলাত।

২৬২৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْمَنِيحَةُ اللَّيْحَةُ الصَّغِيءُ مَنِحَةٌ وَالشَّاءُ الصَّغِيءُ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرَوْحُ بِإِنَاءٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعَمَ الصَّدَقَةُ

২৬২৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানীহা হিসাবে অধিক দুগ্ধবতী উটনী ও অধিক দুগ্ধবতী বকরী কতই না উত্তম, যা সকাল বিকাল পাত্র ভর্তি দুগ্ধ দেয়। (৫৬০৮, মুসলিম ১২/২২ হাঃ ১০১৯, আহমাদ ১০২০) (আ.প্র. ২৪৩৭, ই.ফা. ২৪৫৩)

(ইমাম বুখারী বলেন) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ও ইসমাঈল (রহ.) হাদীসটি মালিক (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেন, সদাকাহ হিসাবে কতই না উত্তম (দুগ্ধবতী উটনী, যা মানীহা হিসাবে দেয়া হয়)। (ই.ফা. ২৪৫৪)

২৬৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَغْنِي شَيْئًا وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطَوْهُمْ ثَمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَوْتَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسِ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَكَانَتْ أُعْطَتْ أُمُّ أَنَسِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَاقًا فَأَعْظَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاجِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ

عِدَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَائِنَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَكَائِنَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ

২৬৩০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ হতে মাদীনাহুয় হিজরাতের সময় মুহাজিরদের হাকে কোন কিছু ছিল না। অন্যদিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এই শর্তে মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (আনসারগণ)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (মুহাজিরগণের) দিবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়-দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম (رضي الله عنها) ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু ত্বলহার মা। আনাসের মা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। আর নাবী (ﷺ) সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বাদী 'উসমান ইবনু যায়দের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস (رضي الله عنه) আমাকে বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) খায়বারে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মাদীনাহুয় ফিরে এলে মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের দানের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নাবী (ﷺ)-ও তাঁর (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন। আহমাদ ইবনু শাবীব (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে ইউনুসের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং حَائِطِهِ এর স্থলে خَالِصِهِ বলেছেন, যার অর্থ নিজ ভূমি থেকে। (৩১২৮, ৪০৩০, ৪১২০) (মুসলিম ৩২/২৪, হাঃ ১৭৭১) (আ.প্র. ২৪৩৮, ই.ফা. ২৪৫৫)

٢٦٣١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَغْلَاهُنَّ مَيْبَحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ غَائِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَضْيِيقِ مَوْعِدِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَقَدَدْنَا مَا دُونَ مَيْبَحَةِ الْعَنْزِ مِنَ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

২৬৩১. 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, চল্লিশটি স্বভাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরী দেয়া। কোন বান্দা যদি সওয়াবের আশায় এবং পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে উক্ত চল্লিশ স্বভাবের যে কোন একটির উপরে আমল করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাস্‌সান (রহ.) বলেন, দুধেল বকরী মানহি দেয়া ব্যতীত আর যে কয়টি স্বভাব আমরা গণনা করলাম, সেগুলো হল সালামের উত্তর দেয়া, হাঁচি দাতার হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পনেরটি স্বভাবের অধিক গণনা করতে পারলাম না। (আ.প্র. ২৪৩৯, ই.ফা. ২৪৫৬)

٢٦٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضَيْنِ فَقَالُوا نُوَاجِرُهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْغَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا

أَخَاهُ فَإِنْ أَتَى فَلْيُشِمْكَ أَرْضَهُ

২৬৩২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল।। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করল যে, এগুলো তারা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসাবে ইজারা দিবে। এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কারো অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে তা (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে। (২৩৪০) (আ.প্র. ২৪৪০, ই.ফা. ২৪৫৭)

٢٦٣٣. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلِبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَبْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

২৬৩৩. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে হিজরাত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, থাম! হিজরাতের ব্যাপার বড় কঠিন। বরং তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর সদাকাহ আদায় করে থাক? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দুধ পানের জন্য এগুলো মানীহা হিসাবে দিয়ে থাক? সে বলল, হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা! পানি পান করানোর উটগুলো দোহন কর কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এ যদি হয় তাহলে সাগরের ওপারে হলেও অর্থাৎ তুমি যেখানে থাক 'আমাল করতে থাক। আল্লাহ তোমার 'আমালের প্রতিদানে কম করবেন না। (৪৫২) (আ.প্র. ২৪৪১, ই.ফা. ২৪৫৭ শেষাংশ)

٢٦٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ظَاوِسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَرُ زُرْعًا فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أَكْثَرَاهَا فَلَانٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

২৬৩৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার এক জমিতে গেলেন, যার ফসলগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি জানতে চাইলেন, কার জমি? লোকেরা বলল, অমুক ব্যক্তি এটি ইজারা নিয়েছে। তিনি বললেন, জমিটার নির্দিষ্ট ভাড়া গ্রহণ না করে সে যদি তাকে সাময়িকভাবে তা দিয়ে দিত তবে সেটাই হত তার জন্য উত্তম। (২৩৩০) (আ.প্র. ২৪৪২, ই.ফা. ২৪৫৮)

٣٦/٥١. بَابُ إِذَا قَالَ أَخَذْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ

৫১/৩৬. অধ্যায় : প্রচলিত অর্থে যদি কেউ বলে এই দাসীটি তোমার খিদমাতের জন্য দিলাম, এটা বৈধ।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ غَارِيَةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ

কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, এটা আরিয়ত হবে। তবে কেউ যদি বলে, এ কাপড়টি তোমাকে পরিধান করতে দিলাম, তবে তা হিবা হবে।

২৬৩০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةٍ فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَّتِ الْكَافِرَ وَأَخَذَمَ وَلِيدَهُ   وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ   فَأَخَذَمَهَا هَاجِرٌ.

২৬৩৫. আবু হুরাইরাহ্ ( ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ( )-এর বর্ণিত গ্রন্থ হতে বলেছেন, ইবরাহীম ( ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরাত করলেন। লোকেরা সারার উদ্দেশে হাজিরাকে হাদিয়া দিলেন। তিনি ফিরে এসে (ইবরাহীমকে) বললেন, আপনি কি জেনেছেন, কাফিরকে আল্লাহ পরাস্ত করেছেন এবং সেবার জন্য একটি বালিকা দান করেছেন।

ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, আবু হুরাইরাহ্ ( )-এর সূত্রে নাবী ( ) থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর (সেই কাফির) সারার উদ্দেশে হাজিরাকে দান করল। (২২১৭) (আ.প্র. ২৪৪৩, ই.ফা. ২৪৫৯)

৩৭/০১. بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمَرَى وَالصَّدَقَةِ

৫১/৩৭. অধ্যায় : আরোহণের নিমিত্তে অশ্ব দান ‘উমরাও (عُمَرَى) সদাকাহ বলেই গণ্য হবে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِيهَا

আর কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, দাতা তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

২৬৩৬. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ   حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ   فَقَالَ لَا تُشْتَرِهِ وَلَا تَعُدَّ فِي صَدَقَتِكَ

২৬৩৬. ‘উমার ( ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে বাহন হিসাবে একটি ঘোড়া দিলাম। পরে তা বিক্রি হতে দেখে আল্লাহর রসূল ( )-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটা ক্রয় করো না এবং সদাকাহ করা মাল ফিরিয়ে নিও না। (১৪৯০) (আ.প্র. ২৪৪৪, ই.ফা. ২৪৬০)

২০- كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

পর্ব (৫২) : সাক্ষ্যদান

১/৫২. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

৫২/১. অধ্যায় : বাদীই প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (البقرة: ٢٨٢)

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (النساء: ١٣٥)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখবে; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যে ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর তার

কিছু যেন না কন্মায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এটা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোন রূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্বেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮২)

এবং মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায্য বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায্যবিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। (সূরা আন-নিসা : ১৩৫)

৫/৫২. بَابُ إِذَا عَدَلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

৫২/২. অধ্যায় : যখন কেউ কারো চরিত্রের ব্যাপারে প্রত্যয়ন করে যে, তাকে তো ভালো বলেই জানি কিংবা বলে যে, এর সম্পর্কে তো ভালো বৈ কিছু জানি না।

২৬৩৭. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرُورَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يَصُدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَأَسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبِثَ الْوَحْيَ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِضُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيزٍ أَهْلِيهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَغْذِرُنَا فِي رَجُلٍ بَلَّغْنِي آدَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا

২৬৩৭. ইবনু শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে 'উরওয়াহ, ইবনু মুসায়্যাব, 'আলকামাহ, ইবনু ওয়াক্কাস এবং 'উবায়দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসের এক অংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে, যা অপবাদকারীরা 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে রটনা করেছিল। এদিকে ওয়াহী অবতরণ বিলম্বিত হল। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) 'আলী ও উসামাহ (রাঃ)-কে স্বীয় স্ত্রীকে পৃথক রাখার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। উসামাহ (রাঃ) তখন বললেন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত কিছুই আমরা জানি না।

আর বারীরা (রাঃ) বললেন, তার সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই আমি জানি, তা এই যে, অল্প বয়স্কা হবার কারণে পরিবারের লোকদের জন্য আটা খামির করার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তখন বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করবে, যার জ্বালাতন আমার পরিবার-পরিজন পর্যন্ত পৌঁছেছে? আল্লাহর কসম! আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। আর এমন এক ব্যক্তির কথা তারা বলে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। (২৫৯৩) (আ.প্র. ২৪৪৫, ই. ফা ২৪৬১)

৩/৫২. بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبَى وَأَجَارَةِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ

৫২/৩. অধ্যায় : অপ্রকাশিত ব্যক্তির সাক্ষ্যদান। ‘আমর ইবনু হুরায়স (রহ.) এ ধরনের সাক্ষ্য বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন;

قَالَ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَتَنَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا

তিনি বলেন, পাপাচারী মিথ্যুক লোকের বিরুদ্ধে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শা'বী, ইবনু সীরীন, ‘আতা’ ও ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, শুনতে পেলেই সাক্ষী হওয়া যায়। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, (এরূপ ক্ষেত্রে সে বলবে) আমাকে, এরা সাক্ষী মানেনি, তবে আমি এ রকম এ রকম শুনেছি।

২৬৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يُؤْمَانُ التَّخْلُ الْبَنِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُدُوعِ التَّخْلِ وَهُوَ يَخْلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ رَمْرَمَةٌ قَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَقِي بِجُدُوعِ التَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتَهُ بَيْنَ

২৬৩৮. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) ও উবাই ইবনু কা'ব আনসারী (রাঃ) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনু সাইয়াদ থাকত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) যখন প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সতর্কতার সঙ্গে খেজুর শাখার আড়ালে চললেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইবনু সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই তিনি তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইবনু সাইয়াদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। আর গুন গুন বা (রাবী বলেছেন) গুমগুমভাবে কিছু বলছিল। এ সময় ইবনু সাইয়াদের মা নাবী (রাঃ)-কে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে সতর্কতার সঙ্গে আসতে দেখে ইবনু সাইয়াদকে বলল, হে সাফ! এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনু সাইয়াদ চুপ হয়ে গেল। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, সে (তার মা) যদি তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে প্রকাশ পেয়ে যেত। (১৩৫৫) (আ.প্র. ২৪৪৬, ই.ফা. ২৪৬২)

২৬৩৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْفُرْطِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَفَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيعِ

إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤَدَّنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২৬৩৯. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী নাবী (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিল। পরে আমি 'আবদুর রহমান ইবনু যুবাইরকে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মতো নরম কিছু (অর্থাৎ তার পুরুষত্ব নাই)। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবু বাকর (রাঃ) তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর খালিদ ইবনু সা'ঈদ ইবনু 'আস (রাঃ) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবু বাকর! এই নারী নাবী (রাঃ)-এর দরবারে উচ্চ আওয়াজে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? (৫২৬০, ৫২৬১, ৫২৬৫, ৫৩১৭, ৫৭৯২, ৫৮২৫, ৬০৮৪) (মুসলিম কিতাবুত তালাক/১৬ হাঃ ১৪৩৩, আহমাদ ২৪১৫৩) (আ.প্র. ২৪৪৭, ই.ফা. ২৪৬৩)

৬/৫২. بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ

فَقَالَ آخِرُونَ : مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

৫২/৪. অধ্যায় : এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলে আর অন্যরা এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে সাক্ষ্যদাতার কথা অনুযায়ী ফায়সালা হবে।

قَالَ الْحَمْدِيُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنَّ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسٍ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ

হুমায়দী (রহ.) বলেন, এটা ঠিক। যেমন বিলাল (রাঃ) খবর দিয়েছিলেন যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) নাবী (রাঃ) কা'বার অভ্যন্তরে সলাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ফযল (রাঃ) বলেছেন, তিনি (কা'বা অভ্যন্তরে) সলাত আদায় করেননি। বিলালের সাক্ষ্যকেই লোকেরা গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ দু'জন সাক্ষী যদি অমুক অমুকের নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দু'জন দেড় হাজার পাবে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে অধিক পরিমাণের পক্ষেই ফায়সালা দেয়া হবে।

২৬৪০. حَدَّثَنَا جِبَانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لَأَيْنِ إِيهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالنَّبِيَّ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِيهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا

أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَقَارَفَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

২৬৪০. ‘উকবাহ ইবনু হারিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি আবু ইহাব ইবনু ‘আযীযের কন্যাকে বিবাহ করলেন। পরে এক মহিলা এসে বলল, আমি তো ‘উকবাহ এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু’জনকেই দুধ পান করিয়েছি। ‘উকবাহ (رضي الله عنه) তাকে বললেন, এটা তো আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। অতঃপর আবু ইহাব পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। তখন তিনি মাদীনাহর উদ্দেশে সাওয়ার হলেন এবং নাবী (ﷺ)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এ (বিবাহ) কিভাবে সম্ভব? তখন ‘উকবাহ (رضي الله عنه) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে অন্য জনকে বিয়ে করল। (৮৮) (আ.প্র. ২৪৪৮, ই.ফা. ২৪৬৪)

৫/৫. ০/০৫. بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫২/৫. অধ্যায় : ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীগণের প্রসঙ্গে-

﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ (الطلاق: ২) وَ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: ২৮২)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা তোমাদের ন্যায়পরায়ণ দু’জন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। (সূরা আত-তালাক : ২)

(আল্লাহর বাণী) সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে। (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮২)

২৬৪১. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤَخِّدُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِينًا وَقَرَّبَنَا وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنَهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

২৬৪১. ‘উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে কিছু ব্যক্তিকে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের ‘আমাল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই তোমাদের বিচার করব। কাজেই যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করব এবং নিকটে আনবো, তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহই তার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ ‘আমাল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করব না এবং সত্যবাদী বলে জানব না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর ভালো। (আ.প্র. ২৪৪৯, ই.ফা. ২৪৬৫)

৬/৫২. بَابُ تَعْدِيلِ كَمَّ يَجُوزُ

৫২/৬. অধ্যায় : সততা প্রমাণে কয়জন লাগবে?

২৬৮২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ وَلِهَذَا وَجَبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شَهَادَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

২৬৪২. আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ব্যক্তিটি সম্পর্কে সবাই প্রশংসা করছিলেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। পরে আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করল কিংবা বর্ণনাকারী অন্য কোন শব্দ বলেছেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি বললেন, মু'মিনগণ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। (১৩৬৭) (আ.প্র. ২৪৫০, ই.ফা. ২৪৬৬)

২৬৮৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا دَرِيْعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنِي خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنِي خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَثْنِي شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْتَ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ

২৬৪৩. আবুল আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মাদীনাহুয় আসলাম। সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল। আমি 'উমার رضي الله عنه'-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা অতিক্রম করল এবং তার সম্পর্কে ভালো ধরনের মন্তব্য করা হল। তা শুনে 'উমার رضي الله عنه' বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। অতঃপর আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কেও ভালো মন্তব্য করা হল। তা শুনে তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। অতঃপর তৃতীয় জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হল। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ওয়াজিব হয়ে গেছে, হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বললেন, নাবী ﷺ যেমন বলেছিলেন, আমিও তেমন বললাম। কোন মুসলিম সম্পর্কে চারজন ব্যক্তি ভালো সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আর তিনজন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দু'জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। অতঃপর আমরা একজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। (১৩৬৮) (আ.প্র. ২৪৫১, ই.ফা. ২৪৬৭)

৭/৫২. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبِيَّةَ وَالتَّثَبُّتُ فِيهِ

৫২/৭. অধ্যায় : বংশধারা, সবার জানা দুধপান ও আগের মৃত্যুর বিষয়ে সাক্ষ্য দান; নাবী (ﷺ) বলেছেন, সুওয়াইবাহ আমাকে এবং আবু সালামাহকে দুধপান করিয়েছেন এবং এর উপর দৃঢ় থাকা।

২৬৮৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحَ فَلَمْ أَذَنْ لَهُ فَقَالَ اتَّخَذْتَنِي مَتْنِي وَأَنَا عَنْكَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعْتَنِي أَمْرَأَةً أُخِي بِلَيْنٍ فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ إِذْ ذُنِيَ لَهُ

২৬৮৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ (রাঃ) আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সঙ্গে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের মিলনজাত দুধ তোমাকে পান করিয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আফলাহ (রাঃ) ঠিক কথাই বলেছে। তাকে অনুমতি দিও। (৪৭৯৬,

৫১০৩, ৫১১১, ৫২২৯, ৬১৫৬) (মুসলিম ১৭/২ হাঃ ১৪৪৫, আহমাদ নাই) (আ.প্র. ২৪৫২, ই.ফা. ২৪৬৮)

২৬৮৯. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَنَاتِ خُمَزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

২৬৮৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হামযাহর মেয়ে সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশ কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। (৫১০০) (মুসলিম ১৭/৩, হাঃ ১৪৪৭, আহমাদ ১৯৫২) (আ.প্র. ২৪৫৩, ই.ফা. ২৪৬৯)

২৬৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ فَلَانًا لَعِمَ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لَعِمَهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ

২৬৯০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি জনৈক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসাহ (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই একজন ব্যক্তি

আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তাকে হাফসাহর অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জনসূত্রে যা হারাম, দুধপানও তাকে হারাম করে। (৩১০৫-৫০৯৯) (মুসলিম ১৭/১ হাঃ ১৪৪৪, আহমাদ ২৫৫০৮) (আ.প্র. ২৪৫৪, ই.ফা. ২৪৭০)

২৬৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ تَابِعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ

২৬৪৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইবনু মাহদী (রহ.) সুফইয়ান (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৫১০২) (মুসলিম ১৭/৮ হাঃ ১৪৫৫, আহমাদ ২৫৮৪৮) (আ.প্র. ২৪৫৫, ই.ফা. ২৪৭১)

৪. ৮/৫. بَابُ شَهَادَةِ الْقَاضِي وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

৫২/৮. অধ্যায় : ব্যাভিচারের অপবাদ দাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (النور: ৫-৬)
আল্লাহ তা'আলার বাণী : তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী, তবে যদি অতঃপর তারা তাওবা করে। (সূরা আন-নূর : ৪)

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبُدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْغَيْرَةِ ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَأَجَارَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسُ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاضِي عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَارَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ اسْتَفْضَى الْمُحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاضِي وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ بَغِيرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مُحْدُودَيْنِ جَارَ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجْزُ وَأَجَارَ شَهَادَةُ الْمُحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةُ لِرُؤْيَاهُ هَلَالٍ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِي سَنَةً وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبِيهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.

'উমার, আবু বাকর (রাঃ), শিবল ইবনু মা'বাদ ও নারি' (রহ.)-কে মুগীরাহ (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের দোষে বেত্রাঘাত করেছিলেন। পরে তাদের তাওবাহ করিয়ে বলেছিলেন, যারা

তাওবা করবে, তাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করব। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উত্বাহ, ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয, সা‘ঈদ ইবনু যুযায়র, তাউস, মুজাহিদ, শা‘বী, ‘ইকরিমাহ, যুহরী, মুহারিব ইবনু দিসার, গুরাইহ ও মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রহ.) বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আবু যিনাদ (রহ.) বলেন, মাদীনাহু আমাদের সিদ্ধান্ত যে, অপবাদ আরোপকারী নিজের কথা প্রত্যাহার করে আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। শা‘বী ও ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, নিজেকে মিথ্যাচারী বলে স্বীকার করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। সাওরী (রহ.) বলেন, (উপরোক্ত অপরাধগুলোর কারণে) কোন গোলামকে বেত্রাঘাতের পর আযাদ করা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হদ্দ (শরী‘আহ নির্ধারিত শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলে তার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে। তবে কোন ফিকাহ বিশারদের বক্তব্য হল, তাওবা করলেও অপবাদকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ তিনি এ কথাও বলেন যে, দু’জন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে বৈধ নয়। তবে দু’জন হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষীতে বিয়ে হলে তা বৈধ হবে। কিন্তু দু’জন গোলামের সাক্ষীতে বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। অন্যদিকে রামাযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি, গোলাম ও বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তার (হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির) তাওবা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে। ব্যভিচারীকে নাবী (ﷺ) এক বছরের জন্য দেশান্তর করেছেন এবং নাবী (ﷺ) কা‘ব ইবনু মালিক ও তার সাথীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এ অবস্থায় পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত হয়েছিল।

২৬১৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بِنْتُ الرَّبِيعِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فُقِطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسَنْتُ تَوْبَتَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৬৪৮. ‘উরওয়াহ ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের সময় এক মহিলা চুরি করলে তাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হাযির করা হল, অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলে তার হাত কাটা হল। ‘আযিশাহ (رضي الله عنه) বলেন, অতঃপর খাঁটি তাওবা করল এবং বিয়ে করল। অতঃপর সে আসলে আমি তার প্রয়োজন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমীপে উপস্থাপন করতাম। (৩৪৭৫, ৩৭৩২, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০.) (আ.প্র. ২৪৫৬, ই.ফা. ২৪৭২)

২৬১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ رَأَى وَلَمْ يُحْضَنْ بِحِلَّةٍ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ

২৬৪৯. যায়দ ইবনু খালিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ’ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। (২৩১৪) (আ.প্র. ২৪৫৭, ই.ফা. ২৪৭৩)

৯/০২. بَابُ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشْهَدَ

৫২/৯. অধ্যায় : অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী বানানো হলেও সাক্ষ্য দিবে না।

২৬৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ كَثِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ لِهَذَا قَالَ أَلَاكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدُنِي عَلَى جَوْرِ وَقَالَ أَبُو حَرِيرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

২৬৫০. নু'মান ইবনু বাশীর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা আমার পিতাকে তার মালের কিছু আমাকে দান করতে বললেন। পরে তা' দেয়া ভালো মনে করলে আমাকে তা দান করেন। তিনি (আমার মাতা) তখন বললেন, নাবী (ﷺ)-কে সাক্ষী মানা ব্যতীত আমি রাজী নই। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) আমার হাত ধরে আমাকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন, আমি তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, এর মা বিনতে রাওয়াহা একে কিছু দান করার জন্য আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যতীত তোমার আর কোন ছেলে আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। নু'মান (رضي الله عنه) বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী করবেন না। আর আবু হারীয (রহ.) ইমাম শা'বী (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হতে পারি না। (২৫৮৬) (আ.প্র. ২৪৫৮, ই.ফা. ২৪৭৪)

২৬৫১. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَذْرِي أَذْكَرَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَقُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

২৬৫১. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। 'ইমরান (رضي الله عنه) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নাবী (ﷺ) (তার যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলেছিলেন, বা তিন যুগের কথা। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকেরা আসবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। তাদের মধ্যে মেদওয়ালাদের প্রকাশ ঘটবে। (৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫, মুসলিম ৪৪/৫২ হাঃ ২৫৩৫, আহমাদ ১৯৮৫৬) (আ.প্র. ২৪৫৯, ই.ফা. ২৪৭৫)

২৬৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِيحُ شَهَادَةِ أَحَدِهِمْ بَيِّنَتُهُ وَبَيِّنَتُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونََنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ

২৬৫২. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী

এরপরে এমন সব ব্যক্তি আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে। ইবরাহীম (নাখ্ঈ) (রহ.) বলেন, আমাদেরকে সাক্ষ্য দিলে ও অঙ্গীকার করলে মারতেন। (৩৬৫১, ৬৪২৯, ৬৬৫৮) (মুসলিম ৪৪/৫২ হাঃ ২৫৩৩, আহমাদ ৪১৩০) (আ.প্র. ২৪৬০, ই.ফা. ২৪৭৬)

১০/৫২. بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

৫২/১০. অধ্যায় : মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে।

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (الفرقان: ৭২) وَكُتِمَانِ الشَّهَادَةِ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর (আল্লাহর খাঁটি বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না— (সূরা আল-ফুরকান : ৭২) এবং সাক্ষ্য গোপন করা প্রসঙ্গে

لِقَوْلِهِ ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة:

২৮২) تَلَوْا أَلَسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যারা তা গোপন করবে তাদের অন্তর অপরাধী আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা সব জানেন— (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮৩)। তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে কথা ঘুরিয়ে বল।

২৬৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْكِبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

تَابِعُهُ عُذْرٌ وَأَبُو غَامِرٍ وَبَهْرُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ

২৬৫৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে কাবীরাহ ও নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

গুনদর, আবু আমির, বাহয ও আবদুস সামাদ (রহ.) শু'বা (রহ.) হতে বর্ণনায় ওয়াহাব (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৫৯৭৭, ৬৮৭১) (মুসলিম ১/৩৭ হাঃ ৮৮, আহমাদ ১২৩৩৮) (আ.প্র. ২৪৬১, ই.ফা. ২৪৭৭)

২৬৫৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُتَيْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسٌ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

২৬৫৪. আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একদা তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন। (৫৯৭৬-৬২৭৩-৬২৭৪-৬৯১৯) (মুসলিম ১/৩৮ হাঃ ৮৭, আহমাদ ১২৩৩৮) (আ.প্র. ২৪৬২, ই.ফা. ২৪৭৮)

১১/৫২. بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنِكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينَ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرِفُ بِالْأَصْوَاتِ

৫২/১১. অধ্যায় : অন্ধের সাক্ষ্যদান করা, কোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত দান করা, তার বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেয়া, তার ক্রয়-বিক্রয় করা, তার আযান দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে অনুমোদন করা এবং আওয়াজে পরিচয় করা।

وَأَجَارَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سَيْرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَقَالَ الْحَكَمُ رَبُّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتُ تَرُدُّهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعُثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَنَسَّأَلَ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفْتُ صَوْتِي قَالَتْ سُلَيْمَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَأَجَارَ سَمُرَةَ بِنْتُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ

কাসিম, হাসান, ইবনু সীরীন, যুহরী ও 'আত্বা (রহ.) অন্ধের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন। ইমাম শাবী (রহ.) বলেন, বুদ্ধিমান হলে তার সাক্ষ্যদান বৈধ। হাকাম (রহ.) বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, তুমি কি মনে কর যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে? ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) (দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়ায়) জনৈক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে সূর্য ডুবেছে কিনা জেনে নিয়ে ইফতার করতেন। অনুরূপভাবে ফাজরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ফাজর হয়েছে বলা হলে তিনি দু'রাকআত সলাত আদায় করতেন। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহ.) বলেন, একবার আমি 'আযিশাহ (রাঃ)-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার আওয়াজ চিনতে পেরে বললেন, সুলাইমান না কি, এসো! তোমার সঙ্গে পর্দার প্রয়োজন নেই। (কেননা) যতক্ষণ (মুকাতাবাতের দেয় অর্থের) সামান্য পরিমাণও বাকি থাকবে ততক্ষণ তুমি গোলাম। সামূরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) মুখমণ্ডল আচ্ছাদিতা নারীর সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

১৬০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ

سُورَةَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبْدٍ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدًا

২৬৫৫. 'আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) জৈনৈক ব্যক্তিকে মাসজিদে (কুরআন) পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি অমুক অমুক সূরা হতে ভুলে গিয়েছিলাম। 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) 'আয়িশাহ রাঃ হতে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) আমার ঘরে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করলেন। সে সময় তিনি মাসজিদে সলাত রত 'আব্বাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ! এটা কি 'আব্বাদের কণ্ঠস্বর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ 'আব্বাদের প্রতি রহম করুন।

(৫০৩৭, ৫০৩৮, ৫০৪২, ৬৩৩৫) (আ.প্র. ২৪৬৩, ই.ফা. ২৪৭৯)

٢٦٥٦. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَلَكَوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ

২৬৫৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, বিলাল রাঃ রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকে। সুতরাং ইবনু উম্মে মাকতূম রাঃ আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার। অথবা তিনি বলেন, ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শোনা পর্যন্ত। ইবনু মাকতূম রাঃ অন্ধ ছিলেন, 'সকাল হয়েছে' লোকেরা এ কথা তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। (৬১৭) (আ.প্র. ২৪৬৪, ই.ফা. ২৪৮০)

٢٦٥٧. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةً فَقَالَ لِي ابْنُ مَخْرَمَةَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ ابْنُ أَبِي النَّبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ حَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ

২৬৫৭. মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট 'কাবা' (পোশাক) আসল। আমার পিতা মাখরামাহ রাঃ তা শুনে আমাকে বললেন, আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। সেখান থেকে তিনি আমাদের কিছু দিতেও পারেন। আমার পিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন, নাবী (ﷺ) তার আওয়াজ চিনতে পারলেন। নাবী (ﷺ) তখন একটি 'কাবা' সঙ্গে করে বেরিয়ে এলেন, তিনি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটা তোমার জন্য যত্ন করে রেখেছিলাম। আমি এটা তোমার জন্য যত্ন করে রেখেছিলাম। (২৫৯৯) (আ.প্র. ২৪৬৫, ই.ফা. ২৪৮১)

১২/৫২. بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ

৫২/১২. অধ্যায় : স্ত্রী লোকের সাক্ষ্যদান।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (البقرة: ২৮২)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (সাক্ষী হিসেবে নিয়োগ কর)। (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮২)

২১০৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا

২৬৫৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই। (৩০৪) (আ.প্র. ২৪৬৬, ই.ফা. ২৪৮২)

১৩/৫২. بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

৫২/১৩. অধ্যায় : দাস-দাসীর সাক্ষ্যদান।

وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَجَارَهُ شُرَيْحٌ وَرَزَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجَارَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ الثَّافِيهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ

আনাস (رضي الله عنه) বলেন, গোলাম নির্ভরযোগ্য হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। গুরাইহ ও যুরারা ইবনু আওফাও তা অনুমোদন করেছেন। ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে মনিবের ক্ষেত্রে নয়। অপরদিকে হাসান (বসরী) (রহ.) ও ইবরাহীম (নাখঈ) (রহ.) সাধারণ বিষয়ে তা অনুমোদন করেছেন, আর গুরাইহ (রহ.) বলেন, তোমরা সকলেই (আল্লাহর) দাস ও দাসীরই সন্তান।

২১০৭. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِيَّاهٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمُّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ رَعِمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَتَنَاهَا عَنْهَا.

২৬৫৯. 'উকবাহ ইবনু হারিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহুয়া বিনতে আবু ইহাবকে বিবাহ করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। বিষয়টি আবার তার নিকট উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, এ বিয়ে হয় কী করে? সে তো দাবি করছে যে, তোমাদের দু'জনকেই সে দুধ

পান করিয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে (উকবাহকে) তার (উম্মু ইহাবের) সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে বললেন। (৮৮) (আ.প্র. ২৪৬৭, ই.ফা. ২৪৮৩)

১৬/০২. بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْضِعَةِ

৫২/১৪. অধ্যায় : দুগ্ধদাত্রীর সাক্ষ্যদান।

২৬৬০. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعَهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ.

২৬৬০. উকবাহ ইবনু হারিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারীকে আমি বিয়ে করলাম। কিন্তু আরেক নারী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুগ্ধপান করিয়েছি, তখন আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এমন কথা বলা হয়েছে তখন বিয়ে কিভাবে সম্ভব? তাকে তুমি ত্যাগ কর। অথবা তিনি সে রকম কিছু বললেন। (৮৮) (আ.প্র. ২৪৬৮, ই.ফা. ২৪৮৪)

১০/০২. بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

৫২/১৫. অধ্যায় : সততার ব্যাপারে নারীগণের পারস্পরিক সাক্ষ্যদান।

২৬৬১. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَمِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَبْرَاهَا اللَّهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهُ افْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا رَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَتَيْنَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزَاةٍ عَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأَنْزَلَ فِيهِ فَيَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلْ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَدْنَى لَيْلَةٍ بِالرَّجِيلِ فَقُمْتُ حِينَ أَذْنُوا بِالرَّجِيلِ فَمَسَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عَقْدٌ لِي مِنْ جَزَعٍ أَظْفَارُ قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِزِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجُ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَثْرَلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَمَمْتُ مَثْرَلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَبَرَجَعُونَنِي إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ عَلَى ثَنِي عَيْنَيَا فَبِمَتْ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْظَلِ السَّلْمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَثْرَلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَنَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ

بِاسْتِزْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعْرِسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مِنْ هَلَكٍ

وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكَ وَيَرِيئُونِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرُصُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيَسْلِمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبْكُمُ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَقْهَتْ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُسْطَاحَ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرِّزَاتَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُفَّ قَرِيْبًا مِنْ بَيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي الشَّوْرِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مُسْطَاحَ بَنْتُ أَبِي رَهْمٍ تَمْشِي فَعَثَرَتْ فِي مِرْطَاحِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَاحُ فَقُلْتُ لَهَا يَبْسُ مَا قُلْتَ أَتُسَيِّرُنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَتْنَاهُ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكَ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَبْكُمُ فَقُلْتُ ائْتَدْنِي إِلَى أَبِي بَرٍّ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَقِيْنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ أَبِي فَقُلْتُ لِأَبِي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بَنِيَّةُ هَوْنِي عَلَى نَفْسِكَ الشَّأْنُ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ أَمْرًا قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرَنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرَقُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِتَوْنٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ قَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَمْتُ الْوَحْيَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدِّ لَهُمْ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصِصْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصُدُّكَ قَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتَ فِيهَا شَيْئًا يَرِيْبُكَ فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغِيْصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَأْتِي الدَّاجِنَ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغْدَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعْدُرْنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَغْدُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَمَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ اخْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تُقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُتَأَفِّقٌ مُجَادِلٌ عَنِ الْمَنَافِقِينَ فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ وَتَبَكَّيْتُ

يَوْمِي لَا يَرَقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ يَوْمَ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبْرَأِي وَقَدْ بَكَيتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَطْلُبُ أَنَّ الْبُكَاءَ فَلِإِيَّ
كَيْدِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذْ اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذْنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي
فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قَبْلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَتْ شَهْرًا
لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتُ بَرِيئَةً فَسَيَبْرُوكُ
اللَّهُ وَإِنْ كُنْتُ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُؤَيِّنُ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ فَلَصَّ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِأَيِّ أَجِبَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ
مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لِأَيِّ أَجِيبُنِي عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ قُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ
بَسِيعَتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرْتُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا
تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا
يُوسُفَ إِذْ قَالَ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: ١٨)

ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّتَنِي اللَّهُ وَلَكِنَّ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَخَيًّا وَلَا نَا أَحَقَرُ فِي
نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّتُنِي اللَّهُ فَوَاللَّهِ
مَا رَأَمَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبَرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ
لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمَامِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ
تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ أَحْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكَ اللَّهُ فَقَالَتْ لِي أَيُّ قَوْمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا
أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ (الأنبياء: ١١)
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُنَاسَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ
عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا﴾
إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَفْوَ رَحِيمٌ﴾ (النور: ٢٢) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي
كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ رَيْتَبَ بَنَتِ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا رَيْتَبُ مَا عَلِمْتُ مَا رَأَيْتَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِنُنِي فَعَصَمَهَا
اللَّهُ بِالْوَرَعِ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ غَزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا
فُلَيْحٌ عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.

২৬৬১. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ)' হতে বর্ণিত। মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটনা করল এবং আল্লাহ তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। রাবীগণ বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ)' বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরে বের হবার ইচ্ছা করলে স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে কুর'আ ঢালার মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় তিনি আমাদের মধ্যে কুর'আ ডাললেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দার নির্দেশ নাযিল হবার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভিতরে সাওয়ারীতে উঠানো হত, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায় নামানো হত। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার নিকট পৌঁছে গেলাম তখন এক রাতে তিনি মনযিল ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আয়ফার দেশীয় সাদা কালো পাথরের তৈরী অস্মার একটা মালা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং সন্ধান কার্য আমাকে বিলম্বিত করে দিল। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিত তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা দুবলা পাতলা হত, মোটা সোটা হত না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেত। তাই হাওদা উঠাতে গিয়ে তার ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম এবং তখন তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল। এদিকে সেনাদল চলে যাবার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকাই স্থির করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু' চোখে ঘুম এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনা দলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) রয়ে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের শরীর দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যে সময় তিনি উট বসাচ্ছিলেন সে সময় তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটের সামনে পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হবার, তারা ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল। আমরা মাদীনাহুয় উপস্থিত হলাম এবং আমি এসেই একমাস অসুস্থতায় ভুগলাম। এদিকে কতিপয় ব্যক্তি অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থতার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান করে তুলল যে, নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ হতে সেই স্নেহ আমি অনুভব করছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন কেমন আছ? আমি সে বিষয়ের কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একরাতে) আমি ও উম্মু মিসতাহ প্রয়োজন সারার উদ্দেশে ময়দানে বের হলাম। আমরা রাতেই শুধু সেদিকে যেতাম। এ আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর আগের নিয়ম। জঙ্গলে

কিংবা দূর্বতী স্থানে প্রয়োজন সারার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথম যুগের আরবদের মতোই ছিল। যাই হোক, আমি এবং উম্মু মিসতাহ বিনতে আবু রুহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হেঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ এর জন্য দুর্ভোগ। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলেছ। বাদার যুদ্ধে শরীক হয়েছে, এমন এক ব্যক্তিকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ! সে বলল, হে সরলমনা! যে সব কথা তারা উঠিয়েছে, তা কি তুমি শুনানি? অতঃপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করল। তখন আমার রোগের উপর তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। আমি ঘরে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার নিকট যাবার অনুমতি দিন। তিনি ('আয়িশাহ (রাঃ)) বলেন, আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) নিকট হতে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার নিকট গেলাম। অতঃপর আমি মাকে বললাম, লোকেরা কী বলাবলি করে? তিনি বললেন, বেটি! ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! এমন সুন্দরী রমণী খুব কমই আছে যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উতাজ্জ করে না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যি তবে এসব কথা রটিয়েছে? তিনি ('আয়িশাহ) বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেল যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না এবং ঘুমের একটু পরশও পেলাম না। এভাবে ভোর হল। পরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়াহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগের ব্যাপারে ইবনু আবু তালিব ও উসামাহ ইবনু যায়দকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক, উসামাহ পরিবারের জন্য তাঁর নারী (রাঃ)-এর ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না, আর 'আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কিছুতেই আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করেননি। তাঁকে ব্যতীত আরো অনেক নারী আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিজ্ঞেস করুন সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন (বাঁদী) বারীরাহকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বারীরাহ! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরাহ বলল, আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না; তেমন কিছু দেখিনি, এই একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। আর তাই আটা খামির করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাই ইবনু সালুলের ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না আর সে তো আমার সঙ্গে ব্যতীত আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না। তখন সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব; আর যদি সে আমাদের খায়রাজ গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খায়রাজ গোত্রপতি সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এর পূর্বে তিনি উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। আসলে গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসেছিল। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে

পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখনি উসায়িদ ইবনুল হুযাইর (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারে থাকা অবস্থায়ই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চূপ করালেন। সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকাল না এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটলাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তিনি (‘আয়িশাহ) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সঙ্গে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবেশ করে বসলেন, অথচ যেদিন হতে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে সেদিন হতে তিনি আমার নিকট বসেননি। এর মধ্যে এক মাস কেটে গিয়েছিল। অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী নাযিল হল না। তিনি (‘আয়িশাহ) বলেন, অতঃপর হাম্দ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, হে ‘আয়িশাহ! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার নিকট পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমার পক্ষ হতে জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারি না, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী বলব? অতঃপর আমার (মা-কে) বললাম, আমার পক্ষ হতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি উঠতে পারি না, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী বলব? আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও খুব অধিক পড়িনি। তবুও আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমার জানতে বাকী নেই যে, লোকেরা যা রটাচ্ছে, তা আপনারা গুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ আর আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ, তবু আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের নিকট কোন বিষয় আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহর কসম! ইউসুফ (আ)-এর পিতার ঘটনা ব্যতীত আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। অতঃপর আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। এটা আমি অবশ্যই আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন ওয়াহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিন্দায় আল্লাহর রসূল এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও

উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওয়াহী নাযিলের সময়) তিনি যে রকম কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে রকম অবস্থার সম্মুখীন হন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তার শরীর হতে মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ত। যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে ওয়াহীর সে অবস্থা কেটে গেল,

তখন তিনি হাসছিলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, হে ‘আয়িশাহ! আল্লাহর প্রশংসা কর। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর নিকট যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসাও করব না। আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন, **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ** যখন আমার সাফাই সম্পর্কে নাযিল হল তখন আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ্ ইবনু উসাসার জন্য তিনি যা খরচ করতেন, ‘আয়িশাহ সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করব না। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন **وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ** “তোমাদের মধ্যে যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত ও সচ্ছল, তারা যেন দান না করার কসম না করে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।” তখন আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি মিসতাহ-কে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়নাব বিনতে জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বললেন, হে যায়নাব! তুমি কী জান? তুমি কী দেখেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হিফাজত করতে চাই। আল্লাহ কসম! তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমি জানি না। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেয়গারীর কারণে আল্লাহ তাঁর হিফাজত করেছেন। আবু রাবী‘ (রহ.) ‘আয়িশাহ ও ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফুলাইহ্ (রহ.) কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু বাক্র (رضي الله عنه) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। (২৫৯৩) (আ.প্র. ২৪৬৯, ই.ফা. ২৪৮৫)

১৬/০৫. **بَابُ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ**

৫২/১৬. অধ্যায় : এক ব্যক্তি কারো নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিলে তা-ই যথেষ্ট।

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَثْبُودًا فَلَمَّا رَأَيْتُ عَمْرًا قَالَ عَسَى الْغَوِيرُ أَبُو سَا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي قَالَ عَرِيفِي إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذَلِكَ أَذْهَبَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

আবু জামীলাহ (রহ.) বলেন, আমি একটা ছেলে কুড়িয়ে পেলাম। ‘উমার (رضي الله عنه) আমাকে দেখে বললেন, ছেলেটির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। মনে হয় তিনি আমাকে সন্দেহ করছিলেন। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি বলল, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, এমনই হয়ে থাকে। নিয়ে যাও এবং এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার (বায়তুল মাল থেকে)।

২৬৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَبَلَّكَ قَطَعْتَ عُتُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُتُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانَا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَيِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذًا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ.

২৬৬২. আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি এ কথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহর প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি। (৬০৬১-৬১৬২) (মুসলিম ৫৩/১৩ হাঃ ৩০০০, আহমাদ ২০৪৪৪) (আ.প্র. ২৪৭০, ই.ফা. ২৪৮৬)

১৭/০৫. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلَيْقُلْ مَا يَعْلَمُ

৫২/১৭. অধ্যায় : প্রশংসায় আতিশয্য অপছন্দনীয় যা জানা তাই বলতে হবে।

২৬৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِبُهُ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُكُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ ۚ

২৬৬৩. আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে। (৬০৬০) (মুসলিম ৫৩/১৩ হাঃ ৩০০১, আহমাদ ১৯৭১২) (আ.প্র. ২৪৭১, ই.ফা. ২৪৮৭)

১৮/০৫. بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيَّانِ وَشَهَادَتِهِمْ

৫২/১৮. অধ্যায় : বাচ্চাদের বয়োপ্রাপ্তি ও তাদের সাক্ষ্যদান।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (النور: ৫৭) وَقَالَ مُغِيرَةُ اخْتَلَفْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَاللَّائِي يَكْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ৬) وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بَنَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি চায়— (সূরা আন-নূর : ৫৭)। মুগীরাহ (রহ.) বলেন, বারো বছর বয়সে আমি সাবালক হয়েছি। আর মেয়েরা সাবালেগা হয় হায়িয হলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমাদের যে সব মেয়েরা ঋতুস্রাবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত— (সূরা আত-তালাক : ৪)। হাসান ইবনু সালিহ (রহ.) বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশীকে একশ বছর বয়সেই আমি নানী হতে দেখেছি।

২৬৬৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

২৬৬৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাকে (ইবনু উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবনু 'উমার বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাফি' (রহ.) বলেন, আমি খলীফা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীযের নিকট গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। অতঃপর তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স পনের হয়েছে তাদের জন্য যেন ভাতা নির্দিষ্ট করেন। (৪০৯৭) (মুসলিম ৩৩/৩২, হাঃ ১৮৬৮) (আ.প্র. ২৪৭২, ই.ফা. ২৪৮৮)

২৬৬৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

২৬৬৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমু'আ দিবসের গোসল কর্তব্য। (৮৫৮) (আ.প্র. ২৪৭৩, ই.ফা. ২৪৮৯)

১৭/৫২. بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمَدْعَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

৫২/১৯. অধ্যায় : শপথ পাঠ করানোর পূর্বে বিচারক বাদীকে জিজ্ঞেস করবে : তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?

২৬৬৬-২৬৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ يَبَيِّنْهُ قَالَ فُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ اخْلِفْ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا تَحَلَّفَ وَبَدَّهَبَ بِمَا لِي قَالَ فَاتَزَلَّ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (آل عمران : ৭৭) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

২৬৬৬-২৬৬৭. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করবে, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন। রাবী বলেন, তখন আশ'আস ইবনু কায়স (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! এ বর্ণনা আমার ব্যাপারেই। একখণ্ড জমি নিয়ে (এক) ইয়াহুদীর সঙ্গে আমার বিবাদ ছিল। সে আমাকে অস্বীকার করলে আমি তাকে নাবী (রাঃ)-এর নিকট হাযির করলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, তোমার কি

কোন প্রমাণ আছে? আশ'আস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, না (কোন প্রমাণ নেই।) তখন তিনি (ইয়াহুদীকে) বললেন, তুমি কসম কর। আশ'আস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তবে তো সে (মিথ্যা) কসম করে আমার সম্পদ আত্মসাৎ করে ফেলবে। আশ'আস (رضي الله عنه) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (সূরা আলু 'ইমরান : ৭৭)। (২৩৫৬, ২৩৫৭) (আ.প্র. ২৪৭৪, ই.ফা. ২৪৯০)

২০/৫২. بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

৫২/২০. অধ্যায় : মালামাল ও শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডের ক্ষেত্রে বিবাদীর শপথ করা।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شُرْمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدْعَى فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة : ২৮২) قُلْتُ إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدْعَى فَمَا نَحْتَاجُ أَنْ نُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى

নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে কিংবা তার (বিবাদীর) কসম করতে হবে। কুতায়বা (রহ.) বলেন, সুফইয়ান (রহ.) ইবনু শুবরুমা (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, আবু যিনাদ (রহ.) সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বাদীর কসমের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাজী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে— (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮২)। আমি বললাম, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য আর বাদীর কসম যথেষ্ট হলে এক মহিলা অপর মহিলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার কী প্রয়োজন আছে? এই অপর মহিলাটির স্মরণ করাতে কী কাজ হবে?

২৬৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

২৬৬৮. ইবনু আবু মুলায়কা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আমাকে লিখে জানিয়েছেন, নাবী (ﷺ) ফায়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদীকে কসম করতে হবে। (২৫১৪) (আ.প্র. ২৪৭৫, ই.ফা. ২৪৯১)

২৬৬৯-২৬৭০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا لَا لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ إِلَى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران : ৭৭) ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنَا بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَقِي أَنْزَلْتَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ

فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذَا يَخْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ أَفْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

২৬৬৯-২৬৭০. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে এমন (মিথ্যা) কসম করে, যা দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয়। সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব- (সূরা আলু 'ইমরান : ৭৭)। অতঃপর আশ'আস ইবনু কায়স (رضي الله عنه) আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু 'আবদুর রহমান (রহ.) তোমাদের কী হাদীস শুনিয়েছেন? আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, তিনি (ইবনু মাস'উদ) ঠিকই বলেছেন। আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কিছু একটা নিয়ে আমার সঙ্গে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির বিবাদ ছিল। আমরা উভয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আমাদের বিবাদ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে অথবা তাকে কসম করতে হবে। তখন আমি বললাম, তবে তো সে মিথ্যা কসম করতে কোন দ্বিধা করবে না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, কেউ যদি এমন কসম করে, যার দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয় এবং সে যদি উক্ত ব্যাপারে মিথ্যাচারী হয়, তা হলে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপরে অসন্তুষ্ট থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেন। এ কথা বলে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। (২৩৫৬; ২৩৫৭) (আ.প্র. ২৪৭৬, ই.ফা. ২৪৯২)

৫১/৫২. بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

৫২/২১. অধ্যায় : কেউ কোন দাবী করলে কিংবা মিথ্যারোপ করলে তাকেই প্রমাণ দিতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানে বেরোতে হবে।

২৬৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشْرِيكَ ابْنِ سَخْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ.

২৬৭১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। হিলাল ইবনু উমাইয়া নাবী (ﷺ)-এর নিকট তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক ইবনু সাহমা এর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার অভিযোগ করলে নাবী (ﷺ) বললেন, হয় তুমি প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর উপর অপর কোন পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নাবী (ﷺ) একই কথা বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে। তারপর তিনি লি'আন সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। (৪৭৪৭, ৫৩০৭) (আ.প্র. ২৪৭৭, ই.ফা. ২৪৯৩)

৫২/৫২. بَابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৫২/২২. অধ্যায় : ‘আসরের পর শপথ করা।

২৬৭২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فُضْلِ مَاءٍ يَطْرُقُ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أُعْطِيَ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا

২৬৭২. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে ক্রিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না এবং (করণার দৃষ্টিতে) তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পাপ মোচন করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম শ্রেণীর সে, যার নিকট অতিরিক্ত পানি রয়েছে রাস্তার পাশে, আর সে পানি হতে মুসাফিরকে বঞ্চিত রাখে। আর এক ব্যক্তি সে, যে কারো আনুগত্যের বায়আত করে এবং একমাত্র দুনিয়ার গরবেই সে তা করে। ফলে চাহিদা মাফিক তাকে দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না। আর এক শ্রেণীর সে, যে ‘আসরের পর কারো সঙ্গে পণ্য নিয়ে দাম দর করে এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা হলফ করে বলে যে, সে ক্রয় করতে এত মূল্য দিয়েছে আর তা শুনে ক্রেতা তা কিনে নেয়। (২৩৫৮) (আ.প্র. ২৪৭৮, ই.ফা. ২৪৯৪)

৫২/৫৩. بَابُ يَحْلِفُ الْمُدْعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

৫২/২৩. অধ্যায় : যে জায়গায় বিবাদীকে শপথ করানো ওয়াজিব, তাকে সেখানেই শপথ করানো হবে। একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়া হবে না।

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفْ لَهُ مَكَانٍ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخْصْ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ

মারওয়ান (রহ.) যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে মিম্বারে গিয়ে হলফ করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই হলফ করব। অতঃপর তিনি হলফ করলেন কিন্তু মিম্বারে গিয়ে হলফ করতে অস্বীকার করলেন। মারওয়ান তার এ আচরণে বিস্ময়বোধ করলেন। নাবী (সঃ) (বাদীকে) বলেছেন তোমাকে দু’জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। নতুবা বিবাদী হলফ করবে। এক্ষেত্রে কোন জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি।

২৬৭৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالًا لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ

২৬৭৩. ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশে (মিথ্যা) কসম করবে (ক্রিয়ামাতের দিন) সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। (২৩৫৬) (আ.প্র. ২৪৭৯, ই.ফা. ২৪৯৫)

২৬/৫২. بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

৫২/২৪. অধ্যায় : আগে শপথ করা নিয়ে একদল লোকের প্রতিযোগিতা করা।

২৬৭৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ تَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسَمَّ بِبَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَخْلِفُ

২৬৭৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদল লোককে নাবী (ﷺ) হলফ করতে বললেন। তখন (কে আগে হলফ করবে এ নিয়ে) হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল। তখন তিনি কে (আগে) হলফ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তাদের নামে লটারী করার নির্দেশ দিলেন। (আ.প্র. ২৪৮০, ই.ফা. ২৪৯৬)

২৫/৫২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا

خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ﴾ (آل عمران : ৭৭)

৫২/২৫. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সহিত কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মভ্ৰদ শাস্তি রয়েছে। (সূরা আনু 'ইমরান : ৭৭)

২৬৭০. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ

سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا فَتَرَلْتُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رَبَا خَائِنٌ.

২৬৭৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার মালপত্র বাজারে আনল এবং হলফ করে বলল যে, এগুলোর (খরিদ মূল্য) সে এত দিয়েছে, অথচ সে তত দেয়নি। তখন আয়াত নাযিল হল : যারা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথ বিক্রি করে। ইবনু আবু 'আওফা (رضي الله عنه) বলেন, (দাম বৃদ্ধির মতলবে) যে ধোঁকা দেয়, সে মূলতঃ সুদখোর ও খিয়ানতকারী। (২০৮৮) (আ.প্র. ২৪৮১, ই.ফা. ২৪৯৭)

২৬৭৭-২৬৭৮. حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْطَعَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلَتْ.

২৬৭৬-২৬৭৭. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অথবা তার ভাইয়ের অর্থ আত্মসাতের মতলবে মিথ্যা হলফ করবে, সে (কিয়ামাতে) মহান আল্লাহর দেখা পাবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা উক্ত হাদীসের সমর্থনে কুরআনে এই আয়াত নাযিল করলেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি (করুণা ভরে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে বিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব— (সূরা আলু ইমরান : ৭৭)। পরে আশ’আস (رضي الله عنه) আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) আজ তোমাদের কী হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, এই এই (হাদীস)। তিনি বললেন, আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (২৩৫৬-২৩৫৭) (আ.প্র. ২৪৮২, ই.ফা. ২৪৯৮)

২৬/০২. بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

৫২/২৬. অধ্যায় : কেমনভাবে শপথ করানো হবে?

قَالَ تَعَالَى : ﴿يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾ (التوبة : ৬২) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ثُمَّ جَاءَ وَكَأَنَّ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ (النساء : ৬২) وَقَوْلُ اللَّهِ ﴿وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ (التوبة : ৫৬) ﴿يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾ ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِادَتَيْهِمَا﴾ (المائدة : ১০৭) يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَتَاللَّهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ.

মহান আল্লাহর বাণী : “তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে” অতঃপর তারা আপনার নিকট এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না— (সূরা আন-নিসা : ৬২)। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত— (সূরা আত-তাওবাহ : ৫৬)। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ কও— (সূরা আত-তাওবাহ : ৬২)।

তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য— (সূরা আল-মায়িদাহ : ১০৭)। কসম করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিল্লাহে, তাল্লাহে, ওয়াল্লাহে। নাবী (ﷺ) বলেন, আর যে ব্যক্তি ‘আসরের পর আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

٢٦٧٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُوَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

২৬৭৮. তুলহা ইবনু উবায়দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একলোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। সে বলল, আমার উপর আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে পড়তে পার। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আর রমায়ান মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞেস করল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে পালন করতে পার। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে যাকাতের কথা বললেন; সে জানতে চাইল, আমার উপর এছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে করতে পার। অতঃপর সে ব্যক্তিটি এই বলে প্রস্থান করল, আল্লাহর কসম! এতে আমি কোন কম-বেশী করব না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সত্য বলে থাকলে সে সফল হয়ে গেল। (৪৬) (আ.প্র. ২৪৮৩, ই.ফা. ২৪৯৯)

২৬৭৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْنُتْ

২৬৭৯. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কারও হলফ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই হলফ করে, নতুবা চূপ করে থাকে। (৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৮) (আ.প্র. ২৪৮৪, ই.ফা. ২৫০০)

২৭/০৫. بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيْتَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

৫২/২৭. অধ্যায় : শপথ করার পর বাদী সাক্ষী হাযির করলে।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشَرِيحُ الْبَيْتَةِ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রমাণ উপস্থিত করার ব্যাপারে অপরের চেয়ে অধিক বাকপটু। তাউস, ইবরাহীম ও শুরাইহ (রহ.) বলেন, মিথ্যা হলফের চেয়ে সত্য সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য।

২৬৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

২৬৮০. উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ সাক্ষী পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। তবে জেনে রেখ, বাকপটুতার কারণে যার পক্ষে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দেই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই। কাজেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে। (২৪৫৮) (আ.প্র. ২৪৮৫, ই.ফা. ২৫০১)

২৮/০৫. بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْحَارِ الْوَعْدِ

৫২/২৮. অধ্যায় : যিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দান করেছেন।

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ ﴿وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (মরীম: ৫৮) وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ
وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صَهْرًا لَهُ قَالَ وَعَدَنِي فَوَقَى لِي
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعٍ

হাসান বসরী (রহ.) এরূপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইসমাইল (আ)-এর উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, তিনি ওয়াদা পূরণে একনিষ্ঠ ছিলেন। (কুফার কাযী) ইবনু আশওয়া (রহ.) ওয়াদা পূরণের রায় ঘোষণা করেছেন। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (رضي الله عنه) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রহ.) বলেছেন, নাবী (ﷺ)-কে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, “সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেছে।” আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহ.) বলেন, ইসহাক ইবনু ইবরাহীমকে আমি ইবনু আশওয়া (রহ.)-এর হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করতে দেখেছি।

٢٦٨١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْرَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَاءِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيِّ

২৬৮১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সফয়ান (رضي الله عنه) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি [নবী (ﷺ)] তোমাদের কী কী আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সলাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই নাবীগণের সিফাত। (৭) (আ.প্র. ২৪৮৬, ই.ফা. ২৫০২)

٢٦٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ أَبِي غَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ وَإِذَا أَخْلَفَ

২৬৮২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি- বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। (৩৩) (আ.প্র. ২৪৮৭, ই.ফা. ২৫০৩)

٢٦٨٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضَرِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلُهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَقَعَدَ فِي يَدَيَّ خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ.

২৬৮৩. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর নিকট [রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিযুক্ত বাহরাইনের শাসক] ‘আলা ইবনু হায়রামীর পক্ষ হতে মালপত্র এসে পৌঁছল। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) ঘোষণা করলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট কারো কোন ঋণ থাকলে কিংবা তাঁর পক্ষ হতে কোন ওয়াদা থাকলে সে যেন আমাদের

নিকট এসে তা নিয়ে যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এমন এমন এবং এমন দান করার ওয়াদা করেছিলেন। জাবির (রাঃ) তার দু'হাত তিনবার ছড়িয়ে দেখালেন। জাবির (রাঃ) বলেন, তখন তিনি [আবু বাকর] (রাঃ) আমার দু'হাতে গুণে গুণে পাঁচশ' দিলেন, আবার পাঁচশ' দিলেন, আবার পাঁচশ' দিলেন। (২২৯৬) (আ.প্র. ২৪৮৮, ই.ফা. ২৫০৪)

২৬৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْخَيْزَةِ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلُهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبُهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ

২৬৮৪. সা'ঈদ ইবনু জুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী আমাকে প্রশ্ন করল, দুই মুদতের কোনটি মূসা (আ) পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আরবের কোন জ্ঞানীর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস না করে আমি বলতে পারব না। পরে ইবনু 'আব্বাসের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মূসা (আ) অধিকতর ও উত্তম সময় সীমাই পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর রসূল (সঃ) যা বলেন, তা করেন। (আ.প্র. ২৪৮৯, ই.ফা. ২৫০৫)

৫২/৫২. بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكَ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

৫২/২৯. অধ্যায় : সাক্ষী ইত্যাদির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না।

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاعْرِضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ (المائدة: ১৫) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ﴾ (البقرة: ১৩৬)

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাই আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক করেছি— (সূরা আল-মায়িদাহ : ১৪)। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যবাদীও মনে কর না আবার মিথ্যাচারীও মনে কর না। আল্লাহ তা'আলার বাণী : বরং তোমরা বলবে, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

(সূরা আল-বাকারাহ : ৩৬)।

২৬৮৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَحَدُتِ الْأَخْبَارُ بِاللَّهِ تَفَرَّغُوهُ لَمْ يَشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا ﴿هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (البقرة: ৭৯) أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

২৬৮৫. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! কী করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞেস কর? অথচ আল্লাহ তাঁর নাবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছ এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্যের উদ্দেশে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা থেকে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না? আল্লাহর কসম! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাখিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি। (৭৩৬৩, ৭৫২২, ৭৫২৩) (আ.প্র. ২৪৯০, ই.ফা. ২৫০৬)

৩০/৫২. بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُسْكِاتِ

৫২/৩০. অধ্যায় : জটিল ব্যাপারে কুর‘আর মাধ্যমে ফয়সালা করা।

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران: ১১) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتْ الْأَقْلَامُ مَعَ الْحِزْبِ وَغَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْحِزْبِ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاءُ وَقَوْلِهِ ﴿فَسَاهَمَ﴾ اقْتَرَعَ ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (الصفات: ১১) مِنَ الْمُسْهُومِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَخْلِفُ

মহান আল্লাহর বাণী : যখন তারা তাদের কলম নিষ্ক্ষেপ করছিল মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে? (সূরা আন‘আম ৪৪) ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, তারা (কলম নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে) কুর‘আর ব্যবস্থা করল, তখন তাদের সবার কলম স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেল। শুধু যাকারিয়ার কলম স্রোতের মুখেও ভেসে রইল। তাই তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। [ইউনুস (আ) সম্পর্কে] আল্লাহ তা‘আলার বাণী : ﴿فَسَاهَمَ﴾ এর অর্থ কুর‘আ নিষ্ক্ষেপ করল। (১১: الصفات) অতঃপর তিনি পরাভূত হলেন— (সূরা আস-সফফাত ১৪১)। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) একদল লোককে হলফ করার নির্দেশ দিলেন। তারা কে আগে হলফ করবে তাই নিয়ে হুড়াহুড়ি শুরু করল। তখন কুর‘আর মাধ্যমে কে হলফ করবে তা নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন।

٢٦٨٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُذْهِبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَتَهُ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤُنَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأَسَا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ فِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَجَحَوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ

২৬৮৬. নু'মান ইবনু বশীর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী এবং তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হল সেই যাত্রীদল, যারা কুর'আর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। ফলে কারো স্থান হল এর নীচতলায় আর কারও হল উপর তলায়। যারা নীচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপর তলার লোকদের নিকট দিয়ে আসত। এতে তারা বিরক্তি প্রকাশ করল। তখন এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নীচের অংশ ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপর তলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞেস করল তোমার হয়েছে কী? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমারও পানির প্রয়োজন আছে। এ মুহূর্তে তারা যদি এর দু'হাত চেপে ধরে তাহলে তাকে যেমন রক্ষা করা হল তেমনি নিজেদেরও রক্ষা হল। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করা হল এবং নিজেদেরও ধ্বংস করা হল। (২৪৯৩) (আ.প্র. ২৪৯১, ই.ফা. ২৫০৭)

২৬৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِمْ قَدْ بَايَعَت النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتْ الْأَنْصَارُ سَكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَأَشْتَكَى فَمَرَضَتْهُ حَتَّى إِذَا تُوفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَانِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي بِأَيِّ أَنتَ وَإِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَا رَجُوهُ الْخَيْرُ وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أَزْنِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَخْبَرْنِي ذَلِكَ قَالَتْ فَمِمْتُ فَأَرَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَاكَ عَمَلُهُ.

২৬৮৭. উম্মুল 'আলা (رضي الله عنها) নামী একজন আনসারী মহিলা যিনি নাবী (ﷺ)-এর কাছে বায়'আত হয়েছিলেন, তিনি বলেন, মুহাজিরদের বাসস্থান দানের জন্য আনসারগণ যখন কুর'আ নিষ্ক্ষেপ করলেন, তখন তাদের ভাগে 'উসমান ইবনু মাযউনের জন্য বাসস্থান দান নির্ধারিত হল। উম্মুল 'আলা (رضي الله عنها) বলেন, সেই হতে 'উসমান ইবনু মাযউন (رضي الله عنه) আমাদের এখানে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি যখন মারা গেলেন এবং আমরা তাকে কাফন পরালাম, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এখানে আসলেন। আমি ('উসমান ইবনু মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললাম, হে আবু সাযিব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই মর্যাদা দান করেছেন। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তোমাকে কে জানাল যে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি জানি না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! 'উসমানের নিকট তো মৃত্যু এসে গেছে, আমি তো তার জন্য কল্যাণের আশা করি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না তার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে। তিনি (উম্মুল 'আলা) বলেন, আল্লাহর কসম! এ কথার পরে কখনো আমি কাউকে পূত-পবিত্র বর্ণনা করি না। সে কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তিনি বলেন, পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, 'উসমান (رضي الله عنه)-এর জন্য একটা ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। অতঃপর আমি

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে সে খবর জানালাম। তিনি বলেন, সেটা হচ্ছে তার নেক আমল। (১২৪৩) (আ.প্র. ২৪৯২, ই.ফা. ২৫০৮)

২৬৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَتَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৬৮৮. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরের ইচ্ছা পোষণ করলে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে কুর’আ নিষ্কেপ করতেন। যার নাম বের হত তাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি সফরে বের হতেন। আর তিনি স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্যই দিন রাত বণ্টন করতেন। তবে সাওদা বিনতে যাম’আহ (রাঃ) তাঁর অংশের দিন রাত নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে দান করে দিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা করেছিলেন।

(২৫৯৩) (আ.প্র. ২৪৯৩, ই.ফা. ২৫০৯)

২৬৮৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْيَدَاءِ وَالصَّيْفِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا.

২৬৮৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা মানুষ যদি জানত আর কুর’আ নিষ্কেপ ব্যতীত সে সুযোগ তারা না পেত, তাহলে কুর’আ নিষ্কেপ করত, তেমনি আগে ভাগে জামা’আতে শরীক হবার মর্যাদা যদি তারা জানত তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। তেমনি ঈশা ও ফাজরের জামা’আতে হাযির হবার মর্যাদা যদি তারা জানত তাহলে হামাণ্ডি দিয়ে হলেও তারা তাতে হাযির হত। (৬১৫) (আ.প্র. ২৪৯৪, ই.ফা. ২৫১০)

পর্ব (৫৩) : বিবাদ মীমাংসা

١/٥٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا

৫৩/১. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়া।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ١١٤) وَخُرُوجَ الْإِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِعِ لِیُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাঁর পরামর্শে.....শেষ পর্যন্ত— (সূরা আন-নিসা ১১৪)। মানুষের মধ্যে আপোস করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ইমামের (ঘটনা) স্থানে যাওয়া।

٢٦٩٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ
أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانُوا يَبْتَغُونَ شَيْءًا فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُضْلِحُ بَيْنَهُمْ
فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ يَلَالُ فَأَذَّنَ يَلَالٌ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُؤَمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ
الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسَ
بِالتَّصْفِيحِ حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَمِصُ فِي الصَّلَاةِ فَالْتَمِصَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَأَاهُ فَأَشَارَ
إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ حَتَّى
دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا تَابَكُمُ
شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ تَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ
فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا التَّقَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ جِئْتَ أَشْرْتَ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ

২৬৯০. সাহল ইব্নু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আমর ইব্নু 'আউফ গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। তাই নাবী (ﷺ) তাঁর সহাবীগণের একটি জামা'আত নিয়ে তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়ার জন্য সেখানে গেলেন। এদিকে সলাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু নাবী (ﷺ) মাসজিদে নাবাবীতে এসে পৌঁছেননি। বিলাল (رضي الله عنه) আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর নিকট এসে বললেন, নাবী (ﷺ) কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সলাতেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি সলাতে লোকদের ইমামত করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর।' অতঃপর বিলাল (رضي الله عنه) সলাতের ইকামত বললেন, আর আবু বাকর (رضي الله عنه) এগিয়ে গেলেন। পরে নাবী (ﷺ) এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল এবং তা অধিক মাত্রায় দিতে লাগল। আবু বাকর (رضي الله عنه) সলাত অবস্থায় কোন দিকে তাকাতে না, কিন্তু (হাততালির কারণে) তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে হাতের ইশারায় আগের মত সলাত আদায় করে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁর দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন। অতঃপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পেছনে ফিরে এসে কাতারে সামিল হলেন। তখন নাবী (ﷺ) আগে বেড়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং সলাত সমাপ্ত করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোক সকল! সলাত অবস্থায় তোমাদের কিছু ঘটলে তোমরা হাত তালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেয়া মেয়েদের কাজ। সলাত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কেননা, এটা শুনলে কেউ তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারতো না।' 'হে আবু বাকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন সলাত আদায় করাতে তোমার কিসের বাধা ছিল?' তিনি বললেন, 'আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভা পায় না নাবী (ﷺ)-এর সামনে ইমামত করা। (৬৮৪) (আ.প্র. ২৪৯৫, ই.ফা. ২৫০৮)

২৬৯১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَائِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَكِبَ جِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِيحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَثْنُ جِمَارَكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لِحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لَعْنَهُ اللَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجُرَيْدِ وَالْأَيْدِي وَالْتِعَالِ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا أَنْزَلَتْ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (النساء: ১১৬)

২৬৯১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে বলা হলো, আপনি যদি 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উবাইয়ের নিকট একটু যেতেন। নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট গাধায় চড়ে গেলেন এবং মুসলিমরা তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললো। সে পথ ছিল কংকরময়। নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট এসে পৌঁছলে সে বলল, 'সরো আমার কাছ থেকে। আল্লাহর কসম, তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' তাঁদের মধ্য হতে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চেয়ে উত্তম। 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উবাই-এর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রেগে গেল এবং দু'জনে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা রেগে উঠল এবং উভয় দলের সঙ্গে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এই ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হলো

ঃ মুমিনদের দু'দল বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা আল-হুজরাত ৯)
আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহ.) বলেন, 'মুসাদ্দাদ (রহ.) বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার নিকট হতে এ হাদীস চয়ন করেছি। (মুসলিম ৩২/৪০, হাঃ ১৭৯৯) (আ.প্র. ২৪৯৬, ই.ফা. ২৫০৯)

৫/৩. ২. بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

৫৩/২. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে মীমাংসাকারী ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়।

২৬৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أَمْ كُلثُومُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْبِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

২৬৯২. উম্মু কুলসুম বিনতে 'উকবাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভালো কথা পৌছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে। (মুসলিম ৪৫/২৭ হাঃ ২৬০৫, আহমাদ ২৭৩৪১) (আ.প্র. ২৪৯৭, ই.ফা. ২৫১০)

৫/৩. ৩. بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ

৫৩/৩. অধ্যায় : সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ইমামের কথা “চলো যাই আমরা মীমাংসা করে দেই”।

২৬৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْثِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ

২৬৯৩. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, কুবা-এর অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে খবর দেয়া হলে তিনি বললেন, 'চল যাই তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।' (৬৮৪) (আ.প্র. ২৪৯৮, ই.ফা. ২৫১১)

৫/৩. ৪. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

৫৩/৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : “উভয়ে আপোস নিষ্পত্তি করতে চাইলে আপোস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।” (আন-নিসা ১২৮)

২৬৭৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كَبْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَنَقُولُ أُمْسِكِي وَاقْسِمِي لِي مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاَصَيَا

২৬৯৪. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার আশংকা করে— (সূরা আন-নিসা ১২৮)। এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন,

(আ.প্র. ২৪৯৯, ই.ফা. ২৫১২)

৫৩/৫. অধ্যায় : অন্যায়ের উপর সন্ধিবদ্ধ হলে তা বাতিল।

وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسُ فَرَجَمَهَا

এবং তাকে রাজ্য করলেন । (২৩১৪, ২৩১৫) (আ.প্র. ২৫০০, ই.ফা. ২৫১৩)

الْوَّاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

২৬৯৭. 'আয়িশাহ ^{رضي الله عنها} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত'। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর মাখরামী (রহ.) ও 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু আবু 'আউন, সা'দ ইবনু ইব্রাহীম (রহ.) হতে তা বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৩০/৮ হাঃ ১৭১৮, আহমাদ ২৬০৯২) (আ.প্র. ২৫০১, ই.ফা. ২৫১৪)

৭/৫৩. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَلَّحَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فَلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

৫৩/৬ অধ্যায় : কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক লিখতে হবে। গোত্র বা বংশের উল্লেখ না করলেও ক্ষতি নেই।

২৭৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَلَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحَذْيِيَّةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُنْفِثْكَ فَقَالَ لِعَلِّي ائْتِ فَقَالَ عَلِيُّ مَا

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, শরীআহর দৃষ্টিতে ওটাকে বিদ'আত বলা হয় যা বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার। অতএব দুনিয়াবী আবিষ্কার যেমন বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ, পানি জাহাজ প্রভৃতিতে চড়া বিদ'আত নয়। কারণ এগুলোতে চড়ার মাধ্যমে কেউ সাওয়াবের আশা করে না। দুঃখের বিষয় হলেও অতি সত্য কথা যে, আমরা 'ইবাদাত করতে এত ব্যস্ত যে, ঐ 'ইবাদাতটি নাবীর তরীকা মুতাবিক হচ্ছে কিনা যে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করারও সময় নেই। এজন্যই অজান্তে দেদারসে এমন কিছু 'আমাল সাওয়ার পাওয়ার নিমিত্তে করে যাচ্ছি যেগুলি জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন : মীলাদ, শবে বরাত, চল্লিশা, খতমে জালালী, খতমে ইউনুস, কুরআন খানি, ফাতিহা খানি, শবীনা খতম, দরুদে তাজ, দরুদে লাক্ষী, দু'আয়ে গাঞ্জুল আরশ, কুম কুম ইয়া হাবীবা ওযীফা, উরস, কবরে চাদর দেয়া, কবর পাকা করা, কবরের উপর লেখা, তাতে ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা, সেখানে আগর বাতি-মোমবাতি জ্বালানো, সেখানে নয়রানা পেশ করা, মুখে নিয়্যাতের গদ উচ্চারণ করা (নাওয়াইতু আন উসল্লিয়া ----- বলে), ফারয সলাতান্তে, জানাযা সলাতান্তে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা প্রভৃতি। এগুলো এমন 'আমাল যার মধ্যে নাবী (ﷺ) এর তরীকা বিদ্যমান না থাকায় নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে বলে থাকেন, বুখলাম এগুলো বিদ'আত কিন্তু বিদ'আত তো দুই প্রকার- (১) বিদ'আতে হাসানাহ (উত্তম বিদ'আত) (২) বিদ'আতে সায়িয়াআহ (মন্দ বিদ'আত)। অতএব এগুলো বিদ'আত হলেও মন্দ বিদ'আত নয় বরং উত্তম বিদ'আত। তাই বলি : বিদ'আতকে উক্ত দুই ভাগে ভাগ করাও একটি বিদ'আত। কারণ নাবী (ﷺ) হতে বিদ'আতের এই বিভাজন আদৌ প্রমাণিত নেই। বরং তিনি সমস্ত বিদ'আতকে ভ্রষ্টতা বলেছেন- (নাসায়ী ৩/১৮৮-১৮৯, ইবনু খুযাইমাহ হাঃ ১৭৮৫)। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন : সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম মনে করে- (সলাতুত তারাবীহ- আলবানী ৮১ পৃষ্ঠা)।

মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী বিষয়ে সকল বিষয়ই বৈধ বা হালাল, শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যে সকল বস্তুকে হারাম করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত। আর 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সকল প্রকার 'ইবাদাত হারাম বা অবৈধ শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত। 'আমাল সহীহ ও সুন্নাহী পদ্ধতিতে হবার জন্য হয়টি বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবে। সেগুলো হলো (১) কারণ : (যেমন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কারণে সলাত আছে কিন্তু আল্লাহর রসূল এর জন্য বা মৃত্যুর কারণে কোন 'ইবাদাত নেই, তাই সেখানে 'ইবাদাত না করা) (২) প্রকার : (যত প্রকার মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তত প্রকার ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নারীকে বিবাহ বৈধ, কিংবা যত প্রকারের জানোয়ার আল্লাহর রসূল কুরবানী করেছেন সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা, যেমন আল্লাহর রসূল খোড়া কুরবানী করেননি বা মোরগ মুরগী কুরবানী করেননি তাই তা না করা (৩) পরিমাণ : (যতটুকু করেছেন তারচেয়ে কম বা বেশী না করা, যেমন যুহরের চার রাক'আতে স্থলে ৩ বা ৫ করা যাবে না। (৪) সময় : (যে সময়ে করেছেন সে সময়ে করা (যেমন সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, যুহরের সলাত 'আসরের সময় আর 'আসরের সলাত যুহরে আদায় না করা (৫) স্থান : (যে স্থানে করেছেন, যেমন হাজ্জের মীকাত, মীনায় অবস্থান, 'আরাফায় অবস্থান, ফারয সলাত মাসজিদে আদায় ইত্যাদি (৬) পদ্ধতি : (যে ভাবে করেছেন সেভাবেই করতে হবে, পদ্ধতি পরিবর্তন না করা।

أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالِحُهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ

২৬৯৮. বারা' ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) হৃদয়বিয়াতে (মাক্কাহবাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় 'আলী (رضي الله عنه) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' লিখবে না। আপনি রসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই করতাম না?' তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও'। 'আলী (رضي الله عنه) বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তিন দিনের জন্য মাক্কাহয় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞেস করল, جُلُبَّانُ السِّلَاحِ মানে কী? তিনি বললেন, 'জুলুব্বান' মানে ভিতরে তরবারীসহ খাপ।' (১৭৮১) (মুসলিম ৩২/৩৪ হাঃ ১৭৮৩, আহমাদ ১৮৬৫৮) (আ.প্র. ২৫০২, ই.ফা. ২৫১৫)

٢٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَتَى أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَدْغُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا نُقْرِئُ بِهَا فَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعَكَ لَكِنَّ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْكُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْرَةَ يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِقَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعَفَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لَجَعْفَرٍ أَشَبَّهْتَ خَلْقِي وَخَلْفِي وَقَالَ لَزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

২৬৯৯. বারা' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে নাবী (ﷺ) 'ফমরাহর উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মাক্কাবাসীরা তাঁকে মাক্কাহ প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সঙ্গে ফয়সালা করলেন যে, তিনদিন সেখানে অবস্থান করবেন। সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে মুসলিমরা লিখলেন, এ সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছেন, 'আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)।' তারা (মুশরিকরা) বলল, 'আমরা তাঁর রিসালাত স্বীকার করি না। আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল তাহলে আপনাকে বাধা দিতাম না। তবে আপনি হলেন, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল এবং 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' অতঃপর তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহর রসূল শব্দটি মুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে

কখনো মুহুব না।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন, 'এ সন্ধিপত্র মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ সম্পন্ন করেন- খাপবদ্ধ অস্ত্র ব্যতীত আর কিছু নিয়ে তিনি মাক্কাহয় প্রবেশ করবেন না। মাক্কাহবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি বের করে নিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মাক্কাহয় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' তিনি যখন মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।' নাবী (ﷺ) রওয়ানা হলেন। তখন হামযাহর কন্যা হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চলল। আলী (ﷺ) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাহকে বললেন, 'এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।' আলী, যায়দ ও জা'ফর তাকে নেয়ার ব্যাপারে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। আলী (ﷺ) বললেন, 'আমি তার অধিক হকদার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জা'ফর (ﷺ) বললেন, 'সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ (ﷺ) বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।' অতঃপর নাবী (ﷺ) খালার পক্ষে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্থান অধিকারিণী।' আর আলীকে বললেন, 'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' জা'ফরকে বললেন, 'তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর যায়দকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।' (১৭৮১) (আ.প্র. ২৫০৩, ই.ফা. ২৫১৬)

৭/৫৩. بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

৫৩/৭ অধ্যায় : মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি।

فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَكُونُ هَذِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এ সম্পর্কে আবু সুফইয়ান (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইবনু মালিক (ﷺ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তোমাদের ও পীত বর্ণের লোকদের সঙ্গে সন্ধি হবে। এ বিষয়ে সাহল ইবনু হুনাযফ, আসমা ও মিসওয়ার (ﷺ) কর্তৃক নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৭০০. وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحَذْيَبَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنْ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرْدُوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَائِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي فُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلْبِ السِّلَاحِ

২৭০০. বারা' ইবনু 'আযিব (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হৃদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেছিলেন। তা হলো- মুশরিকরা কেউ (মুসলিম হয়ে) তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমদের কেউ (মুরতাদ হয়ে) তাদের

নিকট গেলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। আর তিনি আগামী বছর মাক্কাহয় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। কোষবদ্ধ তরবারি, ধনুক ও এ রকম কিছু ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ইতোমধ্যে আবু জান্দাল (রাঃ) শিকল পরা অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর নিকট এল। তাকে তিনি তাদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। (১৭৮১)

আবু 'আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী(রহ.)] বলেন, মুআম্মাল (রহ.) সুফইয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত হাদীসে আবু জান্দালের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি “কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া” এটুকু উল্লেখ করেছেন। (ই.ফা. ১৬৭৯ পরিচ্ছেদ)

২৭০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كَفَّارٌ قُرَيْشِيًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ فَتَنَحَّرَ هَذِيهَ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالْحَذَنِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمُ بِهَا إِلَّا مَا أَحْبَبُوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَلَاحَهُمْ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

২৭০১. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) 'উমরার উদ্দেশে বহির্গত হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হৃদয়বিয়াতে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন, তাঁর মাথা মুড়ালেন এবং তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন যে, আগামী বছর তিনি 'উমরাহ করবেন আর তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র বহন করবেন না। আর তারা যতদিন চাইবে তার বেশি সেখানে থাকবেন না। পরের বছর তিনি 'উমরাহ করলেন এবং তাদের সঙ্গে সন্ধি মূতাবেক প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। (৪২৫২) (আ.প্র. ২৫০৪, ই.ফা. ২৫১৭)

২৭০২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَنَحِيصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلْحٌ

২৭০২. সাহল ইবনু আবু হাসমা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার সন্ধিবদ্ধ থাকাকালে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সাহল ও মুহাইয়াসা ইবনু মাস'উদ ইবনু যায়দ (রাঃ) খায়বার গিয়েছিলেন। (৩১৭৩, ৬১৪৩; ৬৮৯৮, ৭১৯২) (আ.প্র. ২৫০৫, ই.ফা. ২৫১৮)

৮/৫৩. بَابُ الصَّلْحِ فِي الدِّيَةِ

৫৩/৮. অধ্যায় : ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি।

২৭০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيْعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ نَيْبَةَ جَارِيَةٍ فَظَلَبُوا الْأَرْضَ وَظَلَبُوا الْعُقُوفَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ نَيْبَةَ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَيْبَتَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ

فَرَضِي الْقَوْمَ وَعَقَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ زَادَ الْفَرَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِي الْقَوْمَ وَقِيلُوا الْأَرْضُ

২৭০৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুবাইয়্য বিনতে নাযর (রাঃ) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ চাইল আর অপরপক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নাবী (রাঃ)-এর নিকট এল। তিনি কিসাসের আদেশ দিলেন। আনাস ইবনু নাযর (রাঃ) তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রুবাইয়্য-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' তিনি বললেন, 'হে আনাস, আল্লাহর বিধান হল কিসাস।' অতঃপর বাদীপক্ষ রাযী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছে যে, আল্লাহর নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফারারী (রহ.) হুমায়দ (রহ.) সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে রিওয়াযাত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা রাযী হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল। (২৮০৬, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৬৮৯৪) (মুসলিম ২৮/৫ হাঃ ১৬৭৫, আহমাদ ১৪০৩০) (আ.প্র. ২৫০৬, ই.ফা. ২৫১৯)

৯/৫৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ

بِهِ بَيْنَ قَتْنَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

৫৩/৯. অধ্যায় : হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাবী (রাঃ)-এর উক্তি : আমার এ ছেলেরা একজন নেতা। সম্ভবত আল্লাহ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ «فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» (الحجرات : ৯)

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তাদের উভয় দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও।

(সূরা আল-হজুরাত ৯)

২৭০৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اسْتَقْبَلُ وَاللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنِّي لَا أَرَى كِتَابَ لَا تُؤَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهُ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَيُّ عَمْرُو بْنِ قَتَلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ الثَّانِي مَنْ لِي بِبِئْسَائِهِمْ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ غَامِرٍ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ أَذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَأَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولَا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ فَأَتِيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بُنْ عَلِيٍّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا قَالَا فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهِذَا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقِيلُ عَلَى الثَّانِي مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ

إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২৭০৪. হাসান (বাসরী) (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম, হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) পর্বত প্রমাণ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর মুখোমুখি হলেন। আমর ইবনু 'আস (রাঃ) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়াহর (রাঃ) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আর (মু'আবিয়াহ ও 'আমর ইবনুল 'আস) (রাঃ) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়াহ (রাঃ) ছিলেন উত্তম ব্যক্তি- 'হে 'আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদেও কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? অতঃপর তিনি কুরায়শের বানু আবদে শাম্স শাখার দু' ব্যক্তি 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-কে হাসান (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা উভয়ে এ ব্যক্তিটির নিকট যাও এবং তাঁর নিকট (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।' তাঁরা তাঁর নিকট রয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) তাদের বললেন, 'আমরা 'আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে।' তারা উভয়ে বললেন, [মু'আবিয়াহ (রাঃ)] আপনার নিকট এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব কে নিবে?' তারা (তার জওয়াবে) বললেন, 'আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।' অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান (বাসরী) (রহ.) বলেন, আমি আবু বাকরাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি মিসরের উপর দেখেছি, হাসান বিন 'আলী (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।' আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে হাসানের শোনা কথা আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে। (৩৬২৯, ৩৭৪৬, ৭১০৯) (আ.প্র. ২৫০৭, ই.ফা. ২৫২০)

১০/৫৩. بَابُ هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

৫৩/১০. অধ্যায় : আপোস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?

২৭০৫. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةِ أَصْوَاتِهِمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آيِسَ الْمُنْأَلَى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ

২৭০৫. 'আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) একবার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু'জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। তাদের একজন আরেকজনের নিকট ঋণের কিছু মাফ করে দেয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর অনুরোধ করেছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, 'না, আল্লাহর কসম! আমি তা করব না।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের দু'জনের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহর নামে কসম করেছে, সে ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি। সে যা পছন্দ করবে তার জন্য তা-ই হবে।' (মুসলিম ২২/৪ হাঃ ১৫৫৭) (আ.প্র. ২৫০৮, ই.ফা. ২৫২১)

২৭০৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَرِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ الْيُصِفُ فَأَخَذَ يَصِفُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ يَصِفَا

২৭০৬. কা'ব ইবনু মালিক রাঃ হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু হাদরাদ আল-আসলামীর কাছে তার কিছু মাল পাওনা ছিল। রাবী বলেন, একবার তার সাক্ষাৎও পেলেন এবং তাকে ধরলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ চড়ে গেল। নাবী (ﷺ) তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ওহে কা'ব, অতঃপর হাতের ইশারায় তিনি যেন জানালেন, অর্ধেক। তারপর তিনি তার পাওনা নিলেন আর অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।' (৪৫৭) (আ.প্র. ২৫০৯, ই.ফা. ২৫২২)

১১/০৩. بَابُ فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

৫৩/১১. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে মীমাংসা এবং ন্যায় বিচার করার ফাযীলাত।

২৭০৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

২৭০৭. আবু হুরাইরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সদাকাহ রয়েছে। সূর্য উঠে এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সদাকাহ।' (২৮৯১, ২৯৮৯) (আ.প্র. ২৫১০, ই.ফা. ২৫২৩)

১২/০৩. بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالْصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ التَّيِّنِ

৫৩/১২. অধ্যায় : ইমাম বিবাদ মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরও তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে যথার্থ হুকুম জারী করতে হবে।

২৭০৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أُرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَن كَانَ ابْنُ

عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْيِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَذَرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَنَّتِيذِ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةِ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرْيَحِ الْحُكْمِ قَالَ غَزْوُهُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ٦٥)

২৭০৮. যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক আনসারীর সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন, যিনি বাদারে শরীক ছিলেন। তিনি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে প্রস্তরময় যমীনের একটি নালা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তারা উভয়ে সে নালা হতে পানি সেচ করতেন। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) যুবাইরকে বললেন, ‘হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি সেচবে। অতঃপর তোমার প্রতিবেশির দিকে পানি ছেড়ে দিবে।’ আনসারী তখন রেগে গেল এবং বললো, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার ফুফুর ছেলে হওয়ার কারণে?’ এতে আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর চেহারার রঙ বদলে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘তুমি সেচ কর, অতঃপর পানি আটকে রাখ, বাঁধ বরাবর পৌছা পর্যন্ত।’ আল্লাহর রসূল (সাঃ) যুবাইর (রাঃ)-কে তার পূর্ণ হক দিলেন। এর আগে যুবাইর (রাঃ)-কে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যা আনসারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আনসারী আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে রাগান্বিত করলে সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে যুবাইর (রাঃ)-কে তিনি তার পূর্ণ হক দান করলেন। ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, যুবাইর (রাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা যে (আল্লাহর বাণী) : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদে আপনাকে বিচারক হিসাবে মান্য না করে- (সূরা আন-নিসা ৬৫) আয়াতটি সে ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।’ (২৩৬০) (আ.প্র. ২৫১১, ই.ফা. ২৫২৪)

১৩/০৩. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

৫৩/১৩. অধ্যায় : পাওনাদারদের মধ্যে এবং ওয়ারিসদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذَ هَذَا ذَيْنَا وَهَذَا عَيْنَا فَإِنْ تَوَيَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ
ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন বাকী আর একজন নগদ নিবে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর কারো সম্পদ নষ্ট হলে সে তার সাথীর নিকট দাবী করতে পারবে না।

২৭০৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرِ بِمَا عَلَيْهِمَا قَابُوا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ أَذْنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبُرْكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلَاثَةُ عَشَرَ وَشَقًا سَبْعَةً عَجْوَةً وَسِتَّةَ لَوْنٍ أَوْ سِتَّةَ عَجْوَةٍ وَسَبْعَةَ لَوْنٍ فَوَاقَيْتُ مَعَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرُهُمَا فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَشَقًّا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ

২৭০৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মারা গেলেন, আর তার কিছু ঋণ ছিল। আমি তাঁর ঋণের বিনিময়ে পাওনাদারদের খেজুর নেয়ার কথা বললাম। তাতে ঋণ পরিশোধ হবে না বলে তারা তা নিতে অস্বীকার করল। আমি তখন নাবী (রাঃ)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, খেজুর পেড়ে মাচায় রেখে আল্লাহর রসূলকে খবর দিও। (অতঃপর) তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবু বাকর ও 'উমার (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি তার উপর বসলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। পরে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক এবং তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। অতঃপর আমার পিতার পাওনাদারদের কেউ এমন ছিল না যার ঋণ পরিশোধ করিনি। অতঃপরও (আমার কাছে) তের ওয়াসাক খেজুর উদ্ধৃত হয়ে গেল। সাত ওয়াসাক আজওয়া খেজুর আর ছয় ওয়াসাক নিম্মানের খেজুর কিংবা ছয় ওয়াসাক আজওয়া ও সাত ওয়াসাক নিম্মানের খেজুর। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে মাগরিবের সলাত আদায় করলাম এবং তাঁকে ব্যাপারটা বললাম। তিনি হাসলেন এবং বললেন, আবু বাকর ও 'উমারের কাছে যাও এবং দু'জনের কাছে খবরটা দাও।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আগেই জানতাম যে, যখন আল্লাহর রসূল (রাঃ) যা করার তা যেহেতু করেছেন, তখন অবশ্য এ রকমই হবে।' হিশাম (রহ.) ওয়াহাব (রহ.)-এর মাধ্যমে জাবির (রাঃ) হতে (বর্ণনায়) 'আসরের সলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আবু বাকর (রাঃ)-এর কথা এবং আল্লাহর রসূল (রাঃ)-এর হাসার কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বর্ণনা করেছেন, [জাবির (রাঃ) বলেছেন] আমার পিতা নিজের উপর ত্রিশ ওয়াসাক ঋণ রেখে মারা গিয়েছেন। ইব্নু ইসহাক (রহ.) ওয়াহাব (রহ.)-এর মাধ্যমে জাবির (রাঃ) হতে যুহরের সলাতের কথা বলেছেন। (২১২৭) (আ.প্র. ২৫১২, ই.ফা. ২৫২৫)

১৬/৫৩. بَابُ الصُّلْحِ بِالَّذَيْنِ وَالْعَيْنِ

৫৩/১৪. অধ্যায় : ঋণ ও নগদ সম্পদের বিনিময়ে আপোস করা।

٢٧١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَةَ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَتَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَأَفِضْ

২৭১০. কা'ব ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (রাঃ)-এর যমানায় একবার তিনি ইব্নু আবু হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনার তাগাদা করলেন। এতে উভয়ের গলার

আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর ঘরে থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাজার পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন আর কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে ডাকলেন এবং বললেন, ওহে কা'ব! কা'ব (رضي الله عنه) বললেন, আমি হাযির হে আল্লাহর রসূল! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক কমিয়ে দাও। কা'ব (رضي الله عنه) বললেন, তাই করলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।' (৪৫৭) (আ.প্র. ২৫১৩, ই.ফা. ২৫২৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০৫- কِتَابُ الشُّرُوطِ

পর্ব (৫৪) : শর্তাবলী

১/০৫. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
৫৪/১. অধ্যায় : ইসলামে আহুকামে ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জারিয়।

২৭১১-২৭১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَّرَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَصُوا مِنْهُ وَأَتَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقُ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ ﴿إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ﴾ (المتحنة: ١٠) قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إِلَى ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

২৭১১-২৭১২. মারওয়ান ও মিসওয়ার ইব্নু মাখরামাহ (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন, সেদিন সুহাইল ইব্নু 'আমর যখন সন্ধিপত্র লিখল তখন সুহাইল ইব্নু 'আমর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি একরূপ শর্তারোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার নিকট আসলে সে আপনার দীন গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। মু'মিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে রাগান্বিত হলেন। সুহাইল এটা ব্যতীত সন্ধি করতে অস্বীকার করল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) সে শর্ত মেনেই সন্ধিপত্র লেখালেন। সেদিন তিনি আবু জানদাল (رضي الله عنه)-কে তার পিতা সুহাইল ইব্নু 'আমরের

নিকট ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তির মেয়াদ কালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিলো মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মু'মিন নারীরাও হিজরাত করে আসলেন। সে সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মু কুলসুম বিনতে 'উকবাহ ইব্নু আবু মুয়াযত (রাঃ) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দেয়ার জন্য নাবী (ﷺ)-এর কাছে দাবী জানালো। কিন্তু তাঁকে তিনি তাদের নিকট ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছিলেন : মুমিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের নিকট আসলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না- (সূরা আল-মুমতাহিনা ১০)। 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَّاتٍ إِلَى عَفُورٍ رَجِيمٍ» এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের পরীক্ষা করে দেখতেন। (১৬৯৪, ১৬৯৫) (আ.প্র. ২৫১৪, ই.ফা. ২৫২৭)

২৭১৩- قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَّاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ» إِلَى «عَفُورٍ رَجِيمٍ» قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبَهُذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا يَكْلِمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ

২৭১৩. 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে রাযী হতো তাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) শুধু এ কথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়'আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়'আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু কথার মাধ্যমে বায়'আত করেছেন। (২৭৩৩, ৪১৮২, ৪৮৯১, ৫২৮৮, ৭২১৪) (আ.প্র. ২৫১৪, ই.ফা. ২৫২৭ শেষাংশ)

২৭১৪- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْرَطَ عَلَيَّ : وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৭১৪. যিয়াদ ইব্নু ইলাকা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার উপর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার শর্তারোপ করলেন। (৫৭) (আ.প্র. ২৫১৫, ই.ফা. ২৫২৮)

২৭১৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِثٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৭১৫. জারীর ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সলাত কাযিম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বাই'আত করেছি। (৫৭) (আ.প্র. ২৫১৬, ই.ফা. ২৫২৯)

২/৫৮. بَابُ إِذَا بَاعَ تَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ

৫৪/২. অধ্যায় : তাবীর করা খেজুর গাছ বিক্রি করা।

২৭১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ تَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَمَمَرْتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

২৭১৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কেউ তাবীর করা খেজুর গাছ বিক্রি করলে তার ফল হবে বিক্রেতার, যদি ক্রেতা শর্তারোপ না করে। (২২০৩) (আ.প্র. ২৫১৭, ই.ফা. ২৫৩০)

৩/৫৮. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

৫৪/৩. অধ্যায় : বিক্রয়ে শর্তারোপ করা।

২৭১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَصَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُوا لَنَا وَلَا وَكُلِي لِي فَعَلْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُوا لَنَا وَلَا وَكُلِي ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৭১৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ (রাঃ) একবার তাঁর নিকট এসে তার চুক্তি পত্রের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন পর্যন্ত সে চুক্তির অর্থ কিছুই আদায় করেনি। 'আয়িশাহ (রাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি তোমার মালিকের নিকট ফিরে যাও। তারা যদি এটা পছন্দ করে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তিপত্রের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব, আর তোমার 'ওয়ালা' আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তাই করব।' বারীরাহ (রাঃ) তার মালিককে সে কথা জানালে তারা অস্বীকার করে বলল, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সওয়াব পেতে চান তবে করুন, তোমার 'ওয়ালা' অবশ্য আমাদেরই থাকবে। 'আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সে কথা জানালে তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে কিনে নাও তারপর আযাদ করে দাও। 'ওয়ালা' তারই যে আযাদ করে।' (৪৫৬) (আ.প্র. ২৫১৮, ই.ফা. ২৫৩১)

৪/৫৮. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّائِيَةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَارَ

৫৪/৪. অধ্যায় : নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাবার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়য।

২৭১৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ غَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَصَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ سِيرَ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِي بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِي بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَتْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَتَقَدَّنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي قَالَ مَا كُنْتُ لِأَخْذِ جَمَلِكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ غَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي رَسُولُ

اللَّهُ ٱظْهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ٱظْهَرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ٱظْهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ٱظْهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ٱظْهَرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ٱظْهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبْلُغَ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةٌ ذَهَبٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَتَيْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ ثَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو نَصْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرَ الْإِشْتِرَاطِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

২৭১৮. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে সফর করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন নাবী (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) প্রহার করে সেটির জন্য দু'আ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন জোরে চলেনি। অতঃপর তিনি বললেন, 'এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি কর।' আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।' তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার পরিজনের নিকট পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হবার অধিকার রেখে দিলাম। অতঃপর উট নিয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। অতঃপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, 'তোমার উট নেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এটি তোমারই মাল।'

শু'বা (রহ.) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) উটটির পেছনে মাদীনাহ পর্যন্ত আমাকে সওয়ার হতে দিলেন। ইসহাক (রহ.) জারীর (রহ.) সূত্রে যুগীরাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, 'মাদীনাহয় পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সাওয়ার হবার অধিকার আমার থাকবে।' আতা (রহ.) প্রমুখ বলেন, (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন) মাদীনাহ পর্যন্ত তোমার তাতে সওয়ার হবার অধিকার থাকবে। ইব্নু মুনকাদির (রহ.) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মাদীনাহ পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হবার শর্ত করেছেন। যায়দ ইব্নু আসলাম (রহ.) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে পারবে। আবু যুবাইর (রহ.) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাকে মাদীনাহ পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে দিলাম। আ'মশ (রহ.) সালিম (রহ.) সূত্রে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি পরিজনের নিকট পৌছবে। 'উবাইদুল্লাহ ও ইব্নু ইসহাক (রহ.) ওয়াহাব (রহ.) সূত্রে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) এক উকিয়ার বিনিময়ে সেটি খরিদ করেছিলেন। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে যায়দ ইব্নু আসলাম (রহ.) ওয়াহাব (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্নু জুরাইজ (রহ.) 'আতা (রহ.) প্রমুখ সূত্রে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন

যে, (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,) আমি এটাকে বার দীনারের বিনিময়ে নিলাম। দশ দিরহামে এক দীনার হিসেবে তাতে এক উকিয়াই হয়। মুগীরাহ (রহ.) শাবী (রহ.) সূত্রে জাবির (رضي الله عنه) থেকে এবং ইবনু মুনকাদির ও আবু যুবাইর (রহ.) জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনায় মূল্য উল্লেখ করেননি। আ'মশ (রহ.) সালিম (রহ.) সূত্রে জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনায় এক উকিয়া স্বর্ণ উল্লেখ করেছেন। সালিম (রহ.) সূত্রে জাবির (رضي الله عنه) থেকে দাউদ ইবনু কায়স (রহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেটি তাবুকের পথে খরিদ করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। আবু নাযরা (রহ.) জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সেটি বিশ দীনারে খরিদ করেছেন। তবে শাবী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত এক উকিয়াই অধিক বর্ণিত। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, (রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রকমের হলেও) শর্ত আরোপ কৃত রিওয়ায়াতই অধিক সূত্রে বর্ণিত এবং আমার মতে এটাই অধিক সহীহ। (মুসলিম ২২/২১ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৪১৯৯) (আ.প্র. ২৫১৯, ই.ফা. ২৫৩২)

৫/৫৫. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَةِ

৫৪/৫. অধ্যায় : বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী।

২৭১৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا التَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الثُّنُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَيَعْنَا وَأَطْعُنَا

২৭১৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ নাবী (ﷺ)-কে বললেন, 'আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ বণ্টন করে দিন।' তিনি বললেন; না। তখন তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে আর তোমাদের আমরা ফলের অংশ দিব।' তারা [মুহাজিরগণ (رضي الله عنه)] বললেন, আমরা গুনলাম ও মেনে নিলাম।' (২৩২৫) (আ.প্র. ২৫২০, ই.ফা. ২৫৩৩)

২৭২০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৭২০. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সা) খায়বার ইয়াহুদীদেরকে দিলেন এ শর্তে যে, তারা তাতে কাজ করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে। (২২৮৫) (আ.প্র. ২৫২১, ই.ফা. ২৫৩৪)

৬/৫৬. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

৫৪/৬. অধ্যায় : বিবাহ বন্ধনের সময় মাহর সম্পর্কে শর্তাবলী।

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مِقَاتٍ الْحَقُوقُ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَيَعْنُ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَتَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي

উমর (রাঃ)....বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তারোপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছ, তাই তোমার প্রাপ্য। মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে তাঁর এক জামাতার^১ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি জামাতা হিসেবে তাঁর বহু প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছে তা পূরণ করেছে।

২৭২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

২৭২১. ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ। (৫১৫১) (মুসলিম ১৬/৭ হাঃ ১৪১৮, আহমাদ ১৭৩০৪) (আ.প্র. ২৫২২, ই.ফা. ২৫৩৫)

৭/৫. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ

৫৪/৭. অধ্যায় : বর্গাচাষের শর্তাবলী।

২৭২২. حَدَّثَنَا مَايَاكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَرَبًا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذُو فَتْنِهِمَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنْ الْوَرِقِ

২৭২২. রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরা অধিক শস্য ক্ষেত্রের মালিক ছিলাম। তাই আমরা জমি বর্গা দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের তা করতে নিষেধ করে দেয়া হলো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে দিতে নিষেধ করা হয়নি। (২২৮৬) (আ.প্র. ২৫২৩, ই.ফা. ২৫৩৬)

৮/৫. بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْكَاكِ

৫৪/৮. অধ্যায় : বিবাহে যে সব শর্ত বৈধ নয়।

২৭২৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خُطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ إِثْنَاءَهَا

২৭২৩. আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। আর তোমরা (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) দালালী করবে না। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপরে দাম না বাড়ায় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের (বিবাহের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব

^১ নাবী (স.)-এর এই জামাতার নাম ছিল আবুল ‘আস ইবনুর রবী‘ (أبى العاص بن الربيع)

না দেয়। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীনের) পাত্রে অধিকারী হওয়ার উদ্দেশে তার তালকের চেষ্টা না করে। (২১৪০) (আ.প্র. ২৫২৪, ই.ফা. ২৫৩৭)

৯/৫১. بَابُ الشَّرْطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

৫৪/৯. অধ্যায় : দণ্ড বিধিতে যে সকল শর্ত বৈধ নয়।

২৭২০-২৭২১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَزِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَضَمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَّنَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَائِهِ وَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَفْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَمْرُودَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أَتَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ.

২৭২৪-২৭২৫. আবু হুরাইরাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, এক বেদুঈন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আমার বাপারে আল্লাহর কিতাব মত ফয়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন সে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মত ফয়সালা করুন এবং আমাকে বলার অনুমতি দিন।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'বল'। সে বলল, আমার ছেলে এর নিকট মজুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করেছে। আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আমার ছেলের প্রাণ্য দণ্ড হল রাজম। তখন আমি তাকে (ছেলেকে) একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে তার নিকট হতে ছাড়িয়ে এনেছি। পরে আমি আলিমদের জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর এই লোকের স্ত্রীর দণ্ড হল রাজম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। বাঁদী এবং একশ' বকরী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। আর তোমার ছেলের শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনায়স! আপামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম করবে। রাবী বলেন, উনায়স (رضي الله عنه) পরদিন সকালে সে স্ত্রীলোকের নিকট গেলেন। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশে তাকে রাজম করা হল। (২৩১৪-২৩১৫) (আ.প্র. ২৫২৫, ই.ফা. ২৫৩৮)

১০/৫১. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمَكَاتِبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

৫৪/১০ অধ্যায় : মুক্ত করা হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কী কী শর্ত জারিয়।

২৭২৬. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي الْمَكِّي عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَّبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتَنِي فَلِإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتَقْتَنِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَا يَنْتَظِرُوا قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرَيْتَهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَلَيْشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتَهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَا عَمَّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

২৭২৬. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার নিকট এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে কিনে নিন। কারণ আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। অতঃপর আমাকে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে, বারীরাহ বলল, ‘ওয়ালা’র অধিকার মালিকের থাকবে- এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না।’ তিনি বললেন, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। পরে নাবী (ﷺ) তা শুনলেন কিংবা তাঁর নিকট সে সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, বারীরাহ খবর কী? এবং বললেন, তাকে কিনে নাও। অতঃপর তাকে আযাদ করে দাও। তারা যত ইচ্ছা শর্তারোপ করুক। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, অতঃপর আমি তাকে কিনে নিলাম এবং আযাদ করে দিলাম। তার মালিক পক্ষ ‘ওয়ালা’র শর্তারোপ করল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ‘ওয়ালা’ তারই হবে, যে আযাদ করবে, তারা শত শর্তারোপ করলেও। (৪৫৬) (আ.প্র. ২৫২৬, ই.ফা. ২৫৩৯)

১১/৫৫. بَابُ الشَّرْطِ فِي الطَّلَاقِ

৫৪/১১. অধ্যায় : তালাকের শর্তাবলী।

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعِظَاءُ إِنَّ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

ইবনু মুসাইয়ব, হাসান ও ‘আত্বা (রহ.) বলেন, তালাক প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক, তা শর্তানুযায়ী প্রযুক্ত হবে।

২৭২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَاقِ وَأَنْ يَنْتَازِعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ التَّخْشِيشِ وَعَنِ التَّضْرِيَةِ تَابِعَهُ مُعَاذُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُحْيَى وَقَالَ آدَمُ نُهَيْتَا وَقَالَ التَّضَرُّ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى

২৭২৭. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্য বহরের কাফেলা থেকে মাল কিনতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদেরকে কোন কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা

করতে (ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে)। মুআয ও 'আবদুস সমদ (রহ.) ও 'বাহ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনু আরআরা (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। শুনদার ও 'আবদুর রহমান (রহ.) **نُهِى** বলেছেন এবং আদাম (রহ.) বলেছেন, **نُهِينَا** আর নাযর ও হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল বলেছেন, **نَهَى**। (২১৪০) (আ.প্র. ২৫২৭, ই.ফা. ২৫৪০)

১২/৫৬. بَابُ الشَّرْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

৫৪/১২. অধ্যায় : লোকজনের সাথে মৌখিক শর্ত করা।

২৭২৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» (الكهف: ৭২) كَانَتْ الْأَوَّلَى نِسْيَانًا وَالْوَسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا» (الكهف: ৭৩) «لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ» (الكهف: ৭৬) «فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ فَأَقَامَهُ» (الكهف: ৭৭) قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ

২৭২৮. উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর রসূল মুসা (ﷺ) বলেন। অতঃপর তিনি পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেন। (এ ব্যাপারে খিযর (عليه السلام)-এর এ কথাটি উল্লেখ করেন যা তিনি মুসা (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন), আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? [মূসা (ﷺ)-এর আপত্তি] প্রথমটি ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয়টি শর্ত মূতাবিক, তৃতীয়টি ইচ্ছাকৃত। মুসা (ﷺ) বললেন, আপনি আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাঁরা উভয়ে এক বালকের সাক্ষাৎ পেলেন এবং খিযর (عليه السلام) তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর এগিয়ে তাঁরা পতনোন্মুখ একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযর (عليه السلام) প্রাচীরটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আয়াতের **وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ** এর স্থলে **أَمَامَهُمْ مَلِكٌ** পড়েছেন। (৭৪) (আ.প্র. ২৫২৮, ই.ফা. ২৫৪১)

১৩/৫৬. بَابُ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ

৫৪/১৩. অধ্যায় : 'ওয়ালার' ব্যাপারে অধিকার অর্জনের শর্তারোপ।

২৭২৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرَؤَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأُعِينَنِي فَقَالَتْ إِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَعْدَهَا لَهُمْ وَيَكُونُوا وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ قَاتَبُوا عَلَيَّهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ

إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ حُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ فَضَاءَ اللَّهُ أَحَقُّ وَشَرَّطَ اللَّهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৭২৯. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মালিকের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে স্বাধীন করার এক চুক্তি করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তারা যদি এ শর্তে রাযী হয় যে, আমি তাদের সমস্ত প্রাপ্য একবারে দিয়ে দিই এবং তোমার 'ওয়াদা' আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তা করব। বারীরাহ তার মালিকের নিকট গিয়ে এ কথা বলল; কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর বারীরাহ তাদের নিকট হতে ফিরে এল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) উপবিষ্ট ছিলেন। বারীরাহ বলল, আমি তাদের নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেছি, 'ওয়াদা'র অধিকার তাদের জন্য না হলে, এতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নাবী (ﷺ) শুনলেন এবং 'আয়িশাহ (রাঃ)-ও তাঁকে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি বারীরাহকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য 'ওয়াদা'র অধিকারের শর্ত কর। কারণ 'ওয়াদা'র অধিকার তো তারই যে মুক্ত করবে। 'আয়িশাহ (রাঃ) তাই করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি করে বললেন, 'লোকদের কী হল যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও শত শর্তারোপ করা হয়। আল্লাহর হুকুম যথার্থ ও তাঁর শর্ত সুদৃঢ়। ওয়াদা তো তারই যে মুক্ত করে।' (৪৫৬) (আ.প্র. ২৫২৯, ই.ফা. ২৫৪২)

১৫/০৫. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُرَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرِجَتْكَ

৫৪/১৪. অধ্যায় : বর্গাচামের ক্ষেত্রে এমন শর্তারোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব।

২৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مَرَّارُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُفِرْكُمْ مَا أَفَرَّكُمْ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِّي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَدِ عَثَ بِدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَتُهِمْنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرِجْنَا وَقَدْ أَقْرَأْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَغَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَّطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتُ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوصَكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هَزِيلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ

فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْظَاهُمْ قَيْمَةُ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الْقَمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَجِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَصَرَهُ.

২৭৩০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খায়বারবাসীরা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর হাত পা ভেঙ্গে দিল, তখন 'উমার (রাঃ) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) খায়বারের ইয়াহুদীদের সঙ্গে তাদের মাল সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন আমরাও তোমাদের রাখব। এই অবস্থায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) তাঁর নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য খায়বার গমন করলে রাতে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর দু'টি হাত পা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই। তারাই আমাদের দুষমন। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ হয়। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 'উমার (রাঃ) যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, তখন আবু হুকাইক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদেরকে খায়বার থেকে বের করে দিবেন? অথচ মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে বর্গাচারের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে দেন।' 'উমার (রাঃ) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ যে, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি, 'তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে ছুটেবে।' সে বলল, 'এতাতো আবুল কাসিমের বিদ্‌পাত্মক উক্তি ছিল।' 'উমার (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর দুষমন! তুমি মিথ্যা বলছ।' অতঃপর 'উমার (রাঃ) তাদের নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফল-ফসল, মালামাল, উট, লাগাম রজু ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়ায়াতটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহ.)..... 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। (আ.প্র. ২৫৩০, ই.ফা. ২৪৪৩)

১০/৫১. بَابُ الشَّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشَّرُوطِ

৫৪/১৫. অধ্যায় : যুদ্ধের প্রতিপক্ষীদের সাথে জিহাদ ও সমঝোতার ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সঙ্গে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা।

২৭৩১-২৭৩২- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَنَ الْحَدِيثِيَّةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْعِجِيمِ فِي خَيْلٍ
لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرُ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتْرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا
لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكْتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ
فَأَلَحَّتْ فَقَالُوا خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُ خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا يَحْلُقِي وَلَكِنَّ

اَبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ غَرْوَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَبِيصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْظِمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَسَنَّمْتُ خُحَامَةً إِلَّا وَقَعْتُ فِي كَيْفٍ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلَّةً وَإِذَا أَمَرُهُمْ اَبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةٌ رُشِدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعَوْنِي آتِيهِ فَقَالُوا آتِيهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعْظَمُونَ الْبَدَنَ فَاْبَعُثُوها لَهُ فَبِعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَتْهُ النَّاسُ يُلْبَتُونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدَّوْا عَنِ النَّبِيِّ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبَدَنَ قَدْ قُلِدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدَّوْا عَنِ النَّبِيِّ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفِصٍ فَقَالَ دَعَوْنِي آتِيهِ فَقَالُوا آتِيهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرُ فَأَخْبَرَنِي أُتُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

اَكْتُبْ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ اَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتُ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَا تَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْظَمْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَنْ تَحْلُلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ فَتَنْظُوفٍ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا أُحْدِثُ ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكُتِبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلٍ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُبُورِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَاحِبْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَاْفْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِقَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزُ بْنُ حَفِصٍ قَدْ أَجَزْتَهُ لَكَ

قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَنِّي مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرِدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا إِلَّا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عَذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ تُعْطِي الدِّيْنَةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتُ مُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتِي النَّبِيِّتِ فَتُطَوَّفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَا تَأْتِيهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوَّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ تُعْطِي الدِّيْنَةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْنِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغُرْزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتِي النَّبِيِّتِ وَتُطَوَّفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوَّفٌ بِهِ قَالَ الرَّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِدَلِّكَ أَغْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْخَرُوا ثُمَّ اخْلِفُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُنْحِبْ ذَلِكَ أَخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْخَرُ بُذْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيُخَلِّقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ تَنْخَرُ بُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَخَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَتَنْخَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا عَمَّا نِمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ (المتحنة: ١٠) حَتَّى بَلَغَ ﴿بَعْضُ الْكُوفَرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الْبَيْتِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي ظَلَمِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا دَا الْخَلِيفَةَ فَتَزَلُّوا يَا كُلُّوْنَ مِنْ ثَمَرِ لَهْمٍ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيْدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيْدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا دُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهِ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَتَجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَبَلَّغْ أَمْرَهُمْ مِشْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَرَدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَبَنَفَلْتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلٍ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا

يَسْمَعُونَ يَعْزِرُ خَرَجَتْ لِقَرْشٍ إِلَى السَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَفَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح: ٢٤) حَتَّى بَلَغَ ﴿الْحِمَّةَ حِمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (الفتح: ٢٤-٢٦) وَكَانَتْ حِمَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْرَأُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يَقْرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ

২৭৩১-২৭৩২. মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) ও মারওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে তাঁরা বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) হুদাইবিয়ার সময় বের হলেন। যখন সহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌছলেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ‘খালিদ ইবনু ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে গোমায়ম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকের রাস্তা ধর।’ আল্লাহর কসম! খালিদ মুসলিমদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সাবধান করার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে উপস্থিত হলেন, যেখান থেকে মাক্কাহর সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নাবী (ﷺ)-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন (তাকে উঠাবার জন্য) ‘হাল-হাল’ বলল, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ‘কাসওয়া ক্লাস্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হস্তি বাহিনীকে আটকিয়ে ছিলেন।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহর সম্মানিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সম্মান দেখানোর জন্য কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।’ অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নাবী (ﷺ) তাদের পথ ত্যাগ করে হুদাইবিয়ার শেষ সীমায় অল্প পানি বিশিষ্ট কুপের নিকট অবতরণ করেন। লোকজন সেখান থেকে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ পেশ করা হলো। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর কসম, তখন পানি উথলে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পানি পান করলেন। এমন সময় বুদায়ল ইবনু ওয়ারকা খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিদের নিয়ে আসল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কা’ব ইবনু লুওয়াই ও আমির ইবনু লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হুদাইবিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে বাচ্চাসহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্র। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বাইতুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আমি তো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং ‘উমরাহ করতে এসেছি। যুদ্ধ অবশ্যই কুরাইশদের দুর্বল করে দিয়েছে, কাজেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয় লাভ করি তাহলে অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও ইচ্ছে করলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়ে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' বুদায়ল বলল, 'আমি আপনার কথা তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিব। অতঃপর বুদায়ল কুরাইশদের নিকট এসে বলল, আমি সেই ব্যক্তিটির কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর নিকট কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদের তা শোনাতে পারি।' তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, 'তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট তোমার কিছু বলার দরকার নাই।' কিন্তু তাদের জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা বলল, 'তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, তা বল।' তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) যা যা বলেছিলেন, বুদায়ল সব তাদের শুনাল। অতঃপর 'উরওয়াহ ইবনু মাস'উদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' 'উরওয়াহ বলল, 'তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' 'উরওয়াহ বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন অভিযোগ আছে?' তারা বলল, না। 'উরওয়াহ বলল, তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাযবাসীদের নিকট আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগত লোকদের নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। 'উরওয়াহ বলল, এই ব্যক্তিটি তোমাদের নিকট একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা গ্রহণ কর এবং আমাকে তার নিকট যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর নিকট যান। অতঃপর 'উরওয়াহ নাবী (ﷺ)-এর নিকট এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করল। নাবী (ﷺ) তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদায়লের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। 'উরওয়াহ তখন বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহর কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি যারা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবু বাক্র (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি লাভ দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। 'উরওয়াহ বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবু বাক্র। 'উরওয়াহ বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম। নাবী বললেন, 'উরওয়াহ পুনরায় নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দাঁড়িতে হাত দিত। তখন মুগীরাহ ইবনু শুবা (রাঃ) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিল একটি তরবারী ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। 'উরওয়াহ যখনই আল্লাহর রসূল

(ﷺ)-এর দাড়ির দিকে তার হাত বাড়াতো মুগীরাহ (ﷺ) তাঁর তরবারীর হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দাড়ি থেকে তোমার হাত হটাও। ‘উরওয়াহ মাথা তুলে বলল, এ কে? লোকজন বললেন, মুগীরাহ ইব্নু শুবাহ। ‘উরওয়াহ বলল, হে গাদ্দার! আমি কি তোমার গাদ্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি? মুগীরাহ (ﷺ) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সঙ্গে ছিলেন। একদা তাঁদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নাবী (ﷺ) বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর ‘উরওয়াহ চোখের কোণ দিয়ে সহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (ﷺ) কখনো থুথু ফেললে তা সহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা তারা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানির জন্য তাঁর সহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। অতঃপর ‘উরওয়াহ তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশী সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের মত এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (ﷺ) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানি নিয়ে সহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও সহাবীগণের নিকট এল তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার নিকট কুরবানীর পশু নিয়ে আস। অতঃপর তার নিকট তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে ব্যক্তিটি বলল, সুবহানাল্লাহ! এমন সব লোকদেরকে কা’বা যিয়ারত থেকে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরবানীর পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা’বা যিয়ারতে বাধা প্রদান সম্ভব মনে করি না। তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায ইব্নু হাফস নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। তারা বলল, তাঁর নিকট যাও। অতঃপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, নাবী (ﷺ) বললেন, এ হল মিকরায আর সে দুষ্ট ব্যক্তি। সে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্নু আমর এল। মা’মার

বলেন, ‘ইকরিমাহ (রহ.) সূত্রে আইয়ুব (রহ.) আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহায়ল এল তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ‘তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।’ মা’মার (রহ.) বলেন, যুহরী (রহ.) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইব্নু আমর এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। অতঃপর নাবী (ﷺ) একজন লেখককে ডাকলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, (লিখ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এতে সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! রাহমান কে-? আমরা তা জানি না, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, লিখুন بِاسْمِكَ اللَّهُمُّ মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ব্যতীত আর কিছু লিখব না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, লিখ, بِاسْمِكَ اللَّهُم্ম অতঃপর বললেন, এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (ﷺ)। তখন সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে কা’বা যিয়ারত থেকে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন, ‘আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (এর তরফ থেকে)। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল; যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর। (হে ফাতিরা!) লিখ, ‘আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।’ যুহরী (রহ.) বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি আল্লাহর পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মান করার কোন কথা দাবী করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা আমাদের ও কা’বা শরীফের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিন্য়ে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে। অতঃপর লেখা হলো। সুহায়ল বলল, এও লিখা হউক যে, আমাদের কোন ব্যক্তি যদি আপনার নিকট চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের নিকট এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হতে পারে? এমন সময় আবু জানদাল ইব্নু সুহায়ল ইব্নু আমর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মাঝাহর নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিবেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সন্ধি করব না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কেবল এ ব্যক্তিটিকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেব না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি তা করব না। মিকরায বলল, আমরা তাকে আপনার নিকট থাকার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল (ﷺ) বলেন, হে মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে, অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহর পথে তাকে অনেক নির্যাতিত করা হয়েছে।

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নাবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হেয় হবো? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী।’ আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এ বছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা’বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে। ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, অতঃপর আমি আবু বাক্র (رضي الله عنه)-এর নিকট গিয়ে বললাম, ‘হে আবু বাক্র। তিনি কি আল্লাহর সত্য নাবী নন?’ আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, ‘অবশ্যই।’ আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তবে কেন এখন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, ‘ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি তাঁর রবের নাফরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।’ আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তার তাওয়াফ করব? আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে একথা কি তিনি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, ‘তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।’ যুহরী (রহ.) বলেন যে, ‘উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফ্যারা হিসেবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) সাহাবাদেরকে বললেন, ‘তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।’ রাবী বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না।’ তাদের কাউকে উঠতে না দেখে আল্লাহর রসূল (ﷺ) উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বললেন, ‘হে আল্লাহর নাবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সঙ্গে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন।’ সেই অনুযায়ী আল্লাহর রসূল (ﷺ) বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হল যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন।

তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : “হে মুমিনগণ! মুমিন মহিলারা তোমাদের নিকট হিজরত করে আসলে,.....কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।” (আল-মুমতাহিনাহ : ১০)। সেদিন ‘উমার (رضي الله عنه) দু’জন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর স্ত্রী। তাদের একজনকে মু’আবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া বিয়ে করেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাদীনাহয় ফিরে আসলেন। তখন আবু

বাসীর (ﷺ) নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলেন। মাক্কাহর কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে) বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন)। তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তাঁরা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল আর তাদের সঙ্গে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবু বাসীর (ﷺ) তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে ব্যক্তিটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর (ﷺ) বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। অতঃপর ব্যক্তিটি আবু বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর (ﷺ) সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। অতঃপর অপর সঙ্গী পালিয়ে মাদীনাহুয় এসে পৌঁছল এবং দৌড়িয়ে মাসজিদে প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে দেখে বললেন, এই ব্যক্তিটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতোমধ্যে ব্যক্তিটি নাবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবু বাসীর (ﷺ)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার নিকট ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নাবী (ﷺ) বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবু বাসীর (ﷺ) যখন এ কথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইব্নু সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তাঁরা যখনই শুনতে যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার ওয়াসীলাহ দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবু বাসীরের নিকট এথেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে না)। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাদের নিকট নির্দেশ পাঠালেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الْحَيَّةَ حَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ থেকে অবিচল হয়ে পড়লেন : “তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছেন জাহিলী যুগের অহমিকা পর্যন্ত” (আল-ফাতহ : ২৬)। তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর নাবী বলে স্বীকার করেনি এবং بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ মেনে নেইনি; বরং বায়তুল্লাহ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

২৭৩৩- وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرُوهُ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَبَلَّغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوْا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْقَضُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ أَنْ عَمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَةً بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَابْنَةُ جَرَوْلِ الْحَزَائِيِّ فَتَزَوَّجَ قُرْبَيْةَ مُعَاوِيَةَ وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يَقْرُوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾ (المتحة: ১১) وَالْعَقْبُ مَا يُؤْذِي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ وَمَا تَعْلَمُ أَنْ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا وَبَلَّغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ بَنَ أَسِيدَ الثَّقَفِيِّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤَمِّمًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

২৭৩৩. 'উকাইল (রাঃ) যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন যে, আমার নিকট 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুসলিম নারীদের পরীক্ষা করতেন এবং আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, মুসলিমগণ যেন মুশরিক স্বামীদের সে সব খরচ আদায় করে দেয়, যা তারা তাদের হিজরাতকারী স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে এবং মুসলিমদের নির্দেশ দেন যেন তারা কাফির স্ত্রীদের আটকিয়ে না রাখে। তখন 'উমার (রাঃ) তাঁর দুই স্ত্রী কুরাইবাহ বিন্তু আবু উমায়্যাহ ও বিনতে জারওয়াল খুযায়ীকে তালাক দিয়ে দেন। অতঃপর কুরাইবাহকে মু'আবিয়াহ ও অপরজনকে আবু জাহাম বিয়ে করে নেয়। অতঃপর কাফিররা যখন মুসলিমদের তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচকৃত অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করল, তখন নাযিল হল : "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তোমরা তার বদলা নিবে"- (আল-মুমতাহিনাহ : ১১)। বদলা হল : কাফিরদের স্ত্রী যারা হিজরত করে চলে আসে, তাদের কাফির স্বামীকে মাহর মুসলিমদের যা দিতে হয়, এ সম্বন্ধে নাবী (ﷺ) নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মুসলিমদের যে সব স্ত্রী চলে গেছে ঐ অর্থ তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দেয়। [যুহরী (রহ.) আরো বলেন] এমন কোন মুহাজির নারীর কথা আমাদের জানা নেই, যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে চলে গেছে। আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আবু বাসীর ইব্নু আসীদ সাকাফী (রাঃ) ঈমান এনে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হিজরত করে চলে আসলেন। তখন আখনাস ইব্নু শারীক আবু বাসীর (রাঃ)-কে ফেরত চেয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট পত্র লিখল। অতঃপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেছেন। (২৭১৩) (আ.প্র. ২৫৩১ শেষাংশ, ই.ফা. ২৫৪৪ শেষাংশ)

৫৫. باب : بَابُ الشَّرْوَطِ فِي الْقَرْضِ

অধ্যায় : ঋণের বিষয়ে শর্তারোপ করা।

২৭৩৪- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَظَاءُ إِذَا أَجَلُهُ فِي الْقَرْضِ جَارَ

২৭৩৪. আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে বানু ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে তা দিল। ইবনে ‘উমার (রাঃ) এবং ‘আত্মা (রহ.) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্ধারিত করা হলে তা জাযিয। (১৪৯৮) (আ.প্র. ২৫৩২, ই.ফা. ১৭০২ পরিচ্ছেদ)

১৬/০৫. بَابُ الْمَكَّاتِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشَّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

৫৪/১৬. অধ্যায় : মুকাতাব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত আল্লাহর কিতাবের বিপরীত তা বৈধ নয়।

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَّاتِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) মুকাতাব সম্পর্কে বলেন, গোলাম ও মালিকের মধ্যে সম্পাদিত শর্তই কার্যকর হবে। ইবনু ‘উমার অথবা ‘উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাবের বিরোধী সকল শর্ত বাতিল তা শত শর্ত হলেও। আবু ‘আবদুল্লাহ [বুখারী (রহ.)] বলেন, কথ্যটি ‘উমার ও ইবনু ‘উমার (রাঃ) উভয় থেকেই বর্ণিত আছে।

২৭৩৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْتِاعِيهَا فَأَغْفِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

২৭৩৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার কিতাবাতের ব্যাপারে তাঁর নিকট সাহায্যের আবেদন নিয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (কিতাবাতের সমুদয় প্রাপ্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিতে পারি এবং ‘ওয়ালা’র অধিকার হবে আমার। অতঃপর যখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) এলেন, তিনি তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, তুমি তাকে কিনে মুক্ত করে দাও। কেননা ‘ওয়ালা’র অধিকার তারই, যে মুক্ত করে। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই! যে এমন শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, সে তার অধিকারী হবে না যদিও শত শর্তারোপ করে।’ (৪৫৬) (আ.প্র. ২৫৩৩, ই.ফা. ২৫৪৫)

১৭/০৫. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَالْثَنِيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا

قَالَ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

৫৪/১৭. অধ্যায় : শর্তারোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসঙ্গে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু’ ব্যতীত একশ’?

(তবে হকুম কী হবে)।

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرَيْبِهِ أَرْجُلُ رِكَابِكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَاكَ مَائَةٌ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ أُيُوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمْ آتِكَ الْأَرْبَعَاءُ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَلَمْ يَجِءْ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ

ইবনু ‘আওন (রহ.) ইবনু সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার (সওয়ারীর) কেয়াদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী রাখ আমি যদি অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তুমি একশ’ দিরহাম পাবে, কিন্তু সে গেলো না। কাযী গুরাইহ (রহ.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিনা চাপে নিজের উপর কোন শর্তারোপ করে, তাহলে তা তার উপর বর্তায়। ইবনু সীরীন (রহ.) থেকে আইয়ুব (রহ.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করল এবং (ক্রেতা) তাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার নিকট না আসি তবে তোমার আমার মধ্যে কোন বেচা-কেনা নেই। অতঃপর সে এল না। তাতে কাযী গুরাইহ (রহ.) ক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা খেলাফ করেছ। তাই তিনি ক্রেতার বিপক্ষে ফায়সালা দিলেন।

২৭২৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ إِنْ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৭৩৬. আবু হুরাইরাহ ( ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ( ) বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ’টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (৬৪১০, ৭৩৯২) (মুসলিম ৪৮/২ হাঃ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৫০৫) (আ.প্র. ২৫৩৪, ই.ফা. ২৫৪৬)

১৮/৫৬. بَابُ الشَّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

৫৪/১৮. অধ্যায় : ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্তাবলী

২৭২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنُبَّانٍ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْثَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ   يَسْتَأْمِرُهُ فَبِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْثَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَثَّةَ لَا بَيْعَ وَلَا يَوْهَبَ وَلَا يَوْرَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفَرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

২৭৩৭. ইবনু ‘উমার ( ) হতে বর্ণিত যে, ‘উমার ইবনু খাত্তাব ( ) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আল্লাহর রসূল ( )-এর নিকট এলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল ( )! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে

আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্ফে রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সদাকাহ করতে পার।' ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) এ শর্তে তা সদাকাহ (ওয়াক্ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সদাকাহ করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়ালী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। অতঃপর আমি ইব্নু সীরীন (রহ.)-এর নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে। (২৩১৩) (আ.প্র. ২৫৩৫, ই.ফা. ২৫৪৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৫০- কِتَابُ الْوَصَايَا পর্ব (৫৫) : ওয়াসিয়াত

১/৫০. بَابُ الْوَصَايَا

৫৫/১ অধ্যায় : অসীয়াত প্রসঙ্গে

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ أَبَدَّهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ১৮০-১৮২)

এবং নাবী (ﷺ)-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়
তবে তা ন্যায্য পন্থায় তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াসিয়াত করার বিধান
..... পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত। (আল-বাকারাহ : ১৮০-১৮২) جَنَفًا অর্থ-ঝুঁকে যাওয়া, পক্ষপাতিত্ব করা
এ ব্যক্তি, যে ঝুঁকে পড়ে, পক্ষপাতিত্ব করে।

২৭৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ
بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৭৩৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কোন
মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাতে অথচ
তার নিকট তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম (রহ.) এ হাদীস বর্ণনায় মালিক
(রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। এ সনদে 'আমর (রহ.) ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما)-এর মাধ্যমে নাবী (ﷺ)
থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২৫/আউয়ালুল কিতাব হাঃ ১৬২৭, আহমাদ ৫৯৩৭) (আ.প্র. ২৫৩৬, ই.ফা. ২৫৪৮)

২৭৩৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ
مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءُ وَسَلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৭৩৯. আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর শ্যালক অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিন্তু হারিসের ভাই 'আমর ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর সাদা খচ্চরটি, তাঁর হাতিয়ার এবং সে জমি যা তিনি সদাকাহ করেছিলেন, তাছাড়া কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা কোন জিনিস রেখে যাননি।' (২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, ৪৪৬১) (আ.প্র. ২৫৩৭, ই.ফা. ২৫৪৯)

২৭৪০. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مَصْرِفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

২৭৪০. ত্বলহা ইবনু মুসাররিফ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফারয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আল্লাহর কিতাব মুতাবিক 'আমাল করার জন্য অসীয়াত করেছেন। (৪৪৬০, ৫০২২) (মুসলিম ২৪/৩ হাঃ ১৬৩৪, আহমাদ ১৪৪৯৯) (আ.প্র. ২৫৩৮, ই.ফা. ২৫৫০)

২৭৪১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ غَائِمَةٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسَيِّدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ اخْتَنَتْ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ

২৭৪১. আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট আলোচনা করলেন যে, 'আলী (রাঃ) নাবী (ﷺ) এর ওয়াসী' ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, 'তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তত্তুরি চাইলেন, অতঃপর আমার কোলে ঢলে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?' (৪৪৫৯) (মুসলিম ২৫/৫ হাঃ ১৬৩৬, আহমাদ ২৪০৯৪) (আ.প্র. ২৫৩৯, ই.ফা. ২৫৫১)

২/৫০. بَابُ أَنْ يَتْرَكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

৫৫/২. অধ্যায় : ওয়ারিসদেরকে অন্যের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া উত্তম।

২৭৪২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْهَرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ

১ নাবী (ﷺ) 'আলী (রাঃ)-এর জন্য খিলাফতের অসীয়াত করেছিলেন। এ দাবী আদৌ সত্য নয়। যার বাস্তব প্রমাণ হল অত্র হাদীসটি।

عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْحِي بِمَايَ كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّظْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلُثُ قَالَ فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرَفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

২৭৪২. সা'দ ইব্নু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মাক্কাহয় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করে, সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ্ রহম করুন ইব্নু আফ্ফার-র উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসীয়াত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, না। আমি বললাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সদাকাহরূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত কেউ ছিল না। (আ.প্র. ২৫৪০, ই.ফা. ২৫৫২)

৩/৫০. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ

৫৫/৩. অধ্যায় : এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা প্রসঙ্গে।

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذَّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثَّلُثُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (المائدة: ৫৭)

হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, যিম্মির জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়াত করা বৈধ নয়। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যিম্মিদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী। (আল-মায়িদাহ ৪৯)

২৭৪৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

২৭৪৩. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশী। (মুসলিম ১/২৫ হাঃ ১৬২৯, আহমাদ ১৫৪৬) (আ.প্র. ২৫৪১, ই.ফা. ২৫৫৩)

২৭৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقْبِي

قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالْيَصْفِ قَالَ الْيَصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالْيُكُلُ قَالَ الْيُكُلُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأَوْصِيَ النَّاسَ بِالْيُكُلِ وَجَارَ ذَلِكَ لَهُمْ

২৭৪৪. আমির ইবনু সা'দ (রহ.)-এর পিতা সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নাবী (সাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে না নেন।' তিনি বললেন, 'আশা করি আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার দ্বারা লোকদের উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, 'আমি অসীয়াত করতে চাই। আমার তো একটি মাত্র কন্যা রয়েছে।' আমি আরো বললাম, 'আমি অর্ধেক অসীয়াত করতে চাই।' তিনি বললেন, অর্ধেক অনেক অধিক। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আচ্ছা এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশও অধিক বা তিনি বলেছেন বিরাট। সা'দ (রাঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করতে লাগল। আর তা-ই তাদের জন্য জায়িয় হয়ে গেল। (৫৬) (আ.প্র. ২৫৪২, ই.ফা. ২৫৫৪)

৫/৫০. بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي لَوْصِيهِ نَعَاهُ وَلَيْدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

৫৫/৪. অধ্যায় : অসীর নিকট অসীয়াতকারীর কথা : তুমি আমার সন্তানাদির প্রতি খেয়াল রাখবে, আর অসীর জন্য কেমন দাবী জায়িয়।

২৭৪৫. হাদীস নং ২৭৪৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَيِّ قَافِضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ أُمِّ أَبِي وَلِيدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِهِ بِعُثْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

২৭৪৫. নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্বা ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর ভাই সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এই বলে অসীয়াত করেন যে, যাম'আর দাসীর ছেলেটি আমার ঔরসজাত। তাকে তুমি তোমার অধিকারে আনবে। মাঝাহ বিজয়ের বছর সা'দ (রাঃ) তাকে নিয়ে নেন এবং বলেন, সে আমার ভতিজা, আমাকে এর ব্যাপারে ওয়াসিয়াত করে গেছেন। আব্দ ইবনু যাম'আহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম হয়েছে। তারা উভয়ই আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট আসেন। সা'দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে আমার ভাইয়ের পুত্র এবং তিনি আমাকে তার সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করে গেছেন। আব্দ ইবনু যাম'আহ (রাঃ) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, হে আব্দ ইবনু যাম'আহ! সে

তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে, সে-ই সন্তানের অধিকারী। ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। অতঃপর তিনি সাওদ বিন্তু যাম'আহ (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটি থেকে পর্দা কর।' কেননা তিনি ছেলেটির সঙ্গে উত্বা-র সদৃশ্য দেখতে পান। ছেলেটির আল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সে কখনো সাওদাহ (রাঃ)-কে দেখেনি। (২০৫৩) (আ.প্র. ২৫৪৩, ই.ফা. ২৫৫৫)

৫/৫০. بَابُ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَارَتْ

৫৫/৫. অধ্যায় : রুগ্ন ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্টভাবে ইশারা করলে তা গ্রহণীয় হবে।

২৭৬৭. حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ أَفْلَانُ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سَعَى الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فُجِيَءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ

২৭৪৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে তা খেঁতলে ফেলে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এমন করেছে? কি অমুক, না অমুক ব্যক্তি? অবশেষে যখন সেই ইয়াহুদীর নাম বলা হল তখন মেয়েটি মাথা দিয়ে ইশারা করল, হ্যাঁ। অতঃপর সেই ইয়াহুদীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সে স্বীকার করল। নাবী (সাঃ) তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন পাথর দিয়ে তার মাথা খেঁতলিয়ে দেয়া হলো। (২৪১৩) (আ.প্র. ২৫৪৪, ই.ফা. ২৫৫৬)

৬/৫০. بَابُ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

৫৫/৬. অধ্যায় : ওয়ারিসের জন্য অসীয়াত নেই।

২৭৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

২৭৪৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়াত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর পছন্দ মত এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন। (৪৫৭৮, ৬৭৩৯) (আ.প্র. ২৫৪৫, ই.ফা. ২৫৫৭)

৭/৫০. بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

৫৫/৭. অধ্যায় : মৃত্যুর প্রাক্কালে দান খায়রাত করা।

২৭৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

২৭৪৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! উত্তম সদাকাহ কোন্টি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তুমি দারিদ্রের আশংকা কর, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কঠাগত হবে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে। (১৪১৯) (আ.প্র. ২৫৪৬, ই.ফা. ২৫৫৮)

৪/৫০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: ১১)

৫৫/৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)। (আন-নিসা ১২)

وَيَذْكُرُ أَنْ شَرَحْنَا وَعَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعِظَاءً وَابْنَ أَدِيَّةَ أَجَارُوا إِفْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكْمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيٌّ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ أَمْرَاتُهُ الْفَرَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقُكَ جَارَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَارَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِفْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِفْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا أُوْتِيَ خَانَ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ৫৮) فَلَمْ يَخْصُ وَارِثًا

وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরাইহ, 'উমার ইব্নু 'আবদুল 'আযীয, তাউস, 'আত্বা ও ইব্নু 'উয়ায়নাহ (রহ.) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তিকে বৈধ বলেছেন। হাসান (রহ.) বলেন, দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হওয়া মানুষ যে স্বীকারোক্তি করে তাই অধিক গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ও হাকাম (রহ.) বলেন, উত্তরাধিকারী যদি ঋণ মাফ করে দেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। রাফি' ইব্নু খাদীজ (রহ.) অসীয়াত করেন যে, যে সকল মাল ফাযারিয়া গোত্রের তার স্ত্রীর ঘরে আবদ্ধ রয়েছে, তা যেন বের করা না হয়। হাসান (রহ.) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুর সময় তার স্ত্রীতদাসকে বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি তবে তা বৈধ। শাবী (রহ.) বলেন, যদি কোন স্ত্রী মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার হক আদায় করে দিয়েছেন এবং আমি তা নিয়ে নিয়েছি, তবে তা বৈধ। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়ারিস সম্পর্কে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে তার সম্বন্ধে কুধারণা হতে পারে। অতঃপর ইস্তিহসান করে বলেন যে, রোগাক্রান্ত

ব্যক্তির আমানত, পুঁজি ও শরীকী ব্যবসা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি বৈধ। অথচ নাবী (ﷺ) বলেছেন যে, তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

কোন মুসলমানের মাল হালাল নয়; কেননা, নাবী (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত হল-তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানাত করে।

আল্লাহ্ তায়ালায় বাণী : “আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানত তার হকদারের নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দিবে”- (আন-নিসা ৫৮)। এতে তিনি উত্তরাধিকারী কিংবা অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্নু আমর (রাঃ) নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

২৭৫৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرِّبْعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

২৭৪৯. আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। (৩৩) (আ.প্র. ২৫৪৭, ই.ফা. ২৫৫৯)

৯/৫০. بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء : ১২)

৫৫/৯. অধ্যায় : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “ঋণ পরিশোধ ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি বন্টন করতে হবে)” (আন-নিসা ১১) এর ব্যাখ্যা।

وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء : ৫৮) فَأَذَاءُ الْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطْوِيعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

উল্লেখ রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) অসীয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী : “আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দিবে”- (আন-নিসা ৫৮)। কাজেই নফল অসীয়াত পূরণ করার আগে আমানত আদায়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর নাবী (ﷺ) বলেছেন : স্বচ্ছলতা ব্যতীত সদাকাহ নাই। ইব্নু আব্বাস (রাঃ) বলেন, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত অসীয়াত করবে না। নাবী (ﷺ) বলেন, গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

২৭৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا

بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَقَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَذْغُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَزِرْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُؤْتِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ

২৭৫০. হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, ‘হে হাকীম! এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তাব বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতীক্ষা কাতর অন্তরে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।’ হাকীম (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কাছে কিছু চাইব না। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহ্বান করেন, কিন্তু হাকীম (রাঃ) তাঁর নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর ‘উমার (রাঃ)-ও হাকীম (রাঃ)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তখন ‘উমার (রাঃ) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ প্রদত্ত গনীমতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন; হাকীম (রাঃ) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নাবী (ﷺ)-এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি। (১৪৭২) (আ.প্র. ২৫৪৮, ই.ফা. ২৫৬০)

২৭৫১. حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْتُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ

২৭৫১. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, পুত্র তার পিতার সম্পদের দায়িত্ববান। (৮৯৩) (আ.প্র. ২৫৪৯, ই.ফা. ২৫৬১)

১০/৫০. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ

৫৫/১০. অধ্যায় : যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াকফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা?

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي

وَكَانَ قَرَابَتُهُ حَسَّانَ وَأَبِي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ الْأَسَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ
 بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ
 الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ
 وَأَبِيًّا إِلَى سَيِّئَةِ آبَاءِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
 مَالِكٍ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ
 فِي الْإِسْلَامِ

সাবিত (رضي الله عنه) আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) আবু তুলহাকে বলেন, তুমি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বাগানটি হাসসান ও উবাই ইবনু কা'বকে দিয়ে দেন। আনসারী (রহ.) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) থেকে সাবিত (رضي الله عنه) এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আবু তুলহা (رضي الله عنه) বাগানটি হাসসান এবং উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চেয়ে তার নিকটাত্মীয় ছিলেন।

আবু তুলহা (رضي الله عنه) এর সঙ্গে হাসসান এবং উবাই (رضي الله عنه) এর সম্পর্ক ছিল এরূপঃ আবু তুলহা (رضي الله عنه) নাম-যায়দ ইবনু সাহল ইবনু আসওয়াদ ইবনু হারাম ইবনু আমর ইবনু যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইবনু আদী ইবনু আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। (হাসসানের বংশ পরিচয় হলোঃ) হাসসান ইবনু সাবিত ইবনু মুনযির ইবনু হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি তৃতীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইবনু আমর ইবনু যায়দ যিনি মানাত ইবনু আদী ইবনু আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। অতএব হাসসান, আবু তুলহা ও উবাই (رضي الله عنه) ষষ্ঠ পুরুষে এসে আমর ইবনু মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইবনু কা'ব ইবনু কায়স ইবনু উবাইদ ইবনু যায়দ ইবনু মু'আবিয়াহ ইবনু আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। কাজেই আমর ইবনু মালিক এসে হাসসান, আবু তুলহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম পিতৃ-পিতামহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

٢٧٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو
 طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَادِي يَا بَنِي
 فَهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِيُطَوِّنَ قُرْبَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشَّعْرَاءُ) قَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

২৭৫২. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আবু তুলহা (رضي الله عنه) কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবু তুলহা (رضي الله عنه) বলেন, আমি তা-ই করব হে আল্লাহর রসূল! তাই আবু তুলহা, হে বানু আদী! তোমরা সতর্ক হও। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন যে, যখন কুরআনের এই লহা (সূরা) তার বাগানটি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল : “(হে

মুহাম্মাদ) আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দেন”- (৩/আরা ১৪)। তখন নাবী (ﷺ) কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানু ফিহআয়াত নাযিল হলো : “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন”- (৩/আরা ২১৪)। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়। (১৪৬১) (আ.প্র. ২৫৫০, ই.ফা. ২৫৬২)

১১/০০. بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ

৫৫/১১. অধ্যায় : স্ত্রীলোক ও সন্তানাদি আত্মীয়ের মধ্যে কি?

২৭০২. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشُّعْرَاءُ : ২১৪) قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً تَحْوَاهَا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ثَانِيَةً أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

২৭৫৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন” (৩/আরা ২১৪)। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানু আবদ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়াহ! আল্লাহর রসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.)..... আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৫২৭, ৪৭৭১) (মুসলিম ১/৮৯ হাঃ ২০৩, আহমাদ ১০৭৩০) (আ.প্র. ২৫৫১, ই.ফা. ২৫৬৩)

১২/০০. بَابُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

৫৫/১২. অধ্যায় : ওয়াকফকারী তার ওয়াকফ দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারে কি?

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ بَيَّي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهُ أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

‘উমার (رضي الله عنه) শর্তারোপ করেছিলেন, যে ব্যক্তি ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হবে, তার জন্য তা থেকে কিছু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ওয়াকফকারী নিজেও মুতাওয়াল্লী হতে পারে, আর অন্য কেউও হতে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি উট বা অন্য কিছু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে তার জন্যও তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেমন অন্যদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, শর্তারোপ না করলেও।

২৭৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَبِكَ أَوْ وَبِكَ

২৭৫৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) একদা দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) ব্যক্তিটিকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এটি তো কুরবানীর উট।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) তৃতীয়বার বা চতুর্থবার তাকে বললেন, তার উপর সওয়ার হয়ে যাও, দুর্ভোগ তোমার জন্য কিংবা বললেন, তোমার জন্য আফসোস। (১৬৯০) (আ.প্র. ২৫৫২, ই.ফা. ২৫৬৪)

২৭৫৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

২৭৫৫. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এটি তো কুরবানীর উট।' তিনি দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার বললেন, এর উপর সওয়ার হও, দুর্ভোগ তোমার জন্য। (১৬৮৯) (আ.প্র. ২৫৫৩, ই.ফা. ২৫৬৫)

১৩/০০. بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

৫৫/১৩. অধ্যায় : কোন কিছু ওয়াকফ করতঃ অন্যের কাছে হস্তান্তর না করলেও তা জায়িয়।

لَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بَنِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفَعَلْ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِهِ

কেননা, উমার (রাঃ) এই রকম ওয়াকফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীরা জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লী হবেন না অন্য কেউ তা তিনি নিদিষ্ট করেননি। নাবী (ﷺ) আবু ত্বলহা (রাঃ)-কে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (বাগানটি) তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও। আবু ত্বলহা (রাঃ) বলেন, আমি তা-ই করব। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন।

১৪/০০. بَابُ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يَبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

৫৫/১৪. অধ্যায় : যদি কেউ বলে যে, আমার বাড়ীটি আল্লাহর ওয়াস্তুে সদাকাহ এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয়। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بَنِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَجَارَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ وَقَالَ

بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

আবু তুলহা (رضي الله عنه) যখন বললেন যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর উদ্দেশে সদাকাহ করলাম। তখন নাবী (ﷺ) তা জায়িয় রেখেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যতক্ষণ না কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয় হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিকতর সহীহ।

১০/০০. بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

৫৫/১৫. অধ্যায় : কেউ যদি বলে ‘আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে সদাকাহ তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তার বর্ণনা না দেয়।

২৭০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْتَقَعُ شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْبُخْرَافَ صَدَقَهُ عَلَيْهَا

২৭৫৬. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ (رضي الله عنه)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদাকাহ করি, তাহলে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ সা’দ (رضي الله عنه) বললেন, ‘তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সদাকাহ করলাম।’ (২৭৬২-২৭৭০) (আ.প্র. ২৫৫৪, ই.ফা. ২৫৬৬)

১৬/০০. بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَفِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

৫৫/১৬. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ কিংবা তার গোলামদের কতকগুলি অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সদাকাহ বা ওয়াক্ফ করলে তা জায়িয়।

২৭০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي يَخْتِيرُ

২৭৫৭. কা’ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার তাওবা হিসেবে আমি আমার যাবতীয় মাল আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের উদ্দেশে সদাকাহ করে মুক্ত হতে চাই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, ‘তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।’ (২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫) (আ.প্র. ২৫৫৫, ই.ফা. ২৫৬৭)

১৭/০০. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

৫৫/১৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার উকিলকে সদাকাহ প্রদান করল, অতঃপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল।

২৭০৪. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَلْتُ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران : ৯২) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران : ৯২) وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرَحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَتَسْتَظِلُّ بِهَا وَتَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَبُعِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو بَرَّهُ وَذُخْرَهُ فَصَعِمَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَاحَ قِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَزَدَنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ تَبِيعَ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلَا أُبِيعُ صَاعًا مِنْ ثَمَرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمٍ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعٍ قَصْرَ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

২৭৫৮. ইসমাঈল (রহ.) আনাস (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাযিল

হলো, “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না” - (আল ইমরান ৯২)। তখন আবু ত্বলহা (রহ.) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, (আল عمران : ৯২), ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ এবং আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। আনাস (রহ.) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাশরীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন। আবু ত্বলহা (রহ.) বলেন, এটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশে দান করলাম। আমি এর বিনিময়ে সাওয়াব ও আখিরাতের সঞ্চয়ের আশা রাখি। হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে তা ব্যয় করুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, বেশ, হে আবু ত্বলহা! এটি লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার নিকট হতে তা গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দাও। অতঃপর আবু ত্বলহা (রহ.) তা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সদাকাহ করে দিলেন। আনাস (রহ.) বলেন যে, এদের মধ্যে উবাই এবং হাস্‌সান (রাঃ)ও ছিলেন। হাস্‌সান তার অংশ মু‘আবিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট বিক্রি করে দেন। জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি আবু ত্বলহা এর সদাকাহকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছ? হাস্‌সান (রাঃ) বলেন, আমি কি এক সা’ দিরহামের বিনিময়ে এক সা’ খেজুর বিক্রি করবো না? আনাস (রাঃ) বলেন, বাগানটি ছিল বনু হুদায়লা প্রাসাদের জায়গায় অবস্থিত, যা মু‘আবিয়াহ (রাঃ) নির্মাণ করেন। (১৪৬১)

১৮/০০. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾**

(النساء: ৮)

৫৫/১৮. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : মীরাসের মাল বন্টনের সময় যদি কোন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন হাজির থাকে, তাহলে তাথেকে তাদেরও কিছু প্রদান করবে। (আন-নিসা ৮)

২৭০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ تُسْحَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا تُسْحَتُ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَتَامَىٰ وَالْإِثْمَانِ الَّذِي يَزْرُقُ وَوَالِ لَا يَرِثُ فَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ

২৭৫৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের ধারণা উক্ত আয়াতটি মানসুখ হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহর কসম। আয়াতটি মানসুখ হয়নি; বরং লোকেরা এর উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আত্মীয় দু' ধরনের- এক, আত্মীয় যারা ওয়ারিস হয়, এবং তারা উপস্থিতদের কিছু দিবে। দুই, এমন আত্মীয় যারা ওয়ারিস নয়, তারা উপস্থিতদের সঙ্গে সদালাপ করবে এবং বলবে, তোমাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার নেই। (৪৫৭৬) (আ.প্র. ২৫৫৬, ই.ফা. ২৫৬৮)

১৯/০০. **بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءُ التُّدْوِيرِ عَنِ الْمَيِّتِ**

৫৫/১৯. অধ্যায় : অকস্মাৎ কেউ মারা গেলে তার জন্য দান-খয়রাত আর মৃতের পক্ষ থেকে তার মানৎ আদায় করা।

২৭১০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ أَمِنِي اثْنَلَيْتُ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَا.

২৭৬০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে সদাকাহ করতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সদাকাহ করব? আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে সদাকাহ করতে পার। (১৩৮৮) (আ.প্র. ২৫৫৭, ই.ফা. ২৫৬৯)

২৭১১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَمِنِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ افْضِهِ عَنْهَا

২৭৬১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। সাদ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মানৎ ছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর।

(৬৬৯৮, ৬৯৫৯) (মুসলিম ২৬/১ হাঃ ১৬৩৮, আহমাদ ১৮৯৩) (আ.প্র. ২৫৫৮, ই.ফা. ২৫৭০)

২০/০০. **بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْوُفْيِ وَالصَّدَقَةِ**

৫৫/২০. অধ্যায় : ওয়াকফ ও সদাকাহুয় সাক্ষী রাখা।

২৭১২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ

سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ۖ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَانِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَهُ عَلَيْهَا

২৭৬২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, বানু সা'দ দাহ'র নেতা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ)-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর নাবী (সা) এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদাকাহ করি, তবে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, 'তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখরাফের বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সদাকাহ করলাম। (২৭৫৬) (আ.প্র. ২৫৫৯, ই.ফা. ২৫৭১)

২১/০০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَاتُوا النَّبِيَّ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي النَّبِيِّ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ২১)

“ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিলিয়ে গ্রাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমার যদি আশংকা হয় যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে।” (আন নিসা: ২১)

২৭৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي النَّبِيِّ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ২১) قَالَتْ هِيَ النَّبِيَّةُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا فِرْعَبٌ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سِتَّةِ نِسَائِهَا فَتُهَوَّاهَا عَنْ نِكَاحِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقْسُطُوا لَهُمْ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا بِنِكَاحٍ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ غَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: ২১) قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ النَّبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسِتِّهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَزَكُّوهَا وَيَتَحَسَّسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَكَمَا تَزَكُّونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسُطُوا لَهَا الْأَوَّلَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطَوْهَا حَقَّهَا

২৭৬৩. ‘উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন : “যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের স্বত্বাধীন ক্রীতদাসীকে”-

(আন-নিসা ৩)। আয়াতটির অর্থ কী? 'আয়িশাহ ^{রাঃ} বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। অতঃপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার সম মানের মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ করতে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের ব্যতীত অন্য মেয়েদের তোমরা বিবাহ করবে। 'আয়িশাহ ^{রাঃ} বলেন, অতঃপর লোকেরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : (النساء : ১২৭) "وَسَفَقْتُوكَ فِي النِّسَاءِ فَلِلَّهِ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ" "আর লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চায়। বলুন : আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন"- (আন-নিসা ১২৭)। 'আয়িশাহ ^{রাঃ} বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীম মেয়েরা সুন্দরী ও সম্পদশালীনী হলে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু পূর্ণ মাহর প্রদান করে না। আবার ইয়াতীম মেয়েরা গরীব হলে এবং সুশ্রী না হলে তাদের বিয়ে করতে চায় না বরং অন্য মেয়ে তাল্লাশ করে। 'আয়িশাহ ^{রাঃ} বলেন যে, আকর্ষণীয়া না হলে তারা যেমন ইয়াতীম মেয়েদের পরিত্যাগ করে, তেমনি আকর্ষণীয়া মেয়েদেরও তারা বিয়ে করতে পারবে না, যদি তাদের ইনসাফের ভিত্তিতে পূর্ণ মাহর প্রদান এবং তাদের হক ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় না করে। (২৪৯৪) (আ.প্র.

২৫৬০, ই.ফাঃ ২৫৭২)

২২/৫০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫৫/২২. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَابْتََلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء : ৬-৭) حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالِيهِ

আর তোমরা ইয়াতিমদের পরীক্ষা করে নিবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দিবে। ইয়াতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ কর না এবং তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে স্বচ্ছল সে যেন ইয়াতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। যখন তোমরা তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পন করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্যই হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। পুরুষদের জন্য অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায়; এবং নারীদের জন্যও অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা

পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়রা রেখে যায়, হোক তা অল্প কিংবা বেশী। তা অকাট্য নির্ধারিত অংশ।
(আন নিসা : ৬-৭)

حَسَبًا অর্থ যথেষ্ট আর অসী ইয়াতীমের মাল কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তার শ্রমের অনুপাতে কী পরিমাণ সে ভোগ করতে পারবে।

২৭৬৬. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْعٌ وَكَانَ تَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَعْدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي تَمِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا بِنِاعٍ وَلَا يَوْهَبٍ وَلَا يُوْرَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَّقْتَهُ بِذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوَكِّلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُمْتَوِّلٍ بِهِ

২৭৬৪: ইবনু-উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে 'উমার (রাঃ) নিজের কিছু সম্পত্তি সদাকাহ করেছিলেন, তা ছিল, ছামাগ নামে একটি খেজুর বাগান। 'উমার (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি সেটি সদাকাহ করতে চাই।' নাবী (ﷺ) বলেন, 'মূল সম্পদটি এ শর্তে সদাকাহ কর যে তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিস হবে না, বরং তার ফল দান করা হবে। অতঃপর 'উমার (রাঃ) সেটি এভাবেই সদাকাহ করলেন। তার এ সদাকাহ ব্যয় হবে-আল্লাহর রাস্তায়, দাস-মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়ালী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করা যাবে না।' (২৩১৩) (আ.প্র. ২৫৬১, ই.ফা. ২৫৭৩)

২৭৬৫. حَدَّثَنَا عُثَيْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء: ৯) قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا يَقْدِرَ مَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ

২৭৬৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ তাআলার বাণীঃ) যে বিত্তবান সে যেন বিরত থাকে আর যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করে (৪: ৬)। আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্ৰস্ত হয়, তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে খেতে পারবে। (২২১২) (আ.প্র. ২৫৬২, ই.ফা. ২৫৭৪)

২৩/৫০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» (النساء: ১০)

৫৫/২৩. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় যারা ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা তো শুধু তাদের পেটে আগুন ভর্তি করছে; আর তারা সতুরই দোষখের আগুনে জ্বলবে। (আন নিসা : ১০)

২৭১৬-২৭১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّعْيَ الْمُؤَبَّاتَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الْبَرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالشَّوْلَى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

২৭৬৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতিমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধবী-মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া। (৫৭৬৪, ৬৮৫৭) (মুসলিম ১/৩৮ হাঃ ৮৯,) (আ.প্র. ২৫৬৩, ই.ফা. ২৫৭৫)

২৫/৫০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫৫/২৪. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا غَنَتُكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (النساء : ১১)

তারা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন : তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তবে যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে একত্রে থাক তাহলে মনে করবে তারা তো তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে মঙ্গলকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আল-বাক্বারাহ ২২০) শব্দের وَعَنْتِ (طه : ১১) এর অর্থ তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং কষ্টে ফেলতে পারতেন। (১১) অর্থ : নত হল।

২৭১৬. وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا جَمَادٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نَصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَكَانَ طَاوُسُ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَىٰ قَرَأَ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة : ১১) وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدَرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ

২৭৬৭. নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত। ইবনু উমার (রাঃ) কখনো কারো অসীয়াত প্রত্যাখ্যান করেননি। ইবনু সীরীন (রহ.)-এর নিকট ইয়াতিমের মাল সম্পর্কে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের একত্রিত হওয়া, যাতে তারা তার কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। তাউস (রহ.)-এর

নিকট ইয়াতীমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পাঠ করতেন : “আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী।” (আল-বাকারাহ : ২২০) ‘আত্মা (রহ.) বলেন, ইয়াতীম ছোট হোক কিংবা বড়, অভিভাবক তার অংশ থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত ব্যয় করতে পারবে। (ই.ফা. ১৭২৮ পরিচ্ছেদ)

২০/০০. **بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ**

৫৫/২৫. অধ্যায় : আবাসে কিংবা সফরে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি নয়র রাখা।

২৭১৪. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ لَيْسَ لَهَا جَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنَسًا غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيَخْدَمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَيْسَ بِصَنْعَتِهِ لَمْ صَنَعْتُ هَذَا هَكَذَا وَلَا لَيْسَ بِصَنْعَتِهِ لَمْ أَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا

২৭৬৮. আনাস (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন মাদীনাহয় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদিম ছিল না। আবু তুলহা (رضি) আমার হাত ধরে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।’ অতঃপর সফরে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, ‘তুমি এরূপ কেন করলে?’ কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, ‘তুমি এটি এরকম কেন করলে না?’ (৬০৩৮, ৬৯১১) (মুসলিম ৪৩/১৩ হাঃ ২৩০৯,) (আ.প্র. ২৫৬৪, ই.ফা. ২৫৭৬)

২৬/০০. **بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يَبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ**

৫৫/২৬. অধ্যায় : যখন কেউ কোন জমি ওয়াকফ করে এবং তার সীমা বর্ণনা না করে তা বৈধ। সদাকাহও অঙ্গুপ।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ تَحْلِ أَحَبِّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا تَرَكْتُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (আল عمران : ৯২) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (আল عمران : ৯২) وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْتُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ أَوْ رَائِحُ شَكِّ ابْنِ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَائِحٌ

২৭৬৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মাদীনাহুয় আনসারদের মধ্যে আবু তুলহার খেজুর বাগান-সম্পদ সবচেয়ে অধিক ছিল। আর সকল সম্পদের মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল মাসজিদের সামনে অবস্থিত বায়রুহা বাগানটি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) সে বাগানে যেতেন এবং এর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, যখন নাযিল হল : “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পারবে না।” আবু তুলহা (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ বলেছেন : “তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী হাসিল করতে পারবে না।” আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। সেটি আল্লাহর নামে সদাকাহ। আমি আল্লাহর নিকট এর সওয়াব ও ক্বিয়ামাতের সঞ্চয়ের আশা করি। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী আপনি তা ব্যয় করুন।’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ‘ভাল কথা! এটি লাভজনক সম্পদ অথবা (বললেন), অস্থায়ী সম্পদ।’ ইবনু মাসলামা সন্দেহ পোষণ করেন। [রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন] তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মতে তুমি তা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবু তুলহা (رضي الله عنه) বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি তা-ই করব।’ অতঃপর তিনি তা তার আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। ইসমাঈল, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াহুইয়া (رضي الله عنه) মালিক (رضي الله عنه)-এর (সন্দেহ ব্যতীতই) رَاحٍ (অস্থায়ী) বর্ণনা করেছেন। (১৪৬১) (আ.প্র. ২৫৬৫, ই.ফা. ২৫৭৭)

২৭৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّهُ تَوَفَّيَتْ أَبْتَنَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي لِي مَخْرَافًا وَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا

২৭৭০. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক সহাবী আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বললেন যে, তার মা মারা গেছেন। তার পক্ষ থেকে যদি আমি সদাকাহ করি তাহলে তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সহাবী বললেন, আমার একটি বাগান আছে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি তার পক্ষ থেকে সদাকাহ করলাম। (২৭৫৬) (আ.প্র. ২৫৬৬, ই.ফা. ২৫৭৮)

২৭/০০. بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِرٌ

৫৫/২৭. অধ্যায় : কোন দল যদি তাদের শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা জায়িম।

২৭৭১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَايِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৭৭১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাসজিদ তৈরির নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, হে বানু নাজ্জার! তোমরা এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বলল, না। আল্লাহর কসম! আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে এর মূল্য চাই না। (২৩৪) (আ.প্র. ২৫৬৭, ই.ফা. ২৫৭৯)

২৮/০০. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

৫৫/২৮. অধ্যায় : ওয়াক্ফ কিভাবে লিখিত হবে?

২৭৭২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

২৭৭২. ইবনু 'উমার' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার' (রাঃ) খায়বারের কিছু জমি লাভ করেন। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতোপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন সদাকাহ করতে পার। 'উমার' (রাঃ) এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সদাকাহ করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর ওয়ারিস হবে না। তবে যে এর মুতাওয়ালী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করা যাবে না। (২৩১৩) (আ.প্র. ২৫৬৮, ই.ফা. ২৫৮০)

২৭/৫০. بَابُ الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالصَّيْفِ

৫৫/২৯. অধ্যায় : গরীব, ধনী এবং মেহমানের জন্য ওয়াকফ করা।

২৭৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالصَّيْفِ

২৭৭৩. ইবনু 'উমার' (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উমার' (রাঃ) খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সদাকাহ করতে পার। অতঃপর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত, মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সদাকাহ করে দিলেন। (২৩১৩) (আ.প্র. ২৫৬৯, ই.ফা. ২৫৮১)

৩০/৫০. بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

৫৫/৩০. অধ্যায় : মাসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করা।

২৭৭৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي التَّجَارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا تَنْظُلُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৭৭৪. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন মাদীনাহয় এলেন তখন মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, 'হে বানু নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও।' তারা বলল, না, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আমরা এর মূল্য চাই না।' (২৩৪) (আ.প্র. ২৫৭০, ই.ফা. ২৫৮২)

৩১/৫০. بَابُ وَقْفِ الذَّوَابِ وَالْكِرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

৫৫/৩১. অধ্যায় : পশু, অশ্ব, আসবাবপত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্য ওয়াক্ফ করা।

وَقَالَ الرَّهْرِيُّ فَيَمْنَنَ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِيِّينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

যুহরী. (রহ.) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে আল্লাহর পথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করল এবং তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে তা দিল, সে যেন তা দিয়ে ব্যবসা করে আর লভ্যাংশটি মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সদাকাহ করে দিল। লোকটি সেই এক হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ থেকে খেতে পারবে কি? যদিও সে এর লভ্যাংশ মিসকীনদের জন্য সদাকাহ করেনি। যুহরী (রহ.) বলেন, তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না।

٢٧٧٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى قَرْنَيْنٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَغْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأَخْبَرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَاعَهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

২৭৭৫. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। 'উমার (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে আরোহণ করার জন্য দিয়েছিলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে তা আরোহণ করার জন্য দিলেন। 'উমার (رضي الله عنه)-কে জানান হলো যে, ঘোড়াটি সে ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে সেটি ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সদাকাহ করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিও না।' (১৪৮৯) (আ.প্র. ২৫৭১, ই.ফা. ২৫৮৩)

৩২/৫০. بَابُ تَفَقُّةِ الْقَيْمِ لِلْوَقْفِ

৫৫/৩২. অধ্যায় : ওয়াক্ফের তদারককারীর ব্যয় নির্বাহ।

٢٧٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ تَفَقُّةِ نِسَائِي وَمَوْتَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৭৭৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার স্ত্রীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সদাকাহ।' (৬৭২৯) (মুসলিম ৩২/১৬ হাঃ ১৭৬০, আহমাদ ৮৯০১) (আ.প্র. ২৫৭২, ই.ফা. ২৫৮৪)

٢٧٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكَلَ صَدِيقُهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

২৭৭৭. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উমার (রাঃ) তাঁর ওয়াক্ফে এই শর্তারোপ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা থেকে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকেও খাওয়াতে পারবে, তবে সম্পদ জমা করতে পারবে না। (২৩১৩) (আ.প্র. ২৫৭৩, ই.ফা. ২৫৮৫)

৩৩/৫০. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

৫৫/৩৩. অধ্যায় : যখন কেউ জমি বা কুপ ওয়াক্ফ করে এবং অপরাপর মুসলমানদের মত সে নিজেও পানি নেয়ার শর্ত আরোপ করে।

وَأَرْقَفَ أُنْسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الرَّبِيزُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضَرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا فَإِنْ اسْتَعْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِدَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ

আনাস (রাঃ) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। যখন তিনি সেখানে আসতেন, তখন তাতে অবস্থান করতেন। যুবায়র (রাঃ) তার ঘর সদাকাহ করে তার কন্যাদের মধ্যে যারা তালাক প্রাপ্তা তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে তারা এখানে বসবাস করতে পারবে; এবং তাদেরও যেন কোন কষ্ট দেয়া না হয়। তবে তারা যদি স্বামী গ্রহণ করে অভাবমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের হক থাকবে না। ইবনু 'উমার (রাঃ) তার পিতা 'উমার (রাঃ)-এর ওয়ারিস হিসেবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন সেটি তার অভাবগ্রস্ত বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

٢٧٧٨- وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفْفَانَ وَحِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنُشِدْكُمْ اللَّهَ وَلَا أَنُشِدْ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةً فَلَهُ الْحِجَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفَرَ حَيْشَ الْعُسَيْرَةِ فَلَهُ الْحِجَّةُ فَحَفَرْتُهُمْ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ قُفَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهِ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ تَلَيْتُهُ الْوَاقِفَ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ

২৭৭৮. আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'আমি-আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আর আমি নাবী (রাঃ)-এর সহাবীদেরকেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, আল্লাহর রসূল (রাঃ) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রুমার কুপটি খনন করে দিবে সে জান্নাতী এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে, সে জান্নাতী এবং আমি তা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সহাবীগণ তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। 'উমার (রাঃ) তাঁর কথা সম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে আহার করতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী কখনো নিজে মুতাওয়াল্লী হয় আবার কখনো অপর ব্যক্তি হয়। এ ব্যাপারে সকলের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে (আ.প্র. অনুঃ ৩৪, ই.ফা. পরিচ্ছেদ ১৭৩৮ শেখাংশ)

৩৬/৫০. بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا تَنْظِلُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

৫৫/৩৪. অধ্যায় : ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহর নিকট এর মূল্য পেতে চাই তা জায়য।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ قَالُوا لَا نَظْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৭৭৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন, হে বানু নাজ্জার! তোমাদের বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাই না। (২৩৪) (আ.প্র. ২৫৭৪, ই.ফা. ২৫৮৬)

৩৫/০০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫৫/৩৫. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْنَا شَحَقٌ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (المائدة: ১০৬-১০৮)

الْأُولَيَانِ وَاحِدُهُمَا أُولَى وَمِنْهُ أُولَى بِهِ عُرِضَ أَظْهَرَ أَعْتَرْنَا أَظْهَرْنَا

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে। ... আল্লাহ ফাসিক লোকদের সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (আল মায়িদাহ ১০৬-১০৮)

২৭৮০. قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِرُكْبَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مَحْوُصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدَ الْحَامَ نِكَحَةً فَقَالُوا ابْتِغَاءَهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ أُولَيَانِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَإِنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ) (المائدة: ১০৬)

২৭৮০. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইবনু বাদ্দা (রহ.)-এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের ব্যক্তিটি এমন এক স্থানে মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত জিনিস পত্র নিয়ে ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণ খচিত একটি রূপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে

তাদের দু'জনকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কসম করালেন। অতঃপর পেয়ালাটি মাঝাহুয় পাওয়া গেল। (যাদের নিকট পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (রহ.)-এর নিকট থেকে খরিদ করেছি। অতঃপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু'জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিক গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ) (আল-মায়িদাহ : ১০৬) (আ.প্র. অনুঃ ৩৬, ই.ফা. পরিচ্ছেদ ১৭৪০ শেষাংশ)

৩৬/০০. بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

৫৫/৩৬. অধ্যায় : অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করা।

২৭৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَّادُ التَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ أَذْهَبَ فَيُبْدِرُ كُلَّ ثَمَرٍ عَلَى نَاحِيَتِهِ فَقَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أَغْرَوْا بَيْنَ تِلْكَ السَّاعَةِ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَبْدِرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي بِثَمَرَةٍ فَسَلِمَ وَاللَّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى آتَى أَنْظَرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ ثَمَرَةً وَاحِدَةً

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَغْرَوْا بَيْنَ يَغْنِي هِينُجُوا بَيْنَ (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) (المائدة : ১৬)

২৭৮১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়। তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান আর তাঁর উপর ঋণও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি জানেন যে, আমার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে আর তিনি অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা আপনার সঙ্গে দেখা করুক। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি যাও। এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা কর। আমি তা-ই করলাম। অতঃপর তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। পাওনাদাররা যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার নিকট জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের এরূপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তূপটির চারদিকে তিনবার ঘুরলেন, অতঃপর তার উপর বসে পড়লেন। অতঃপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলেন। আর আল্লাহ্ কসম, আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, আমার পিতার ঋণ আল্লাহ্ পরিশোধ করে দেন এবং আমি আমার বোনদের নিকট একটি খেজুরও নিয়ে না ফিরি। কিন্তু আল্লাহ্ কসম! সমস্ত স্তূপই সসীহল বুখারী (৩য়)-১২

যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তূপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বসেছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহ.) বলেন, **أُغْرُزَانِي** এর অর্থ হলো **هَيَّجُوا بِي** অর্থাৎ আমার নিকট জোর তাগাদা করতে লাগল। মহান আল্লাহর বাণী : “আমি কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি।”

(আল-মায়িদাহ ১৪) (২১২৭) (আ.প্র. ২৫৭৫, ই.ফা. ২৫৮৭)

০৬- كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

পর্ব (৫৬) : জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার

১/০৬. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

৫৬/১. অধ্যায় : জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَّعْتُمْ بِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَسَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ১১১-১১২) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ

আল্লাহ তাআলার বাণী : নিশ্চয় আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও তাদের মাল এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহর চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সাওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর তা হল বিরাট সাফল্য। তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকু'কারী, সাজদাহকারী, ভাল কাজের আদেশদাতা, মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হিফাযাতকারী; (এসব গুণে গুণাবিত) মুমিনদেরকে আপনি খোশখবর শুনিয়ে দিন। (আত তাওবাহ ১১১-১১২) ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْحُدُودُ অর্থ (আল্লাহর) আনুগত্য।

২৭৮২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعِزَّازِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَرْزَدْتُهُ لَزَادَنِي

২৭৮২. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'সময় মত সলাত আদায় করা।' আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বলেন, 'অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' আমি বললাম, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' অতঃপর

আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন। (৫২৭) (আ.প্র. ২৫৭৬, ই.ফা. ২৫৮৮)

২৭৮২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

২৭৮৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, '(মাক্কাহ) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তখন বেরিয়ে পড়।' (১৩৪৯) (আ.প্র. ২৫৭৭, ই.ফা. ২৫৮৯)

২৭৮৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا تُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

২৭৮৪. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।' (১৫২০) (আ.প্র. ২৫৭৮, ই.ফা. ২৫৯০)

২৭৮৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ أَنَّ ذَكَوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَغْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَقُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طَوْلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ

২৭৮৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে 'ইবাদাত করবে এবং আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। ব্যক্তিটি বলল, এটা কে পারবে? আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।' (মুসলিম ৩৩/২৯ হাঃ ১৮৭৮, আহমাদ ৯৯৬৭) (আ.প্র. ২৫৭৯, ই.ফা. ২৫৯১)

২/৫৬. بَابُ أَفْضَلِ النَّاسِ مُؤْمِنٍ مُجَاهِدٍ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/২. অধ্যায় : মানুষের মধ্যে সেই মু'মিন মুজাহিদই উত্তম, যে নিজের জান দিয়ে ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ

ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (المائدة : ১০-১২)

আল্লাহ তাআলা বলেন : “ওহে যারা ঈমান এনেছ? আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহ যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য।” (আস্ সফ ১০-১২)

২৭৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

২৭৮৬. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ‘সেই মু’মিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।’ সহাবীগণ বললেন, ‘অতঃপর কে?’ তিনি বললেন, ‘সেই মু’মিন আল্লাহর ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্থায়ী অনিশ্চি থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।’ (৬৪৯৪) (মুসলিম ৩৩/৩৪ হাঃ ১৮৮৮, আহমাদ ১১৮৩৮) (আ.প্র. ২৫৮০, ই.ফা. ২৫৯২)

২৭৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

২৭৮৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সলাত আদায়কারীর মত। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। (৩৬) (আ.প্র. ২৫৮১, ই.ফা. ২৫৯৩)

৩/৫৬. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

৫৬/৩. অধ্যায় : পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ করার ও শাহাদাত লাভের দু‘আ।

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْكَافِ أَرْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনার রসূলের শহরে আমাকে শাহাদাত দান করুন।’

২৭৮৮-২৭৮৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ

بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعُمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ

تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَعَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِبُ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غُرَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَزْكِبُونَ تَبَجَّ هَذَا الْبَحْرُ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غُرَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَزَكَيْتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَضَرَعَتْ عَنْ دَائِبَتِهَا جَيْنٌ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

২৭৮৮-২৭৮৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) উম্মু হারাম বিন্তু মিলহান (رضي الله عنه)-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে খেতে দিতেন। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) ছিলেন, 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه)-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হাসির কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখতে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ করেছেন। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবার ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। অতঃপর মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه)-এর সময় উম্মু হারাম (رضي الله عنه) জিহাদের উদ্দেশে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। (২৭৮৮=২৭৯৯, ২৮৭৭, ২৮৯৪, ৬২৮২, ৭০০১, ২৭৮৯=২৮০০, ২৮৭৮, ২৮৯০, ৬২৮৩, ৭০০২) (মুসলিম ৩৩/৪৯ হাঃ ১৯১২) (আ.প্র. ২৫৮২, ই.ফা. ২৫৯৪)

৫/০৬. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৪. অধ্যায় : আল্লাহর পথের মুজাহিদদের মর্যাদা।

يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غُرًّا وَاجِدَهَا غَارٍ هُمْ دَرَجَاتٌ لَهُمْ دَرَجَاتٌ

বলা হয়ে থাকে **وَهَذَا سَبِيلُ** পুংলিঙ্গ অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহ.) বলেন **غُرِّا** এর এক বচন হল **غَار** এবং **هُمْ دَرَجَاتٌ** এর অর্থ **دَرَجَاتٌ** অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা

২৭৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلِإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

২৭৯০. আবু হুরাইরাহ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সলাত আদায় করল ও রমায়ানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ ﷺ এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ রহ. তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপর রয়েছে আরশে রহমান। (৭৪২৩) (আ.প্র. ২৫৮৩, ই.ফা. ২৫৯৫)

২৭৭১. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرِ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فَذَا الشَّهَدَاءُ

২৭৯১. সামুরাহ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। অতঃপর আমাকে এমন উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল এর আগে আমি কখনো এর চেয়ে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর। (৮৪৫) (আ.প্র. ২৫৮৪, ই.ফা. ২৫৯৬)

৫/০৭. بَابُ الْعُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

৫৬/৫. অধ্যায় : আল্লাহর পথে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারো এক ধনুক পরিমিত স্থান।

২৭৭২. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعْدَوْهُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৭৭২. আনাস ইবনু মালিক (ؓ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। (২৭৭৬, ৬৫৬৮) (মুসলিম ৩৩/৩০ হাঃ ১৮৮০, আহমাদ ১২৩৫২) (আ.প্র. ২৫৮৫, ই.ফা. ২৫৯৭)

২৭৭৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابٌ قَوِيسٌ فِي الْحِجَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَعْدَوْهُ أَوْ رَوْحَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

২৭৭৩. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা তা থেকে উত্তম যেখানে সূর্যের উদয়াস্ত হয়। (৩২৫৩) (মুসলিম ৩৩/৩০ হাঃ ১৮৮২) (আ.প্র. ২৫৮৬, ই.ফা. ২৫৯৮)

২৭৭৪. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّوحَةُ

وَالْعَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৭৭৪. সাহল ইবনু সা'দ (ؓ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম। (২৮৯২, ৩২৫০, ৬৪১৫) (মুসলিম ৩৩/৩০ হাঃ ১৮৮১, আহমাদ ১৫৫৬০) (আ.প্র. ২৫৮৭, ই.ফা. ২৫৯৯)

৬/০৬. بَابُ الْحَوْرِ الْعَيْنِ وَصِفَتَيْهِ

৫৬/৬. অধ্যায় : ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হর ও তাদের গুণাবলী।

يُحَارُ فِيهَا الظَّرْفُ شَدِيدَةً سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةً بَيَاضِ الْعَيْنِ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحَوْرِ أَنْكَحْنَاهُمْ

তাদের দর্শনে দৃষ্টি সুস্থির থাকে না এবং তাদের চক্ষুর কৃষ্ণাংশ অতীব কৃষ্ণ ও চক্ষুর শুভ্রাংশ অতীব শুভ্র। (এ জন্যই তাদের হরে'ঈন বলা হয়) وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحَوْرِ অর্থাৎ أَنْكَحْنَاهُمْ “জান্নাতীদের আমি হরে'ঈনের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিব।”

২৭৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ

بْنَ مَالِكٍ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بِسَرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

২৭৭৫. আনাস ইবনু মালিক (ؓ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও

দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে। (২৮১৭)

২৭৭৬-قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدَوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابٌ قَوِيں أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعٌ قَبْدٍ يَعْنِي سَوْطُهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَظْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৭৯৬. হুমাইদ (রহ.) বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু চেয়ে উত্তম। (২৭৯২) (আ.প্র. ২৫৮৮, ই.ফা. ২৬০০)

৭/৫৬. بَابُ تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ

৫৬/৭. অধ্যায় : শাহাদাত কামনা।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدَ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْرُؤُنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ

২৭৯৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, অতঃপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। (৩৬) (আ.প্র. ২৫৮৯, ই.ফা. ২৬০১)

২৭৭৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

২৭৯৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুতায় সৈন্য প্রেরণের পর) আল্লাহর রসূল (ﷺ) খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ (রাঃ) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, অতঃপর জা'ফর (রাঃ) পতাকা ধরল সেও শহীদ হল। তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) পতাকা ধরল এবং সেও শহীদ হল। অতঃপর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধরল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়।

আইয়ুব (রহ.) বলেন, অথবা আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট মোটেই আনন্দদায়ক নয়, এ সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। (১২৪৬) (আ.প্র. ২৫৯০, ই.ফা. ২৬০২)

৮/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ يُضْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

৫৬/৮. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পতিত হয়ে কারো মৃত্যু ঘটলে, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (النساء: ১০০) وَقَعَ : وَجَبَ

আল্লাহ তাআলার বাণী : “যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরাত করার জন্য, তারপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার প্রতিদান অবধারিত হয়ে আছে আল্লাহর কাছে।” (আন-নিসা ১০০)

২৭৭৭-২৮০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ أَنَسُ مِنْ أُمِّي غَرَضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَدَعًا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَارِبًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَتَرَلُّوا الشَّامَ فَقَرِئَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لَتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ

২৭৯৯-২৮০০. উম্মু হারাম বিন্তু মিলহান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার নিকটবর্তী এক স্থানে শুয়েছিলেন, অতঃপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মু হারাম (রাঃ) বললেন, আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মতই করলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) আগের মতই বললেন এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বললেন, আল্লাহর নিকট দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্ত

ভুক্ত করেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর সঙ্গে মুসলিমরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী 'উবাদাহ ইবনু সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় যাত্রা বিরতি করে। আরোহণের জন্য উম্মু হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন। (২৭৮৮, ২৭৮৯) (আ.প্র. ২৫৯১, ই.ফা. ২৬০৩)

৯/০৬. بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হল কিংবা বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হল।

২৮০১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ الْخَوْزِجِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا فَتَقَدَّمْ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُوتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَفَتَلَوْهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأَرَاهُ آخَرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَفُوا رَبَّهُمْ فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ يَلْعَنُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نَسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلٍ وَذُكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ

২৮০১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বানু সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বানু 'আমিরের নিকট পাঠান। দলটি সেখানে পৌছলে আমার মামা (হারাম ইবনু মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাঙ্গে বনু 'আমিরের নিকট যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর বাণী পৌছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় 'আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহ্ আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। অতঃপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম (রহ.) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সঙ্গে অন্য একজন ছিলেন। অতঃপর জিব্রাইল (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানু লিহয়ান ও বানু উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দু'আ করেন। (১০০১) (আ.প্র. ২৫৯২, ই.ফা. ২৬০৪)

২৮০২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ :

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

২৮০২. জুনদুব ইবনু সুফিয়ান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি বলেছিলেন :

তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহরই পথে।

(৬১৪৬) (মুসলিম ৩২/৩৯ হাঃ ১৭৯৬, আহমাদ ১৮৮৩০) (আ.প্র. ২৫৯৩, ই.ফা. ২৬০৫)

১০/৫৬. بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৫৬/১০. অধ্যায় : যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়।

২৮০৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدِّمِّ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

২৮০৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে এবং আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্কের সুগন্ধি ছড়াবে। (২৩৭) (আ.প্র. ২৫৯৪, ই.ফা. ২৬০৬)

১১/৫৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ (التوبة : ৫৭)

৫৬/১১. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার বাণী : “বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছ দু’টি মঙ্গলের মধ্যে একটির।” (আত্-তাওবাহ ৫২)

وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের মত।

২৮০৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ فَرَعَمْتُ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدَوَّلُ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ

২৮০৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আবু সুফইয়ান ইবনু হারব (رضي الله عنه) তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। অতঃপর ভাল পরিণতি তাঁদেরই হয়। (৭) (আ.প্র. ২৫৯৫, ই.ফা. ২৬০৭)

১২/৫৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَصَىٰ نَجَبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: ২৩)

৫৬/১২. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার বাণী : “মু’মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।” (আল আহযাব ২৩)

২৮০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَزَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا زَيْدًا قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَنِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعْتُ قَالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانَيْنِ صَرِيَّةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمُحٍ أَوْ رَمِيَّةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتَهُ يَتَنَاهِي قَالَ أَنَسُ كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ ﴿لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: ২৩) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

২৮০৫. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনু নাযার (রাঃ) বাদারের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হবার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।’ অতঃপর উহদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইবনু নাযার (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ! এঁরা অর্থাৎ তাঁর সহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিকট ওয়র পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সা’দ ইবনু মু’আযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে সা’দ ইবনু মু’আয, (আমার কাম্য)। নাযারের রবের কসম, উহদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সা’দ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে দিয়েছিল। তার বোন ব্যতীত কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মত মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। “মু’মিনদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।” (আল-আহযাব : ২৩) (৪০৪৮, ৪৭৮৩, মুসলিম ৩৩/৪১ হাঃ ১৯০৩) (আ.প্র. ২৫৯৬ প্রথমাংশ, ই.ফা. ২৬০৮ প্রথমাংশ)

২৮০৬. وَقَالَ إِنَّ أَخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرَّبِيعَ كَسَرَتْ نَيْبَةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَيْبَتَهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكَوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ

২৮০৬. আনাস (রাঃ) আরো বলেন, রুবাযি' নামক তার এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযী হলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তার শপথ রক্ষা করেন [সে কারণ তাকে আর সে শপথ (কসম) ভঙ্গ করতে হয় না] (২৭০৩, মুসলিম ২৮/৫ হাঃ ১৯০৩, আহমাদ ১৪০৩০) (আ.প্র. ২৫৯৬, ই.ফা. ২৬০৮)

২৮০৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجْزِئْهَا إِلَّا مَعَ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»

২৮০৭. যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না যা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে পড়তে গুনেছি। একমাত্র খুযাইমাহ বিন সাবিত আনসারী (রাঃ)-এর নিকট পেলাম। যার সাক্ষ্যকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান গণ্য করেছিলেন। সে আয়াতটি হলো : “মু'মিনদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।” (আল-আহযাব : ২৩)। (৪০৪৯, ৪৬৭৯, ৪৭৮৪, ৪৯৮৬, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯, ৭১৯১, ৭৪২৫) (আ.প্র. ২৫৯৭, ই.ফা. ২৬০৯)

১৩/০৬. بَابُ عَمَلِ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ

৫৬/১৩. অধ্যায় : যুদ্ধের আগে নেক আমল।

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقَوْلُهُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» (الصف : ২-১)

আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, 'আমাল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ তা'আলার বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসা গলানো সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (আস সফ ২-৩)

২৮০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ أَوْ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلِمَ ثُمَّ قَاتِلَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلَ فَقَاتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمِلَ فَلِيلًا وَأَجَرَ كَثِيرًا

২৮০৮. বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর, অতঃপর যুদ্ধে যাও।' অতঃপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত লাভ করল। আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'সে কম আমল করে অধিক পুরস্কার পেল।' (আ.প্র. ২৫৯৮, ই.ফা. ২৫১০)

১৬/৫৬. بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرِبٌ فَقَتَلَهُ

৫৬/১৪. অধ্যায় : অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে

২৮০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعِ بِنْتَ النَّبِيِّ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سَرَّاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْحِجَةِ صَبْرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِئَانٌ فِي الْحِجَةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى

২৮০৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। উম্মু রুবাযি বিনতে বারা, যিনি হারিস ইবনু সুরাকার মা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকট এসে বলেন, 'হে আল্লাহর নাবী! আপনি হারিসাহ (রাঃ) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রাঃ) বাদারের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবার করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকবো।' আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস পেয়ে গেছে।' (৩৯৮২, ৬৫৫০, ৬৫৬৭) (আ.প্র. ২৫৯৯, ই.ফা. ২৬১১)

১০/৫৬. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

৫৬/১৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে।

২৮১০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدَّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৮১০. আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।' (১২৩) (মুসলিম ৩৩/৪২ হাঃ ১৯০৪, আহমাদ ১৯৬১৩) (আ.প্র. ২৬০০, ই.ফা. ২৬১২)

১৬/০৬. بَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/১৬. অধ্যায় : আল্লাহর পথে যার দু'টি পা ধূলি-মলিন হয়।

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيطُ الْكَفَّارَ وَلَا يَتَالَوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (التوبة : ১২০)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মাদীনাহুসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মক্কাবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহর রসূলের সঙ্গে ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া, রসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রু পক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক 'আমাল লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। (আত্ তাওবাহ ১২০)

২৮১১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

২৮১১. 'আবদুর রাহমান ইব্নু জাবর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পা ধূলায় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমন হয় না।' (৯০৭) (আ.প্র. ২৬০১, ই.ফা. ২৬১৩)

১৭/০৬. بَابُ مَسْحِ الْعَبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/১৭. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় মাথায় ধূলা লাগলে তা মুছে ফেলা।

২৮১২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِّي نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ اثْنِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَأَتَيْتَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَأَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَيْلَ الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ لَيْلَةٍ وَكَانَ عَمَارٌ يَنْقُلُ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْعُبَارَ وَقَالَ وَنَحْ عَمَارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَارُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ

২৮১২. 'ইকরিমাহ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) তাকে ও 'আলী ইব্নু 'আবদুল্লাহকে বলেছিলেন যে, তোমরা আবু সা'ঈদ (رضي الله عنه)-এর নিকট যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। অতঃপর আমরা তার নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই বাগানে পানি সেচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকোর সঙ্গে লাগিয়ে বসে বললেন, মাসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর 'আম্মার (رضي الله عنه) দু' দু'টি করে বহন করছিল।

সে সময় নাবী (ﷺ) তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছলেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে ('আম্মার) (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। (৪৪৭) (আ.প্র. ২৬০২, ই.ফা. ২৬১৪)

১৮/০৬. بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

৫৬/১৮. অধ্যায় : যুদ্ধের এবং ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা।

২৮১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَنَرِيْلٌ وَقَدْ غَضِبَ رَأْسُهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৮১৩. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিবরীল (রাঃ) তাঁর নিকট এলেন, আর তাঁর মাথায় পত্রির মত ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন অথচ আল্লাহর কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানু কুরায়যার প্রতি ইশারা করে বললেন, এদিকে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। (৪৬৩) (আ.প্র. ২৬০৩, ই.ফা. ২৬১৫)

১৯/০৬. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫৬/১৯. অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার এ বাণী যাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তাদের মর্যাদা :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (আল عمران: ১৬৭-১৭১)

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা কখনও তাদের মৃত ধারণা কর না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। তারা পরিতুষ্ট তাতে যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে এবং তারা আনন্দ প্রকাশ করছে তাদের ব্যাপারে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের পেছনে রয়ে গেছে। কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহ লাভের জন্য। আর আল্লাহ তো মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। (আল 'ইমরান ১৬৯-১৭১)

২৮১৪. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابَ بَيْتْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِغْلٍ وَذُكْوَانٍ وَغُصَيَّةٍ غَضَّتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنَسُ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بَيْتْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قُرْآنُهُ ثُمَّ نُسِحَ بَعْدُ يَلْعَنُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

২৮১৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীক সহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সেই রি'ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দু'আ করেছিলেন এবং উসাইয়্যাহ গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, বীরে মাউনার নিকট শহীদ সহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো) “بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرْضِي عَنَّْا وَرَضِينَا عَنْهُ” “তোমরা আমাদের কাওমের নিকট এ খবর পৌছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।” (১০০১) (আ.প্র. ২৬০৪, ই.ফা. ২৬১৬)

২৮১৫. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, অতঃপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত লাভ করেন। সুফইয়ান (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হল : সেই দিনের শেষ প্রহরে? তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই। (৪০৪৪, ৪৬১৮) (আ.প্র. ২৬০৫, ই.ফা. ২৬১৭)

২০/৫৬. بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

৫৬/২০. অধ্যায় : শহীদের উপর ফেরেশতাদের ছায়া বিস্তার।

২৮১৬. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনি শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে ‘আমরের কন্যা বা ভগ্নি। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফেরেশতামণ্ডলী তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] সাদাকা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির (رضي الله عنه) কখনো সেটাও বলেছেন। (১২৪৪) (আ.প্র. ২৬০৬, ই.ফা. ২৬১৮)

২১/৫৬. بَابُ تَمَنِّي الْمَجَاهِدِ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا

৫৬/২১. অধ্যায় : পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার জন্য মুজাহিদদের কামনা।

২৮১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ

২৮১৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে। (২৭৯৫) (মুসলিম ৩৩/২৯ হাঃ ১৮৭৭, আহমাদ ১২২৭৫) (আ.প্র. ২৬০৭, ই.ফা. ২৬১৯)

২২/৫৬. بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

৫৬/২২. অধ্যায় : জান্নাত হল তলোয়ারের ঝলকানির তলে।

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَيْبُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِهِ رَبَّنَا مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَيْسَ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের জানিয়েছেন, আমাদেও প্রতিপালকের পয়গাম। আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জান্নাতে পৌছে গেল।

উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে বলেন, আমাদের শহীদগণ জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামবাসী নয়? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ।

২৮১৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. تَابَعَهُ الْأَوْسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ

২৮১৮. উমার ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আব্বন নাযর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) তাঁকে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারির ছায়া-তলেই জান্নাত।

উয়াইসী (রহ.) ইবনু আবু যিনাদ (রহ.)-এর মাধ্যমে মূসা ইবনু 'উকবাহ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে মু'আবিয়াহ ইবনু 'আমর (রহ.) আবু ইসহাক (রহ.)-এর মাধ্যমে মূসা ইবনু 'উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন। (২৮৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৭২৩৭) (মুসলিম ৩২/৬ হাঃ ১৭৪২, আহমাদ ১৯১৩৬) (আ.প্র. ২৬০৮, ই.ফা. ২৬২০)

২৩/৫৬. بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

৫৬/২৩. অধ্যায় : জিহাদের উদ্দেশে যে সন্তান চায়।

২৮১৭. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ زَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا طَوْفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ

يَأْتِي بِقَارِيصٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُمْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

২৮১৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, সুলায়মান ইবনু দাউদ (রাঃ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছেন নিরানব্বই জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত হব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সন্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত। (৩৪২৪, ৫২৪২, ৬৬৩৯, ৬৭২০, ৭৪৬৯) (আ.প্র. ২৬০৯, ই.ফা. ১৭৬৪ পরিচ্ছেদ)

২৫/০৬. بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُنَيْنِ

৫৬/২৪.. অধ্যায় : যুদ্ধে সাহসিকতা ও ভীরুতা।

২৮২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشَجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ نَحْرًا

২৮২০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মাদীনাহবাসীগণ একবার ভীত-শংকিত হয়ে পড়ল। নাবী (সঃ) ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমরা এটিকে সমুদ্রের মত পেয়েছি।

২৮২১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَةً مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمْرَةٍ فَخَطِفَتْ رِذَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطَوْنِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعَمًا لَقَسَمْتُ بِبَيْنِكُمْ ثُمَّ لَا تَحِدُونِي بِحَيْلٍ وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا

২৮২১. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সহাবী ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের নিকট নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর আটকে গেল। নাবী (সঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার নিকট যদি এই সব কাঁটাদার গাছের পরিমাণ বকরী থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না। (৩১৪৮) (আ.প্র. ২৬১১, ই.ফা. ২৬২২)

২৫/০৬. بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُنَيْنِ

৫৬/২৫. অধ্যায় : ভীরুতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

২৪২২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو سَمِعْتُ عُمَرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُمْ ذُبْرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَنِّ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أُرْدَالِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُضْعَبًا فَصَدَّقَهُ

২৪২২. 'আমর ইবনু মায়মুন আউদী (রহ.) হতে বর্ণিত। শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সা'দ (রাঃ) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সলাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, 'হে আল্লাহ! আমি ভীৰুতা, অতি বার্বক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শাস্তি থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।' রাবী বলেন, আমি মুস'আব (রাঃ)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এটির সত্যতা স্বীকার করেন। (৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০) (আ.প্র. ২৬১২, ই.ফা. ২৬২৩)

২৪২৩. حَدَّثَنَا يَقُولُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجَنِّ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২৪২৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীৰুতা ও বার্বক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।' (৪৭০৭, ৬৩৬৭, ৬৩৭১) (মুসলিম ৪৮/১৫ হাঃ ২৭০৬, আহমাদ ১২১১৪) (আ.প্র. ২৬১৩, ই.ফা. ২৬২৪)

২৬/০৬. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/২৬. অধ্যায় : যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

আবু 'উসমান (রহ.) তা সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন

২৪২৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالْيَقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ

২৪২৪. সাযিব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বলহা ইবনু 'উবায়দুল্লাহ, সা'দ, মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ এবং আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। আমি তাদের কাউকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনি নি। তবে ত্বলহা (রাঃ)-কে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি। (৪০৬২) (আ.প্র. ২৬১৪, ই.ফা. ২৬২৫)

২৭/০৬. بَابُ وَجُوبِ التَّغْيِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّجَّةِ

৫৬/২৭. অধ্যায় : জিহাদে গমন ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নির্যাতনের আবশ্যিকতা।

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ (التوبة: ১১-১২) الْآيَةُ وَقَوْلُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ (التوبة: ১৩) إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التوبة: ২৮-২৯)

আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, স্বল্প সরঞ্জামের সাথে কিংবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে; এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে ও নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং সফরও সহজ হত, তবে তারা অবশ্যই আপনার অনুগামী হত, কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ দীর্ঘ মনে হল। আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে : আমাদের সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আল্লাহ জানেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী। (আত তাওবাহ্ ৪১-৪২)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হল? যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়। তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।। (আত তাওবাহ্ ৩৮-৩৯)

وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ انْفِرُوا ثُبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে উল্লেখ রয়েছে, انْفِرُوا ثُبَاتٍ অর্থ হলো- বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। الثُّبَاتِ শব্দটির একবচন ثُبَةٌ অর্থ ক্ষুদ্র দল।

২৮২০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا

২৮২৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন বলেছিলেন, এই বিজয়ের পর আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যখনই তোমাদের বের হবার আহ্বান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে। (১৩৪৯) (আ.প্র. ২৬১৫, ই.ফা. ২৬২৬)

২৮/০৭. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدَ وَيُقْتَلُ

৫৬/২৮. অধ্যায় : কোন কাফির যদি কোন মুসলিমকে হত্যা করে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করতঃ দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হয়।

২৮২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْحِجَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

২৮২৬. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, দু'ব্যক্তিও ক্ষেত্রে আল্লাহ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবাহ কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে। (মুসলিম ৩৩/৩৫ হাঃ ১৮৯০, আহমাদ ৯৯৮৩) (আ.প্র. ২৬১৬, ই.ফা. ২৬২৭)

২৮২৭. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخِيرُ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهَمَ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ لَا تُسْهِمُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلٌ أَثْنِ قَوْفٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ وَأَعَجَبًا لِيُوْبِرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قُدُومِ صَّانٍ يَنْعَى عَلَيَّ قَتَلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهَيِّ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَسْهِمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمَ لَهُ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيدِيُّ هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ

২৮২৭. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমাকেও অংশ দিন।' তখন সা'ঈদ ইব্নু 'আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! তাকে অংশ দিবেন না।' আবু হুরাইরাহ (رضি) বললেন, সে তো ইব্নু কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সা'ঈদ ইব্নু 'আসের পুত্র বললেন, 'যান' পাহাড়ের নিম্নদেশ থেকে আমাদের নিকট আগত বিড়াল মাশি জন্তুটি, তার কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেননি। 'আব্বাস (رضি) বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমার জানা নেই। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, আমাকে সা'ঈদী (রহ.) তার দাদার মাধ্যমে আবু হুরাইরাহ (রহ.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহ.) বলেন, সা'ঈদী হলেন, 'আমর ইব্নু ইয়াহইয়া ইব্নু সা'ঈদ ইব্নু 'আমর ইব্নু সা'ঈদ ইব্নু 'আস। (৪২৩৭, ৪২৩৮, ৪২৩৯) (আ.প্র. ২৬১৭, ই.ফা. ২৬২৮)

২৭/৫৭. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

৫৬/২৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রগণ্য করে।

২৮২৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

২৮২৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহা ব্যতীত তাকে কখনো সিয়াম বাদ দিতে দেখিনি। (আ.প্র. ২৬১৮, ই.ফা. ২৬২৯)

৩০/৫৭. بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعَ سِوَى الْقَتْلِ

৫৬/৩০. অধ্যায় : নিহত হওয়া ব্যতীতও সাত ধরনের শাহাদাত আছে।

২৮২৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُبَيْحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَذْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৮২৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, পাঁচ প্রকার মৃত শহীদ : মহামারীতে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, ধ্বংসস্থাপে চাপা পড়ে মৃত এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো। (৬৫৩) (আ.প্র. ২৬১৯, ই.ফা. ২৬৩০)

২৮৩০. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৮৩০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত। (৫৭৩২) (মুসলিম ৩৩/৫১ হাঃ ১৯১৬, আহমাদ ১২৫২১) (আ.প্র. ২৬২০, ই.ফা. ২৬৩১)

৩১/৫৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৫৬/৩১. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: ৭০-৭১)

গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদেরও কোন সঙ্গত ওয়র নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কও-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের

পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদ্দের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আন-নিসা ৯৫-৯৬)

২৮৩১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** (النساء: ৯০) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَفِيفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ صَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ** (النساء: ৯০)

২৮৩১. বারা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যায়দ رضي الله عنه কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্তুর একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইবনু উম্মু মাকতুম জিহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ** আয়াতটি নাযিল হল। (৪৫৯৩, ৪৫৯৪, ৪৯৯০) (মুসলিম ৩৩/৪০ হাঃ ১৮৯৮,) (আ.প্র. ২৬২১, ই.ফা. ২৬৩২)

২৮৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الرَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَلَ عَلَيْهِ **لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (النساء: ৯০) قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمْلِئُهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقُلْتُ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرَضَّ فَخِذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ **غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ**

২৮৩২. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইবনু হাকামকে মাসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম। অতঃপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবনু সাবিত رضي الله عنه তাঁকে জানিয়েছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত, “মুসলিমদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়” (আন-নিসা : ৯৫) যখন তাকে দিয়ে লিখেছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইবনু উম্মু মাকতুম رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।’ সে সময় আল্লাহ তা’আলা তাঁর রসূল ﷺ-এর উপর ওয়াহী নাযিল করেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার নিকট এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাবার আশংকা করছিলাম। অতঃপর ওয়াহী অবতীর্ণ হবার অবস্থা দূর হল, এ সময় **غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ** আয়াতটি আল্লাহ নাযিল করেন। (৪৫৯২) (আ.প্র. ২৬২২, ই.ফা. ২৬৩৩)

৩২/৫৬. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

৫৬/৩২. অধ্যায় : যুদ্ধের সময় ধৈর্য অবলম্বন।

২৮৩৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

২৮৩৩. সালিম আবু নাযর (রহ.) হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) লিখে পাঠালেন, আর আমি তাতে পড়লাম যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্য অবলম্বন করবে। (২৮১৮) (আ.প্র. ২৬২৩, ই.ফা. ২৬৩৪)

৩৩/৫৬. بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الْقِتَالِ

৫৬/৩৩. অধ্যায় : জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (الأنفال: ৬৫)

আল্লাহ তাআলার বাণী : (জিহাদের জন্য মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করণ) (আল-আনফাল : ৬৫)।

২৮৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَمِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ :

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَغِيرِ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ

نَحْنُ الَّذِينَ بَاتِعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

২৮৩৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) খন্দকের দিকে বের হলেন, হিম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরিখা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন,

হে আল্লাহ! গতিকায়ে আয়েশ হচ্ছে আখেরাতের আয়েশ। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।

এর উত্তরে তারা বলে উঠেন :

আমরা তারাই যারা মুহাম্মাদের হাতে বায়'আত করেছি জিহাদের, যদিও আমরা বেঁচে আছি।

(২৮৩৫, ২৯৬১, ৩৭৯৫, ৩৭৯৬, ৪০৯৯, ৪১০০, ৬৪১৩, ৭২০১) (মুসলিম ৩২/৪৪ হাঃ ১৮০৫, আহমাদ ১২৭৩২) (আ.প্র. ২৬২৪, ই.ফা. ২৬৩৫)

৩৬/৫৬. بَابُ حَقْرِ الْخُنْدَقِ

৫৬/৩৪. অধ্যায় : পরিখা খনন করা।

২৮৩০. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ الْخُنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا وَاللَّيْلِ رضي الله عنه يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ * فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

২৮৩৫. আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মাদীনাহর পাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং তারা পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়'আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যদি আমরা বেঁচে থাকি। আর নাবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেন :

হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন। (২৮৩৪) (আ.প্র. ২৬২৫, ই.ফা. ২৬৩৬)

২৮৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

২৮৩৬. বারা' رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না। (২৮৩৭, ৩০৩৪, ৪১০৪, ৪১০৬, ৬৬২০, ৭২৩৬) (আ.প্র. ২৬২৬, ই.ফা. ২৬৩৭)

২৮৩৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنِي سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

إِنْ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْنَا

২৮৩৭. বারা' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (হে আল্লাহ্) :

আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না;

সদাকাহ দিতাম না এবং সলাত আদায় করতাম না।

তাই আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন।

যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন।

ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

তারা যখনই কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

(২৮৩৬) (মুসলিম ৩২/৪৪ হাঃ ১৮০৩, আহমাদ ১৮৫৩৮) (আ.প্র. ২৬২৭, ই.ফা. ২৬৩৮)

৩০/৫৬. بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُدْرُ عَنْ الْعَزْوِ

৫৬/৩৫ অধ্যায় : ওযর যাকে জিহাদে গমন করতে বাধা দান করে।

২৮৩৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৩৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধ থেকে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছি। (২৮৩৯, ৪৪২৩) (আ.প্র. ২৬২৮, ই.ফা.)

২৮৩৯. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْيَدِينَةِ خَلَقْنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلُ أَصْحَ

২৮৩৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু ব্যক্তি মাদীনাহয় আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, তাদের সঙ্গে ব্যতীত। ওযরই তাদের বাধা দিয়েছে। (২৮৩৮) (আ.প্র. ২৬২৯, ই.ফা. ২৬৩৯)

৩৬/৫৬. بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৩৬. অধ্যায় : আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় সিয়াম পালনের ফাযীলাত।

২৮৪০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا الثُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

২৮৪০. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন। (মুসলিম ১৩/৩১ হাঃ ১১৫৩, আহমাদ ১১৭৯০) (আ.প্র. ২৬৩০, ই.ফা. ২৬৪০)

৩৭/৫৬. بَابُ فَضْلِ التَّقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৩৭. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফাযীলাত।

২৮৪১- حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلَّ خَزَنَةٍ بَابٍ أَيْ قُلْ هَلُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا رُجُؤَ أَنْ تَكُونُ مِنْهُمْ

২৮৪১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজায় প্রহরী তাকে ডাক দিবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নাবী (ﷺ) বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (১৮৯৭) (মুসলিম ১২/২৭ হাঃ ১০২৭, আহমাদ ৭৬৩৭) (আ.প্র. ২৬৩১, ই.ফা. ২৬৪১)

২৮৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأَ بِأَحَدَاهُمَا وَتَنَّى بِالْأُخْرَى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا يُوحَى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّخْصَاءَ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ أَيُّهَا أَوْخَيْرُ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا يَنْثَبُ الرِّبْعُ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَهُ الْخَضِرُ كُلَّمَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسُ فَتَلَطَّتْ وَبَالَثَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَبِعَمِّ صَاحِبِ الْمُسْلِمِ لَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكْلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮৪২. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মিস্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের দরজা খুলে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে?' নাবী (ﷺ) নীরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুখের ঘাম মুছে বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তা কী কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ পশুকে ধ্বংস অথবা ধ্বংসের মুখে নিয়ে আসে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, অতঃপর রোদ পোহায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, অতঃপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চয়ই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর মত যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (৯২১) (আ.প্র. ২৬৩২, ই.ফা. ২৬৪২)

৩৮/০৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَرَ غَارِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِحَيْرٍ

৫৬/৩৮. অধ্যায় : সৈনিককে আসবাব সজ্জিত করার কিংবা তার রেখে যাওয়া পরিবারের কল্যাণ করার ফাযীলাত।

২৮১৩. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَرَ غَارِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِحَيْرٍ فَقَدْ غَرَا

২৮৪৩. যায়দ ইবনু খালিদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল। (মুসলিম ৩৩/৩৮ হাঃ ১৮৯৫, আহমাদ ১৭০৩৬) (আ.প্র. ২৬৩৩, ই.ফা. ২৬৪৩)

২৮১১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قِيلَ أَخُوهَا مَعِي

২৮৪৪. আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাদীনাহুয় উম্মু সুলাইম ছাড়া কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না তাঁর স্ত্রীদের ব্যতীত। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘উম্মু সুলাইমের ভাই আমার সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই। (মুসলিম ৪৪/১৯ হাঃ ২৪৫৫) (আ.প্র. ২৬৩৪, ই.ফা. ২৬৪৪)

৩৯/০৬. بَابُ التَّحْنُطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

৫৬/৩৯ অধ্যায় : যুদ্ধের সময় সুগন্ধির ব্যবহার।

২৮১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَى أَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنُّطُ فَقَالَ يَا عَمَّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ قَالَ الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنُّطُ يَغْنِي مِنَ الْحُوطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِثَسٍّ مَا عَوَدْتُمْ أَفْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

২৮৪৫. মুসা ইবনু আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইবনু কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখল?’ তিনি বললেন, ‘ভাতিজা, এখনই যাব।’ অতঃপর তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে যাও। যাতে আমরা শত্রুর মুখোমুখি

লড়তে পারি। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা কখনো এরূপ করিনি। কত নিকৃষ্ট তা যা তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অভ্যস্ত করেছ।' হাম্মাদ (রহ.) সাবিত (রহ.) সূত্রে আনাস (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ২৬৩৫, ই.ফা. ২৬৪৫)

৫০/৫৬. بَابُ فَضْلِ الظَّلِيلَةِ

৫৬/৪০. অধ্যায় : দুশমনের তথ্যানুসন্ধানী দলের ফাযীলাত।

২৮৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الرَّبِيزُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الرَّبِيزُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَ الرَّبِيزِ

২৮৪৬. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'কে আমাকে শত্রু পক্ষের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রাঃ) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমার শত্রু পক্ষের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবাইর (রাঃ) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' অতঃপর নাবী (রাঃ) বললেন, 'প্রত্যেক নাবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।' (২৮৪৭, ২৯৯৭, ৩৭১৯, ৪১১৩, ৭২৬১) (মুসলিম ৪৪/৬ হাঃ ২৪১৫, আহমাদ ১৪৬৩৯) (আ.প্র. ২৬৩৬, ই.ফা. ২৬৪৬)

৫১/৫৬. بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الظَّلِيلَةُ وَحْدَهُ

৫৬/৪১. অধ্যায় : একজন তথ্যানুসন্ধানী পাঠানো যায় কি?

২৮৫৭. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الرَّبِيزُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الرَّبِيزُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الرَّبِيزُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَ الرَّبِيزِ بَنُ الْعَوَامِ

২৮৪৭. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) লোকদের ডাক দিলেন। সদাকাহ (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর (রাঃ) তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহ্বান করলেন, এবারও যুবাইর (রাঃ) সাড়া দিলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) পুনরায় লোকদের ডাক দিলেন। এবারও কেবল যুবাইর (রাঃ) সাড়া দিলেন। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, 'প্রত্যেক নাবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাঃ)।' (২৮৪৬) (আ.প্র. ২৬৩৭, ই.ফা. ২৬৪৭)

৫২/৫৬. بَابُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ

৫৬/৪২. অধ্যায় : দু'জনের সফর।

২৮৫৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبِي إِذْنَا وَأَقِيمْنَا وَلْيُؤَمِّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

২৮৪৮. মালিক ইবনু হুয়ায়রিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামত করবে। (৬২৮) (আ.প্র. ২৬৩৮, ই.ফা. ২৬৪৮)

১৩/০৭. بَابُ الْحَيْلِ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৫৬/৪৩. অধ্যায় : ঘোড়ার কপালের কেশদামে কল্যাণ বিধিবদ্ধ আছে কিয়ামাত অবধি।

২৮৪৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৪৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ আছে কিয়ামত অবধি। (৩৬৪৪) (মুসলিম ৩৩/২৬ হাঃ ১৮৭১, আহমাদ ৪৬১৬) (আ.প্র. ২৬৩৯, ই.ফা. ২৬৪৯)

২৮৫০. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ تَابِعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُثَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

২৮৫০. 'উরওয়াহ ইবনু জা'দ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ আছে। সুলাইমান (রহ.) শুবা (রহ.) সূত্রে 'উরওয়াহ ইবনু আবুল জা'দ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ (রহ.).....উরওয়া ইবনু আবু জা'দ (রহ.) হতে। (২৮৫২, ৩১১৯, ৩৬৪৩) (আ.প্র. ২৬৪০, ই.ফা. ২৬৫০)

২৮৫১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي تَوَاصِي الْحَيْلِ

২৮৫১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ দামে বরকত আছে। (৩৬৪৫) (মুসলিম ৩৩/২৬ হাঃ ১৮৭৩, আহমাদ ১২৭৫১) (আ.প্র. ২৬৪১, ই.ফা. ২৬৫১)

১৪/০৭. بَابُ الْجِهَادِ مَا ضَمَّ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৫৬/৪৪ অধ্যায় : জিহাদ চলতে থাকবে সৎ বা অসৎ লোকের নেতৃত্বে। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ দামে কল্যাণ বিধিবদ্ধ আছে কিয়ামাত অবধি।

২৮৫২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ غَامِرٍ حَدَّثَنَا غُرْوَةُ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৮৫২. 'উরওয়াহ বারিকী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনীমতের মাল। (২৮৫০) (মুসলিম ৩৩/২৬ হাঃ ১৮৭৩, আহমাদ ১৯৩৭২) (আ.প্র. ২৬৪২, ই.ফা. ২৬৫২)

১৫/০৬. بَابُ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ﴾ (الأنفال: ১০)

৫৬/৪৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহর বাণীঃ “যে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে।” (সূরা আল-আনফাল : ৫২)

২৮৫৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে। (আ.প্র. ২৬৪৩, ই.ফা. ২৬৫৩)

১৬/০৬. بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

৫৬/৪৬. অধ্যায় : ঘোড়া ও গাধার নাম রাখা।

২৮৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَخَشِيَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ فَرَكَبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجُرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاقِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاقَلُوهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَتَنَدِمُوا فَلَمَّا أَذْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رَجُلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا

২৮৫৪. আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সংগী সহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) ব্যতীত তার সঙ্গীরা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) গাধাটি দেখা মাত্রই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অস্বীকার করলে তখন আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশত আহার করেন। এতে তারা লজ্জিত হন। অতঃপর তারা যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের নিকট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সঙ্গে একটি পায়া আছে। নাবী (ﷺ) তা নিয়ে আহার করলেন। (২৮২১) (আ.প্র. ২৬৪৪, ই.ফা. ২৬৫৪)

২৪৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحِيفُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحِيفُ

২৮৫৫. সাহল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নাবী (ﷺ)-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন “লুখাইফ”। (আ.প্র. ২৬৪৫, ই.ফা. ২৬৫৫)

২৪৫১. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُمَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَذَرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْذِبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّمُوا

২৮৫৬. মু'আয (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। (৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩) (মুসলিম ১/১০ হাঃ ৩০, আহমাদ ২২০৫২) (আ.প্র. ২৬৪৬, ই.ফা. ২৬৫৬)

২৪৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرْعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرْعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৮৫৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক সময় মাদীনাহয় আতংক ছড়িয়ে পড়লে নাবী (ﷺ) আমাদের মানদুব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, 'আতংকের কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত (দ্রুতগামী) পেয়েছি।' (২৬২৭) (আ.প্র. ২৬৪৭, ই.ফা. ২৬৫৭)

১৭/০৬. بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

৫৬/৪৭. অধ্যায় : ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা বলা হয়।

২৪৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ

২৮৫৮. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিসে অকল্যাণ আছে : ঘোড়ায়, নারীতে ও বাড়িতে। (২০৯৯) (আ.প্র. ২৬৪৮, ই.ফা. ২৬৫৮)

২৮৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِی الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

২৮৫৯. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা আছে নারী, ঘোড়া ও বাড়িতে। (৫০৯৫) (মুসলিম ৩৯/৩৪ হাঃ ২২২৬,) (আ.প্র. ২৬৪৯, ই.ফা. ২৬৫৯)

১৮/০৬. بَابُ الْحَيْلِ لِثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَالْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ৮)

৫৬/৪৮. অধ্যায় : ঘোড়া তিন ধরনের মানুষের জন্য। আর আল্লাহ তাআলার বাণী : তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং আরো সৃষ্টি করবেন এমন বস্তু যা তোমরা জান না। (আন-নাহল ৮)

২৮৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طَبْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرِّوَضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَبْلَهَا فَاسْتَنْتَتْ شَرْقًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاهَا وَأَنَارَهَا حَسَنَاتٌ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فَخَرَّ وَرِثَاءَ وَنَوَاءَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَزْرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَمِيرِ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ৭-৮)

২৮৬০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার পুণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য পুণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর

আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থপূর্ণ এই একটি আয়াত ব্যতীত। (আল্লাহর বাণীঃ) কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সে তাও দেখতে পাবে।। (যিলযাল ৭-৮) (২৩৭১) (মুসলিম ১২/৬ হাঃ ৯৮৭, আহমাদ ৭৫৬৬) (আ.প্র. ২৬৫০, ই.ফা. ২৬৬০)

১৭/৫৬. بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

৫৬/৪৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জিহাদে অন্যের পশুকে চাবুক মারে।

২৮৬। حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لَا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَعَجَلْ قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ أَتَبِيعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمْلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلَ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطَوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৮৬১. আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্নু আবুদদ্বাহ্ আনসারী (رضي الله عنه)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার নিকট কিছু বলুন। তখন জাবির (رضي الله عنه) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কোন এক সফরে তার সঙ্গে ছিলাম। আবু আকীল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না 'উমরাহ পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের নিকট তাড়াতাড়ি যেতে আত্মহী, তারা তাড়াতাড়ি যাও। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, অতঃপর আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিল। পশ্চিমধ্যে আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়লে নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি থাম। অতঃপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি হঠাৎ দ্রুত চলতে লাগল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর মাদীনাহুয় পৌঁছলে নাবী (ﷺ) সহাবীদের একদল সহ মাসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মাসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেঁধে রেখে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে উটটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। অতঃপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে, এগুলো জাবিরকে দাও। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই। (৪৪৩) (আ.প্র. ২৬৫১, ই.ফা. ২৬৬১)

৫০/৫১. بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّغْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

৫৬/৫০. অধ্যায় : অব্যাহত পশু এবং তেজী ঘোড়ায় আরোহণ করা।

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَجِيبُونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ

রাশিদ ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, সালফ সালেহীন তেজী ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন। কেননা সেগুলো খুব দ্রুতগামী ও খুব সাহসী।

٢٨٦٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كَانَ بِالدِّيْنَةِ فَرَسٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَنِّي طَلَحْتُ يَقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَسٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৮৬২. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মাদীনাহতে আতংক দেখা দিলে নাবী (সাঃ) আবু ত্বলহার মানদুব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন আতংক দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি। (২৬২৭) (আ.প্র. ২৬৫২, ই.ফা. ২৬৬২)

৫১/৫১. بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

৫৬/৫১. অধ্যায় : গনীমাতে ঘোড়ার অংশ।

وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَادِئِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلَا يُسْهِمُ

لِأَكْثَرِ مِنَ فَرَسٍ﴾ (النحل: ৮)

মালিক (রহ.) বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমাতে অংশ দেয়া হবে। আল্লাহর বাণী : “তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য।” (নাহল ৮) একাধিক ঘোড়া হলে এর কোন অংশ দেয়া হবে না।

٢٨٦٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا

২৮৬৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। (আ.প্র. ২৬৫৩, ই.ফা. ২৬৬৩)

৫২/৫১. بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْحَرْبِ

৫৬/৫২ অধ্যায় : যুদ্ধে যে ব্যক্তি অন্যের বাহনের পশু চালনা করে।

٢٨٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا أَفَرَزْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِينَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاءَ

وَأَنَا لَمَّا لَقَيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَنْهَرُوا فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقِرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْغَتِهِ الْبَيْضَاءُ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخِيذُ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ:
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২৮৬৪. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'এক ব্যক্তি বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ)-কে বলল, আপনারা কি হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) বলেন, কিন্তু আল্লাহর রসূল (ﷺ) পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সূদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা-সামনি যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। তখন মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হল। তখন শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফইয়ান (রাঃ) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলছেন,

'আমি মিথ্যা নাবী নই,

আমি 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

(২৮৭৪, ২৯৩০, ৩০৪২, ৪৩১৫, ৪৩১৬, ৪৩১৭) (আ.প্র. ২৬৫৪, ই.ফা. ২৬৬৪)

৫৩/০৬. بَابُ الرِّكَابِ وَالْعَزْرِ لِلدَّابَّةِ

৫৬/৫৩. অধ্যায় : বাহনের পশুর ও পা-দানি সম্পর্কে।

২৮৬৫. হাদীস: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْعَزْرِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
২৮৬৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) সাওয়ার হয়ে পা-দানিতে পা রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল-হুলাইফা মাসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন। (১৬৬) (আ.প্র. ২৬৫৫, ই.ফা. ২৬৬৫)

৫৬/০৬. بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرِّيِّ

৫৬/৫৪. অধ্যায় : গদিবিহীন অশ্বোপরি আরোহণ।

২৮৬৬. হাদীস: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ عُرِّيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ

২৮৬৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে হাজির হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল তলোয়ার। (২৬২৭) (আ.প্র. ২৬৫৬, ই.ফা. ২৬৬৬)

৫০/০৬. بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

৫৬/৫৫. অধ্যায় : ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া।

২৮৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَعُوا مَرَّةً فَرَكَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبْنِ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطُفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى

২৮৬৭. আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, একবার মাদীনাহাবাসীগণ আতংকিত হয়ে পড়লে নাবী ﷺ আবু তুলহা رضي الله عنه-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি। এরপর ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না। (২৬২৭) (আ.প্র. ২৬৫৬, ই.ফা. ২৬৬৭)

০৬/০৬. بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْحَيْلِ

৫৬/৫৬. অধ্যায় : ঘোড়দৌড়

২৮৬৮. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضَمِرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْخَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْعٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْخَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْعٍ مِيلٌ

২৮৬৮. ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বের জন্য হাফয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণহীন অশ্বের জন্য সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মাসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন প্রতিযোগী ছিলাম। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, হাফয়া থেকে সানিয়াতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মাসজিদের দূরত্ব এক মাইল। (৪২০) (আ.প্র. ২৬৫৭, ই.ফা. ২৬৬৮)

০৬/০৬. بَابُ إِضْمَارِ الْحَيْلِ لِلْسَّبْقِ

৫৬/৫৭ অধ্যায় : প্রতিযোগিতার জন্য অশ্বের প্রশিক্ষণ।

২৮৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْعٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَمْدًا غَايَةً ﴿قُطِلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ﴾ (الحديد: ১৬)

২৮৬৯. 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মাসজিদ পর্যন্ত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী (রহ.)) বলেন, অম্দা এর অর্থ সীমা। (৪২০) (আ.প্র. ২৬৫৮, ই.ফা. ২৬৬৯)

০৮/০৮. بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْحَيْلِ الْمُضْمَرَّةِ

৫৬/৫৮. অধ্যায় : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বেও দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা।

২৮৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفِيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثِنْتِيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتَّةَ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةً وَسَبَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثِنْتِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَأَلَ فِيهَا

২৮৭০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফিয়া থেকে শুরু হত এবং সানিয়্যাতুল বিদায় শেষ হত। (রাবী আবু ইসহাক (রহ.) বলেন), আমি মুসা (রাঃ)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়্যাতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বানু যুরাইকের মাসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যে দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার তদ্রূপ। ইবনু 'উমার (রাঃ) এতে প্রতিযোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৪২০) (আ.প্র. ২৬৫৯, ই.ফা. ২৬৭০)

০৯/০৮. بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৬/৫৯ অধ্যায় : নাবী (রাঃ)-এর উষ্ট্রী প্রসঙ্গে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرْذَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ عَلَى الْقَضَوَاءِ وَقَالَ الْمِسُورُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَّاتِ الْقَضَوَاءِ
ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, নাবী (রাঃ) উসামাকে কাসওয়া নামী উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পিছনে বসান। মিসওয়ার (রহ.) বলেন, নাবী (রাঃ) বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া কখনো অবাধ্য হয়নি।
২৮৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ يَقُولُ
كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ

২৮৭১. আনাস (রহ.) হতে বর্ণিত যে, নাবী (রাঃ)-এর একটি উষ্ট্রী ছিল যেটিকে আযবা বলা হত। (২৮৭২) (আ.প্র. ২৬৬০, ই.ফা. ২৬৭১)

২৮৭২. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسَبِّقُ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ تُسَبِّقُ فَجَاءَ أَغْرَابِي عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ طَوْلُهُ مُوسَى عَنْ حَمَادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ

২৮৭২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর ‘আযবা নামের একটি উষ্ট্রী ছিল। কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে পারত না। হুমাইদ (রহ.) বলেন, কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে সক্ষম হতো না। একদা এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলিমদের মনে কষ্ট হল। এমনকি নাবী (সঃ)-ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর নিয়ম এই যে, ‘দুনিয়ার সব কিছুই উত্থানের পর পতন আছে।’ (২৮৭১) (আ.প্র. ২৬৬১, ই.ফা. ২৬৭২)

৬০/৬১. بَابُ الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

৫৬/৬০. অধ্যায় : গর্দভের পিঠে সাওয়ার অবস্থায় যুদ্ধ।

৬১/৬১. بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ

৫৬/৬১. অধ্যায় : নাবী (সঃ)-এর সাদা খচ্চর।

قَالَ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

আনাস (রাঃ) তা বর্ণনা করেছেন। আবু হুমাইদ (রহ.) বলেন, আয়লার শাসক নাবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দিয়েছিলেন

২৮৭৩. حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَو بْنَ

الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

২৮৭৩. আমার ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) তাঁর সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সামগ্রী ও সামান্য ভূমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সদাকাহ স্বরূপ ছেড়ে যান। (২৭৩৯) (আ.প্র. ২৬৬২, ই.ফা. ২৬৭৩)

২৮৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ

قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ وَلَى سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২৮৭৪. বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু ‘উমারাহ! আপনারা হুনায়েনের দিন পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, না। নাবী (সঃ) কখনো পলায়ন করেননি বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কতিপয় ব্যক্তি হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নাবী (সঃ) তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবু সুফইয়ান ইবনু হারিস (রাঃ) এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নাবী (সঃ) বলেছিলেন, আমি মিথ্যা নাবী নই, আমি ‘আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।’ (২৮৬৪) (আ.প্র. ২৬৬৩, ই.ফা. ২৬৭৪)

৬৭/৫৬. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

৫৬/৬২ অধ্যায় : নারীদের জিহাদ ।

২৮৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحُجُّ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِذَا

২৮৭৫. উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ।' 'আবদুল্লাহ ইবনু অলীদ বলেছেন, সুফইয়ান (রা.হতে) এ সম্পর্কে আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। (১৫২০) (আ.প্র. ২৬৬৪, ই.ফা. ২৬৭৫)

২৮৭৬. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِذَا وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نَعَمْ الْجِهَادُ الْحُجُّ

২৮৭৬. উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ রা.হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট তাঁর স্ত্রীগণ জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো হাজ্জ। (১৫২০) (আ.প্র. ২৬৬৫, ই.ফা. ২৬৭৬)

৬৮/৫৬. بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

৫৬/৬৩. অধ্যায় : নৌ যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ ।

২৮৭৭-২৮৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَرَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَأَتَتْهَا عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي يَزْكُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلَهُمْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلُ أَوْ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَسْتَ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرْظَةَ فَلَمَّا فَكَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَفَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

২৮৭৭-২৮৭৮. আনাস (রা.হতে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মিলহানের কন্যার নিকট গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্রাম করলেন। অতঃপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান (রা.হতে)-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন হাসছেন?' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের উপমা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের মত। মিলহান (রা.হতে)-এর কন্যা

২৮৮০. আনাস (আনাস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্লেখের যুদ্ধে সহাবীগণ নাবী (নাবী) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, 'আয়িশাহ বিন্তে আবু বাকর ও উস্মু সুলাইম (উস্মু সুলাইম) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের গহনা দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই

٦٦/٥٦. بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقَرَبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْعَزْوِ

٢٨٨١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَغِي مِرْطَ جَدِّ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمْ كُلُّهُنَّ بِنْتُ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ أَمْ سَلِيطٌ أَحَقُّ وَأَمْ سَلِيطٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْفَرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزْفِرُ تَخْطُ

٦٧/٥٦. بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجُرْحَى فِي الْعَزْوِ

٢٨٨٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُقْصِلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوِيذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

٦٨/٥٦. بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجُرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٨٨٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ قَالَتْ كُنَّا نَعْرِضُ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

২৮৮৩. রুবাইয়ি' বিনু মু'আব্বিয (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয়ে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মাদীনাহুয় ফেরত পাঠাতাম।' (২৮৮২) (আ.প্র. ২৬৭১, ই.ফা. ২৬২৮)

৬৭/৫৬. بَابُ تَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

৫৬/৬৯. অধ্যায় : দেহ হতে তীর বহিকরণ।

২৮৮৪. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যুদ্ধে) আবু 'আমিরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলো, আমি তাঁর নিকট গেলাম। আবু 'আমির (رضي الله عنه) বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে তাথেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'হে আল্লাহ! আবু 'আমির 'উবায়দকে ক্ষমা করুন।' (৪৩২৩, ৬৩৮৩) (আ.প্র. ২৬৭২, ই.ফা. ২৬৮৩)

৭০/৫৬. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৭০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে প্রহরা দান।

২৮৮৫. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে) আল্লাহর রসূল (ﷺ) জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মাদীনাহুয় এলেন এই আকাঙক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? ব্যক্তিটি বলল, আমি সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তখন নাবী (ﷺ) ঘুমিয়ে গেলেন। (৭২৩১) (মুসলিম ৪৪/৫ হাঃ ২৪১০, আহমাদ ২৫১৪৭) (আ.প্র. ২৬৭৩, ই.ফা. ২৬৮৪)

২৮৮৬. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে) আল্লাহর রসূল (ﷺ) জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মাদীনাহুয় এলেন এই আকাঙক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? ব্যক্তিটি বলল, আমি সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তখন নাবী (ﷺ) ঘুমিয়ে গেলেন। (৭২৩১) (মুসলিম ৪৪/৫ হাঃ ২৪১০, আহমাদ ২৫১৪৭) (আ.প্র. ২৬৭৩, ই.ফা. ২৬৮৪)

২৮৮৭. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে) আল্লাহর রসূল (ﷺ) জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মাদীনাহুয় এলেন এই আকাঙক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? ব্যক্তিটি বলল, আমি সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তখন নাবী (ﷺ) ঘুমিয়ে গেলেন। (৭২৩১) (মুসলিম ৪৪/৫ হাঃ ২৪১০, আহমাদ ২৫১৪৭) (আ.প্র. ২৬৭৩, ই.ফা. ২৬৮৪)

২৮৮৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সত্ত্বষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসত্ত্বষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাঈল এবং মুহাম্মাদ ইব্নু জুহাদা, আবু হুসাইনের মাধ্যমে আল্লাহর রসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌছাননি। (২৮৮৭, ৬৪৩৫) (ই.ফা. ২৬৮৫ প্রথমাংশ)

২৮৮৭. وَزَادَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ طَوْنِي لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعَيْنَانِ قَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَّتْ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

২৮৮৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে আমাদের অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সত্ত্বষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসত্ত্বষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল উক্ক খুস্ক এবং পা ধূলি মলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না।

وَقَالَ فَتَعَسَّا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَاتَّعَسَهُمُ اللَّهُ طَوْنِي فُعِلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ بَاءٌ حُوْلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ

فُعِلَ... অর্থ উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক। فَاتَّعَسَهُمُ اللَّهُ বলা হয় فَتَعَسَّا এর কাঠামোতে গঠিত। মূলত طَيِّبٌ ছিল। وَوَاوِ কে بَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। (২৮৮৬) (আ.প্র. ২৬৭৪, ই.ফা. ২৬৮৫ শেষাংশ)

৭১/৫৬. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْعَزْوِ ৫৬/৭১. অধ্যায় : যুদ্ধে খিদমাতের ফাযীলাত।

২৮৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَاتِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيرُ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ

২৮৮৮. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি জারীর ইব্নু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খিদমাত করতেন। যদিও তিনি আনাস (رضي الله عنه)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (رضي الله عنه) বলেন, আমি আনসারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার কারণে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি। (মুসলিম ৪৪/৪৫ হাঃ ২৫১৩) (আ.প্র. ২৬৭৫, ই.ফা. ২৬৮৬)

২৮৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُظَلِّ بْنِ حَنْطَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَا بَتْنَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

২৮৮৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়ে তাঁর খিদমত করছিলাম। যখন নাবী (রাঃ) সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহদ পর্বত তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, ‘এই পর্বত আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।’ অতঃপর তিনি হাত দ্বারা মাদীনাহর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম (রাঃ) যেমন মাক্কাহকে হারাম বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মাদীনাহ)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সা’ ও মুদে বরকত দান করুন।’ (৩৭১) (আ.প্র. ২৬৭৬, ই.ফা. ২৬৮৭)

২৮৯০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا غَاصِمٌ عَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكَسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

২৮৯০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে আল্লাহর নাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের দেখাশুনা করছিল, খিদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, ‘যারা সওম পালন করে নি তারাই আজ সাওয়াব নিয়ে গেল।’ (মুসলিম ১৩/১৬ হাঃ ১১১৯) (আ.প্র. ২৬৭৭, ই.ফা. ২৬৮৮)

৭২/০৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

৫৬/৭২. অধ্যায় : সফর-সঙ্গীর দ্রব্যাদি বহনের ফাযীলাত।

২৮৯১. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ تَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعَيَّنُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلَّ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ

২৮৯১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (রাঃ) বলেছেন, ‘শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সদাকাহ রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীতে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেয়া সদাকাহ। উত্তম কথা বলা ও সলাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সদাকাহ এবং রাস্তা বাতলিয়ে দেয়া সদাকাহ।’ (২৭০৭) (আ.প্র. ২৬৭৮, ই.ফা. ২৬৮৯)

৭৩/৫৬. بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৬/৭৩. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় একদিন প্রহরারত থাকার ফাযীলাত।

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ১০০)

মহান আল্লাহর বাণী : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর আর সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হবে। (আলু ইমরান ২০০)

২৪৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْعُدُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

২৮৯২. সাহল ইবনু সা'দ সাযি'দী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমিত জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম।' (২৭৯৪) (আ.প্র. ২৬৭৯, ই.ফা. ২৬৯০)

৭৪/৫৬. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

৫৬/৭৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি খিদমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে বালকদের নিয়ে যায়।

২৪৭৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبْنِي طَلْحَةَ التَّمِيسِ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرَدِّفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهِقٌ الْحُلْمُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجَنَنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حِمْيَرٍ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عُرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَيْعِرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَيَسْرَتَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَآبِتَيْنِ لَا بَتْنَهُمَا يَمِثُلُ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِينِهِمْ وَصَاعِهِمْ

২৮৯৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) আবু তুলহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর আবু তুলহা (رضي الله عنه) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতাম : 'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর নিকট সাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদুস্ সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সফিয়াহ (رضي الله عنها) হয়েয থেকে পবিত্র হন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) সেখানে তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। অতঃপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তুরখানে 'হায়সা' প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে সাফিয়ার বিয়ের ওয়ালিমা। অতঃপর আমরা মাদীনাহর দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সফিয়াহকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়া (رضي الله عنها) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মাদীনাহর নিকটবর্তী হলাম। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) উহদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। অতঃপর মাদীনাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (عليه السلام) মাক্কাহকে 'হারাম' ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।' (৩৭১) (আ.প্র. ২৬৮০, ই.ফা. ২৬৯১)

৭০/০৬. بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

৫৬/৭৫. অধ্যায় : সাগর যাত্রা।

২৮৯০-২৮৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو التَّعَنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَضْحَكُكَ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَيَقُولَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَتَرْوَجَ بِهَا عِبَادَةُ بَنِي الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرَيْبَتْ دَابَّةً لَتَرْكَبَهَا فَوَقَعَتْ فَأَنْدَقَتْ عَنْقَهَا

২৮৯৪-২৮৯৫. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হারাম (رضي الله عنها) আমাকে বলেছেন, একদা নাবী (ﷺ) তার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উম্মু হারাম (رضي الله عنها) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মাতের একদলের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমুদ্র সফর করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তাদের অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। তাকে তাঁর আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর জানোয়ারের নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়। (২৭৮৮, ২৭৮৯) (আ.প্র. ২৬৮১, ই.ফা. ২৬৯২)

৭৬/৫৬. بَابُ مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

৫৬/৭৬. অধ্যায় : দুর্বল ও সৎলোকদের (দু'আয়) উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَرَعَمْتُ ضُعَفَاءَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন যে, আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রোম সম্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী ব্যক্তি, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা-এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়।

২৮৯৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدُ ﷺ أَنَّهُ لَهُ فَضْلٌ عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

২৮৯৬. মুস'আব ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (رضي الله عنه)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, 'তোমরা দুর্বলদের (দু'আয়) ওয়াসীলায়ই সাহায্য প্রাপ্ত ও রিয়ক প্রাপ্ত হচ্ছ।' (৩৫৯৪, ৩৬৪৯) (আ.প্র. ২৬৮২, ই.ফা. ২৬৯৩)

২৮৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا زَمَانُ يَغْزُو فِتْنًا مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيَقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيَقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ

২৮৯৭. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সঙ্গে কি

নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। অতঃপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। অতঃপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞেস করা হবে, নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের সহচরদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, অতঃপর তাদের বিজয় দান করা হবে। অতঃপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নাবী(ﷺ)-এর সহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবি-তাবিঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।' (৩৫৯৪, ৩৬৪৯) (মুসলিম ৪৪/৫২ হাঃ ২৫৩২, আহমাদ ১১০৪১) (আ.প্র. ২৬৮৩, ই.ফা. ২৬৯৪)

৭৭/০৬. بَابُ لَا يَقُولُ فَلَانُ شَهِيدٌ

৫৬/৭৭. অধ্যায় : অমুক লোক শহীদ এ কথা বলবে না।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ

আবু হুরাইরাহ (رضি) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর পথে কে জিহাদ করছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আল্লাহই অধিক অবগত আছেন।

২৪৭৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْأَخْرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْرُ أَمِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرُ فَلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَدُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَيُّهَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَدُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২৮৯৮. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (رضি) হতে বর্ণিত যে, একবার আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ ভীষণ যুদ্ধ লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজ সৈন্যদলের নিকট ফিরে এলেন, মুশরিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশরিককে একাকী দেখলেই তার পশ্চাতে ছুটত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহল ইবনু সা'দ (رضি) বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, সে তো জাহান্নামের অধিবাসী হবে। একজন সহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে শীঘ্র চললে তিনিও

দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাঁট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী ব্যক্তিটি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে, তা শুনে সহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি ব্যক্তিটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। অতঃপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্র মৃত্যু কামনা করতে থাকে। অতঃপর তার তলোয়ারের বাঁট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন বললেন, ‘মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত ‘আমাল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামী হয় এবং তেমনি মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত ‘আমাল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী হয়।’ (৪২০৩, ৪২০৭, ৬৪৯৩, ৬৬০৭) (মুসলিম ১/৪৭ হাঃ ১১২, আহমাদ ২২৮৯৮) (আ.প্র. ২৬৮৪, ই.ফা. ২৬৯৫)

৭৮/৫৮. بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الرَّثِي

৫৬/৭৮ অধ্যায় : তীর চালনায় উৎসাহ দান।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال: ৬০)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের মধ্যে আছে অস্ত্রাদি ও অশ্ববাহিনী থেকে, এসব দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।” (আনফাল ৬০)

২৮৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ تَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

২৮৯৯. সালামাহ ইবনু আকওয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরন্দাজি চর্চা করছিল। নাবী (ﷺ) বললেন, হে বানু ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। নাবী বলেন, এ কথা শুনে দু’দলের এক দল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমাদের কী হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে আছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। (৩৩৭৩, ৩৫০৭) (আ.প্র. ২৬৮৫, ই.ফা. ২৬৯৬)

২৯০০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ عَنْ حَمْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا أَكْتُبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ

২৯০০. আবু উসাইদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বাদারের দিন বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নাবী (ﷺ) আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর চালনা করবে। আবু আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, أَكْتُبُوكُمْ এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়। (৩৯৮৪, ৩৯৮৫) (আ.প্র. ২৬৮৬, ই.ফা. ২৬৯৭)

৭৭/৫৬. بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَتَحْوَاهَا

৫৬/৭৯. অধ্যায় : বর্শা বা তদ্রূপ কিছু নিয়ে খেলাফ করা।

২৯০১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِزَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعَهُمْ يَا عُمَرُ وَزَادَ عَلَيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ

২৯০১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল হাবশী নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় 'উমার (رضي الله عنه) সেখানে এলেন এবং হাতে কঁকর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিষ্ক্ষেপ করলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হে 'উমার! তাদের করতে দাও। আলী.....মা'মার (রহ.) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মাসজিদে ঘটেছিল। (মুসলিম ৮/৪ হাঃ ৮৯৩, আহমাদ ৮০৮৬) (আ.প্র. ২৬৮৭, ই.ফা. ২৬৯৮)

৮০/৫৬. بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَرَسُّ بِتُرْسٍ صَاحِبِهِ

৫৬/৮০. অধ্যায় : ঢাল ও যে লোক তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে।

২৯০২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرَسُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّفِيِّ فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ

২৯০২. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবু তালহা (رضي الله عنه) ছিলেন একজন ভাল তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর ছুঁড়তেন, তখন নাবী (ﷺ) মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা নযর রাখতেন। (২৮৮০) (আ.প্র. ২৬৮৮, ই.ফা. ২৬৯৯)

২৯০৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَأَذِي وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَكَانَ عَلَيَّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَرِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمَ

২৯০৩. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে যখন নাবী (ﷺ)-এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে ভিজে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন 'আলী (رضي الله عنه) ঢালে ভরে ভরে পানি আনতেন এবং ফাতিমাহ (رضي الله عنها) ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন। যখন ফাতিমাহ (رضي الله عنها) দেখলেন যে, পানির চেয়ে রক্ত পড়া আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চটাই নিয়ে তা পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। (২৪৩) (আ.প্র. ২৬৮৯, ই.ফা. ২৭০০)

২৭০৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ يَحْيَى وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯০৪. 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলিমগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্পদ থেকে নাবী (ﷺ) তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং বাকী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন। (৩০৯৪, ৪০৩৩, ৪৮৮৫, ৫৩৫৭, ৫৩৫৮, ৬৭২৮, ৭৩০৫) (মুসলিম ৩২/১৫ হাঃ ১৭৫৭) (আ.প্র. ২৬৯০, ই.ফা. ২৭০১)

২৭০৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ﷺ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْذِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرُمُ فِدَاكَ أَيْنِي وَأُنِي

২৯০৫. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে সা'দ (رضي الله عنه) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।' (৪০৫৮, ৪০৫৯, ৬১৮৪) (মুসলিম ৪৪/৫ হাঃ ২৪১১, আহমাদ ১১৪৭) (আ.প্র. ২৬৯১, ই.ফা. ২৭০২)

৪১/০৬. بَابُ الدَّرَقِ

৫৬/৮১. অধ্যায় : চামড়ার ঢাল সম্পর্কিত।

২৭০৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْتَيَانِ بَغَاءَ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا عَقَلَ عَمْرُؤُهُمَا فَخَرَجَنَا

২৯০৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) আমার নিকট আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধের গৌরবগাঁথা গাচ্ছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবু বাকর (রাঃ) এলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূলের নিকট শয়তানের বাজনা? আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। অতঃপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমি বালিকা দু'টিকে খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। (৯৪৯) (ই.ফা. ২৭০৩ প্রথমংশ)

২৭০৭. قَالَتْ وَكَانَ يَوْمَ عَيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَسْتَهَيِّنُ تَنْظُرِينَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ خَذِي عَلَى خَذِيهِ وَيَقُولُ ذُونَكُمْ بَيْنِي أَرْفِدَةٌ حَتَّى إِذَا مِلْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخَذَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا عَقَلَ

২৯০৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানু আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও। আহমদ (রহ.) ইবনু ওয়াহব (রহ.) সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন। (৪৪৫) (আ.প্র. ২৬৯২, ই.ফা. ২৭০৩ শেষাংশ)

৪২/০৭. بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَغْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُتُقِ

৫৬/৮২. অধ্যায় : কোষে ও স্কন্ধে তরবারি বহন।

২৭০৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْحَبَرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبْنِي طَلْحَةَ غُرَبِيٍّ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ

২৯০৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সকল লোকের চেয়ে সুশ্রী ও সাহসী ছিলেন। এক রাতে মাদীনাহর লোকেরা ভীত হয়ে শব্দের দিকে বের হলো। তখন নাবী (ﷺ) তাঁদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের কারণ অনুবেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবু ত্বলহার জিন্‌বিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে তরবারি ছিল। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র। (২৬২৭) (মুসলিম ৪৩/১১ হাঃ ২৩০৭, আহমাদ ১২৭৪৪) (আ.প্র. ২৬৯৩, ই.ফা. ২৭০৪)

৮৩/৫৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ

৫৬/৮৩. অধ্যায় : তলোয়ার স্বর্ণ-রৌপ্যে খচিতকরণ।

২৯০৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِصَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَايِيُّ وَالْأَنْكُ وَالْحَدِيدُ

২৯০৯. আবু উমামাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন সব লোকদের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রৌপ্যে খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য খচিত। (আ.প্র. ২৬৯৪, ই.ফা. ২৭০৫)

৮৪/৫৬. بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

৫৬/৮৪. অধ্যায় : সফরে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামকালে তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

২৯১০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدَّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَا أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ تَحْدِيدِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَادْرَكْنَهُمُ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِصَاءُ فَزَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَبْطِلُونَ بِالشَّجَرِ فَزَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمَرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَبَيْنَمَا تَوَمَّهَ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَافًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ

২৯১০. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضি) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নাবী (ﷺ) ফিরে আসলে তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসলেন। তারা যখন কন্টকময় বৃক্ষরাজীতে আবৃত এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। আল্লাহর রসূল (ﷺ) সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। অতঃপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। তারপরও তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে। (২৯১৩, ৪১৩৪, ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯) (আ.প্র. ২৬৯৫, ই.ফা. ২৭০৬)

১০/৫৬. بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

৫৬/৮৫. অধ্যায় : শিরস্ত্রাণ পরিধান।

২৯১১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رِجْلَاهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَى يَمِينِكَ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلَزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ

২৯১১. সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে উহদের দিনে আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নাবী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতেমাহ (রাঃ) রক্ত ধুচ্ছিলেন আর 'আলী (রাঃ) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্ত পড়া বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর রক্ত পড়া বন্ধ হল। (২৪৩) (মুসলিম ৩২/৩৭ হাঃ ১৭৯০) (আ.প্র. ২৬৯৬, ই.ফা. ২৭০৭)

১৬/৫৬. بَابُ مَنْ لَمْ يَرْكَسِرِ السَّلَاحَ عِنْدَ الْمَوْتِ

৫৬/৮৬. অধ্যায় : কারো মৃত্যুকালে তার অস্ত্র বিনষ্ট করা যারা পছন্দ করে না

২৯১২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৯১২. 'আমর ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) কিছুই রেখে যাননি, কেবল তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও এক টুকরো জমি, যা সদাকাহ করে গিয়েছিলেন। (২৭৩৯) (আ.প্র. ২৬৯৭, ই.ফা. ২৭০৮)

১৭/৫৬. بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

৫৬/৮৭. অধ্যায় : দুপুরের বিশ্রামকালে ইমাম থেকে তফাতে যাওয়া এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা।

২৯১৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَيِّدَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَيِّدَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدَّوْلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَذْرَكْتُهُمُ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَزَلَّ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ

وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سِنْفِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ فُلْتُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَذَا هُوَ دَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

২৯১৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্রামের সময় হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটাদার প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটাদার বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নাবী (ﷺ) একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি, অথচ তিনি তার ব্যাপারে টের পাননি। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, এই ব্যক্তিটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঠিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে ব্যক্তি তলোয়ারটি খাপে রেখে দিল। আর এই সে ব্যক্তি, এখনো বসা, কিন্তু তিনি তার প্রতিশোধ নেননি। (২৯১০) (আ.প্র. ২৬৯৮, ই.ফা. ২৭০৯)

৮৮/৫৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

৫৬/৮৮ অধ্যায় : তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে।

وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়ার নীচে আমার রিয়ক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে।

২৭১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّظْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِي مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى جَمَارًا وَحِشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرْسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَتَوْا فَسَأَلَهُمْ رُحْمَهُ فَأَتَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمْوهَا اللَّهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّظْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

২৯১৪. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। মাক্কাহর পথে কোন এক স্থানে পৌছার পর আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি একটি বুনো গাধা দেখতে পান এবং তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীরা কেউ কেউ এর গোশত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তারা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর

নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহারের বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যায়িদ ইব্নু আসলাম (রহ.) আবু ক্বাতাদাহ (রা.) থেকে আবু নাযর (রা.)-এর মতই বুনো গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নাবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সঙ্গে তার কিছু গোশত আছে কি? (১৮২১) (আ.প্র. ২৬৯৯, ই.ফা. ২৭১০)

৮৭/০৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/৮৯. অধ্যায় : নাবী (সা.)-এর বর্ম এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

নাবী (সা.) বলেন, খালিদ (ইব্নু ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে।

২৭১০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةِ اللَّهِ إِنْ أَشُدَّكَ عَهْدُكَ وَوَعْدُكَ اللَّهُ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ «سَيَهْرُمُ الْجَنْعُ وَيُولَوْنَ الدَّبَرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ» (النساء: ৭০) وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

২৯১৫. ইব্নু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা.) বাদারের দিন একটি গুম্বজওয়ালা তাঁবুতে অবস্থান কালে দু'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না।' এ সময় আবু বাকর (রা.) তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার নত হয়ে আপনার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করেছেন।' সে সময় নাবী (সা.) বর্ম আচ্ছাদিত ছিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন : শীঘ্রই দুশমনরা পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তদুপরি কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে অধিক কঠিন ও অধিক তিক্ত। (সূরা আল-ক্বামার ৪৫, ৪৬) ওহাইব (রহ.) বলেন, খালিদ (রহ.) বলেছেন, 'বাদারের দিন'। (৩৯৫৩, ৪৮৭৫, ৪৮৭৭) (আ.প্র. ২৭০০, ই.ফা. ২৭১১)

২৭১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ثَوْبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بَنِي لَاحِثٍ صَاغًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ يَغْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَقَالَ رَهْنَةٌ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

২৯১৬. 'আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা' যব-এর বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।

মুআল্লাহ 'আবদুল ওয়াহিদ (রহ.) সূত্রে আ'মাশ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নাবী (সা.) তাঁর লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা (রহ.) আ'মাশ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার। (২০৬৮) (আ.প্র. ২৭০১, ই.ফা. ২৭১২)

২৭১৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَافِيهِمَا فَكَلَّمَا هُمُ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعْفِيَ أَثَرَهُ وَكَلَّمَا هُمُ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَافِيهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَجْتَهُدُ أَنْ يُوسِعَهَا فَلَا تَنْتَسِعُ

২৯১৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির মত, যারা লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কজায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার দেহের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হস্ত কণ্ঠের সঙ্গে লেগে যায়। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না। (১৪৪৩) (আ.প্র. ২৭০২, ই.ফা. ২৭১৩)

৯০/৫৬. بَابُ الْحَبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

৫৬/৯০ অধ্যায় : সফরে এবং যুদ্ধে জোকা পরিধান করা

২৭১৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيْنُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْهِ فَكَانَا صَاقِبَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ فَقَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ

২৯১৮. মুগীরাহ ইবনু শু'বা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) একদা হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উষু করেন। তাঁর পরিধানে ছিল সিরীয় জোকা। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমণ্ডল ধোত করেন। অতঃপর তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতরের দিক থেকে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাস্হ করলেন। (১৮২) (আ.প্র. ২৭০৩, ই.ফা. ২৭১৪)

৯১/৫৬. بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/৯১. অধ্যায় : যুদ্ধে রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করা।

২৭১৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ قَيْصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا

২৯১৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) 'আবদুর রাহমান ইব্নু আওফ (رضي الله عنه) ও যুবাযর (رضي الله عنه)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমী জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। (২৯২০, ২৯২১, ২৯২২, ৫৮৩৯) (মুসলিম ৩৭/৩ হাঃ ২০৭৬, আহমাদ ১২৮৬৩) (আ.প্র. ২৭০৪, ই.ফা. ২৭১৫)

২৭২০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَغْنِي الْقَمَلُ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ

২৯২০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুর রাহমান ও যুবাযর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর নিকট উকুনোর অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে রেশমী পোষাক পরার অনুমতি দেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের দেহে তা দেখেছি। (২৯১৯) (আ.প্র. ২৭০৫, ই.ফা. ২৭১৬)

২৭২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ

২৯২১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) 'আবদুর রাহমান ইব্নু আওফ ও যুবাযর ইব্নুল আওয়ামকে রেশমী পোষাক পরার অনুমতি দেন। (২৯১৯) (আ.প্র. ২৭০৬, ই.ফা. ২৭১৭)

২৭২২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَخَّصَ أَوْ رَخَّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا

২৯২২. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানী থাকার কারণে তাদের দু'জনকে (আবদুর রাহমান ও যুবাযরকে) রেশমী পোষাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল। (২৯১৯) (আ.প্র. ২৭০৭, ই.ফা. ২৭১৮)

৭২/০৬. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي السِّكِّينِ

৫৬/৯২. অধ্যায় : ছুরি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৭২৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِيفٍ يَخْتَرُّ مِنْهَا ثُمَّ دَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ قَالَ لَقِيَ السِّكِّينَ

২৯২৩. 'আমর ইব্নু উমায়্যাহ যামরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে (বকরির) হাত থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। অতঃপর তাঁকে সলাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সলাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উয়ু করলেন না। আবুল ইয়ামান (রহ.) শুয়াইব সূত্রে যুহরী (রহ.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) ছুরি রেখে দিলেন। (২০৮) (আ.প্র. ২৭০৮, ই.ফা. ২৭১৯)

৯৩/০৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

৫৬/৯৩. অধ্যায় : রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

২৭২৬- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَمَى عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ تَارِزٌ فِي سَاحَةِ حِمَصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَوَّلَ جَنِيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَتَيْتَ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَ جَنِيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا

২৯২৪. 'উমাইর ইবনু আসওয়াদ আনসী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه)-এর নিকট আসলেন। তখন 'উবাদাহ (رضي الله عنه) হিমস উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মু হারাম। 'উমাইর (রহ.) বলেন, উম্মু হারাম (رضي الله عنه) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অবধারিত করে ফেলল। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মু হারাম (رضي الله عنه) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার-এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি কি তাদের মধ্যে হবো?' নাবী (ﷺ) বললেন, 'না।' (২৭৮৯) (আ.প্র. ২৭০৯, ই.ফা. ২৭২০)

৯৬/০৬. بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

৫৬/৯৪. অধ্যায় : ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২৭২০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ

২৯২৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী আছে, তাকে হত্যা কর।' (৩৫৯৩) (আ.প্র. ২৭১০, ই.ফা. ২৭২১)

২৭২৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ

২৯২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী আছে, তাকে হত্যা কর।' (মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯২২) (আ.প্র. ২৭১১, ই.ফা. ২৭২২)

৯০/০৬. بَابُ قِتَالِ الزُّكْرِ

৫৬/৯৫. অধ্যায় : তুর্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

২৭২৭. حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نَعَالِ الشَّعْرِ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ

২৯২৭. 'আমর ইবনু তাগলিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আর একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে চওড়া, তাদের মুখমণ্ডল যেন পিটানো চামড়ার ঢাল। (৩৫৯২) (আ.প্র. ২৭১২, ই.ফা. ২৭২৩)

২৭২৮. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الزُّكْرَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنْوْفِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ

২৯২৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের। (২৯২৯, ৩৫৮৭, ৩৫৯০, ৩৫৯১) (মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১২, আহমাদ ৭২৬৭) (আ.প্র. ২৭১৩, ই.ফা. ২৭২৪)

৯১/০৬. بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ

৫৬/৯৬. অধ্যায় : যারা পশমের জুতা পরিধান করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

২৭২৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَرَأَى فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأَنْوْفِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ

২৯২৯. আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো চামড়ার ঢালের মত। সুফ্‌ইয়ান (রহ.) বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে আবুযযিনাদ এই রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেনটা, তাদের চেহারা যেন পিটানো চামড়ার ঢাল। (২৯২৮) (আ.প্র. ২৭১৪, ই.ফা. ২৭২৫)

৭৭/০৬. بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَرِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَائِيَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

৫৬/৯৭ অধ্যায় : পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজের সওয়ারী থেকে নামা ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

২৭৩০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّائِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَّأَلَهُ رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَرَزْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخْفَأُوهُمْ حُسْرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَأَتَانَا قَوْمًا رُمَاءُ جَمَعَ هَوَارِئَ وَبَنِي نَضِرٍ مَا يَكْأَدُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَفُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكْأَدُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِيهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَتَزَلَّ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ • أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ

২৯৩০. বারাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারা! হুনায়েনের দিন আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূল (ﷺ) পলায়ন করেননি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সহাবী হাতিয়ার ছাড়াই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানু হাওয়াযিন ও বানু নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয়নি। সেখান থেকে তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। নাবী (ﷺ) তখন তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফ্‌ইয়ান ইবনু হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি নামেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি নাবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। অতঃপর তিনি সহাবীদের সারিবদ্ধ করেন। (২৮৬৪) (মুসলিম ৩২/২৮ হাঃ ১৭৭৬, আহমাদ ১৮৪৯৫) (আ.প্র. ২৭১৫, ই.ফা. ২৭২৬)

৭৮/০৬. بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَرِيمَةِ وَالزَّلَّةِ

৫৬/৯৮. অধ্যায় : মুশরিকদের পরাজিত ও প্রকম্পিত করার দু'আ।

২৭৩১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

২৯৩১. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসূল (সাঃ) দু'আ করেন, 'আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা মধ্যম সলাত (তথা 'আসরের সলাত) থেকে আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।' (৪১১১, ৪৫৩৩, ৬৩৯৬) (মুসলিম ৫/৩৫ হাঃ ৬২৭, আহমাদ ৫৯১) (আ.প্র. ২৭১৬, ই.ফা. ২৭২৭)

২৭৩২. حَدَّثَنَا قَيْصُ بْنُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ أَنْجِ هِشَامَ بْنِ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَظْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سَيِّئِينَ كَيْسِيِّ يُوسُفَ

২৯৩২. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) কনুতে নাযিলায় এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সালামাহ ইবনু হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইবনু আবী রাবী'আ-কে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে সমূলে উৎপাটিত করুন। হে আল্লাহ! কাফিরদের উপর ইউসুফ (রাঃ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।' (৭৯৭) (আ.প্র. ২৭১৭, ই.ফা. ২৭২৮)

২৭৩৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

২৯৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাযিলকারী, সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পর্যুদস্ত ও প্রকম্পিত করুন।' (২৯৬৫, ৩০২৫, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭৪৮৯) (মুসলিম ৩২/৭ হাঃ ১৭৪২, আহমাদ ১৯১২৯) (আ.প্র. ২৭১৮, ই.ফা. ২৭২৯)

২৭৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنَحْرُثُ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ فَبَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ لِأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأَبِي بِنِ خَلْفٍ وَعُتْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلْبٍ بِدْرِ قَتْلَى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَقَالَ شُعْبَةُ أُمِّيَّةُ أَوْ أَبِي وَالصَّحِيحُ أُمِّيَّةُ

২৯৩৪. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) কা'বার ছায়ায় সলাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল ও কুরায়শদের কিছু ব্যক্তি পরামর্শ করে। সেই সময় মাক্কাহর বাইরে একটি উট যব্বহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন পাঠিয়ে সেখান থেকে এর ভুঁড়ি নিয়ে এলো এবং তারা নাবী (সাঃ)-এর পিঠে ঢেলে দিল। অতঃপর ফাতিমাহ (রাঃ) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নাবী (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। হে আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। হে আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবু জাহল, ইবনু হিশাম, উতবা ইবনু রবী'আহ, শায়বা ইবনু রবী'আহ, ওয়ালীদ ইবনু উতবাহ, 'উবাই ইবনু খালফ এবং 'উকবাহ ইবনু আবী মু'আইত। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তাদের সকলকে বাদারের একটি পরিত্যক্ত কুয়ায় নিহত দেখেছি। আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইউসুফ ইবনু 'ইসহাক (রহ.) আবু ইসহাক (রহ.) সূত্রে উমাইয়া ইবনু খালফ বলেছেন। শু'বাহ (রহ.) বলেন, উমাইয়া অথবা 'উবাই। তবে সঠিক হলো উমাইয়াহ।। (২৪০) (আ.প্র. ২৭১৯, ই.ফা. ২৭৩০)

২৭৩০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّأْمُ عَلَيْكَ فَلَعْنَتْهُمْ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتَ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتَ وَعَلَيْكُمْ

২৯৩৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা কয়েকজন ইয়াহুদী আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, তোমার মরণ হোক। 'আয়িশাহ (রাঃ) তাদের অভিষাপ দিলেন। তাতে আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হলো? 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শুনেছেন? আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, আমি বলেছি, 'তোমাদের উপর', তা কি তুমি শোননি? (৬০২৪, ৬০৩০, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৪০১, ৬৯২৭) (মুসলিম ৩৯/৩ হাঃ ২১৬৫, আহমাদ ২৪১৪৫) (আ.প্র. ২৭২০, ই.ফা. ২৭৩১)

৯৭/৫৬. بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

৫৬/৯৯. অধ্যায় : কোন মুসলিম কি আহলে কিতাবকে দ্বীনের পথ দেখাবে কিংবা তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবে?

২৭৩৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

২৯৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) কায়সারের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমার উপরেই চাপানো হবে। (২৯৪০) (আ.প্র. ২৭২১, ই.ফা. ২৭৩২)

১০০/৫৬. بَابُ الدَّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لَيْتَ لَقَهُمْ

৫৬/১০০ অধ্যায় : মুশরিকদের হিদায়াত ও মন আকর্ষণের জন্য দু'আ।

২৭২৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَدِمَ طَفِيلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكْتَ دَوْسُ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَبْ يَوْمَ

২৯৩৭. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ইবনু 'আমর দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নাবী صلى الله عليه وسلم-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দাওস গোত্রের লোকেরা (ইসলাম গ্রহণে) অবাধ্যতা করেছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।' অতঃপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহর রসূল صلى الله عليه وسلم বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসুন।' (৪৩৯২, ৬৩৯৭) (মুসলিম ৪৪/৪৭ হাঃ ২৫২৪, আহমাদ ৭৩১৯) (আ.প্র. ২৭২২, ই.ফা. ২৭৩৩)

১০১/৫৬. بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى

وَقَيْصَرَ وَالِدَعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

৫৬/১০১ অধ্যায় : ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত এবং কোন্ অবস্থায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়? নাবী صلى الله عليه وسلم কায়সার ও কিসরা-এর নিকট যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

২৭২৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

২৯৩৮. আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী صلى الله عليه وسلم রোম- সম্রাটের প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন তখন তাকে বলা হলো যে, তারা সীল মোহরকৃত পত্র ব্যতীত পাঠ করে না। অতঃপর তিনি রূপার একটি মোহর প্রস্তুত করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর শুভ্রতা দেখছি। তিনি তাতে অংকিত করেছিলেন, “মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ”। (৬৫) (আ.প্র. ২৭২৩, ই.ফা. ২৭৩৪)

২৭২৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَذْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى حَرَفَهُ فَحَسِبْتُ أَنْ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْرِفُوا كُلَّ مُعَرِّقٍ

২৯৩৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল صلى الله عليه وسلم তাঁর পত্রসহ কিসরার নিকট দূত পাঠালেন এবং দূতকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার কাছে

দেয়া হয়। পরে বাহরায়নের শাসনকর্তা তা কিসরার নিকট পৌছিয়ে দেন। কিসরা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাঈদ ইবনু মুসায়াব (রহ.) বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) তাদের ব্যাপারে দু'আ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়। (৬৪) (আ.প্র. ২৭২৪, ই.ফা. ২৭৩৫)

১০/৫৬. **بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّبَوُّةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ**
 ৫৬/১০২. অধ্যায় : ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নাবী (ﷺ)-এর আহ্বান আর মানুষ যেন আল্লাহ ব্যতীত তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ إِلَى آخِرِهِ﴾ (آل عمران: ৭৭) الآية

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আল্লাহ কোন লোককে কিताব, হিকমাত ও নাবুওয়াত দান করবেন তারপর সে লোকদের বলবে : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও এমন কথা শোভা পায় না? বরং সে বলবে : তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এজন্য যে, তোমরা শিখাও কিताব এবং নিজেরাও পাঠ কর।” (আলু ‘ইমরান ৭৯)

২৭৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْرَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرٌ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصٍ إِلَى إِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِئْتُ قَرَأَهُ التَّمِيسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৯৪০. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের নিকট দেয়া হয়, যাতে তিনি তা কায়সারের নিকট পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসেবে কায়সার হিম্স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর চিঠি এসে পৌছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। (২৯৩৬) (ই.ফা. ২৭৩৬ প্রথমংশ)

২৭৬. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رَجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِيمُوا تَحَارًا فِي الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيْلِيَاءَ فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ النَّجْ وَإِذَا حَوْلَهُ عَظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ مِنْهُمْ أَيْهِمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّي وَلَيْسَ فِي الرِّكَبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي فَقَالَ قَبِضْ أَدْنُوهُ وَأَمْرٌ بِأَصْحَابِي فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَيْفِي ثُمَّ قَالَ لِيَرْجُمَاهُ قُلْ لِأَصْحَابِي إِنِّي سَأِلْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِبُهُ
قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْتُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلْتَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْتُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ

ثُمَّ قَالَ لِيَرْجُمَاهُ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ سَخَطَهُ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَتَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ تَحْنُ تَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنْتَنِي كَلِمَةٌ أَدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْتَرَ عَنِّي غَيْرُهَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ قُلْتُ كَانَتْ دُولًا وَسَجَالًا يَدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَتُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَتَنَاهَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَقَابِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

فَقَالَ لِيَرْجُمَاهُ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُمُّ يَقُولُ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكُ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ ضَعَفَاؤُهُمْ اتَّبِعُونَهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ سَخَطَهُ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولًا وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَتَنَاهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَقَابِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ

خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظَنْ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدْحِي هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ
أَخْلَصَ إِلَيْهِ لَتَجَسَّمْتُ لِقِيَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ
الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ
الْأَرِيسِيِّينَ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران : ٦٤)

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عِظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَعْنُهُمْ فَلَا أَذْرِي
مَاذَا قَالُوا وَأَمِيرَنَا فَأَخْرَجَنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمَرَ أَمْرَانِ ابْنِ كَبْشَةَ هَذَا
مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ مَا رِلْتُ دَلِيلًا مُسْتَتِيقًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي
الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ

২৮৪১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু সুফইয়ান (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময়
আবু সুফইয়ান (রাঃ) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি
ছিল আল্লাহর রসূল (সাঃ) ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবু সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণনা
করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে
আমার সঙ্গী-সাথীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। অতঃপর আমাদের কায়সারের দরবারে হাজির
করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিহিত অবস্থায় রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট
ব্যক্তিবর্গ তাঁর পাশ্বে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞেস কর, যিনি
নিজেকে নাবী বলে দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে?

আবু সুফইয়ান (রাঃ) বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাধিক নিকটতম।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি
আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ব্যতীত 'আব্দ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল
না। কায়সার বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল
সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের নিকট সমবেত করা হল। অতঃপর কায়সার তর্জমাকারীকে বললেন,
লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার নিকট সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি
নাবী বলে দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে।

আবু সুফইয়ান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে,
আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাচারী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নাবী সম্পর্কে কিছু
(মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে
প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম।

অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে নাবীর বংশ মর্যাদা
কি রূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বংশের অন্য

কোন ব্যক্তি কি ইতোপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর এ নবুওয়্যাতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সবলেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবু সুফইয়ান (রাঃ) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি যাতে রসূল (সঃ)-কে খাট করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশঙ্কা না হয়। কায়সার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধে ফলাফল কী? আমি বললাম, যুদ্ধ কুয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী বিষয়ে আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবে 'ইবাদাত' করত, তিনি সে সবে 'ইবাদাত' করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সলাত আদায় করতে; সদাকাহ দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে।

আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রসূলগণ তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি এর আগে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলতে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, ব্যক্তিটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করেছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার নিকট জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করেছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার নিকট জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না।

ঠিকই, রাসূলগণ কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কী কী বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সর্বের 'ইবাদাত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সলাত আদায় করতে, সদাকাহ দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নাবীগণের গুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আসবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর নিকট পৌছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর দু'টি পা ধুয়ে দিতাম।

আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) বলেন, তার পর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিল :

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি.....যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। “হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো 'ইবাদাত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ব্যতীত কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তবে বল : তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।” (সূরা আল 'ইমরান : ৬৪)

আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তির চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কী বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! অতঃপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, মুহাম্মদের দা'ওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন যদিও আমি অপছন্দ করছিলাম। (৭) (আ.প্র. ২৭২৫, ই.ফা. ২৭৩৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْرٍ لَا عَظِيمَ الرَّأْيَةِ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى

فَعَدُوا وَلَهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَى فَقَالَ آيْنِ عَلِيٍّ فَقِيلَ بَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدْعِي لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَانَتْهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ ثَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَمْرِ النَّعَمِ

২৯৪২. সাহুল ইবনু সা'আদ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় আসবে। অতঃপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নাবী (ﷺ) বললেন, 'আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি 'আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর মুখের লালার তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর যেন কোন অসুখই ছিল না। তখন 'আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের অবহিত কর। আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চেয়েও উত্তম। (৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০) (মুসলিম ৪৪/৪ হাঃ ২৪০৬, আহমাদ ২২৮৮৪) (আ.প্র. ২৭২৬, ই.ফা. ২৭৩৭)

২৭৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغَيِّرْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَتَرَلْنَا خَيْرَ لَيْلٍ

২৯৪৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আযান শুনলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আযান না শুনলে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে অবতরণ করলাম। (৩৭১) (আ.প্র. ২৭২৭, ই.ফা. ২৭৩৮)

২৭৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بَنِي ..

২৯৪৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) যখন আমাদেরকে নিয়ে কোন যুদ্ধে যেতেন (৩৭১)

২৭৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا تَرَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

২৯৪৫. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করেন না। যখন সকাল হলো ইয়াহুদীরা কোদাল ও বুড়ি নিয়ে বের হল তখন নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত। নাবী (ﷺ) তখন আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্বংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃত লোকদের সকাল কত মন্দ! (৩৭১) (আ.প্র. ২৭২৮, ই.ফা. ২৭৩৯)

২৭৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯৪৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিল। অবশ্য ইসলামের কর্তব্যাদি আলাদা, আর তার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (মুসলিম ১/৮ হাঃ ২১) (আ.প্র. ২৭২৯, ই.ফা. ২৭৪০)

১০৩/৫৬. بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْحَمَيْسِ

৫৬/১০৩ অধ্যায় : যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে আকর্ষণের মাধ্যমে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে।

২৭৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا

২৯৪৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন কা'বের পুত্রদের মধ্যে নেতা, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি, যখন তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই কোথাও যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা করতেন; তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে তা গোপন রাখতেন। (২৭৫৭) (আ.প্র. ২৭৩০, ই.ফা. ২৭৪১)

২৭৬৮. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَمًا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ ثُبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَقَارًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَةً كَثِيرَ فَجَلٍّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً عَدُوَّهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ

২৯৪৮. কা'ব ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে তা গোপন রাখতেন কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) রওয়ানা দিলেন, প্রচণ্ড গরম এবং সম্মুখীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। তাই তিনি মুসলিমদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং ইচ্ছার লক্ষ্য সবাইকে জানিয়ে দিলেন। (২৭৫৭)

٢٩٤٩- وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْحُمَيْسِ

২৯৪৯. কা'ব ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বৃহস্পতিবারেই যাত্রা করতেন। (২৭৫৭) (আ.প্র. ২৭৩১, ই.ফা. ২৭৪২)

٢٩٥٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْحُمَيْسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحُمَيْسِ

২৯৫০. কা'ব ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হন আর বৃহস্পতিবার বের হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন। (২৭৫৭) (আ.প্র. ২৭৩২, ই.ফা. ২৭৪৩)

١٠٤/٥٦. بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

৫৬/১০৪. অধ্যায় : যুহরের পর সফরের উদ্দেশে বের হওয়া।

٢٩٥١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهَا جَمِيعًا

২৯৫১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) মাদীনাহতে যুহরের সলাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-হলায়ফাতে পৌছে দু'রাকআত আসর সলাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও 'উমরাহ উভয়টির তালবিয়া জোরে পাঠ করতে শুনেছি। (১০৮৯) (আ.প্র. ২৭৩৩, ই.ফা. ২৭৪৪)

١٠٥/٥٦. بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

৫৬/১০৫. অধ্যায় : মাসের শেষাংশে সফরে বের হওয়া।

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسِ بَقِيَّتَيْنِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

কুরাইব (রহ.) ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) যুল-কা'দার পাঁচ দিন থাকতে মাদীনাহ থেকে রওয়ানা হন এবং যুল-হিজ্জার ৪ তারিখে মাক্কাহয় পৌছেন।

٢٩٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيَّتَيْنِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا

الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ التَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ تَحَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْتَنِي فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَيْتَكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

২৯৫২. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাক্কাহর নিকটবর্তী হলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশত পৌঁছানো হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহুইয়া (রহ.) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবনু মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। (২৯৪) (আ.প্র. ২৭৩৪, ই.ফা. ২৭৪৫)

১০৬/১০৬. بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

৫৬/১০৬. অধ্যায় : রমায়ান মাসে সফরে বের হওয়া।

২৭০২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৯৫৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রমায়ান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফইয়ান (রহ.)....ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে একইভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ‘আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, এটা যুহরী (রহ.)-এর উক্তি এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য। (১৯৪৪) (আ.প্র. ২৭৩৫, ই.ফা. ২৭৪৬)

১০৭/১০৭. بَابُ التَّوَدِيعِ

৫৬/১০৭. অধ্যায় : সফরকালে বিদায় দেয়া।

২৭০১. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَعْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا إِنْ لَقِيتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

২৯৫৪. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠালেন। কুরাইশদের দু’জন লোকের নামোল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি

অমুক ও অমুকের সাক্ষাৎ পাও তবে তাদেরকে আওনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা রওয়ানা করার প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আওনে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু আওনের শাস্তি দান করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে। (৩০১৬) (আ.প্র. ২৭৩৬, ই.ফা.)

১০৮/০৭. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ

৫৬/১০৮. অধ্যায় : পাপ কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা।

২৭০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

২৯৫৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সঃ) বলেছেন, 'পাপ কাজের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মানা অপরিহার্য। তবে পাপ কাজের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।' (৭১৪৪) (আ.প্র. ২৭৩৭, ই.ফা. ২৭৪৭)

১০৯/০৭. بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيَتَّقَى بِهِ

৫৬/১০৯. অধ্যায় : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা।

২৭০৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ

২৯৫৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বপ্রথমে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। (২৩৮)

২৭০৭. وَبِهِذَا الْإِسْتِثْنَاءُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

২৯৫৭. আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অতঃপর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে

তার জন্য এর পুরস্কার রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। (৭১৩৭) (আ.প্র. ২৭৩৮, ই.ফা. ২৭৪৮)

১১০/৫৬. **بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَدْ رَضِيَ**

اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح: ১৮)

৫৬/১১০. অধ্যায় : যুদ্ধ থেকে পালিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে বায়'আত করা। আর কেউ বলেছেন, মৃত্যুর উপর বায়'আত করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। (ফাভহ ১৮)

২৭০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ

২৯৫৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা যখন হদাইবিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমাদের মধ্য হতে দু'জন লোকও যে বৃক্ষের নীচে আমরা বায়'আত করেছিলাম সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয়নি। তা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি নাফি (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁদের নিকট হতে কিসের বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুর উপর?' তিনি বললেন, 'না, বরং আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁদের নিকট হতে দৃঢ় থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।' (আ.প্র. ২৭৩৯, ই.ফা. ২৭৪৯)

২৭০৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يَبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৯৫৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইবনু হানযালা (رضي الله عنه) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়'আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পর আমি তো কারো নিকট এমন বায়'আত করব না। (৪১৬৭) (মুসলিম ৩৩/১৮ হাঃ ১৮৬১) (আ.প্র. ২৭৪০, ই.ফা. ২৭৫০)

২৭৬০. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

২৯৬০. সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট বায়'আত করলাম। অতঃপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়ায় গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট

উপস্থিত হলে) আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, 'ইবনু আকওয়া!' তুমি কি বায়'আত করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বায়'আত করেছি।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'আরেক বার।' তখন আমি দ্বিতীয় বার আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট বায়'আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন জিনিসের উপর বায়'আত করেছিলে?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর উপর।' (৪১৬৯, ৭২০৬, ৭২০৮) (মুসলিম ৩৩/১৮ হাঃ ১৮৬০) (আ.প্র. ২৭৪১, ই.ফা. ২৭৫১)

২৭৭১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ

الْحَنْدَقِ تَقُولُ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَّيْنَا أَبَدًا

فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ :

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ * فَأَكْرَمَ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرَةُ

২৯৬১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকে যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : “আমরাই হচ্ছি সে সকল ব্যক্তি, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদ করার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।” আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর উত্তর দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর। (২৮৩৪) (আ.প্র. ২৭৪২, ই.ফা. ২৭৫২)

২৭৭২-২৭৭৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فَضِيلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ مَجَاشِعَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايَعْنَا عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ مَضَتْ الْهَجْرَةُ لِأَهْلِهَا فَقُلْتُ غَلَامٌ تَبَايَعْنَا قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

২৯৬২-২৯৬৩. মুজাশি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে হিজরাতের উপর বায়'আত দিন।' তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়'আত নিবেন?' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর।' (হাদীস ২৯৬২= ৩০৭৮, ৪৩০৫, ৪৩০৭, হাদীস ২৯৬৩= ৩০৭৯, ৪৩০৬, ৪৩০৮) (মুসলিম ৩৩/২০ হাঃ ১৮৬৩) (আ.প্র. ২৭৪৩, ই.ফা. ২৭৫৩)

১১১/০৭. بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

৫৬/১১১. অধ্যায় : ইমাম মানুষকে তাদের সাধ্যানুযায়ী নির্দেশ করবে।

২৭৭৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ

أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤَدِّيًا نَشِيظًا يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا فِي

الْمَغَارِي فَيَعِزُّمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا تُخَصِّصُهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَن لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ يَخْتِيرُ مَا اتَّقَى اللَّهَ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَّاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَن لَا تَجِدُوهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكَرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالْغُثِّ شَرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدْرُهُ

২৯৬৪. 'আবদুল্লাহ্ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কী দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না।' লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আর্মীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আর্মীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কী উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অতি নিকটে যে, তোমরা এমন ব্যক্তি পাবে না। শপথ সেই সত্তার যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উপমা এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি জমেছে। এর পরিষ্কার পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি বাকী রয়ে গেছে। (আ.প্র. ২৭৪৪, ই.ফা. ২৭৫৪)

১১২/৫৭. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ آخَرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

৫৬/১১২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) দিবার প্রারম্ভে যুদ্ধারম্ভ না করলে সূর্য ঢলা অবধি যুদ্ধারম্ভ বিলম্ব করতেন।

২৭৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُثَيْدٍ اللَّهُ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَقَرَحَتْ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ

২৯৬৫. 'উমার ইবনু 'উবাইদুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবু নাযর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শত্রুদের সঙ্গে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। (২৯৬৩)

২৭৬৬. ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَتَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ فَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ وَتَجْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَخْرَابِ أَهْرِمْهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

২৯৬৬. অতঃপর তিনি তাঁর সহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন : হে লোক সকল! শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে অবস্থিত। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! কুরআন নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সেনাদল পরাভূতকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন। (২৮১৮) (আ.প্র. ২৭৪৫, ই.ফা. ২৭৫৫)

১১৩/০৬. بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ

৫৬/১১৩. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইমামের অনুমতি গ্রহণ।

لِقَوْلِهِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ (النور: ৬২) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং যখন তারা কোন সমষ্টিগত কাজে রসূলের সাথে সমবেত হয় তখন তারা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না।। (নূর ৬২)

২৭৬৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَلَّحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِجٍ لَنَا قَدْ أَغْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَا لِي بِعَيْرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيْي قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بِعَيْرِكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِجٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِيعُنِيهِ فَبِيعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَتْلُعَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ النَّبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَا مَنِي قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي جِئْتَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكَرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ نَيْبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكَرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُؤَيِّي وَالِدِي أَوْ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ نَيْبًا لِيَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَزْتُ عَلَيْهِ بِالنَّبِيِّ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا

২৯৬৭. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার উটের কী হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) উটনীর পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনীটিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার উটনীটি কেমন মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনের অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মাদীনাহুয় পৌছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। অতঃপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মাদীনাহুয় পৌছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে উটনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমান বয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাদীনাহুয় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতেকোন কোন দোষ মনে করি না। (৪৪৩) (মুসলিম ৬/১২ হাঃ ৭১৫) (আ.প্র. ২৭৪৬, ই.ফা. ২৭৫৬)

১১৬/০৭. بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُزْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৬/১১৪. অধ্যায় : বিবাহের নতুন অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (رضي الله عنه) কর্তৃক আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

১১০/০৭. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْعَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৬/১১৫. অধ্যায় : স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর নব বিবাহিতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কর্তৃক নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

১১৭/০৭. بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَجِ

৫৬/১১৬. অধ্যায় : ভয়-ভীতির সময় ইমামের অগ্রগমন।

২৭৬৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَعٌ

فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لَأَبْنِي ظَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৯৬৮. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাদীনাহয় ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) আবু ত্বলহা (রাঃ)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি। (২৬২৭) (আ.প্র. ২৭৪৭, ই.ফা. ২৭৫৭)

১১৭/০৬. بَابُ السَّرْعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَرَعِ

৫৬/১১৭. অধ্যায় : ভয়-ভীতির সময় ত্বরান্বিত করা ও দ্রুত অশ্ব চালনা করা।

২৭৬৯. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ ؓ قَالَ قَالَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لَأَبْنِي ظَلْحَةَ بَطِينًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

২৯৬৯. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা ভীত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) আবু ত্বলহা (রাঃ)-এর দীর্ঘগতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর চড়লেন এবং একাকী ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা ভয় করো না। এ ঘোড়াটি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়াটি কারো পেছনে পড়েনি। (২৬২৭) (আ.প্র. ২৭৪৮, ই.ফা. ২৭৫৮)

১১৮/০৬. بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَرَعِ وَحْدَهُ

৫৬/১১৮. অধ্যায় : ভয়-ভীতিকালে একাকী নিক্রান্ত হওয়া।

১১৯/০৬. بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحَمْلَانِ فِي السَّيْلِ

৫৬/১১৯. অধ্যায় : পারিশ্রমিক প্রদানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে অন্যের দ্বারা যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহর পথে সাওয়ারী দান করা।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ الْعَزَوُ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعَيِّنَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ قَالَ إِنْ

غَنَّاكَ لَكَ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنْ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَتَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعَهُ عِنْدَ أَهْلِكَ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আমি ইব্নু উমার (রাঃ)-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা

আমাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, তোমার স্বচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা এরূপ করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নিব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, যখন আল্লাহর রাহে বের হবার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পার।

২৭৭০. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِيهِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تُعْذِرْ فِي صَدَقَتِكَ

২৭৭০. 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। অতঃপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি সেটা কিনে নিব?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদাকাহ ফেরত নিও না।' (১৪৯০) (আ.প্র. ২৭৪৯, ই.ফা. ২৭৫৯)

২৭৭১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبْتَاغَهُ وَلَا تُعْذِرْ فِي صَدَقَتِكَ

২৭৭১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) এক অশ্বারোহীকে আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব দান করেন। অতঃপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা কিনে নেয়ার ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (ﷺ)] বললেন, 'তুমি ওটা কিনিও না এবং তোমার সদাকাহ ফেরত নিও না।' (১৪৮৯) (মুসলিম ২৪/১ হাঃ ১৬২১) (আ.প্র. ২৭৫০, ই.ফা. ২৭৬০)

২৭৭২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حِمْلَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أَحْيَيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أَحْيَيْتُ

২৭৭২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাচ্ছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহর

রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, অতঃপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আমি আবার শহীদ হবো। অতঃপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে। (৩৬) (আ.প্র. ২৭৫১, ই.ফা. ২৭৬১)

১২০/৫৬. بَابُ الْأَجِيرِ

৫৬/১২০. অধ্যায় : মজুরী নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা।

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النَّصِيفِ قَبْلَ سَهْمِ
الْفَرَسِ أَرْبَع مِائَةَ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

হাসান বসরী ও ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, মজদুরকেও গণীমত লব্ধ সম্পদে অংশ দান করা হবে। আতিয়া ইবনু কায়েস (رضي الله عنه) এক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গণীমত লব্ধ সম্পদে প্রাপ্ত অংশ অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে চারশ' দীনার পেয়েছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্বের মালিককে দিয়ে দেন

٢٩٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ بَعْلَى عَنْ
أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةٌ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرِ فَهُوَ أَوْثَقُ
أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَقَعَضَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثِيَابَهُ فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ أَيْدُفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ

২৯৭৩. ইয়া'লা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে জিহাদে শরীক হই। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (এক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়, একজন আরেকজনের হাত কামড়ে ধরলে সে তার হাত মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাঁত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। আর তিনি বললেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের মত কামড়াতে থাকবে। (১৮৪৮) (আ.প্র. ২৭৫২, ই.ফা. ২৭৬২)

১২১/৫৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي لَوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৬/১২১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

٢٩٧٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ
بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْظِيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ وَكَانَ صَاحِبَ لَوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

২৯৭৪. কায়েস ইবনু সা'দ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পতাকাবাহী, তিনি হজ্জের সংকল্প করেন, তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়ে নিলেন। (মুসলিম ৪৪/৪ হাঃ ২৪০৭, আহমাদ ১৬৫৩৮) (আ.প্র. ২৭৫৩, ই.ফা. ২৭৬৩)

২৭৭০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمْدٌ فَقَالَ أَنَا أَخْلَفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عِطِينَ الرَّايَةَ أَوْ قَالَ لِيَأْخُذَنَّ عَذَا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا تَرَجُّوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَفَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

২৯৭৫. সালামাহ ইবনু আকওয়া' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে 'আলী رضي الله عنه আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব? অতঃপর 'আলী رضي الله عنه বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী ﷺ-এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে 'আলী رضي الله عنه খায়বার জয় করেছিলেন, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ ভালবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসে। আল্লাহ তা'আলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। ইঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, 'আলী رضي الله عنه এসে হাজির, অথচ আমরা তাঁর আগমন আশা করিনি। তারা বললেন, এই যে 'আলী رضي الله عنه চলে এসেছেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁরই হাতে বিজয় দিলেন। (৩৭০২, ৪২০৯) (আ.প্র. ২৭৫৪, ই.ফা. ২৭৬৪)

২৭৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ

২৯৭৬. ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি যুবাইর رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, এখানেই কি আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে পতাকা গাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন? (৪২৮০) (আ.প্র. ২৭৫৫, ই.ফা. ২৭৬৫)

১২২/০৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

৫৬/১২২ অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি : এক মাসের পথের দূরত্বে অবস্থিত শত্রুর মনেও আমার সম্পর্কে ভয়-ভীতি জাগরণের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ (النساء: ৭০) قَالَ

جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

মহান আল্লাহর তা'আলার বাণী : আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি প্রবিস্ট করব। যেহেতু তারা আল্লাহর শরীক করেছে। (আলু ইমরান ১৫১)

(এ প্রসঙ্গে) জাবির رضي الله عنه আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন

২৭৭৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ بَعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَقَاتِلِجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ   وَأَنْتُمْ تَنْتَبِلُونَهَا

২৯৭৭. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমাকে পাঠানো হয়েছে এবং শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, তখন পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে। আবু হুরাইরাহ (ؓ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তো চলে গেছেন আর তোমরা ওগুলো বাহির করছ। (৬৯৯৮, ৭০১৩, ৭২৭৩) (মুসলিম ৫/৫ হাঃ ৫২৩, আহমাদ ৭৭৫৮) (আ.প্র. ২৭৫৬, ই.ফা. ২৭৬৬)

২৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِأَنْبَلِيَاءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ   فَلَمَّا قَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرَانِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ

২৯৭৮. ইবনু আব্বাস (ؓ) হতে বর্ণিত। তাঁকে আবু সুফইয়ান জানিয়েছেন, হিরাক্ল আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর সম্রাট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। অতঃপর আমাদেরকে বাইরে নিয়ে আসা হল। যখন আমাদেরকে বের করে দেয়া হচ্ছিল তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললাম, আবু কাবশার পুত্রের' ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে। (৭) (আ.প্র. ২৭৫৭, ই.ফা. ২৭৬৭)

১২৩/০৬. بَابُ حَمْلِ الرَّادِّ فِي الْعَرْوِ

৫৬/১২৩. অধ্যায় : যুদ্ধে পাথেয় বহন করা।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (البقرة: ১৭৭)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তোমরা পাথেয় সাথে নিও। আর তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পাথেয়।” (আল-বাকারাহ ১৯৭)

২৭৭৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَحَدَّثَنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سَفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ   فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَتْ فَلَمْ نَحْجِدْ لِسَفَرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرِيطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرِيطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي قَالَ فَشَقَّيْهِ بِأَنْثَيْنِ فَارِيطُهُمَا بِوَاحِدِ السَّقَاءِ وَبِالْآخِرِ السَّفْرَةَ فَمَعَلْتُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ

আবু কাবশা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দুধ মা হালীমাহ (ؓ)-এর স্বামী ছিলেন।

২৯৭৯. আসমা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর গৃহে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সফরের সরঞ্জাম গোছগাছ করে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মাদীনাহুয় হিজরাত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা (رضي الله عنها) বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাচ্ছিলাম না। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আমার কোমর-বন্ধ ছাড়া বাঁধার কিছুই পাচ্ছি না। আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, একে দু'ভাগ কর। এক খণ্ড দ্বারা মশক এবং অপর খণ্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই আমাকে বলা হত দু' কোমর বন্ধের মালিক। (৩৯০৭, ৫৩৮৮) (আ.প্র. ২৭৫৮, ই.ফা. ২৭৬৮)

২৭৮০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لِحُومِ الْأَضَاجِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

২৯৮০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগে কুরবানীর গোশত মাদীনাহু পর্যন্ত পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতাম। (১৭১৯) (আ.প্র. ২৭৫৯, ই.ফা. ২৭৬৯)

২৭৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُؤَيْدَ بْنَ الثُّعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ أَذَى خَيْبَرَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَذَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلَكُنَّا فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَضَ وَمَضْمَضَنَا وَصَلَّيْنَا

২৯৮১. সুয়াইদ ইবনু নু'মান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের সন্নিহিত সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তাঁরা সেখানে 'আসরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট যবের ছাতু ছাড়া কিছুই নেয়া হয়নি। আমরা তা পানির সঙ্গে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সলাত আদায় করলাম। (২০৯) (আ.প্র. ২৭৬০, ই.ফা. ২৭৭০)

২৭৮২. حَدَّثَنَا بِشَيْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَا النَّبِيُّ ﷺ فِي تَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَذَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَأَخْبَتِ النَّاسُ حَتَّى قَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ

২৯৮২. সালামাহ (ইবনু আকওয়া) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাদের উট যব্ব করার অনুমতি চাইলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদেরকে অনুমতি দিলেন।

সে সময় 'উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। তারা তাঁকে বিষয়টি জানালো। তিনি বললেন, উট যব্ব্ব করে অতঃপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? 'উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ সকল লোক উট যব্ব্ব করে খেয়ে ফেলার পর কিভাবে বাঁচবে? তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে হাজির করার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সঃ) খাবারের জন্য বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে হাজির হতে বললেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো, অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আর আমি আল্লাহর রসূল।' (২৪৮৪) (আ.প্র. ২৭৬১, ই.ফা. ২৭৭২)

১২৬/০৬. بَابُ حَمْلِ الرَّادِّ عَلَى الرِّقَابِ

৫৬/১২৪. অধ্যায় : স্কন্ধে পাথেয় বহন করা।

২৭৮৩. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا وَتَحَنُّ ثَلَاثُ مِائَةٍ تَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَفِي زَادَنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنْهَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَمْرَةً قَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْنَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حَوْثٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا

২৯৮৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় 'তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু 'আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কী করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারানোটা টের পেলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটা বিরাট মাছ কূলে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি মজা করে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম। (২৪৮৩) (আ.প্র. ২৭৬২, ই.ফা. ২৭৭২)

১২৭/০৬. بَابُ إِزْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

৫৬/১২৫. অধ্যায় : উটের পিঠে ভাই এর পশ্চাতে মহিলার উপবেশন।

২৭৮৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرٍ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ أَرِدْ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي وَلِيُرْوَفِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ الثَّنَعِيمِ فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ

২৯৮৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার সহাবীগণ তো হাজ্জ ও 'উমরাহর সাওয়াব নিয়ে ফিরছেন, আর আমি তো হাজ্জের বেশি কিছুই করতে পারলাম না।' তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি যাও, 'আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি 'আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানয়ীম থেকে

‘উমরাহর ইহরাম করিয়ে আনতে। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাক্কাহয় উচ্চুভূমিতে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলেন। (২৯৪) (আ.প্র. ২৭৬৩, ই.ফা. ২৭৭৩)

২৭৯০- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُزِدَ عَائِشَةَ وَأُغَمِّرَهَا مِنَ الثَّنْعِيمِ ۚ ۲৯৮৫. ‘আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানয়ীম থেকে ‘উমরাহর ইহরাম করিয়ে আনার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (১৭৮৪) (আ.প্র. ২৭৬৪, ই.ফা. ২৭৭৪)

১২৬/০৬. بَابُ الْإِزْتِدَافِ فِي الْعَزْوِ وَالْحَجِّ

৫৬/১২৬. অধ্যায় : যুদ্ধ ও হাজ্জে একই সাওয়ারীতে পেছনে বসা।

২৭৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَضْرُخُونَ بِيَهَامَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ۚ ২৯৮৬. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ত্বলহা (رضي الله عنه)-এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও ‘উমরাহ পালনের জন্য লাঝায়ক ধ্বনি তুলছিল। (১০৮৯) (আ.প্র. ২৭৬৫, ই.ফা. ২৭৭৫)

১২৭/০৬. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

৫৬/১২৭ অধ্যায় : গাধার পিঠে অপরের পেছনে বসা।

২৭৯৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَاظٍ عَلَيْهِ قُطَيْفَةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةُ وَرَاءَهُ ۚ ২৯৮৭. উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) গাধার পিঠে পালান চাপিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে চড়লেন। আর উসামাহ (رضي الله عنه)-কে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিলেন। (৪৫৬৬, ৫৬৬৩, ৫৯৬৪, ৬২০৮) (মুসলিম ৩২/৪০, হাঃ ১৭৯৮) (আ.প্র. ২৭৬৬, ই.ফা. ২৭৭৬)

২৭৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرِدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَتَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَتْ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَى النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ فَأَمَّا فَسَّالَهُ أَتَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَتَسَيَّئْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ

২৯৮৮. 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামাহ ইব্নু যায়দ (রাঃ)-কে বসিয়ে মাক্কাহর উঁচু ভূমির দিক থেকে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রাঃ) এবং চাবি রক্ষণকারী 'উসমান ইব্নু তুলহা। আল্লাহর রসূল (সাঃ) মাসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। অতঃপর 'উসমান (রাঃ)-কে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবা খুলে দেয়া হল এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ) ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামাহ, বিলাল ও 'উসমান (রাঃ)। দিনের দীর্ঘ সময় তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রাঃ)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) কোন্ স্থানে সলাত আদায় করেছিলেন? 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) কত রাক'আত সলাত আদায় করেছিলেন? (৩৯৭) (আ.প্র. ২৭৬৭, ই.ফা. ২৭৭৭)

১২৮/০৬. بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَتَحَوَّهْ

৫৬/১২৮. অধ্যায় : রিকাব বা অনুরূপ কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা।

২৭৮৭- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سَلَاةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَغْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

২৯৮৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদাকাহ রয়েছে, প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয় দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সদাকাহ, কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও সদাকাহ, ভাল কথাও সদাকাহ, সলাত আদায়ের উদ্দেশে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সদাকাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদাকাহ। (২৭০৭) (মুসলিম ১২/১৭ হাঃ ১০০৯, আহমাদ ৮১৮৯) (আ.প্র. ২৭৬৮, ই.ফা. ২৭৭৮)

১২৭/০৬. بَابُ السَّفَرِ بِالصَّاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

৫৬/১২৭. অধ্যায় : কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু দেশে সফর করা অপছন্দনীয়।

وَكَذَلِكَ يُرَوَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ
একইভাবে মুহাম্মদ ইব্নু বিশর (রহ.).....ইব্নু 'উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত। 'উবায়দুল্লাহ্ (রহ.)-এর অনুসরণকারী ইব্নু ইসহাকও.....ইব্নু 'উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে

আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও তাঁর সহাবীগণ (رضي الله عنهم) শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআন জানতেন

২৭৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

২৯৯০. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু উমর(رضي الله عنهم) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রু-দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (আ.প্র. ২৭৬৯, ই.ফা. ২৭৭৯)

১৩০/৫৬. بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

৫৬/১৩০ অধ্যায় : যুদ্ধকালীন তাকবীর উচ্চারণ করা।

২৭৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرٌ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاجِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَجَّئُوا إِلَى الْحُضْنِ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَأَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَتَادَى مُتَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَأَكْفَيْتُ الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ

২৯৯১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) অতি সকালে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহুদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আল্লাহ আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন সাবধান করে দেয়া লোকদের সকাল মন্দ হয়। আমরা সেখানে কিছু গাধা পেলাম। অতঃপর আমরা এগুলোর (গোশত) রান্না করলাম। এর মধ্যে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) তোমাদেরকে গাধার গোশত হতে নিষেধ করেছেন। ডেকগুলো উল্টে দেয়া হল তার সামগ্রীসহ। ‘আলী সুফইয়ান সূত্রে নাবী (ﷺ) তাঁর দু’হাত উপরে উঠান বর্ণনায় ‘আবদুল্লাহ ইব্নু মুহাম্মদ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৭১) (আ.প্র. ২৭৭০, ই.ফা. ২৭৮০)

১৩১/৫৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ

৫৬/১৩১. অধ্যায় : তাকবীর পাঠে আওয়াজ উচ্চ করা।

২৭৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْزِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ-

২৯৯২. আবু মুসা আল-আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ্ আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নাবী (ﷺ) আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী। (৪২০২, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, ৬৬১০, ৭৩৮৬) (মুসলিম ৪৮/১৩ হাঃ ২৭০৪, আহমাদ ১৯৬১৯) (আ.প্র. ২৭৭১, ই.ফা. ২৭৮১)

১৩২/০৭. بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

৫৬/১৩২. অধ্যায় : কোন উপত্যকায় অবতরণ করার সময় তাসবীহ পাঠ করা।

২৭৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

২৯৯৩. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, সে সময় সুবহানাল্লাহ বলতাম। (২৯৯৪) (আ.প্র. ২৭৭২, ই.ফা. ২৭৮২)

১৩৩/০৭. بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا

৫৬/১৩৩. অধ্যায় : উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবীর পাঠ করা।

২৭৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

২৯৯৪. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতাম আর যখন নিম্ন ভূখণ্ডে অবতরণ করতাম, সে সময় সুবহানাল্লাহ বলতাম। (২৯৯৩) (আ.প্র. ২৭৭৩, ই.ফা. ২৭৮৩)

২৭৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْعَزُّو يَقُولُ كَلَّمَا أَوْفَى عَلَى نَبِيَّةٍ أَوْ قَدَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيَاتُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا

২৯৯৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন হজ্জ কিংবা 'উমরাহ থেকে ফিরতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এরূপ বলেছেন যে, যখন জিহাদ থেকে ফিরতেন, তখন তিনি ঘাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌঁছে তিনবার আল্লাহ্ আকবার বলতেন। অতঃপর এ দু'আ পাঠ করতেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন

শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সাজদাহকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাস্ত করেছেন।” সালেহ (রহ.) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আবদুল্লাহ কি ইনশাআল্লাহ বলেননি? তিনি বললেন, না। (১৭৯৭) (আ.প্র. ২৭৭৪, ই.ফা. ২৭৮৪)

১৩৬/০৬. بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

৫৬/১৩৪. অধ্যায় : মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে স্থায়ী আবাসে ‘আমাল করত।

২৭৭৬. حَدَّثَنَا مَطْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

২৯৯৬. আবু ইসমাইল আসসাকসাকী বলেন, আবু বুরদাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি এবং ইয়াযিদ ইবনু আবু কাবশা (رضي الله عنه) সফরে ছিলেন। আর ইয়াযিদ (رضي الله عنه) মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবু বুরদাহ (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, আমি আবু মূসা (আশ'আরী) (رضي الله عنه)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন বান্দা পীড়িত হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে আবাসে সুস্থ অবস্থায় ‘আমাল করত। (আ.প্র. ২৭৭৫, ই.ফা. ২৭৮৫)

১৩০/০৬. بَابُ السَّيْرِ وَحَدُّهُ

৫৬/১৩৫. অধ্যায় : নিঃসঙ্গ ভ্রমণ

২৭৭৭. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَذَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَذَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَذَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

২৯৯৭. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে ডাক দিলেন। যুবাইর (رضي الله عنه) সে ডাকে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদেরকে ডাক দিলেন, আবারও যুবাইর (رضي الله عنه) সে ডাকে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদেরকে ডাকলেন, এবারও যুবাইর (رضي الله عنه) সে ডাকে সাড়া দিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, ‘প্রত্যেক নাবীর জন্য একজন বিশেষ সাহায্যকারী থাকে আর আমার বিশেষ সাহায্যকারী হচ্ছে যুবাইর।’ সুফইয়ান (রহ.) বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়। (২৮৪৬) (আ.প্র. ২৭৭৬, ই.ফা. ২৭৮৬)

২৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُوا مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٍ وَحْدَهُ

২৯৯৮. ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফরে কী ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না। (আ.প্র. ২৭৭৭, ই.ফা. ২৭৮৭)

১৩৬/০৬. بَابُ السَّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

৫৬/১৩৬. অধ্যায় : ভ্রমণে ত্বরান্বিত করা।

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيُعَجِّلْ

আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেন, নাবী (রাঃ) বলেছেন, আমি দ্রুত মাদীনাহুয় পৌছতে চাই, কাজেই যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে জলদি যেতে চায় সে যেন জলদি চলে।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سُمِّيَ أَسَمَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ

২৯৯৯. হিশাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে আল্লাহর রসূল (সাঃ) কেমন গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া (রাঃ) বলতেন, 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, "আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা ছুটে গেছে। উসামাহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চেয়ে দ্রুততর চলা। (১৬৬৬) (আ.প্র. ২৭৭৮, ই.ফা. ২৭৮৮)

৩০০০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

৩০০০. আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহর পথে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়াহ বিনতু আবু 'উবাইদ (রাঃ)-এর ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ পৌছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা কেটে গেল, তখন তিনি উট থেকে নেমে মাগরিব ও এশার সলাত একত্রে আদায় করেন। আর 'আবদুল্লাহ

ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত গতিতে চলার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার উভয় সলাত একত্রে আদায় করতেন। (১০৯১) (আ.প্র. ২৭৭৯, ই.ফা. ২৭৮৯)

৩০০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيَعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

৩০০১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সফর আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের কাজ সেরে তার পরিজনের নিকট দ্রুত চলে আসে। (১৮০৪) (আ.প্র. ২৭৮০, ই.ফা. ২৭৯০)

১৩৭/০৬. بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَأَاهَا تُبَاعُ

৫৬/১৩৭. অধ্যায় : আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করতঃ তা বিক্রয় হতে দেখলে

৩০০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ بَيَّاعًا فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبْتَاغُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

৩০০২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) আল্লাহর রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। অতঃপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা কিনে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি ওটা কিনিও না এবং তোমার দেয়া সদাকাহ ফেরত নিও না। (১৪৮৯) (আ.প্র. ২৭৮১, ই.ফা. ২৭৯১)

৩০০৩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَبْتَاغَهُ أَوْ فَأَصَاغَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بَدَرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

৩০০৩. 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে ওটা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি কেনার ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তুমি ওটা ক্রয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সদাকাহ করার পর ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে। (১৪৯০) (আ.প্র. ২৭৮২, ই.ফা. ২৭৯২)

১৩৮/৫৬. بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

৫৬/১৩৮. অধ্যায় : পিতামাতার অনুমতি ক্রমে জিহাদে গমন।

৩০০৬. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتُّهُمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِ وَالِدَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقِيهُمَا فَجَاهِدْ

৩০০৮. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী (ﷺ) বললেন, ‘তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর।’ (৫৯৭২) (মুসলিম ৪৫/১ হাঃ ২৫৪৯, আহমাদ ৬৭৭৯) (আ.প্র. ২৭৮৩, ই.ফা. ২৭৯৩)

১৩৯/৫৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْحَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَغْنَاكِ الْأَيْلِ

৫৬/১৩৯. অধ্যায় : উটের গলায় ঘণ্টা বা তদ্রূপ কিছু বাঁধার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে।

৩০০৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَيْمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْقَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ وَلَا دَؤْدَ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٍ إِلَّا قُطِعَتْ

৩০০৫. আবু বাশীর আল-আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। (রাবী) ‘আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবু বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) একজন সংবাদ বহনকারীকে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না ঝুলে, আর ঝুললে তা যেন কেটে ফেলা হয়।’ (মুসলিম ৩৭/২৮ হাঃ ২১১৫, আহমাদ ২১৯৪৬) (আ.প্র. ২৭৮৪, ই.ফা. ২৭৯৪)

১৪০/৫৬. بَابُ مَنْ أَكْتَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ أَمْرَأَتُهُ حَاجَةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

৫৬/১৪০. অধ্যায় : সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত হলো, অতঃপর তার স্ত্রী হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলো, অথবা তার কোন ওয়র আছে সে ব্যক্তির জন্য জিহাদে গমন করার অনুমতি আছে কি?

৩০০৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ أَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا حَرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ أَمْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ

‘জাহিলী যুগে কুসংস্কারের কারণে উটের গলায় মালা লটকানো হতো যাতে উট বদ নজর থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এই ভ্রান্ত ধারণা ও রসম উৎখাতের ব্যবস্থা করেন।

৩০০৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভূতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে 'আল্লাহর রসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হাজ্জযাত্রী। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'তবে যাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হাজ্জ কর।' (১৮৬২) (আ.প্র. ২৭৮৫, ই.ফা. ২৭৯৫)

১৬১/০৬. بَابُ الْجَسُوسِ

৫৬/১৪১. অধ্যায় : গোয়েন্দাগিরি প্রসঙ্গে

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (المتحنة: ১) التَّجَسُّسُ النَّبِيْحُ

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (মুমতাহিনাহ ১) التَّجَسُّسُ অর্থ হচ্ছে খোঁজ-খবর নেয়া।

৩০০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ فَإِنَّ بِهَا ظِعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلِقُوا تَعَادَى بَنَا خَيْلَنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَخَرَجِ الْكِتَابَ أَوْ لَتُفَقِينَ الْيَتَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنُاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ قَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عَنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَظْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا

৩০০৭. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে এবং যুযায়র ও মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ)-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।' তখন আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ নামক বাগানে পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বাহির কর।' সে বলল, 'আমার নিকট তো কোন পত্র নেই।' আমরা বললাম, 'তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।' তখন সে তার

চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হাজির হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্নু বালতাআ (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মাক্কাহর কয়েকজন মুশরিকের প্রতি লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘হে হাতিব! একি ব্যাপার?’ তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আসলে আমি কুরাইশ বংশোদ্ভূত নই। তবে তাদের সঙ্গে মিশে ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মাক্কাহবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ দেখাই, যদ্বারা অন্তত তারা আমার আপন জনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হবার উদ্দেশ্যে করিনি এবং কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে।’ তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘সে বাদার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ তা‘আলা বাদার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’ সুফইয়ান (রহ.) বলেন এ সনদটি খুবই উত্তম। (৩০৮১, ৩৯৮৩, ৪২৭৪, ৪৮৯০, ৬২৫৯, ৬৯৩৯) (মুসলিম ৪৪/৩৬ হাঃ ২৪৯৪, আহমাদ ৬০০) (আ.প্র. ২৭৮৬, ই.ফা. ২৭৯৬)

১৬২/০৬. بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأَسَارَى

৫৬/১৪২. অধ্যায় : বন্দীদেরকে পরিচ্ছদ দান প্রসঙ্গে।

৩০০৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَى بِأَسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ فَمِيصًا فَوَجَدُوا فَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَقْدَرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِيَهُ

৩০০৮. জাবির ইব্নু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বাদার যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং ‘আব্বাস (রাঃ)-কেও আনা হল তখন তাঁর শরীরে পোশাক ছিল না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্নু উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযুক্ত। নাবী (রাঃ) সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দিলেন। এ কারণেই নাবী (রাঃ) নিজের জামা খুলে ‘আবদুল্লাহ ইব্নু উবাইকে (মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্নু ‘উয়াইনাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (রাঃ)-এর প্রতি ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উবাই-এর এটি সৌজন্য ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন। (আ.প্র. ২৭৮৭, ই.ফা. ২৭৯৭)

১৬৩/০৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

৫৬/১৪৩ অধ্যায় : সেই ব্যক্তির ফাযীলাত যার মাধ্যমে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৩০০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رضي الله عنه يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ حَبَرٍ لَا عَظِيمَ الرَّايَةِ عَدَا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَنُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَهْيَهُمْ يُعْطَى فَعَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

৩০০৯. সাহল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিবেন। সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসে, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺও তাকে ভালবাসেন। লোকেরা সারা রাত কাটিয়ে দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেয়া হয়? আর পরদিন সকালে প্রত্যেকেই সেটা পাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লাল লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন তাঁর চোখে কোন অসুবিধাই ছিল না। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। 'আলী رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাদের সঙ্গে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, 'তুমি স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে গিয়ে তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা আবশ্যকীয় তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য রক্তিম বর্ণের উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম। (২৯৪২) (আ.প্র. ২৭৮৮, ই.ফা. ২৭৯৮)

১৬৬/০৬. بَابُ الْأَسَارَى فِي السَّلَاسِلِ

৫৬/১৪৪. অধ্যায় : শৃঙ্খলিত কয়েদী।

৩০১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَذْخُلُونَ الْحَبَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

৩০১০. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃঙ্খলিত অবস্থায় জান্নাতে দাখিল হবে। (৪৫৫৭) (আ.প্র. ২৭৮৯, ই.ফা. ২৭৯৯)

১৬০/৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

৫৬/১৪৫. অধ্যায়ঃ আহলে কিতাবদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ফাযীলাত।

৩০১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعِفُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنٌ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مَنَاسِلِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

৩০১১. আবু বুরদাহ (رضি) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ নেকী দান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বান্দী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিবাহ করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নাবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। অতঃপর নাবী (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর যে গোলাম আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজ মনিবের দেয়া দায়িত্বও সঠিকরূপে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ নেকী রয়েছে) শাবী (রহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ব্যতীতই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মাদীনাহ পর্যন্ত সফর করতেন। (৯৭) (আ.প্র. ২৭৯০, ই.ফা. ২৮০০)

১৬১/৫৬. بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ الْوَلَدَانِ وَالذَّرَارِيُّ

৫৬/১৪৬. অধ্যায় : নৈশকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে।

بَيِّنَاتٌ : لَيْلًا لَتُبَيِّتَهُ لَيْلًا يُبَيِّتُ : لَيْلًا

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত বَيِّنَاتٌ এবং يُبَيِّتُ শব্দগুলোর দ্বারা রাতের সময় বুঝানো হয়েছে।

৩০১২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِيِّ بْنِ جَثَامَةَ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِالْأَنْبَاءِ أَوْ يَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

৩০১২. সা'ব ইবনু জাসসামাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী

হবে? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। (মুসলিম ৩২/৯ হাঃ ১৭৪৫, আহমাদ ১৬৪২৬) (আ.প্র. ২৭৯১, ই.ফা. ২৮০১)

৩০১৩. حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الدَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرُو يَحْدِثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرُو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

৩০১৩. স'আব হতে মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে বর্ণিত 'আমর ইবনু শিহাবের সূত্রে নাবী হতে বর্ণনা করেছেন। স'আব বলেন, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। 'আমর একথা বলেননি যে, তারা তাদের পিতামাতাদের অন্তর্ভুক্ত। (আ.প্র. নাই, ই.ফা. নাই) (২৩৭০, মুসলিম ৩২/৯ হাঃ ১৭৪৫)

১৬৭/০৬. بَابُ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/১৪৭. অধ্যায় : যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করা।

৩০১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَارِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

৩০১৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) নারী ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। (৩০১৫) (মুসলিম ৩২/৮ হাঃ ১৭৪৪) (আ.প্র. ২৭৯২, ই.ফা. ২৮০২)

১৬৮/০৬. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/১৪৮. অধ্যায় : যুদ্ধে নারীদেরকে হত্যা করা।

৩০১৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

৩০১৫. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কোন এক যুদ্ধে জনৈক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। (৩০১৪) (আ.প্র. ২৭৯৩, ই.ফা. ২৮০৩)

১৬৯/০৬. بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

৫৬/১৪৯. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৩০১৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَقُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَقُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

৩০১৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের

উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে।’ অতঃপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারবে না। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।’ (২৯৫৪) (আ.প্র. ২৭৯৪, ই.ফা. ২৮০৪)

৩০১৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عَابَسَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ

৩০১৭. ইকরামাহ (রহিম) হতে বর্ণিত। ‘আলী (রহিম) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রহিম)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আযাব দ্বারা কাউকে আযাব দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে লোক তার দীন বদলে ফেলে, তাকে হত্যা করে ফেল।’ (৬৯২২) (আ.প্র. ২৭৯৫, ই.ফা. ২৮০৫)

১০/০৬. بَابُ (فِيمَا مَنَّا) بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد : ৬)

৫৬/১৫০. অধ্যায় : (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও- যে পর্যন্ত না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। (মুহাম্মাদ ৪)

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ «مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ» يَعْنِي يَغْلِبُ فِي الْأَرْضِ «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا» (الأنفال : ৬৭) الْآيَةُ

এ প্রসঙ্গে সুমামাহ (রহিম) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী : কোন নাবীর পক্ষে সমীচীন নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশে পুরোপুরিভাবে শত্রুকে পরাভূত করা হয়। তোমরা তো পার্থিব ধন-সম্পদ কামনা কর। (আল-আনফাল : ৬৭)

১০/০৬. بَابُ هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخَذَعَ الَّذِينَ أَسْرَوْهُ حَتَّى يَنْجُو مِنَ الْكُفْرَةِ

৫৬/১৫১. অধ্যায় : কোন মুসলিম বন্দী কুফরীর বন্দীদশা হতে মুক্তির জন্য বন্দীকারীকে হত্যা বা কোন কৌশল অবলম্বন করবে কি?

فِيهِ الْمَسْئُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ প্রসঙ্গে মিসওয়্যার (রহিম) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

১০/০৬. بَابُ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

৫৬/১৫২. অধ্যায় : কোন মুসলিম মুশরিক কর্তৃক আগুনে প্রজ্জ্বলিত হলে তাকেও প্রজ্জ্বলিত করা হবে কি?

৩০১৮. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فُلَانَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ رِسْلًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ

تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفَوْا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيحُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الظَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتَى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ
أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُخِيتَ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قَلَابَةَ قَتَلُوا
وَسَرَفُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

৩০১৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, 'উক্ল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নাবী (ﷺ)-এর নিকট এল। মাদীনাহর আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা বরং সদাকাহর উটের পালের নিকট যাও। তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। অতঃপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলিম হবার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন এক সংবাদ দাতা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হল। নাবী (ﷺ) ঘোড়-সওয়ারদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত দিনের আলো প্রকাশ পায়নি 'সে সময় তাদেরকে নিয়ে আসা হল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে লৌহ শলাকা গরম করে তাদের চোখে ঢুকানো হয় এবং তাদেরকে উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। অবশেষে তাদের মৃত্যু ঘটে। আবু কিলাবা (رضي الله عنه) বলেন, তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। (২৩৩) (আ.প্র. ২৭৯৬, ই.ফা. ২৮০৬)

باب ١٥٣/٥٦ :

৫৬/১৫৩. অধ্যায় :

٣٠١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَرِصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ التَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرِصَتْكَ نَمْلَةٌ أَخْرِقَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ

৩০১৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নাবীকে একটি পিপীলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপীলিকার সমগ্র আবাসটি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহকারী একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ। (৩৩১৯) (মুসলিম ৩৯/৩৯ হাঃ ২২১৪,) (আ.প্র. ২৭৯৭, ই.ফা. ২৮০৭)

باب ١٥٤/٥٦ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيلِ

৫৬/১৫৪. অধ্যায় : ঘরদোর ও খেজুর বাগ পুড়িয়ে দেয়া।

٣٠٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيدُنِي مِنْ ذِي الْخُلَاصَةِ وَكَانَ بَيْنَنَا فِي خَتْمٍ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ

وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَتُبُّ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكُنَهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجُوفٌ أَوْ أَجْرَبٌ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

৩০২০. জারীর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি আমাকে যুলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশ'আম গোত্রের একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (رضي الله عنه) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা সূদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (رضي الله عنه) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' অতঃপর জারীর (رضي الله عنه) সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এ খবর দেখার জন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (رضي الله عنه)-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। যুলখালাসার মন্দিরটি যে পাঁচড়া যুক্ত উটের মত। জারীর (رضي الله عنه) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন। (৩০৩৬, ৩০৭৬, ৩৮২৩, ৪৩৫৫, ৪৩৫৬, ৪৩৫৭, ৬০৮৯, ৬৩৩৩) (মুসলিম ৪৪/২৯ হাঃ ২৪৭৬) (আ.প্র. ২৭৯৮, ই.ফা. ২৮০৮)

৩০২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

৩০২১. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বনী নাযীরের খেজুর বাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। (২৩২৬) (আ.প্র. ২৭৯৯, ই.ফা. ২৮০৯)

১০০/০৬. بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ

৫৬/১৫৫. অধ্যায় : নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।

৩০২২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ لِيَقْتُلُوهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطٍ دَوَابِّ لَهُمْ قَالَ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أَرِيهِمْ أَنِّي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوا الْمَقَاتِيْعَ فِي كَوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَقَاتِيْعَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَأَجَابَنِي فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيْثٌ

فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ وَعَيَّرْتُ صَوْتِي فَقَالَ مَا لَكَ لِأَمِكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَأْنُكَ قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي
قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهْشٌ فَأَتَيْتُ سُلَمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ
مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُتِيتُ رِجْلِي فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِجٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى
سَمِعْتُ نَعَايَا ابْنِ رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَارِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلْبُهُ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ

৩০২২. বারআ ইব্নু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আনসারদের একটি দল আবু রাফি' ইয়াহুদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহুদীদের দূর্গে প্রবেশ করল। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। তাদেরকে আমি জানাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধার খোঁজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দূর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলো একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখল। আমি তা দেখতে পেলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম এবং দূর্গের দরজা খুললাম। অতঃপর আমি আবু রাফি'র নিকট পৌঁছলাম এবং বললাম, হে আবু রাফি! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি আবার প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি! সে বলল, তোমার কী হল, তোমার মা ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কী অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সব শক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তার হাড় পর্যন্ত ঠেকার আওয়াজ হল। অতঃপর আমি ভীত-শংকিত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিঁড়ির নিকট এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীদের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যতক্ষণ না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারিণীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিজাযবাসী বণিক আবু রাফি'র মৃত্যুর ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বললেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আমার তখন কোন ব্যথাই ছিল না। অবশেষে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে তাঁকে খবর জানালাম। (৩০২৩, ৪০৩৮, ৪০৩৯, ৪০৪০) (আ.প্র. ২৮০০, ই.ফা. ২৮১০)

৩০২৩. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكَ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

৩০২৩. বারআ ইব্নু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আনসারীদের একদলকে আবু রাফি' ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আতীক (رضي الله عنه) রাত্রিকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে যখন সে ঘুমিয়ে ছিল। (৩০২২) (আ.প্র. ২৮০১, ই.ফা. ২৮১১)

১০৬/০৬. بَابُ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

৫৬/১৫৬ অধ্যায় : শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না।

৩০২৪. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا غَاصِمُ بْنُ يُونُسَ الْبَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى جِئْ خَرَجَ إِلَى الْحُرُورِيَّةِ فَقَرَأَتْهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَعَنِي فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرُ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِي فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَنَجَّي السَّحَابِ وَهَارِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

৩০২৪. 'উমার ইবনু 'উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবুন নাযার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনু 'উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফাহ (رضي الله عنه) একখানি পত্র লিখেন, যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম— তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর সঙ্গে কোন এক মুখোমুখী যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সহাবীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সামনা-সামনি হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারির ছায়ায় অবস্থিত।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা চালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাভূতকারী, আপনি কাফিরদেরকে পরাস্ত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।' (২৮১৮) (আ.প্র. ২৮০২, ই.ফা. ২৮১২ প্রথমংশ)

৩০২৫. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ كُنْتُ كَاتِبًا لِعَمْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

৩০২৫. মুসা ইবনু 'উকবাহ (রহ.) বলেন, সালিম আবুন নযর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনু 'উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তখন তার নিকট 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফাহ (رضي الله عنه)-এর একখানা পত্র পৌঁছল এ মর্মে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করবে না। (২৯৩৩) (ই.ফা. ২৮১২ মধ্যমাংশ)

৩০২৬. وَقَالَ أَبُو غَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

৩০২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হবার ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্য অবলম্বন করবে। (মুসলিম ৩২/৬ হাঃ ১৭৪১, আহমাদ ১০৭৭৮) (ই.ফা. ২৮১২ শেষাংশ)

১০৭/০৬. بَابُ الْحَرْبِ خَذَعَةٌ

৫৬/১৫৭. অধ্যায় : যুদ্ধ হল কৌশল।

৩০২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِشْرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِشْرَى بَعْدَهُ وَقِصْرٌ لَيْهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قِصْرٌ بَعْدَهُ وَلَقِصْمٌ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩০২৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিস্রা ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কিস্রা হবে না। আর কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কায়সার হবে না এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যতিত হবে। (মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১৮, আহমাদ ৭২৭২) (৩১২০, ৩৬১৮, ৬৬৩০) (ই.ফা. ২৮১৩ প্রথমাংশ)

৩০২৮. وَسَمَى الْحَرْبِ خَذَعَةً

৩০২৮. আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে অভিহিত করেন। (৩০২৯) (আ.প্র. ২৮০৩, ই.ফা. ২৮১৩ শেষাংশ)

৩০২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُصْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبِ خَذَعَةً

৩০২৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যুদ্ধকে কৌশল নামে অভিহিত করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, আবু বাকর হাছেন বুর ইবনু আসরাম। (৩০২৮) (আ.প্র. ২৮০৪, ই.ফা. ২৮১৪)

৩০৩০. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبِ خَذَعَةً

৩০৩০. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।' (মুসলিম ৩২/৫ হাঃ ১৭৩৯, আহমাদ ১৪১৮১) (আ.প্র. ২৮০৫, ই.ফা. ২৮১৫৪)

১০৮/০৬. بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

৫৬/১৫৮. অধ্যায় : যুদ্ধে মিথ্যা বলা।

৩০৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَكَبَّ بِنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَنَّا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ أَتَبَعْنَاهُ فَتَكَرَّرَ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمَكَّ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

৩০৩১. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার বললেন, 'কে আছে যে কা'ব ইবনু আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর

রসূল (ﷺ)-কে কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ নাবী (ﷺ) আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের নিকট হতে সদাকাহ চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'ব বলল, 'এখনই আর কী হয়েছে?' তোমরা তো তার থেকে আরো পেরেশান হয়ে পড়বে।' মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, 'আমরা তাঁর অনুগত হয়েছি, এখন তাঁর শেষ ফল না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) এভাবে তার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকেন, অতঃপর তাকে হত্যা করে ফেলেন। (২৫১০) (আ.প্র. ২৮০৬, ই.ফা. ২৮১৬)

১০৭/০৬. بَابُ الْقِتْلِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

৫৬/১৫৯. অধ্যায় : হারবীকে গোপনে হত্যা করা।

৩০৩২. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَغَبِ بَنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَذَّنَ لِي فَأَقُولُ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

৩০৩২. জাবির (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন, 'কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, 'আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ।' মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি দিলাম।' (২৫১০) (আ.প্র. ২৮০৭, ই.ফা. ২৮১৭)

১৬০/০৬. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْتَنِي مَعَرَّتَهُ

৫৬/১৬০. অধ্যায় : যার নিকট হতে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সঙ্গে কৌশল ও সাবধানতা অবলম্বন করা বৈধ।

৩০৩৩. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَبِلَ ابْنُ صَيَّادٍ فَحَدَّثَ بِهِ فِي غُحْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّحْلُ طَفِقَ يَتَفَنَّى بِدُرُوعِ النَّحْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قُطَيْفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ

৩০৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) 'উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-কে সঙ্গে নিয়ে ইবনু সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন লোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর নিকট খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন তিনি নিজেকে খেজুর গাছের শাখার আড়াল করতে লাগলেন। ইবনু সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে গুণগুণ করছিল। তখন ইবনু সাইয়াদের মা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে দেখে বলে উঠল, হে সাফ! (ইবনু সাইয়াদের ডাক নাম) এই যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)। তখন ইবনু সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, যদি এ নারী তাকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে আসল ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে পড়ত। (১৩৫৫) (আ.প্র. অনুচ্ছেদ : ১৬০, ই.ফা. অধ্যায় : ১৯০১)

১৬১/০৬. بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ

৫৬/১৬১. অধ্যায় : যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরিখা খননকালে আওয়াজ উচ্চ করা।

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنْسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ (রহ.) সালামাহ (رضي الله عنه) থেকেও বর্ণিত আছে।

৩০৩৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ

الْحَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابَ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْجُزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

৩০৩৪. বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি নিজে মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সম্পূর্ণ বক্ষের কেশরাজিকে মাটি ঢেকে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :

ওগো আল্লাহ্ তুমি না চাইলে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

আর আমরা সদাকাহ করতাম না এবং সলাত আদায় করতাম না॥

তুমি আমাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ কর।

এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখা॥

শত্রুরা আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে।

তারা ফিতনাহ সৃষ্টির ইচ্ছে করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।”

আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তি কালে স্বর উচ্চ করেছিলেন। (২৮৩৯) (আ.প্র. ২৮০৮, ই.ফা. ২৮১৮)

১৬২/০৬. بَابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ

৫৬/১৬২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অশ্বোপরি দৃঢ় হয়ে থাকতে পারে না।

৩০৩৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ

৩০৩৫. জারীর (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে তাঁর নিকট প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। (৩৮২২, ৬০৯০) (ই.ফা. ২৮১৯ প্রথমংশ)

৩০৩৬. আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার বক্ষে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত করুন।' (৩০২০) (মুসলিম ৪৪/২৯ হাঃ ২৪৭৫, আহমাদ ১৯১৯৪) (আ.প্র. ২৮০৯, ই.ফা. ২৮১৯ শেষাংশ)

১৬৩/৫৬. بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِالْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي الثَّرَسِ

৫৬/১৬৩. অধ্যায় : চাটাই পুড়িয়ে ক্ষতের চিকিৎসা করা, নারী কর্তৃক পিতার মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধৌত করা এবং ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করা।

৩০৩৭. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যখন কিভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল (رضي الله عنه) বলেন, এখন আর এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জানা কেউ অবশিষ্ট নেই। 'আলী (رضي الله عنه) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে নিয়ে আনছিলেন, আর ফাতিমাহ (رضي الله عنها) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় আর তা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যখন মধ্য পুরে দেয়া হয়। (২৪৩) (আ.প্র. ২৮১০, ই.ফা. ২৮২০)

১৬৬/৫৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةُ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

৫৬/১৬৬. অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি।

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: ১৬) قَالَ فَتَادَةُ الرِّيحِ الْحَرْبُ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : “নিজেরা পরস্পর বিবাদ করবে না; যদি কর তবে তোমরা সাহস হারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে”- (আনফাল ৪৬)। ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) বলেন, الرِّيحُ হলো যুদ্ধ।

৩০৩৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ

مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَبْرَأُ وَلَا تُعَيِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

৩০৩৮. আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) মু'আয ও আবু মুসা (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও আদেশ দেন যে, 'লোকদের প্রতি কোমলতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুখবর দিবে, ঘণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর একমত হবে, মতভেদ করবে না।' (২২৬১) (আ.প্র. ২৮১১, ই.ফা. ২৮২১)

৩০৩৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا نَحْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَرَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَا هُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ فَهَرَمُوهُمْ قَالَ قَاتْنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوَفُهُنَّ رَافِعَاتٍ نِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْعَيْنِيَّةُ أَيُّ قَوْمٍ الْعَيْنِيَّةُ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسَيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلْنُصَيِّرَنَّ مِنَ الْعَيْنِيَّةِ قَلَمًا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وَجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِائَتَيْنِ فَقَالَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْنِ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَتَهَاكُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّ الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّ الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عَمْرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءَ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ قَالَ يَوْمَ يَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سَجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مِثْلَهُ لَمْ أَمُرْ بِهَا وَلَمْ تُسَوِّنِي ثُمَّ أَخَذَ يَرْجُحُ أَعْلَى هَبْلٍ أَعْلَى هَبْلٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُحْيِيُونَا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُرَى وَلَا عُزَى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُحْيِيُونَا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

৩০৩৯. বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) উহদের দিন 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিয়োগ করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পাখীরা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ পাওয়া ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অতঃপর মুসলিমগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারাআ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মুশরিকদের নারীদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করছে। যাতে পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে।

তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবাইর (রাঃ)-এর সহযোগীরা বলতে লাগলেন, 'লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কেন?' তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবাইর (রাঃ) বললেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলে গিয়েছো?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গানীমাতের মাল সংগ্রহে যোগ দিব।' অতঃপর যখন তাঁরা স্বস্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌঁছল, তখন তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন আল্লাহর রসূল (সঃ) তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নাবী (সঃ)-এর সঙ্গে বার জন লোক ব্যতীত অপর কেউই বাকী ছিল না। কাফিররা এ সুযোগে মুসলিমদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বাদার যুদ্ধে নাবী (সঃ)-ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সত্তরজনকে বন্দী ও সত্তরজনকে নিহত করেন। এ সময় আবু সুফইয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ জীবিত আছে?' আল্লাহর রসূল (সঃ) তার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল- 'লোকদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র জীবিত আছে?' পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি খাতাবের পুত্র জীবিত আছে?' অতঃপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, 'এরা সবাই নিহত হয়েছে।' এ সময় 'উমার (রাঃ) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর শপথ, তুই মিথ্যা বলছিস। যাঁদের তুমি নাম উচ্চারণ করছিস তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। তোদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।' আবু সুফইয়ান বলল, 'আজ বাদারের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির মত। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কাটা দেখবে, আমি এর আদেশ দেইনি কিন্তু তা আমি পছন্দও করিনি।' অতঃপর বলতে লাগল, 'হে হুবাল! তোমার মাথা উঁচু হোক। হে হুবাল! তোমার মাথা উঁচু হোক।' তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) সহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এর উত্তর দিবে না?' তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে মর্যাদাবান, তিনিই মহা মহিমান্বিত।' আবু সুফইয়ান বলল, আমাদের জন্য উয্যা রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই।' নাবী (সঃ) বললেন, 'তোমরা কি তার উত্তর দিবে না?' বারআ (রাঃ) বলেন, 'সহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব?' আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের সহায়তাকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সহায়তাকারী বন্ধু নেই।' (৩৯৮৬, ৪০৪৩, ৪০৬৭, ৪৫৭১) (আ.প্র. ২৮১২, ই.ফা. ২৮২২)

১৬০/৫৬. بَابُ إِذَا فَرَّغُوا بِاللَّيْلِ

৫৬/১৬৫ অধ্যায় : রাত্রিকালে শত্রু ভয়ে ভীত হলে।

৩০৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشَجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَرَّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لِأَنِّي ظَلَحْتُ غُرِيَّ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تَرَاعُوا لَمْ تَرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَدْتُهُ يَجْرُ يَعْنِي الْفَرَسَ

৩০৪০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে দানশীল ও সবচেয়ে শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মাদীনাহুয়াসী রাতের বেলায় একটি আওয়াজ শুনে ভীত-শংকিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নাবী (ﷺ) আবু ত্বলহা (رضي الله عنه)-এর গদীবাহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারী বুলিয়ে তাদের সামনে এলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, তোমরা ভয় করো না।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত দ্রুতগামী পেয়েছি।' (২৬২৭) (আ.প্র. ২৮১৩, ই.ফা. ২৮২৩)

১১৬/০৬. بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَا حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ
৫৬/১৬৬ অধ্যায় : যে ব্যক্তি শত্রু দর্শনে চিৎকার দিয়ে বলে, “বিপদ আসন্ন!” যাতে লোকেরা
তা শুনতে পায়।

৩০৪১. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّ أَخْبَرَ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْعَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَنِيَّةِ الْعَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَنَحْكَ مَا بِكَ قَالَ أُخِذْتُ لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ عَظْقَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَهَا يَا صَبَاحَا يَا صَبَاحَا ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذَوْهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ :

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّصْعِ

فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوفَهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عَظَاشُ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سَقَيْتُهُمْ فَأَبْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتُ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرَؤُونَ فِي قَوْمِهِمْ

৩০৪১. সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গাবাহ নামক স্থানে যাবার উদ্দেশ্যে মাদীনাহু থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উচুস্থানে পৌঁছলাম, সেখানে আমার সঙ্গে ‘আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه)-এর গোলামের সাক্ষাৎ ঘটল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কী হয়েছে? সে বলল, নাবী (ﷺ)-এর দুধবতী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মাদীনাহুর দুই কঙ্করময় ভূমির মাঝে যত লোক ছিল সবাইকে আওয়াজ শুনিয়ে দিলাম। অতঃপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম,

আমি আকওয়া'র পুত্র

আর আজ কমিনাদের ধ্বংসের দিন।

আমি তাদের থেকে উটগুলো উদ্ধার করলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লোকগুলো তৃষ্ণার্ত। আমি এত তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার সুযোগ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন,

‘হে ইবনু আকওয়া! তুমি তাদের উপর বিজয়ী হয়েছ, এখন তাদের কথা বাদ রাখ। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌছে গেছে।’ (৪১৯৪) (আ.প্র. ২৮১৪, ই.ফা. ২৮২৪)

১৬৭/০৬. بَابُ مَنْ قَالَ حُذَّهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

৫৬/১৬৭ অধ্যায় : তীর নিক্ষেপের সময় যে বলেছে, এটা লও; আমি অমুকের পুত্র।

وَقَالَ سَلَّمَةُ حُذَّهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

আর সালামাহ বলেছেন, এটাও লও; আমি আকওয়া'র পুত্র।

৩০৬২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوْلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُولَ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخِيذًا بِعَيْنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

قَالَ فَمَا رَأَيْ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

৩০৪২. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, হে আবু উমারাহ! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? বারাআ (রাঃ) বললেন, [আবু ইসহাক (রহ.) বলেন], আর আমি তা গুনছিলাম, সেদিন তো আল্লাহর রসূল (ﷺ) পালিয়ে যাননি। আবু সুফইয়ান ইবনু হারিস (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন,

আমি আল্লাহর নাবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

তিনি (বারা) (রাঃ) বলেন, সেদিন আল্লাহর রসূল (ﷺ) অপেক্ষা দৃঢ়চেতা আর কাউকে দেখা যায়নি। (২৮৬৪) (আ.প্র. ২৮১৫, ই.ফা. ২৮২৫)

১৬৮/০৬. بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

৫৬/১৬৮. অধ্যায় : মীমাংসা মান্য করতঃ শত্রুগণ দুর্গ ত্যাগ করলে।

৩০৬৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلٍ بْنِ حُثَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى جِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقَاتِلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِّى الدَّرِيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

৩০৪৩. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহুদীরা সা'দ ইবনু মা'আয (رضي الله عنه)-এর ফায়সালা মুতাবিক দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। তখন সা'দ (رضي الله عنه) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার দিকে দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'এগিয়ে যাও এরা তোমার ফায়সালায় রাজী হয়েছে। সা'দ (رضي الله عنه) বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ করতে পারে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় মত ফয়সালাই করেছে।' (৩৮০৪, ৪১২১, ৬২৬২) (মুসলিম ৩২/২২ হাঃ ১৭৬৮, আহমাদ ১১১৬৮) (আ.প্র. ২৮১৬, ই.ফা. ২৮২৬)

১৬৭/০৬. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

৫৬/১৬৯. অধ্যায় : বন্দী হত্যা ও হাত-পা বেঁধে হত্যা।

৩০৪৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। মাক্কাহ জয়ের বছর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনু খাতাল কা'বার পর্দা ধরে আছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'তাকে কতল কর।' (১৮৪৬)

(আ.প্র. ২৮১৭, ই.ফা. ২৮২৭)

১৭০/০৬. بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ وَمَنْ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

৫৬/১৭০. অধ্যায় : স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব গ্রহণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হবার সময় দু' রাক'আত সলাত আদায় করল

৩০৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَيْدٍ بْنِ جَارِيَةَ الْقَفِيِّ وَهُوَ حَلِيفُ ابْنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطَ سَرِيَّةٍ عَيْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَاةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ دُكِرُوا لِيَحْيَى مِنْ هَذِلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَتَقَرَّوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتِي رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامَ فَانْتَصَرُوا أَتَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَا كُلُّهُمْ تَمَرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا ثَمَرُ يَثْرِبَ فَانْتَصَرُوا أَتَارَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَحْزُوا إِلَى فِدْقٍ وَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالْبَبْلِ فَاقْتُلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ قُرَى إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ

مِنْهُمْ حُبَيْبُ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنُ دَيْنَةَ وَرَجُلٌ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتَمَكَّتُوا مِنْهُمْ أَظْلَقُوا أَوْتَارَ فَيْسِيهِمْ فَأَوْتَقَوْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ
الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْعَذْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلَاءِ لَأَسْوَأَ يَرِيدُ الْقَتْلِ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ
فَأَبَى فَقَتَلُوهُ فَانْظَلَفُوا بِحُبَيْبٍ وَابْنِ دَيْنَةَ حَتَّى بَاغَوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَفْعَةِ بَذْرِ قَابَتَاعَ حُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ
بَنِ تَوْقَلٍ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَذْرِ فَلَبِثَ حُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنََّّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَجِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَأَخَذَ
ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَيْحِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَقَرَعَتْ قَرْعَةً عَرَفَهَا حُبَيْبٌ فِي
وَجْهِهِ فَقَالَ تَحْشِينَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ حُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ
يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوتِقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لِرِزْقٍ مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ
حُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ حُبَيْبٌ ذَرُونِي أَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَكَرَعَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ
لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوْا أَنَّ مَا بَيْنِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا

ولست أباي حين أقتل مسلماً على أي شيء كان لله مضرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممرج

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ سَنَ الرَّكَعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِغَاصِمِ بْنِ
ثَابِتٍ يَوْمَ أُصَيْبٍ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَيْرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى غَاصِمٍ حِينَ
حَدَّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشْيٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَذْرِ فَبُعِثَ عَلَى غَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَّةِ
مِنَ الذَّنْبِ فَحَمَّتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

৩০৪৫. 'আমর ইবনু আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং আসিম ইবনু সাবিত আনসারীকে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করেন। যিনি আসিম ইবনু 'উমার ইবনু খাত্তাবের নানা ছিলেন। তাঁরা রওনা করলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মাক্কাহর মাঝে হাদআত নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় তাদের নিকট তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজকে তাঁদের পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠান। এরা তাঁদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। সহাবীগণ মাদীনাহ্ হতে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। অতঃপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি

যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম ইব্নু সাবিত (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নাবীকে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।’ অবশেষে কাফিররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসিম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ করলো। অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইব্নু দাসিনা (রাঃ) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদের বেঁধে ফেললো। তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, ‘গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না, যাঁরা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব।’ কাফিররা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইব্নু দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মাক্কাহয় বিক্রয় করে ফেলে। এটা বাদার যুদ্ধের পরের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইব্নু ‘আমিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বাদার যুদ্ধের দিন খুবাইব (রাঃ) হারিস ইব্নু ‘আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইব্নু শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে ‘উবায়দুল্লাহ ইব্নু আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব (রাঃ)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছড়া হতে আগুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মাক্কাহয় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। অতঃপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হারাম এর নিকট হতে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রাঃ) তাদের বললেন, আমাকে দু‘রাক‘আত সলাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দিল। তিনি দু‘রাক‘আত সলাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সলাতকে দীর্ঘ করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন।’ (অতঃপর তিনি এ কবিতা দু’টি আবৃত্তি করলেন)

“যখন আমি মুসলিম হিসেবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন।

আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা‘আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন,

তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।”

অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাক'আত সলাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রাঃ)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসিম (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহর রসূল (সঃ) তাঁর সহাবীগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা' যা' আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, আসিম (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বাদার যুদ্ধের দিন আসিম (রাঃ) কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হতে হিফাযত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হতে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি। (৩৯৮৯, ৪০৮৬, ৭৪০২) (আ.প্র. ২৮১৮, ই.ফা. ২৮২৮)

১৭১/০৬. بَابُ فَكَالِكَ الْأَسِيرِ

৫৬/১৭১ অধ্যায় : বন্দী মুক্তি প্রসঙ্গে।

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এ বিষয়ে আবু মূসা (রাঃ) কর্তৃক নাবী (সঃ) নিকট হতে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৩০৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِي يَغْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ

৩০৪৬. আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা বন্দী আযাদ কর, ক্ষুধার্তকে আহাৰ্য দাও এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর। (৫১৭৪, ৫৩৭৩, ৫৬৭৯, ৬১৬৩) (আ.প্র. ২৮১৯, ই.ফা. ২৮২৯)

৩০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ

قُلْتُ لِعَلِّي ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا

أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَالِكَ

الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

৩০৪৭. আবু জুহাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ব্যতীত আপনাদের নিকট ওয়াহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি

করেন। আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কী আছে? তিনি বললেন, 'দীয়াতের বিধান, বন্দী আযাদ করা এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয়।' (১১১) (আ.প্র. ২৮২০, ই.ফা. ২৮৩০)

১৭২/০৬. بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৫৬/১৭২ অধ্যায় : মুশরিকদের মুক্তিপণ।

৩০৪৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلَنَتْرُكَ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدْعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا

৩০৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আনসারগণের কয়েকজন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে 'আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, না, একটি দিরহামও ছাড় দিবে না। (২৫৩৭) (ই.ফা. ২৮৩১ প্রথমংশ)

৩০৪৯. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ خُذْ فَأَعْظَاهُ فِي ثَوْبِهِ

৩০৪৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট বাহরাইন হতে ধন-সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট 'আব্বাস (رضي الله عنه) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকীলেরও মুক্তিপণ আদায় করেছি। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন। (৪২১) (আ.প্র. ২৮২১, ই.ফা. ২৮৩১ শেষাংশ)

৩০৫০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أَسَارَى بَذَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطَّوْرِ

৩০৫০. জুবাইর (ইবনু মুতয়িম) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আর তিনি বাদার যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মাগরিবের সলাতে সূরায়ে তুর পড়তে শুনেছি। (৭৬৫) (আ.প্র. ২৮২২, ই.ফা. ২৮৩২)

১৭৩/০৬. بَابُ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

৫৬/১৭৩. অধ্যায় : দারুল হাব্বের অধিবাসী নিরাপত্তাহীনভাবে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল।

৩০৫১. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْقَلَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اظْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ

فَتَقَلَّه سَلْبَهُ

৩০৫১. সালামাহ ইবনু আকওয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের জনৈক গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।' নাবী (ﷺ) তার মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন। (মুসলিম ৩২/১৩ হাঃ ১৭৫৩, আহমাদ ১৬৫২৩) (আ.প্র. ২৮২৩, ই.ফা. ২৮৩৩)

১৭৬/০৬. بَابُ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرْقَوْنَ

৫৬/১৭৪. অধ্যায় : জিম্মীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না।

৩০৫২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأَوْصِيَهُ بِدِمَّةِ اللَّهِ وَدِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوقَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاعَتَهُمْ

৩০৫২. 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ অসীযত করেছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর পক্ষ হতে কাফিরদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থ্যের বাইরে তাদের উপর যেন জিযিয়া ধার্য করা না হয়।' (১৩৯২) (আ.প্র. ২৮২৪, ই.ফা. ২৮৩৪)

১৭০/০৬. بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

৫৬/১৭৫. অধ্যায় : প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দেয়া।

১৭৬/০৬. بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الدِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ

৫৬/১৭৬. অধ্যায় : জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার।

৩০৫৩. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَمَيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمَيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْخَضْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْحَمَيْسِ فَقَالَ اثْنُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَارَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَارُعٍ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَعُونِي فَإِلَازِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرَجُ أَوَّلُ تِهَامَةٍ

৩০৫৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বৃহস্পতিবারে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে অতঃপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সহাবীগণ পরস্পরে মতভেদ করেন। অথচ নাবীর সম্মুখে মতভেদ সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) দুনিয়া ত্যাগ করছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহ্বান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশেষে তিনি ইন্তি কালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়াত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যে রূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও তেমন দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়াতটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবু আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইবনু মুহাম্মদ (রহ.) ও ইয়া'কুব (রহ.) বলেন, আমি মুগীরাহ ইবনু 'আবদুর রহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মাক্কাহ, মাদীনাহ, ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকুব (রহ.) বলেন, 'তিহামাহ আরব হল 'আরজ থেকে।' (১১৪) (আ.প্র. ২৮২৫, ই.ফা. ২৮৩৫)

১৭৭/০৬. بَابُ التَّجْمُلِ لِلْوُفُودِ

৫৬/১৭৭. অধ্যায় : প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে সাজসজ্জা করা।

৩০৫৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقَ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجْمَلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَيْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِجَبَّةٍ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ تَبِعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ

৩০৫৪. (আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) এক জোড়া রেশমী কাপড় বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি ক্রয় করুন এবং 'ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'এ পোশাক তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন) এরূপ পোশাক সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই।' এ অবস্থায় 'উমার (রাঃ) কিছুদিন অবস্থান করেন, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল। অতঃপর নাবী (ﷺ) একটি রেশমী জুব্বা 'উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে আরয

করলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ পোশাক তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নেই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য পাঠালেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে। (৮৮৬) (আ.প্র. ২৮২৬, ই.ফা. ২৮৩৬)

১৭৮/০৬. بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّيِّ

৫৬/১৭৮. অধ্যায় : শিশুদের কাছে কেমনভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে?

৩০০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أَطْمِ بْنِ مَعَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَتَنْظُرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عَنْقَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

৩০৫৫. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (رضي الله عنه) কয়েকজন সহাবীসহ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ইবনু সাইয়াদের নিকট যান। তাঁরা তাকে বানী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইবনু সাইয়াদ বালিগ হবার নিকটবর্তী হয়েছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর (আগমন) সে কিছু টের না পেতেই নাবী (ﷺ) তাঁর পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল? তখন ইবনু সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রসূল। ইবনু সাইয়াদ নাবী (ﷺ)-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নাবী (ﷺ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী দেখ? ইবনু সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য খবর ও মিথ্যা খবর সবই আসে। নাবী (ﷺ) বললেন, আসল অবস্থা তোমার কাছে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে আছে। নাবী (ﷺ) আরো বললেন, আচ্ছা, আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি। ইবনু সাইয়াদ বলল, তা’ হচ্ছে ধোঁয়া। নাবী (ﷺ) বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। ‘উমার (رضي الله عنه) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে হুকুম দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী (ﷺ) বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি

তাকে কারু করতে পারবে না, যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই। (১৩৫৪) (আ.প্র. ২৮২৭, ই.ফা. ২৮৩৭ প্রথমাংশ)

২০০৬- قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبِي بَنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ الثَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الثَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعِي بِجُدُوعِ الثَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلِ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَةٌ قَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّبِعِي بِجُدُوعِ الثَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ

৩০৫৬. ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ও ‘উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইবনু সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নাবী (সাঃ) সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইবনু সাইয়াদের অজান্তে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইবনু সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কী কী যেন গুনগুন করছিল। তার মা নাবী (সাঃ)-কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ শাখার আড়ালে আসছেন। তখন সে ইবনু সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, নারীটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। (১৩৫৫) (আ.প্র. ২৮২৭ মধ্যমাংশ, ই.ফা. ২৮৩৭ মধ্যমাংশ)

২০০৭- وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

৩০৫৭. সালিম (রহ.) বলেন, ইবনু ‘উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর নাবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা‘আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল হতে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নাবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (রাঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নাবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানাননি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে এক চক্ষু বিশিষ্ট আর অবশ্যই আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন। (৩৩৩৭, ৩৪৩৯, ৪৪০২, ৬১৭৫, ৭১২৩, ৭১২৭, ৭৪০৭) (আ.প্র. ২৮২৭ শেষাংশ, ই.ফা. ২৮৩৭ শেষাংশ)

১৭৭/০৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْيَهُودِ أَاسْلِمُوا تَسْلَمُوا

৫৬/১৭৯ অধ্যায় : ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী : “ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ কর”।

قَالَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

এ বাণী মাকবুরী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১৮০/০৭. **بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ**

৫৬/১৮০. অধ্যায় : কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদের ধন-সম্পত্তি ও ক্ষেত-খামার থাকলে তা তাদেরই থাকবে।

৩০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَارِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايَعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْحَيْفُ الْوَادِي

৩০৫৮. উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জে আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আগামীকাল আপনি মাক্কাহয় পৌঁছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে? অতঃপর বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বানু কানানার মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করব। যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফরীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানু কানানা ও কুরায়শগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানু হাশেমের সঙ্গে কেনা-বেচা করবে না এবং তাদের নিজ বাড়িতে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী (রহ.) বলেন, খায়ফ হচ্ছে একটি উপত্যকা। (১৫৮৮) (আ.প্র. ২৮২৮, ই.ফা. ২৮৩৮)

৩০৫৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيْيَا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيْيَا اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنْ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمْ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمْ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكَ مَا شِئْتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكَ مَا شِئْتُهُمَا يَأْتِيَنِي بَيْنِيهِمَا فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارَكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَّا أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَبْرُونَ أَيْنَ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَيَلَاذُهُمْ فَقَاتِلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

৩০৫৯. যায়দ ইবনু আসলাম (রাঃ) কর্তৃক তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। 'উমার (রাঃ) হুনাইয়াহ নামক তাঁর এক আযাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হুনাইয়াহ! মুসলিমদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দু'আ হতে বেঁচে থাকবে। কারণ, মজলুমের দু'আ কবুল হয়। আর অল্প সংখ্যক উট ও অল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এতে প্রবেশ করতে দিবে। আর 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ ও 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ)-এর পশুদ্ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা যদি তাঁদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাঁরা তাঁদের কৃষি ক্ষেত ও

খেজুর বাগানের প্রতি মনোযোগ দিবেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশু ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পিতা ধ্বংস হোক! তখন আমি কি তাদের বঞ্চিত করতে পারব? সুতরাং পানি ও ঘাস দেয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রৌপ্য দেয়ার চাইতে। আল্লাহর শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহিলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোদ্ধাগণকে আল্লাহর রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘত পরিমাণ জমিও সংরক্ষণ করতাম না। (আ.প্র. ২৮২৯, ই.ফা. ২৮৩৯)

১৮১/০৬. بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ

৫৬/১৮১. অধ্যায় : ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করা।

৩০৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكُتِبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَحْأَفُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْنَا ابْنَيْنَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْلِي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

৩০৬০. হুযাইফাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কালিমাহ উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম লিখে আমাকে দাও। হুযাইফাহ رضي الله عنه বলেন, তখন আমরা এক হাজার পাঁচশ' লোকের নাম লিখে তাঁর নিকট পেশ করি।^১ তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা এক হাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফাহ رضي الله عنه বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পড়েছি যাতে লোকেরা ভীত-শংকিত অবস্থায় একা একা সলাত আদায় করছে। (মুসলিম ১/৬৭ হাঃ ১৪৯, আহমাদ ২৩৩১৯) (আ.প্র. ২৮৩০, ই.ফা. ২৮৪০)

আ'মাশ (রহ.) হতে এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ' পেয়েছি। আবু মু'আবিয়াহর বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, ছয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি। (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ২৮৪১)

৩০৬১. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

৩০৬১. ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক, অমুক-যুদ্ধে আমার নাম লেখা হয়েছে আর আমার স্ত্রী হাজ্জ

^১ ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধে যাবার পূর্বে অথবা বন্দক খননের সময়ের।

আদায়ের সংকল্প নিয়েছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হাজ্জ কর।' (১৮৬২) (আ.প্র. ২৮৩১, ই.ফা. ২৮৪২)

১৮২/৫৬. بَابُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

৫৬/১৮২ অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলা কখনও পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারা দীনের সাহায্য করেন।

৩০৬২. حَدَّثَنَا أَبُو النِّعْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَضِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

৩০৬২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এ সময় খবর এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর নাবী (ﷺ) বিলাল (رضي الله عنه)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন। (৪২০৪, ৬৬০৬) (মুসলিম ১/৪৭ হাঃ ১১১,) (আ.প্র. ২৮৩২, ই.ফা. ২৮৪৩)

১৮৩/৫৬. بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

৫৬/১৮৩. অধ্যায় : শত্রুর আশংকায় সৈন্যদলের অনুমতি ব্যতিরেকেই নিজেই সেনা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৩০৬৩. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

رَوَاحَةً فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفَتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسْرُنِي أَوْ قَالَ مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنِي لَتَذِرَانِ

৩০৬৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যারিদ পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত লাভ করেছেন, অতঃপর জা'ফর (رضي الله عنه) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত লাভ করেছেন। অতঃপর খালিদ ইবনু অলীদ (رضي الله عنه) মনোনয়ন ব্যতীতই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের নিকট পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন, আর তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (১২৪৬) (আ.প্র. ২৮৩৩, ই.ফা. ২৮৪৪)

১৮৬/০৬. بَابُ الْغُزَى بِالْمَدِّ

৫৬/১৮৪. অধ্যায় : সাহায্যকারী দল প্রেরণ প্রসঙ্গে।

৩০৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا أَنَا فَأَسْلَمْتُ وَأَسْتَمْدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْفُرَّاءَ يَخْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بَيْتَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَتَلْتُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَعُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلَّا يَبْلَعُوا عَنَّا قَوْمَنَا يَا نَأَى قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدَ

৩০৬৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-এর নিকট রি-ল, যাকওয়ান, উসাইয়াহ ও বানু লাহ'ইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের গোত্রের মুকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন নাবী (ﷺ) সত্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমরা তাঁদের কুরী নামে আখ্যায়িত করতাম। তাঁরা দিনের বেলায় লাকড়ি সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সলাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা 'বীরে মা'উনাহ' নামক স্থানে পৌঁছল, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর আল্লাহর রসূল (ﷺ) রিল, যাকওয়ান ও বানু লাহ'ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দু'আ করে এক মাস যাবৎ কুনূতে নাযিলা পাঠ করেন। ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আনাস (رضي الله عنه) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেন : “আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।” অতঃপর এ আয়াত উঠিয়ে নেয়া হয়। (১০০১) (আ.প্র. ২৮৩৪, ই.ফা. ২৮৪৫)

১৮০/০৬. بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا

৫৬/১৮০. অধ্যায় : শত্রুর উপর বিজয়ী হলে তাদের স্থানের বহির্ভাগে তিন দিবস অবস্থান করা।

৩০৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَابِعَهُ مُعَاذُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৬৫. আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের বাহির অঙ্গণে তিন রাত্রি অবস্থান করতেন। মু'আয, 'আবদুল আ'লা ও আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনায় রাওহা ইবনে 'উবাদাহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৯৭৬) (আ.প্র. ২৮৩৫, ই.ফা. ২৮৪৬)

১৮১/০৬. بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

৫৬/১৮১. অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে ও সফরে গণীমত বণ্টন করা।

৩০৬৬. وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بَيْنَ رَافِعٍ رَافِعُ قَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بَيْنَ رَافِعٍ رَافِعُ قَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بَيْنَ رَافِعٍ

৩০৬৬. حَدَّثَنَا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حَتَيْنِ

৩০৬৬. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) জিরানা নামক জায়গা হতে 'উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন করেছিলেন। (১৭৭৮) (আ.প্র. ২৮৩৬, ই.ফা. ২৮৪৭)

১৮২/০৬. بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

৫৬/১৮২. অধ্যায় : মুশরিকরা মুসলিমের মালামাল লুণ্ঠন করে নিলে মুসলিমদের তা প্রাপ্ত হওয়া।

৩০৬৭. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ قَرْسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْقَى عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৬৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রু তা আটক করে। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তখন সে ঘোড়াটি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগেই তাঁকে ফেরত দেয়া হয়। আর তাঁর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হয়। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন খালিদ

ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানার পর তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন। (৩০৬৮, ৩০৬৯)
(ই.ফা. ১৯২৮ পরিচ্ছেদ)

৩০৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَتَى فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّ قَرْسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَيْرِ وَهُوَ جِمَارٌ وَخَيْشٌ أَيْ هَرَبَ

৩০৬৮. নাকি (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-এর একটি গোলাম পালিয়ে গিয়ে রোমের মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়। অতঃপর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি 'আবদুল্লাহ (ইবনু 'উমার) (رضي الله عنه)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌছে যায়। অতঃপর উক্ত এলাকা মুসলিমদের দখলে আসলে তারা ঘোড়াটি ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, عَار শব্দটি العير হতে উদ্গত। আর তা হল বন্য গাধা। عَار-এর অর্থ هَرَب অর্থাৎ পলায়ন করেছে। (৩০৬৭) (আ.প্র. ২৮৩৭, ই.ফা. ২৮৪৮)

৩০৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هَزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ

৩০৬৯. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। যখন মুসলিমগণ রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় মুসলিমদের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه)-কে আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) নিযুক্ত করেছিলেন। সে সময় দুশমনরা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। অতঃপর যখন দুশমনরা পরাজিত হল তখন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন। (৩০৬৭) (আ.প্র. ২৮৩৮, ই.ফা. ২৮৪৯)

১৮৮/৫৬. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

৫৬/১৮৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ফার্সী কিংবা কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَاخْتَلَفَ آلَ إِسْرَءِيلَ مَا رَأَوْا وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الروم : ২২) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ

قَوْمِهِ﴾ (ابراهيم : ১)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে (কুম ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন : আর আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (ইব্রাহীম ৪)

৩০৭০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْنَا بُهَيْمَةَ لَنَا وَطَحْنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَتَقْرَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَتَحِيَّ هَلَّا بِكُمْ

৩০৭০. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার একটি ছাগল ছানা যব্ব্ব করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব্বের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, হে খন্দকের লোকেরা! জাবির তোমাদের জন্য খানার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল। (৪১০১, ৪১০২) (আ.প্র. ২৮৩৯, ই.ফা. ২৮৫০)

৩০৭১. حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدِ بْنِتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلِيٍّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَةَ سَنَةٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ فَرَبَّرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْنِي وَأَخْلِفْنِي ثُمَّ أَبْنِي وَأَخْلِفْنِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ

৩০৭১. উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ ইব্নু সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকট আসলাম। আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, সান্না-সান্না। (রাবী) 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, হাবশী ভাষায় তা 'সুন্দর' অর্থ বুঝায়। উম্মু খালিদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর মহরে নবুয়্যাতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (সঃ) আমাকে বললেন, এ কাপড় পর আর পুরানো কর, আবার পর, পুরানো কর, আবার পর, পুরানো কর। 'আবদুল্লাহ (ইব্নু মুবারক) (রহ.) বলেন, উম্মু খালিদ (রাঃ) যতদিন জীবিত থাকেন, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে। (৩৮৭৪, ৫৮২৩, ৫৮৪৫, ৫৯৯৩) (আ.প্র. ২৮৪০, ই.ফা. ২৮৫১)

৩০৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْفَارِسِيَةِ كَيْفَ كَيْفَ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ سَنَهُ الْحَنَةِ بِالْحَبَشَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ تَعْنِ امْرَأَةً مِثْلَ مَا عَشَتْ هَذِهِ بَعْنِي أُمُّ خَالِدٍ

৩০৭২. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হাসান ইব্নু 'আলী (রাঃ) সদাকাহর খেজুর হতে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে দেন। তখন নাবী (সঃ) কাখ্-কাখ্ বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা সদাকাহ খাই না। (১৪৮৫) (আ.প্র. ২৮৪১, ই.ফা. ২৮৫২)

১৪৭/০৬. بَابُ الْغُلُولِ

৫৬/১৮৯. অধ্যায় : গনীমতের মালামাল আত্মসাৎ করা।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ (آل عمران: ১৬১)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “কেউ কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখলে সে তা কিয়ামাতের দিন নিয়ে আসবে।” (আলু ইমরান ১৬১)

৩০৭৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَأْ لَهَا ثَغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرُسٌ لَهُ حَمَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ خَفِيفٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرُسٌ لَهُ حَمَمَةٌ

৩০৭৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গানীমাতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামাতের দিন না পাই যে, তাঁর কাঁধে বকরি বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। (১৪০২) (মুসলিম ৩৩/৬ হাঃ ১৮৩১) (আ.প্র. ২৮৪২, ই.ফা. ২৮৫৩)

১৯০/৫৬. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

৫৬/১৯০. অধ্যায় : স্বল্প পরিমাণ গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা।

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا أَصَحُّ

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে এ বর্ণনায় তিনি আত্মসাৎকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন- কথাটি উল্লেখ করেননি। এটাই বিস্ময়কর।

৩০৭৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كِرْكِرَةُ يَعْنِي يَفْتَحُ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

৩০৭৬. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পাহারা দেয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কারকারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তাকে দেখতে গেল আর তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাত করেছিল। আবু ‘আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইবনু সালাম (রহ.) বলেছেন, কারকারা। (আ.প্র. ২৮৪৩, ই.ফা. ২৮৫৪)

১৭১/০৬. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْعَمَمِ فِي الْمَغَانِمِ

৫৬/১৯১. অধ্যায় : গণীমতের উট ও ছাগল (বন্টিত হওয়ার পূর্বে) যব্বহ করা মাকরুহ।

৩০৭০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصْبَحْنَا إِبِلًا وَعَتَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَخْرِيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَتَصَبَّوْا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِنَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْعَمَمِ بَيْنَهُمْ فَنَدَّ مِنْهَا بَعْضُ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَغْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَايِدُ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ عَدَاً وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَثَرُ الدَّمِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحْدِثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

৩০৭৫. রাফি ইবনু খাদীজ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুল-হ্লাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গণীমাত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নাবী (ﷺ) লোকদের পেছনে সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে পাতিল চড়িয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিলেন এবং পাতিলগুলো উপুড় করে ফেলে দেয়া হল। অতঃপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার নিকট হতে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা‘আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘এ সকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যেও কতক বন্য পশুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে।’ রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইবনু খাদীজ (رضي الله عنه) বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা বলেছেন আশঙ্কা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যব্বহ করব? আল্লাহর

রসূল (ﷺ) বললেন, ‘যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি : তা এই যে, দাঁত হল হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।’ (২৪৮৮) (আ.প্র. ২৮৪৪, ই.ফা. ২৮৫৫)

১৭২/০৬. بَابُ الْبَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

৫৬/১৯২. অধ্যায় : বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে।

৩০৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيدُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَأَنَّ بَيْنَنَا فِيهِ خَنْعَمٌ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَأَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ تَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكُتْهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيَّتُ فِي خَنْعَمٍ

৩০৭৬. জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, ‘তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সান্ত্বনা দিবে না?’ এ ঘরটি খাস‘আম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা‘বা বলা হতো। অতঃপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ’ লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই দক্ষ ঘোড়া সওয়ার ছিলেন। আমি নাবী (ﷺ)-কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দু‘আ করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।’ অবশেষে জারীর (رضي الله عنه) তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ)-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত পাঠালেন। জারীর (رضي الله عنه)-এর দূত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের মত করে ছেড়েছি। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু‘আ করলেন। মুসাদ্দাদ (রহ.) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাস অর্থ খাস‘আম গোত্রের একটি ঘর। (৩০২০) (আ.প্র. ২৮৪৫, ই.ফা. ২৮৫৬)

১৭৩/০৬. بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ

৫৬/১৯৩. অধ্যায় : সুসংবাদ বহনকারীকে পুরস্কৃত করা।

وَأُعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

কা'ব ইব্নু মালিক (রাঃ)-কে যখন তাওবাহ কবুলের সুসংবাদ দান করা হয়, তখন তিনি সংবাদদাতাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'খানা কাপড় দান করেছিলেন।

১৭৬/০৭. بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৫৬/১৯৪ অধ্যায় : (মাক্কাহ) বিজয়ের পর হিজরাতের কোন প্রয়োজন নেই।

৩০৭৭. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَفْرِغْتُمْ فَانْقِرُوا

৩০৭৭. 'আবদুল্লাহ ইব্নু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন বলেছেন, 'মাক্কাহ বিজয়ের পর হতে (মাক্কাহ থেকে) হিজরাতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত বাকী আছে আর যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।' (১৩৪৯) (আ.প্র. ২৮৪৬, ই.ফা. ২৮৫৭)

৩০৭৭-৩০৭৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ جُبَايِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتَحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

৩০৭৮-৩০৭৯. মুজাশি' ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ)-কে নিয়ে নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার নিকট হিজরাত করার জন্য বাই'আত করতে চায়। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, 'মাক্কাহ জয়ের পর আর হিজরাতের দরকার নেই। কাজেই আমি তার নিকট হতে ইসলামের বাই'আত নিচ্ছি।' (২৯৬২, ২৯৬৩) (আ.প্র. ২৮৪৭, ই.ফা. ২৮৫৮)

৩০৮০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ وَائِلٍ جُرَيْجٌ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ دَهَبَتْ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِبَيْتِهَا فَقَالَتْ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

৩০৮০. 'আত্বা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উবাইদ ইব্নু 'উমাইর (রাঃ) সহ 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'যখন হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (সাঃ)-কে মাক্কাহ বিজয় দান করেছেন, তখন থেকে হিজরাত বন্ধ হয়ে গেছে।' (৩৯০০, ৪৩১২) (আ.প্র. ২৮৪৮, ই.ফা. ২৮৫৯)

১৭০/০৭. بَابُ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجَرَّيْدَهُنَّ

৫৬/১৯৫ অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার না-ফরমানি করলে প্রয়োজনে জিন্মী অথবা মুসলিম নারীর চুল দেখা এবং তাদেরকে বিবস্ত্র করা।

৩০৮১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْسِبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةٍ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَا عَلَمَ مَا الَّذِي جَرَأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالرُّبَيْزُ فَقَالَ اسْتَوْا رَوْضَةَ كَذَا وَتَحْدُونَهَا بِهَا امْرَأَةٌ أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكِتَابُ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِي فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَ أَوْ لَا جَرَدَنِكَ فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَتِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَاطِبٍ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا أَزْدَدْتُ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَخُجِدَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبَ عَنْقَهُ فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ مَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَذْرِ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَهَذَا الَّذِي جَرَأَهُ.

৩০৮১. আবু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন 'উসমান (রাঃ)-এর সমর্থক। তিনি ইবনু আতিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি 'আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন, কোন বস্তু তোমাদের সাথী (আলী (রাঃ)-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর নিকট শুনেছি, তিনি বলতেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এবং যুবাইর (ইবনু আওয়াম) (রাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাক বাগানের দিকে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।' আমরা সে বাগানে পৌঁছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, 'হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব।' তখন সে মহিলা তার কেশের ভাঁজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। আল্লাহর রসূল (সঃ) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগই বর্ধিত হয়েছে। আপনার সহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন নেই, মাক্কাহুয় যার সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন না আছে। যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। তখন নাবী (সঃ) তাকে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, 'লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে বাদার সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা 'আমাল কর।' একথাই তাঁকে (আলী (রাঃ) দুঃসাহসী করেছে। (৩০০৭) (আ.প্র. ২৮৪৯, ই.ফা. ২৮৬০)

১৭৬/০৬. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُرَاةِ

৫৬/১৯৬ অধ্যায় : মুজাহিদদেরকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা।

৩০৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الرُّبَيْزِ لِابْنِ جَعْفَرٍ ﷺ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَتَرَكَكَ

৩০৮২. ইবনু আবু মুলাইকা (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه), ইবনু জা'ফর (رضي الله عنه)-কে বললেন, তোমার কি মনে আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম? ইবনু জা'ফর (رضي الله عنه) বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসলেন। (মুসলিম ৪৪/১১ হাঃ ২৪২৭) (আ.প্র. ২৮৫০, ই.ফা. ২৮৬১)

৩০৮৩. সাযিব ইবনু ইয়াযীদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্যান্য শিশুদের সাথে আমরাও আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। (৪৪২৬, ৪৪২৭) (আ.প্র. ২৮৫১, ই.ফা. ২৮৬২)

১৭৭/০৬. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعَزْوِ

৫৬/১৯৭. অধ্যায় : জিহাদ হতে ফিরে আসার কালে যা বলবে।

৩০৮৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ آيُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

৩০৮৪. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন নাবী (ﷺ) জিহাদ হতে ফিরতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ হতে তাওবাকারী, তাঁরই 'ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাভূত করেছেন। (১৭৯৭) (আ.প্র. ২৮৫২, ই.ফা. ২৮৬৩)

৩০৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُجَيْفٍ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَضَرَعَا جَمِيعًا فَأَفْتَحَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاکْتَفَتُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ آيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

৩০৮৫. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসফান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম, আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়া বিনতে হুযাই (رضي الله عنها)-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এ সময়

উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবু ত্বলহা (রাঃ) দ্রুত এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদের আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, আগে মহিলার খোঁজ নাও। আবু ত্বলহা (রাঃ) তখন একটা কাপড়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর নিকট আসলেন এবং সে কাপড়টা দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন। তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম। যখন আমরা মাদীনাহর নিকটবর্তী হলাম, তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) এ দু'আ পড়লেন **اَيُّوْنَ تَائِيُوْنَ غَائِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ** আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা 'ইবাদাতকারী, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মাদীনাহয় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকলেন। (৩৭১) (আ.প্র. ২৮৫৩, ই.ফা. ২৮৬৪)

৩০৮৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وَمَعَ النَّبِيِّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** صَفِيَّةُ مُرَدِّفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا يَبْغِضُ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَضَرَعَ النَّبِيُّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ افْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهَا عَلَى رَاحِلَتَيْهَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا يَطْهَرُ الْمَدِينَةَ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اَيُّوْنَ تَائِيُوْنَ غَائِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

৩০৮৬. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি ও আবু ত্বলহা (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সাফিয়াহ (রাঃ) ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটনীটির পা পিছলে গেল। এতে নাবী (সাঃ) ও সাফিয়াহ (রাঃ) ছিটকে পড়ে গেলেন। আর আবু ত্বলহা (রাঃ) তার উট হতে তাড়াতাড়ি নেমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বললেন, 'হে আল্লাহর নাবী! আল্লাহ তা'আলা আমাদের আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে?' আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, 'না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।' আবু ত্বলহা (রাঃ) একখানা কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর নিকট গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়াহ (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আবু ত্বলহা (রাঃ) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করেন। অবশেষে যখন তাঁরা মাদীনাহর উপকণ্ঠে পৌঁছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মাদীনাহর নিকটবর্তী হলেন, তখন নাবী (সাঃ) এ দু'আ পড়লেন, "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।' আর মাদীনাহয় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন। (৩৭১) (আ.প্র. ২৮৫৪, ই.ফা. ২৮৬৫)

১৭৮/০৬. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

৫৬/১৯৮ অধ্যায় : সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর সলাত আদায় করা।

৩০৮৭. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

৩০৮৭. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি নাবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মাদীনাহুয় উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'মাসজিদে প্রবেশ কর এবং দু' রাক'আত সলাত আদায় কর।' (৪৪৩) (আ.প্র. ২৮৫৫, ই.ফা. ২৮৬৬)

৩০৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ

وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

৩০৮৮. কা'ব (ইব্নু মালিক) (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সঃ) যখন চাশতের সময় সফর হতে ফিরতেন, তখন মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নিতেন। (২৭৫৭) (আ.প্র. ২৮৫৬, ই.ফা. ২৮৬৭)

১৭৯/০৬. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

৫৬/১৯৯. অধ্যায় : সফর হতে ফিরে খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে আর (আবদুল্লাহ) ইব্নু 'উমার (রাঃ) আগত মেহমানের সম্মানে সওম পালন করতেন না।

৩০৮৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ تَحَرَ جُزُورًا أَوْ بَقَرَةً زَادَ مُعَادُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا يَوْفَيْتَيْنِ وَدَرَاهِمَ أَوْ دَرَاهِمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فُدِجَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ

৩০৮৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সঃ) যখন মাদীনাহুয় ফিরতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যব্ব করতেন। আর মু'আয (রাঃ)...জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, [জাবির (রাঃ) বলেন] আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার নিকট হতে এক উট দু' উকিয়া ও একটি দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা কিনে নেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌছেন, তখন একটি গাভী যব্ব করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা যব্ব করা হয় এবং সকলে তার গোশত আহার করে। আর যখন তিনি মাদীনাহুয় উপস্থিত হলেন তখন আমাকে মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতে আদেশ করলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। (৪৪৩) (আ.প্র. ২৮৫৭, ই.ফা. ২৮৬৮)

৩০৯০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ صِرَارًا مَوْضِعُ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ

৩০৯০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফর হতে ফিরে এলাম। তখন নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, ‘দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করে নাও।’ সিরার হচ্ছে মাদীনাহর সন্নিহিতে একটি স্থানের নাম। (৪৪৩) (আ.প্র. ২৮৫৮, ই.ফা. ২৮৬৯)

০৭- কِتَابُ الْخُمْسِ

পর্ব (৫৭) : খুমুস [এক পঞ্চমাংশ]

بَابُ قَرْضِ الْخُمْسِ ৫৭/১

৫৭/১. অধ্যায় : খুমুস নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

৩০৭। حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيئِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَيْتِي بِقَاطِئَةٍ بَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاعْدْتُ رَجُلًا صَوَاعًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ أَنْ يَرْجُلَ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَتَيْعَهُ الصَّوَاغِينَ وَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْعَرَايِرِ وَالْحَبَالِ وَشَارِفَايَ مَتَاحَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتَبَأَ أَسْمِئْتُهُمَا وَبَقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا خَمْرَةُ عَلَى نَاقَتِي فَأَجَبَ أَسْمِئْتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ دَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِذَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ خَمْرَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ خَمْرَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا خَمْرَةُ قَدْ تَمَلَّ خَمْرَةَ عَيْنَاهُ فَانْظَرَ خَمْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَانْظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَانْظَرَ إِلَى سَرْتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَانْظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ خَمْرَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَيْدٌ لِأَيِّ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ تَمَلَّ فَانْكَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْفَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ

৩০৯১. 'আলী (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদার যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য হতে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নাবী (রাঃ) খুমুসের মধ্য হতে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানু কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা ছিল তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতোমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান,

থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি এক আনসারীর ঘরের পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ হাল দেখে আমি অশ্রু চেপে রাখতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সঙ্গে আছে।' আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইবনু হারিসা (رضي الله عنه) উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযাহ আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সঙ্গে আছে।' তখন নাবী (ﷺ) তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়িয়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইবনু হারিসা (رضي الله عنه) তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযাহ যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে বিভোর ছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) হামযাহকে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযাহ তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযাহ তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি তাকাল। অতঃপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভির দিকে তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাল। অতঃপর হামযাহ বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (২০৮৯) (মুসলিম ৩৬/১ হাঃ ১৯৭৯) (আ.প্র. ২৮৫৯, ই.ফা. ২৮৭১)

৩০৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيزَانَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ

৩০৯২. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) ফায় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ হতে রেখে গেছেন। (মুসলিম ৩২/১৬ হাঃ ১৭৫৯) (৩৭১১, ৪০৩৫, ৪২৪০, ৬৭২৫) (ই.ফা. ২৮৭১ প্রথমংশ)

৩০৭৩. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرٍ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا

ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِعَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَقَدْكَ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْما لِحَقْوِهِ النَّبِيِّ تَعْرُوهُ وَتَوَائِيهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اعْتَزَّاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرْوَتِهِ فَأَصْبَنَهُ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَزَّانِي

৩০৯৩. অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়।’ এতে আল্লাহর রসূলের কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ওফাতের পর ফাতিমাহ (রাঃ) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ফাতিমাহ (রাঃ) আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ) কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মাদীনাহর সদাকাহতে তাঁর অংশ দাবী করেছিলেন। আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যা ‘আমাল করতেন, আমি তাই ‘আমাল করব। আমি তাঁর কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মাদীনাহর সদাকাহকে ‘উমার (রাঃ) আলী ও ‘আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে আগের মত রেখে দেন। ‘উমার (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এ সম্পত্তি দু’টিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু’টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলিমদের শাসক খলীফা হবেন।’ যুহরী (রহ.) বলেন, এ সম্পত্তি দু’টির ব্যবস্থাপনা আজ পর্যন্ত ও রকমই আছে। (৩৭১২, ৪০৩৬; ৪২৪১, ৬৭২৬) (মুসলিম ৩২/১৬ হাঃ ১৭৫৯) (আ.প্র. ২৮৬০ ই.ফা. ২৮৭১)

৩০৭৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوَيْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أُوَيْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكُ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالٍ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مَثَكِيٌّ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِكُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضِجٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْبِضْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتُ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَنَا حَاجِبُهُ يَرَفًا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرَفًا يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْبِضْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهَذَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْبِضْ بَيْنَهُمَا وَأَرِخْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ قَالَ عُمَرُ تَيْدُكُمْ أَنْتُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ

تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ أَنْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ

قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَنِّ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَدِيرٌ﴾ (الحشر: ٦) فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَتَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ تَجَعَلِ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلْنِي نَصِيكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَجَاءَنِي هَذَا يُرِيدُ عَلَيًّا يُرِيدُ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَأَ لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيَّكُمْمَا عَهْدُ اللَّهِ وَمِيقَاتُهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مِنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا فَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمْهَا

৩০৯৪. মালিক ইব্নু আউস ইব্নু হাদাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বসা ছিলাম, যখন রোদ প্রখর হল তখন 'উমার ইব্নু খাতাব (রাঃ)-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে 'উমার (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার গোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য সামান্য পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী দেয়ার আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ব্যতীত যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল,

‘উসমান ইবনু আফ্ফান, ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আউফ, যুবাইর (ইবনু আওয়াম) ও সা‘দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) আপনার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পরে এসে বলল, ‘আলী ও ‘আব্বাস (رضي الله عنه) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। অতঃপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বাবু নাযীরের সম্পদ হতে আল্লাহ তা‘আলা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করেছিলেন। ‘উসমান (رضي الله عنه) এবং তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু‘মিনীন! এঁদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন হতে নিশ্চিত করে দিন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমাদের (নবীগণের) মীরাস বন্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকাহরূপে গণ্য হয়? এর দ্বারা আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। ‘উসমান (رضي الله عنه) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন বলেছেন। অতঃপর ‘উমার (رضي الله عنه) ‘আলী এবং ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন বলেছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা‘আলা ফায়-এর সম্পদ হতে স্বীয় রসূল (ﷺ)-কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ব্যতীত কাউকেই দান করেননি। অতঃপর ‘উমার (رضي الله عنه) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ شَيْءٌ قَدِيرٌ (الحشر: ৬) আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-কে তাদের অর্থাৎ ইয়াহুদীদের নিকট হতে যে ফায় দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ তা‘আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান— (হাশর ৬)। সুতরাং এ সকল সম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি হতে যা উদ্ধৃত রয়েছে, তা হতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর সম্পদে জমা করে দিতেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আজীবন এরূপই করেছেন। আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি তা জানেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। অতঃপর ‘উমার (رضي الله عنه) ‘আলী ও ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয় অবগত আছেন? অতঃপর ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী (ﷺ)-কে ওফাত দিলেন তখন আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পক্ষ হতে দায়িত্ব প্রাপ্ত একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ সবার আয়-উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আবু বাক্র (رضي الله عنه)-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবু বাক্র (رضي الله عنه)-

এর পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও আবু বুরক (রাঃ) যা যা করতেন, তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যপ্রিয়ী রয়েছি। অতঃপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপার একই। হে 'আব্বাস (রাঃ)! আপনি আমার নিকট আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর 'আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর স্ত্রী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আমরা নাবীগণের সম্পদ বণ্টিত হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সদাকাহরূপে গণ্য হয়।' অতঃপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিব। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন, যে সকল কাজে আল্লাহর রসূল (ﷺ), আবু বাকর (রাঃ) ও আমি আমার খিলাফতকালে এ যাবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট দিয়ে দিন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর 'উমার (রাঃ) 'আলী ও 'আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর 'উমার (রাঃ) বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহর কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এ ব্যাপারে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অক্ষম হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ হতে এ সম্পত্তির দেখাশুনা করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

(২৯০৪) (আ.প্র. ২৮৬১, ই.ফা. ২৮৭২)

২/৫৭. بَابُ أَذَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

৫৭/২. অধ্যায় : খুমুস আদায় করা ধীনের অন্তর্গত।

৩০৯০. حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبَيْعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِيمٌ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبْعَةِ بَيْنَتَا وَيَبْنَتَا كَقَارٍ مُضَرٍّ فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْتَ هَاكُمُ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدَ بَيْدِهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَ هَاكُمُ عَنْ الدُّبَاءِ وَالتَّغْيِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَةِ

৩০৯৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুযার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজে আদেশ করুন, যার উপর আমরা 'আমাল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা 'আমাল করতে আহ্বান জানাব। তিনি (রসূলুল্লাহ (ﷺ)) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ হতে নিষেধ করছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাতের অঙ্গুলিতে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই আর সলাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রমায়ান মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা'। আর আমি তোমাদের শুকনো লাউয়ের খোলে তৈরি পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরি পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরার প্রলেপ দেয়া মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। (৫৩) (আ.প্র. ২৮৬২, ই.ফা. ২৮৭৩)

৩/৫৭. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

৫৭/৩ অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের ব্যয় নির্বাহ।

৩০৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَثْوَى عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

৩০৯৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগ বণ্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা হতে আমার স্ত্রীগণের খরচাদি ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর বাকী যা থাকবে, তা সদাকাহরূপে গণ্য হবে। (২৭৭৬) (আ.প্র. ২৮৬৩, ই.ফা. ২৮৭৪)

৩০৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّي رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَيْبٍ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكَلَّمْتُهُ فَقَنِي

৩০৯৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে ছিল। আমি তা হতে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুকাল কেটে গেল। অতঃপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা শেষ হয়ে গেল।' (৬৪৫১) (মুসলিম ৫৩ হাঃ ২৯৭৩) (আ.প্র. ২৮৬৪, ই.ফা. ২৮৭৫)

৩০৭৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ

مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةٌ

৩০৭৮. ‘আমর ইবনু হারিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবী (ﷺ) তাঁর যুদ্ধাস্ত্র, সাদা খচ্চর ও কিছু যমীন ছাড়া কিছুই রেখে যাননি এবং তাও তিনি সদাকাহ হিসেবে রেখে গেছেন।’ (২৭৩৯) (আ.প্র. ২৮৬৫, ই.ফা. ২৮৭৬)

৬/৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

৫৭/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত সে সবার বর্ণনা।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (الأحزاب: ৩৩) ﴿وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ (الأحزاب: ৫৩)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর— (আহযাব ৩৩)। (হে মুসলিমগণ) তোমরা নাবী (ﷺ)-এর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। (আহযাব ৫৩)

৩০৭৭. حَدَّثَنَا جَبَّارُ بْنُ مُوسَى وَحُمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَبُؤْسٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ

৩০৭৭. ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, ‘রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রোগ যখন অতি মাত্রায় বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে তাঁর অপর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁকে অনুমতি হয়।’ (১৯৮) (আ.প্র. ২৮৬৬, ই.ফা. ২৮৭৭)

৩১০০. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْفِي

النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي ثَوْبِي وَبَيْنَ سَخْرِي وَتَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رَيْفِي وَرَيْفِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكِ فَضَعَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذَتْهُ فَمَضَغَتْهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ

৩১০০. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আবদুর রাহমান (رضي الله عنه) একটি মিসওয়াক নিয়ে প্রবেশ করেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তা চিবাতে অক্ষম হন। তখন আমি সে মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দাঁত মেজে দেই। (৮৯০) (মুসলিম ৪৪/১৫ হাঃ ২৪৪৯, আহমাদ ১৮৯৪৮) (আ.প্র. ২৮৬৭, ই.ফা. ২৮৭৮)

৩১০১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا

৩১০১. ‘আলী ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সঃ)-এর স্ত্রী সাফিয়া (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। তখন তিনি রমায়ানের শেষ দশকে মাসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন আল্লাহর রসূল (সঃ)-ও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর অপর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর দরজার নিকটবর্তী মাসজিদের দরজার নিকট পৌছলেন তখন দু’জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর রসূল (সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর এ রকম বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, ‘শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার মত সর্বত্র বিচরণ করে। আমি আশঙ্কা করেছিলাম, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ জাগ্রত করে দেয়।’ (২০৩৫) (আ.প্র. ২৮৬৮, ই.ফা. ২৮৭৯)

৩১০২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذِيرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

৩১০২. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফসাহ (রাঃ)-এর ঘরের উপর আরোহণ করি। তখন আমি নাবী (সঃ)-কে কিবলাকে পেছন দিকে রেখে সিরিয়া মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিতে দেখলাম। (১৪৫) (আ.প্র. ২৮৬৯, ই.ফা. ২৮৮০)

৩১০৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ الْعَصَرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

৩১০৩. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ‘আসরের সলাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তার আঙ্গিণা থেকে বাহির হয়ে যায়নি। (৫২২) (আ.প্র. ২৮৭০, ই.ফা. ২৮৮১)

৩১০৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنٍ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
৩১০৮. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সঃ) খুত্বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই ফিতনা, যে দিক হতে সূর্য উদয়ের কালে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে। (৩২৭৯, ৩৫১১, ৫২৯৬, ৭০৯২, ৭০৯৩) (আ.প্র. ২৮৭১, ই.ফা. ২৮৮২)

৩১০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ
حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ
الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

৩১০৫. ‘আমরাহ বিনতু ‘আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সঃ)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) একবার তাঁর নিকট ছিলেন। তখন ‘আয়িশাহ (রাঃ) আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি হাফসাহ (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসাহ (রাঃ)-এর দুধ চাচ্চা। দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে। (২৬৪৪) (আ.প্র. ২৮৭২, ই.ফা. ২৮৮৩)

৫/৫৭. بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدْحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ
مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَتَغْلِيهِ وَأَنْبِيْتِهِ مِمَّا يَتَّبِرُكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ
৫৭/৫. অধ্যায় : নাবী (সঃ)-এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরের খলীফাগণ সে সব দ্রব্য হতে যা ব্যবহার করেছেন, আর যেগুলোর বস্টনের কথা অনুল্লিখিত রয়েছে এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নাবী (সঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর সহাবীগণ ও অন্যরা যাতে শরীক ছিলেন।

৩১০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ لَمَّا
اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ نَقُشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةً أَسْطَرِ مُحَمَّدٌ
سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ

৩১০৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন আবু বাকর (রাঃ) খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে একটি নিয়োগপত্র লিখে দেন। আর তাতে আল্লাহর

রসূল (ﷺ)-এর মোহর দ্বারা সীলমোহর করে দেন। উক্ত মোহরে তিনটি লাইন খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রসূল ও এক লাইনে আব্বাহ। (১৪৪৮) (আ.প্র. ২৮৭৩, ই.ফা. ২৮৮৪)

৩১০৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ تَعْلَيْنَ جَزَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ بَعْدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعَلَا النَّبِيَّ ﷺ

৩১০৭. 'ঈসা ইবনু তাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ) দু'টি পশমবিহীন পুরনো চপ্পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনানী (রহ.) পরে আনাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নাবী (রাঃ)-এর পাদুকা ছিল। (৫৮৫৭, ৫৮৫৮) (আ.প্র. ২৮৭৪, ই.ফা. ২৮৮৫)

৩১০৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرَّةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ فِي هَذَا نِزْعَ رُوحِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بُرَّةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمَلْبَدَةُ

৩১০৮. আবু বুরদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) একটি মোটা তালি বিশিষ্ট কম্বল বের করলেন আর বললেন, এ কম্বল জড়ানো অবস্থায়ই নাবী (রাঃ)-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান (রহ.) হুমাইদ (রহ.) সূত্রে আবু বুরদাহ (রাঃ) হতে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়িশাহ (রাঃ) ইয়ামানে তৈরি একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি কম্বল যাকে তোমরা জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের নিকট বের করলেন। (৫৮১৮) (আ.প্র. ২৮৭৫, ই.ফা. ২৮৮৬)

৩১০৯- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَأَتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ

৩১০৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (রাঃ)-এর পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গা জায়গায় রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগান। আসিম (রহ.) বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি। (৫৬৩৮) (আ.প্র. ২৮৭৬, ই.ফা. ২৮৮৭)

৩১১০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَزْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّوْلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ جِئُوا حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِي سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِنَّمِ اللَّهُ لَئِنْ أَعْظَيْتَنِيهِ لَا يَخْلُصَ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ

فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتَتْهُ عَلَيْهِ فِي مُضَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَّدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرِمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بَنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَدًا

৩১১০. ‘আলী ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইবনু মু‘আবিয়াহর নিকট হতে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মাদীনাহয় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে? থাকলে বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়্যার (রাঃ) বললেন, আপনি কি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা অবধি কেউ আমার নিকট হতে তা নিতে পারবে না। একবার ‘আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) ফাতিমাহ (রাঃ) থাকা অবস্থায় আবু জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুতবা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, ‘ফাতিমা আমার হতেই। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।’ অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাঃ) বানু আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দূশমনের মেয়ে একত্র হতে পারে না। (মুসলিম ৪৪/১৫ হাঃ ২৪৪৯, আহমাদ ১৮৯৪৮) (আ.প্র. ২৮৭৭, ই.ফা. ২৮৮৮)

৩১১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ﷺ ذَا كِرَا عُثْمَانَ ﷺ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَّوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ سَعَاتُكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أَغْنِيَهَا عَنَّا فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَعَهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا

৩১১১. ইবনু হানাফিয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রাঃ) যদি ‘উসমান (রাঃ)-এর সমালোচনা করতেন, তবে সেদিনই করতেন, যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে ‘উসমান (রাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। ‘আলী (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন, ‘উসমান (রাঃ)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদের কাজ করার নির্দেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির প্রয়োজন নেই। অতঃপর আমি তা নিয়ে ‘আলী (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান হতে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। (৩১১২) (আ.প্র. ২৮৭৮, ই.ফা. ২৮৮৯ প্রথমংশ)

৩১১২. قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ

৩১১২. ইবনু হনাফিয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে পাঠিয়ে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি ‘উসমান (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাও, এতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) সদাকাহ সম্পর্কিত নির্দেশ দিয়েছেন। (৩১১১) (ই.ফা. ২৮৮৯ শেষাংশ)

৬/৫৭. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِتَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيتَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ

৫৭/৬. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাতি ও মিসকীনদের জন্য গানীমাতের এক পঞ্চমাংশ।

حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَى الطَّحْنِ وَالرَّحَى أَنْ يُجِدِمَهَا مِنَ السَّنِيِّ فَوَلَّاهَا إِلَى اللَّهِ

যখন ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর নিকট আটা পিষার কষ্টের কথা জ্ঞাপন করতঃ বন্দীদের নিকট হতে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আহলে সুফ্যা ও বিধবাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করেন।

৩১১৩. حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَرَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَّغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَنِي فَأَتَتْهُ نَسَاءُ خَادِمًا فَلَمْ تَوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَتَّوَمَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبَّرَا اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا

৩১১৩. ‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ফাতিমাহ (রাঃ) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌছে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমাহ (রাঃ) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট তা উল্লেখ করেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) এলে ‘আয়িশাহ (রাঃ) তাঁর নিকট বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা গুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ তেত্রিশবার ‘আলহামদু লিল্লাহ’ এবং তেত্রিশবার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।’ (৩৭০৫, ৫৩৬১, ৬৩১৮) (মুসলিম ৪৮/১৯ হাঃ ২৭২৭) (আ.প্র. ২৮৭৯, ই.ফা. ২৮৯০)

৭/৫৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (الأَنْفَالُ : ৫৭) يَعْطِي لِلرَّسُولِ قَسَمَ ذَلِكَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

৫৭/৭. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “নিশ্চয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রসূলের”

(আনফাল ৪১)। তা বণ্টনের অধিকার রসূলেরই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি

বণ্টনকারী ও সংরক্ষণকারী আর আল্লাহ তা'আলাই প্রদান করেন।

৩১১৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثٍ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ تَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ وَلَدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُوِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْيَتِي

৩১১৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের আনসারী এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্মে। সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা করল। মানসূর (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শুভা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলাম। আর সুলাইমান (রহ.) বর্ণিত হাদীসে শুভা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলাম। আর সুলাইমান (রহ.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র জন্মে। তখন সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা করে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখে না। আমাকে বণ্টনকারী করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।' আর হুসাইন (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমি বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।' আর 'আমর (رضي الله عنه) জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার ছেলের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নাবী (ﷺ) বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনীয়াতের ন্যায় কুনীয়াত রেখ না।' (৩১১৫, ৩৫৩৮, ৬১৮৬, ৬১৮৭, ৬১৮৯, ৬১৯৬) (মুসলিম ৩৮/১ হাঃ ২১৩৩, আহমাদ ১৪২৩১) (আ.প্র. ২৮৮০, ই.ফা. ২৮৯১)

৩১১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَاهُ الْقَاسِمُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْنَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنْتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ

৩১১৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র জন্মে। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে

আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি পুত্র জন্মেছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নাবী (ﷺ) বললেন, 'আনসারগণ ঠিকই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াতের মত কুনীয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বণ্টনকারী)।' (৩১১৫) (আ.প্র. ২৮৮১, ই.ফা. ২৮৯২)

৩১১৬. حَدَّثَنَا جَبَّارُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهِ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

৩১১৬. মু'আবিয়াহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত আর তারা বিজয়ী থাকবে।' (৭১) (আ.প্র. ২৮৮২, ই.ফা. ২৮৯৩)

৩১১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أُعْطِيَكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَصْعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

৩১১৭. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো মাত্র বণ্টনকারী, যেভাবে নির্দেশিত হই, সেভাবে ব্যয় করি।' (আ.প্র. ২৮৮৩, ই.ফা. ২৮৯৪)

৩১১৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ وَاسْمُهُ نَعْمَانٌ عَنْ حَوْلَةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩১১৮. খাওলাহ আনসারীয়া (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।' (আ.প্র. ২৮৮৪, ই.ফা. ২৮৯৪)

৪/০৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَجَلْتُ لَكُمْ الْعَنَائِمَ

৫৭/৮. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বাণী : তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ (الفتح: ১০) وَهِيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ

আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর গনীমতের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করতে থাকবে। অতএব, এটা তিনি তোমাদের জন্য প্রথমে ত্বরান্বিত করেছেন”- (সূরা ফাতহ : ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গনীমত সাধারণ মুসলমানের জন্য ছিল কিন্তু আল্লাহর রসূল (ﷺ) তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৩১১৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ غَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩১১৯. ‘উরওয়াহ আল-বারেকী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশদামে আছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গনীমত কিয়ামত অবধি। (২৮৫০) (আ.প্র. ২৮৮৫, ই.ফা. ২৮৯৬)

৩১২০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩১২০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল বলেছেন, যখন কিস্রা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিস্রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, অতঃপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধন ভান্ডার আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (৩০২৭) (আ.প্র. ২৮৮৬, ই.ফা. ২৮৯৭)

৩১২১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩১২১. জাবির ইবনু সামূরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন কিস্রা ধ্বংস হয়ে যাবে অতঃপর আর কোন কিস্রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধনভান্ডার আল্লাহর পথ ব্যয় হবে। (৩৬১৯, ৬৬২৯) (মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১৯, আহমাদ ২০৯১৩) (আ.প্র. ২৮৮৭, ই.ফা. ২৮৯৮)

৩১২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلْتُ لِي الْعَنَائِمُ

৩১২২. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার জন্য গানীমাত হালাল করা হয়েছে। (৩৩৫) (আ.প্র. ২৮৮৮, ই.ফা. ২৮৯৯)

৩১২৩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَن رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

৩১২৩. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত লাভ করেছে তা সমেত তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান হতে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। (৩৬) (মুসলিম ৩৩/২৮ হাঃ ১৮৭৬, আহমাদ ৯১৯৮) (আ.প্র. ২৮৮৯, ই.ফা. ২৯০০)

৩১২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعُ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا بَيْنَ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بَيْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَا ذَاهَا فَقَرَأَ قَدْنَا مِنَ الْقُرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرَّبْنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ بَعْنِي النَّارُ لَنَا كُلُّهَا فَلَمْ تَطْعَمْنَاهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَرِقْتُ يَدَ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَبَايِعْنِي قَبِيلَتَكَ فَلَرِقْتُ يَدَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

৩১২৪. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘কোন একজন নাবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরি করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং ‘আসরের সলাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। অতঃপর তিনি গানীমাত একত্র করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালিয়ে দিল না। নাবী (ﷺ) তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গানীমাতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র হতে একজন যেন আমার নিকট বায়’আত করে। সে সময় একজনের হাত নাবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার নিকট বায়’আত করে। এ সময় দু’ ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন,

তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মন্তক পরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। অতঃপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য গানীমাত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন। (৫১৫৭) (মুসলিম ৩২/১১ হাঃ ১৭৪৭, আহমাদ ৮২৪৫) (আ.প্র. ২৮৯০, ই.ফা. ২৯০১)

৯/৫৭. بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوُقْعَةَ

৫৭/৯. অধ্যায় : অভিযানে যারা উপস্থিত থেকেছে গানীমাত তাদের প্রাপ্য।

৩১২০. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ   لَوْلَا أَجْرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ   خَيْرٌ

৩১২৫. যায়দ ইবনু আসলাম (রহ.)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ( ) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন নাবী ( ) খায়বার এলাকা বণ্টন করে দিয়েছিলেন। (২৩৩৪) (আ.প্র. ২৮৯১, ই.ফা. ২৯০২)

১০/৫৭. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

৫৭/১০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি গানীমাত লাভের জন্য জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?

৩১২৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ   قَالَ قَالَ أَغْرَابِيُّ لِلنَّبِيِّ   الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَيُقَاتِلَ لِيَرَى مَكَانَهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩১২৬. আবু মূসা আশ‘আরী ( ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘এক বেদুঈন নাবী ( )-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গানীমাত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে আর যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল?’ তখন আল্লাহর রসূল ( ) বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার উদ্দেশে জিহাদ করে, সেই আল্লাহর রাহে জিহাদকারী।’ (১২৩) (আ.প্র. ২৮৯২, ই.ফা. ২৯০৩)

১১/৫৭. بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيُخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

৫৭/১১. অধ্যায় : ইমামের কাছে যা আসে তা বণ্টন করে দেয়া এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেয়া।

৩১২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ   أَهْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَّةً مِنْ دِيْبَاجٍ مُزْرَرَةٍ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةِ بْنِ تَوْقَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَةُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اذْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِيَّ   صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءَ

فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَرْزَارِهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَّةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

৩১২৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু মুলাইকাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-কে সোনালী কারুকার্য খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সহাবীগণের মধ্য হতে কয়েকজনকে তা বণ্টন করে দেন এবং তা হতে একটি কাবা মাখরামাহ ইবনু নাওফাল (رضي الله عنه)-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। অতঃপর মাখরামাহ (رضي الله عنه) তাঁর পুত্র মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه)-কে সঙ্গে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহ্বান কর। তখন নাবী (ﷺ) তাঁর আওয়াজ শুনেতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকার্য খচিত অংশ তার সম্মুখে তুলে ধরে বললেন, হে আবুল মিসওয়্যার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামাহ (رضي الله عنه)-এর স্বভাবে কিছুটা রুঢ়তা ছিল। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু উলাইয়া (রহ.)-ও আইউব (রহ.) নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইবনু ওয়ারদান (রহ.) বলেন, আইউব (রহ.) ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) সূত্রে মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। লাইস (রহ.) ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) নিকট হতে হাদীস বর্ণনায় আইয়ুব (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (২৫৯৯) (আ.প্র. ২৮৯৩, ই.ফা. ২৯০৪)

১২/০৭. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرَ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِهِ

৫৭/১২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কিরূপে কুরাইযাহ ও নাযীরের মালামাল বণ্টন করেছেন এবং স্বীয় প্রয়োজনে কিভাবে তাথেকে ব্যয় করেছেন?

৩১২৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ كَانَ

الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ التَّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

৩১২৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরাইযা ও নাযীরের উপর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। অতঃপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন। (২৬৩০) (আ.প্র. ২৮৯৪, ই.ফা. ২৯০৫)

১৩/০৭. بَابُ بَرَكَةِ الْغَارِ فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَاةِ الْأَمْرِ

৫৭/১৩. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের সঙ্গী মুজাহিদদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে বরকত সৃষ্টি সম্পর্কে।

৩১২৯. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فُلْتُ لِأَبْنِ أَسَامَةَ أَحَدَتْكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ

مَظْلُومٌ وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَاقَتِلَ النَّيِّمِ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفْئَرِي يُبْعِي دَيْنَنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَيَّ بَعْ مَالِنَا فَاقْضِ دَيْنِي وَأَوْصِ بِالْثُلُثِ وَثُلْثُهُ لِبَنِيهِ يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَوْلَاكَ قَالَ هِبْشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَارَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ حُبِّيبٌ وَعَبَادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِيَنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِينْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ فَقَتِلَ الزُّبَيْرُ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضَيْنِ مِنْهَا الْعَابَةَ وَاحِدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِبَصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِياهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لَا وَلَيْكَنَّهُ سَلَفٌ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةَ خَرَّاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُه أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ فَلَقِي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَنَّمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ مَا أَرَاكُمْ تُطِيفُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْعَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِالْأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُؤَايِنَا بِالْعَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْنَاهَا فِيمَا تُؤَخَّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَنِصْفُ قَدِيمٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قَوْمَتِ الْعَابَةَ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَنِصْفُ قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفُ قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا قَرَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ أَفِيسْمَ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفِيسْمَ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنْتَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعُ سِنِينَ أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ

৩১২৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উষ্ট্র যুদ্ধের দিন যুবায়র (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়লাম। তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! আজকের দিন যালিম অথবা মাযলুম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাযলুম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে অধিক চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়াত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়রের) পুত্রদের জন্য। তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্ধৃত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর কোন কোন পুত্র যুবাইর (রাঃ)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন, খুবায়ের ও 'আব্বাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওসীয়াত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবার কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ হতে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেতো। অতঃপর যুবায়র (রাঃ) শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে এটি হল গাবা। আরো রেখে যান মাদীনাহুয় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন, যুবায়র (রাঃ)-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবাইর (রাঃ) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার নিকট ঋণ হিসেবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' যুবায়র (রাঃ) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সহাবী হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভতিজা। বল তো, আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বললেন, এক লাখ। তখন হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) তাঁকে বললেন, যদি

১ কেননা ঋণ খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমানত হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে না।

ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম ইব্নু হিয়াম (রহিম) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ্য রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বলেন, যুবার (রহিম) গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবার (রহিম)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফর (রহিম) তাঁর নিকট এলেন। যুবার (রহিম)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম)-কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, না। 'আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফর (রহিম) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, না। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফর (রহিম) বললেন, তবে আমাকে এক টুকরা জমি দাও। 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, এখান হতে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) গাবার জমি হতে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার ভূমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট নিকট থেকে যায়। অতঃপর তিনি মু'আবিয়াহ (রহিম)-এর নিকট এলেন। সে সময় তাঁর নিকট 'আমর ইব্নু 'উসমান, মুনযির ইব্নু যুবার ও 'আবদুল্লাহ ইব্নু যাম'আ (রহিম) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রহিম) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত বাকী আছে? 'আবদুল্লাহ (রহিম) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। 'আমর ইব্নু 'উসমান (রহিম) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর 'আবদুল্লাহ ইব্নু যাম'আহ (রহিম) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়াহ (রহিম) বললেন, আর কী পরিমাণ বাকী আছে? 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রহিম) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফর (রহিম) তাঁর অংশ মু'আবিয়াহ (রহিম)-এর নিকট ছয় লাখে বিক্রয় করেন। অতঃপর যখন ইব্নু যুবার (রহিম) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবার (রহিম)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবার (রহিম) বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হাজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবার (রহিম)-এর নিকট ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের নিকট আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। অতঃপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবার (রহিম)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হলো। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবার (রহিম)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

১৬/৫৭. **بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمَقَامِ هَلْ يُسَهَّمُ لَهُ**

৫৭/১৪. অধ্যায় : যখন ইমাম কোন দূতকে কার্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; এমতাবস্থায় তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

৩১৩. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوَهَّبٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَعْيَبَ عُثْمَانُ عَنْ بَذْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا وَسَهْمُهُ

৩১৩০. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান (رضي الله عنه) বাদার যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, 'বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গানীমাতের) অংশ তুমি পাবে।' (৩৬৯৮, ৩৭০৪, ৪০৬৬, ৪৫১৩, ৪৫১৪, ৪৬৫০, ৪৬৫১, ৭০৯৫) (আ.প্র. ২৮৯৬, ই.ফা. ২৯০৭)

১৫/৫৭. **بَابُ مَنْ قَالَ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِتَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ**

৫৭/১৫. অধ্যায় : যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে।

مَا سَأَلَ هَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْقَالِ مِنَ الْخُمْسِ وَمَا أُعْطِيَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَمَرَ خَيْبَرٍ

এর প্রমাণ : হাওয়াযিন, তাদের গোত্রে নাবী (ﷺ)-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করছিল, তারই কারণে মুসলিমদের নিকট থেকে তাদের সে দাবী আদায় করিয়ে নেন। 'নাবী (ﷺ) লোকদেরকে ফায় ও গনীমত-এর অংশ নিকট হতে খুমুস দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করতেন।' 'আর যা তিনি আনসারদের প্রদান করেছেন' এবং 'যা তিনি খায়বারের খেজুর হতে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)-কে দান করেছেন।'

৩১৩১-৩১৩২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَقْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَرَعِمَ عَزْرَةُ أَنْ مَرَّوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمُسَوْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَارِئَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَهَرَ أَجْرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قُفِّلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ رَايَ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطِيبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونُوا

عَلَى حَظِّهِ حَتَّى تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَذِرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَارْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا عَنْ سَيِّ هَوَازِنَ

৩১৩১-৩১৩২. 'উরওয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে মারওয়ান ইবনু হাকাম ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) রিওয়ায়াত করেছেন যে, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলিম হয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মালামাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেয়া হোক। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিকতর প্রিয়। তোমরা দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। বন্দী, নয় মালামাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) প্রতীক্ষা করেছিলাম আর তায়েফ হতে ফেরার সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) দশ দিন থেকে অধিক সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে যখন তাদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের দু'টোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই পছন্দ করি। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের এ সব ভাই তাওবা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি উচিত মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথম যে গনীমতের মাল দান করেছেন, আমি তাকে তা হতে তা দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। উপস্থিত লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করলাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট ফেরত এল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিয়েছে। হাওয়াযিনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এ রকমই পৌছেছে। (২৩০৭, ২৩০৮) (আ.প্র. ২৮৯৭, ই.ফা. ২৯০৮)

۳۱۳۲ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ غَاصِمِ الْكَلْبِيِّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زُهْدِمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأُتِيَ ذِكْرُ دَجَاجَةٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاَهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا أَكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَا حَدِيثَكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَهَبٍ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَتَيْنَ النَّفَرَ الْأَشْعَرِيِّونَ فَأَمَرَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غَرِ

الرَّزَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارِكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا
أَفَنَسِيتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْنَاهَا

৩১৩৩. যাহদাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মুসা (رضي الله عنه)-এর নিকট ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবু মুসা (رضي الله عنه) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশ'আরী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার নিকট তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা দিলাম বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের কল্যাণ হবে না। আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গিয়েছেন? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহর কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইনশাআল্লাহ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি কল্যাণকর মনে করি, তখন সেই কল্যাণকর কাজটি আমি করি এবং কাফফারা দিয়ে শপথ হতে মুক্ত হই। (৪৩৮৫, ৪৪১৫, ৫৫১৭, ৫৫১৮, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, ৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭১৮, ৬৭১৯, ৬৭২১, ৭৫৫৫) (মুসলিম ২৬/৩ হাঃ ১৬৩৯, আহমাদ ১৯৫৭৫) (আ.প্র. ২৮৯৮, ই.ফা. ২৯০৯)

৩১৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়। (৪৩৩৮) (মুসলিম ৩২/১২ হাঃ ১৭৪৯, আহমাদ ৪৫৭৯) (আ.প্র. ২৮৯৯, ই.ফা. ২৯১০)

৩১৩৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়। (৪৩৩৮) (মুসলিম ৩২/১২ হাঃ ১৭৪৯, আহমাদ ৪৫৭৯) (আ.প্র. ২৮৯৯, ই.ফা. ২৯১০)

৩১৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়। (৪৩৩৮) (মুসলিম ৩২/১২ হাঃ ১৭৪৯, আহমাদ ৪৫৭৯) (আ.প্র. ২৮৯৯, ই.ফা. ২৯১০)

৩১৩৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত দান করতেন। (মুসলিম ৩২/১২ হাঃ ১৭৫০) (আ.প্র. ২৯০০, ই.ফা. ২৯১১)

৩১৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَّغْنَا بَعْضَ الْخُرُجِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو زُهَيْرٍ إِمَّا قَالَ فِي بَضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوَائِمِ قَرْيَتِنَا سَفِينَتُهُ فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ وَوَأَفَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي ظَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَأَفَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

৩১৩৬. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর হিজরাত করার খবর পৌঁছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরাত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট। তাদের একজন হলেন আবু বুরদাহ, অন্যজন আবু রুহ্ম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরোও কতিপয় লোকের মধ্যে; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিগ্নান বা বায়ান জন লোকের মধ্যে। অতঃপর আমরা একটি নৌযানে উঠলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহর দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনু আবু তালিব (رضي الله عنه) ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হই। জা'ফর (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের এখানে ৭৭টিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে থাকুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন। (বর্ণণাকারী বলেন), কিংবা তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরও তা হতে দিয়েছেন। আমাদের ছাড়া খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা হতে অংশ দেননি, জা'ফর (رضي الله عنه) ও তাঁর সঙ্গীগণের সঙ্গে আমাদের এ নৌযাত্রীদের মধ্যে বন্টন করেছেন। (৩৮৭৬, ৪২৩০, ৪২৩৩) (আ.প্র. ২৯০১, ই.ফা. ২৯১২)

৩১৩৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدِّرِ سَمِعَ جَابِرًا ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُتَادِيًا مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَتَّى لِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَخْتَوِي بِكَفِّهِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ

الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَأَمَّا أَنْ تُعْطِنِي وَإِنَّمَا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي قَالَ قُلْتُ تَبْخُلُ عَنِّي مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ

قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَاقَ لِي حَشِيَّةٌ وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَيُّ ذَاكَ أَذْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

৩১৩৭. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুইহাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নাবী (সাঃ)-এর মৃত্যু অবধি তা এলো না। অতঃপর যখন বাহরাইনের মাল এল, তখন আবু বাক্র (রাঃ) ঘোষণাকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট যার কোন ঋণ বা ওয়াদা আছে, সে যেন আমার নিকট আসে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বাক্র (রাঃ) তিনবার আঁজলা ভরে দান করেন। সুফইয়ান (রাঃ) তাঁর দুই হাত একত্র করে আঁজলা করে আমাদের বললেন, ইব্নু মুনকাদির এরূপই বলেছেন। জাবির (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি (জাবির) আবু বাক্র (রাঃ)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর নিকট চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আমাকে আপনি দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কৃপণতা করবেন। আবু বাক্র (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে বলছ, 'কৃপণতা করবেন?' আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমাকে দেই।

সুফইয়ান (রহ.) বলেন, 'আমর (রহ.) মুহাম্মাদ ইব্নু 'আলী (রহ.) সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু বাক্র (রাঃ) আমাকে এক আঁজলা দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শত। তখন তিনি বললেন, এ রকম আরও দু'বার নিয়ে নাও। আর ইব্নুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, [আবু বাক্র (রাঃ) বলেছেন], 'কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ কী হতে পারে?' (২২৯৬) (আ.প্র. ২৯০২, ই.ফা. ২৯১৩)

৩১৩৮. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল (সাঃ) জি'য়রানা নামক জায়গায় গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, ইন্সাফ করুন। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, 'আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগা।'

(মুসলিম ১২/৪৭ হাঃ ১০৬৩, আহমাদ ১৪৮১) (আ.প্র. ২৯০৩, ই.ফা. ২৯১৪)

১৬/৫৭. بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ

৫৭/১৬. অধ্যায় : খুমুস পৃথক না করেই বন্দীগণের প্রতি প্রতি নাবী (ﷺ)-এর অনুগ্রহ।

৩১৩৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ

أَبِيهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أَسَارَى بَذَرَ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّثَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

৩১৩৯. জুবাইর ইবনু মুতয়িম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বাদারের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে বলেন, ‘যদি মুতয়িম ইবনু আদী (رضي الله عنه) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্যে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।’ (৪০২৪) (আ.প্র. ২৯০৪, ই.ফা. ২৯১৫)

১৭/৫৭. بَابُ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطَى بَعْضُ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ مَا

৫৭/১৭. অধ্যায় : খুমুস ইমামের জন্য, অধিকার রয়েছে আত্মীয়গণের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে প্রদানের।

قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ

এর দলীল এই যে, নাবী (ﷺ) খায়বারের খুমুস হতে বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকেই দিয়েছেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعْصِهِمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُخَصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَخْوَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أُعْطِيَ

لِمَا يَشْكُرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنِّهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

‘উমার ইবনু আবদুল আযীয (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিকতর অভাবগ্রস্ত তার উপর কোন আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ জন্যে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে। আর এ জন্যে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পক্ষ গ্রহণ করায় তারা নিজ গোত্র ও স্বজনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

৩১৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ

بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ

وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ

اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي تَوْفَلٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ

عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمِّ وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مَرْةٍ وَكَانَ تَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ

৩১৪০. জুবাইর ইবনু মুতয়িম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ‘উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বানু মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আর আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সঙ্গে একই স্তরে সম্পর্কিত। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, বানু মুত্তালিব ও বানু হাশিম একই স্তরে। লায়স (রহ.) বলেন, ইউনুস (রহ.) আমাকে এ হাদীসটিতে আরো বেশি বলেছেন যে, জুবাইর (رضي الله عنه)

বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বানু আবদ শামস ও বানু নাওফলকে অংশ দেননি। ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, আবদ শামস, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাঁদের মাতা হলেন আতিকা বিনতু মুররা আর নাওফল ছিলেন তাদের বৈমাত্রেয় ভাই। (৩৫০২, ৪২২৯) (আ.প্র. ২৯০৫, ই.ফা. ২৯১৬)

১৪/০৭. بَابُ مَنْ لَمْ يُحْمَسِ الْأَسْلَابُ

৫৭/১৮. অধ্যায় : নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মালামালের খুমুস বের না করা;

وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَسَ وَحُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ

কেউ কাউকে হত্যা করল, অতঃপর নিহত ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত মালামালের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য আর ইমাম কর্তৃক এ রকম আদেশ দান করা।

৩১৬১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَذْرِ فَتَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُهُمَا أَسْنَانُهُمَا تَمْتَثِلَتَانِ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتَكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّيْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْسَبْ أَنْ تَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي التَّائِسِ قُلْتُ أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي فَاثْبَنْدَاهُ سَيَقْبِيهِمَا فَضَرْبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَتَنَظَرُ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كَلَّا كُنَّا قَتَلَهُ سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَمْرٍو وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُونُسَ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ

৩১৪১. ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আউফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি বাদার যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু’জন আনসার যুবকের মাঝখানে আছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের চেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা, তাতে তোমার দরকার কী? সে বলল, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে গালাগালি করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে ঐ রকমই বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে

জানালো। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মু'আয ইবনু 'আমর ইবনু জামূহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মু'আয ইবনু 'আফরা ও মু'আয ইবনু 'আমর ইবনু জামূহ। মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, তিনি ইউসুফ ও তার পিতা ইবরাহীম (রহ.)-কে সৎ ব্যক্তি হিসেবে গুনেছেন। (৩৯৬৪, ৩৯৮৮) (মুসলিম ৩২/১৩ হাঃ ১৭৫২, আহমাদ ১৬৭৩) (আ.প্র. ২৯০৬, ই.ফা. ২৯১৭)

৩১৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُتَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي صَنْئَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الْقَائِلَةُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ عَنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَغِيدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الذَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ خُحْرًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَا وَلَّ مَالٍ تَأْتِيهِ فِي الْإِسْلَامِ

৩১৪২. আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চেপে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত করলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করলাম। মৃত্যু তাকেই ধরল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। অতঃপর আমি 'উমার (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কী হয়েছে? 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর হুকুম। অতঃপর লোকজন ফিরে এলো এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে নিহত করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তৃতীয়বার ঐরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়লাম, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হে আবু ক্বাতাদাহ!

তোমার কী হয়েছে? আমি তখন পুরো ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) ঠিক বলেছে। সে ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ হতে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, কক্ষণো না, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (সাঃ) কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে হতে কোন সিংহ আল্লাহ ও রসূল (সাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রসূল (সাঃ) নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নাবী (রাঃ) বললেন, আবু বাকর (রাঃ) ঠিকই বলেছে। ফলে আল্লাহর রসূল (সাঃ) তা আমাকে দিলেন। আমি তা হতে একটি বর্ম বিক্রয় করে বানু সালমায় একটি বাগান কিনি। এটাই ইসলামে প্রবেশের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি পেয়েছিলাম। (২১০০) (মুসলিম ৩২/১৩ হাঃ ১৭৫১, আহমাদ ২২৬৭০) (আ.প্র. ২৯০৭, ই.ফা. ২৯১৮)

১৭/০৭. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمَوْلَةَ فَلَوْبُهُمْ وَعَنْهُمْ مِنَ الْخُمْسِ وَنَحْوِهِ

৫৭/১৯. অধ্যায় : নাবী (সাঃ) ইসলামের দিকে যাদের মন আকৃষ্ট করতে চাইতেন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস বা তদ্রূপ মাল থেকে দান করতেন।

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

এ বিষয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩১৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَرَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ مِمَّنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَزِرْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوْفِيَ

৩১৪৩. হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা লোভহীন অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বারকাত দেয়া হয় না। তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে আহাৰ করে কিন্তু পেট পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া হতে বিদায় নেয়া পর্যন্ত আর কারো মাল আকাঙ্ক্ষা করব না।' পরে আবু বাকর (রাঃ) হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ)-কে ভাতা নেয়ার জন্য ডাকতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর 'উমার

(রাঃ) তাঁকে ভাতা দানের উদ্দেশে ডাকলেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, ‘হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ)-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি যা আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য সম্পদ হতে অংশ রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইবনু হিয়াম (রাঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর পরে আর কারো কাছ হতে আমৃত্যু কিছুই গ্রহণ করেননি। (১৪৭২) (আ.প্র. ২৯০৮, ই.ফা. ২৯১৯)

৩১৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أُيُوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اغْتِكَافٌ يَوْمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنِي بِهِ قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حَتَيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي بَيْتِ يُيُوبَ مَكَّةَ قَالَ فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَبِي حَتَيْنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكِّ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا هَذَا فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّبِي قَالَ أَذْهَبَ فَأَرْسِلَ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَغْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجُعْرَانَةِ وَلَوْ اغْتَمَرَ لَمْ يَخَفْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ أُيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الْخُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أُيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ

৩১৪৪. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমার উপর একদিনের ই‘তিকাফ (মান৳) ছিল। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি' (রহ.) বলেন, ‘উমার (রাঃ) হনাইনের যুদ্ধের বন্দীর নিকট হতে দু’টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মাক্কাহয় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল (সঃ) হনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক মুক্ত করার আদেশ করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটে লাগল। ‘উমার (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ‘উমার (রাঃ) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু’জনকে মুক্ত করে দাও। নাফি' (রহ.) বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) জিয়েররানা হতে ‘উমরাহ করেন নি। যদি তিনি ‘উমরাহ করতেন তবে তা ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে লুকানো থাকতো না। আর জারীর ইবনু হাযিম (রহ.) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন যে, (উমর (রাঃ) দাসী দু’টি খুমুস হতে পেয়েছিলেন। মা‘আমার (রহ.)....ইবনু ‘উমার (রাঃ) নিকট হতে নযরের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি একদিনের কথা বলেননি। (২০৩২) (মুসলিম ২৭/৭ হাঃ ১৬৫৬, আহমাদ ৬৪২৭) (আ.প্র. ২৯০৯, ই.ফা. ২৯২০)

৩১৬০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا وَمَتَعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَأَكِلَ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْعَيْ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ مَا أَحِبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرُ النَّعَمِ

وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَالٍ أَوْ بِسَيٍّ فَقَسَمَهُ بِهَذَا

৩১৪৫. 'আম্র ইব্নু তাগলিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনোক্ষুণ্ণ হলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যচ্যুত হবার আশঙ্কা করি। আর অন্যদল যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও মুখাপেক্ষীহীনতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে দেই। আর 'আম্র ইব্নু তাগলিব (رضي الله عنه) তাদের মধ্যে। 'আম্র ইব্নু তাগলিব (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার স্থলে যদি আমাকে লাল বর্ণের উট দেয়া হত তাতে আমি এতখানি আনন্দিত হতাম না। আর আবু আসিম (রহ.) জারীর (রহ.) হতে হাদীসটি এতটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (রহ.) বলেন, আমাকে 'আম্র ইব্নু তাগলিব (رضي الله عنه) বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু মালামাল অথবা বন্দী আনা হয়, তখন তিনি তা বণ্টন করেন। (৯২৩) (আ.প্র. ২৯১০, ই.ফা. ২৯২১)

৩১৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا

أَنَا لَفَهُمْ لَا تَهُمُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

৩১৪৬. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'আমি কুরায়শদের দেই তাদের মনোস্তুষ্টির জন্য। কেননা তারা জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী।' (৩১৪৭, ৩৫২৮, ৩৭৭৮, ৩৭৯৩, ৪৩৩১, ৪৩৩২, ৪৩৩৩, ৪৩৩৪, ৪৩৩৭, ৫৮৬০, ৬৭৬২, ৭৪৪১) (মুসলিম ১২/৪৬ হাঃ ১০৫৯, আহমাদ ১৩৯১০) (আ.প্র. ২৯১১, ই.ফা. ২৯২২)

৩১৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ

قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِئْنَا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَظَفِقَ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ الْيَمَانَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدْعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسُ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْغُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثُ بَلْعَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فَقَهَاؤُهُمْ أَمَا دَوُّوْا آرائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَسٌ مِنَّا حَدِيثُهُ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُعْطِي رَجُلًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمَّةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الْخَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ تَصْبِرْ

৩১৪৭. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দান করার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের হতে কিছু সংখ্যক লোক

বলতে লাগল, আল্লাহ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছে না। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট তাদের কথা পৌছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যতীত আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, ‘আমার নিকট তোমাদের ব্যাপারে যে কথা পৌছেছে তা কী?’ তাঁদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরা তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে বয়স্করা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে : আল্লাহ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারি হতে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ মাত্র শেষ হয়েছে। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা দুনিয়াবী সম্পদ নিয়ে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চেয়ে উত্তম।’ তখন আনসারগণ বললেন, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এতেই সন্তুষ্ট।’ অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের খুব প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে হাউযে কাওসারে মিলিত হবে।’ আনাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারিনি। (৩১৪৬) (আ.প্র. ২৯১২, ই.ফা. ২৯২৩)

৩১৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِفَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمْرَةَ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَغْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِصَاءِ نَعْمًا لَقَسْنَتْهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَحِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا

৩১৪৮. জুবাইর ইবনু মৃতু'ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) হুনায়েন হতে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর নিকট গনীমতের মাল নেয়ার জন্য তাঁকে আকড়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তাঁর চাদর আটকে ধরল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) থামলেন। অতঃপর বললেন, ‘আমার চাদরটি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বুনো গাছের পরিমাণ পশু থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিতাম। অতঃপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাচারী এবং কাপুরুষ পাবে না।’ (২৮২১) (আ.প্র. ২৯১৩, ই.ফা. ২৯২৪)

৩১৪৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٍّ عَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى

صَفْحَةً غَانِيَتِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرِّي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالتَّمَّتْ إِلَيْهِ فَضْحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

৩১৪৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে পথে চলছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে দিল। অবশেষে আমি দেখলাম, জোরে টানার কারণে নাবী (ﷺ)-এর স্ফেদ চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। অতঃপর বেদুঈন বলল, ‘আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট আছে তা হতে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন।’ আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন। (৫৮০৯, ৬০৮৮) (মুসলিম ১২/৪৪ হাঃ ১০৫৭, আহমাদ ১২৫৫) (আ.প্র. ২৯১৪, ই.ফা. ২৯২৫)

৩১৫০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَسَا كَانَ يَوْمَ خُتِنِ آتَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَأَثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا خَيْرَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أَوْذَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

৩১৫০. ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নাবী (ﷺ) কোন কোন লোককে বণ্টনে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি আকরা ‘ইবনু হাবিছকে একশ’ উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। উচ্চবংশীয় আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বণ্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এতে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নাবী (ﷺ)-কে অবশ্যই এ কথা জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর নিকট এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা‘আলা মূসা (عليه السلام)-এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।’ (৩৪০৫, ৪৩৩৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯, ৬১০০, ৬২৯১, ৬৩৩৬) (মুসলিম ১২/৩৯ হাঃ ১০৬৮) (আ.প্র. ২৯১৫, ই.ফা. ২৯২৬)

৩১৫১. حَدَّثَنَا تَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرَّبِيعِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلَاثِي فَرَسِجٍ وَقَالَ أَبُو صَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الرَّبِيعَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

৩১৫১. আসমাআ বিনতে আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজের মাথায় সে জমি থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) যুবায়র (رضي الله عنه)-কে দান করেছিলেন। যে জমিটি আমার ঘর থেকে এক ‘ফারসাখে’র দু’তৃতীয়াংশ দূরে অবস্থিত ছিল। আর আবু যামরাহ

(রহ.)...হিশামের পিতা 'উরওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যুবাইর (রাঃ)-কে বানু নাযীর গোত্রের সম্পত্তি হতে এক টুকরা ভূমি দিয়েছিলেন। (৫২২৪) (আ.প্র. ২৯১৬, ই.ফা. ২৯২৭)

৩১০২- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتْرَكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقَرُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَأَقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ بْنُ إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا

৩১৫২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে হিজাজ এলাকা থেকে নির্বাসিত করেন। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান হতে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে যমীন বিজিত হবার পর আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিবেদন করল, যেন তিনি তাদেরকে এখানে এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছিলেন, যতদিন আমাদের ইচ্ছা তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিলাম। তারা এভাবে থেকে গেল। অবশেষে 'উমার (রাঃ) তাঁর শাসনকালে তাদের তায়মা বা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন। (২২৮৫) (আ.প্র. ২৯১৭, ই.ফা. ২৯২৮)

২০/০৭. بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

৫৭/২০. অধ্যায় : দারুল হরবে যে সকল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

৩১০৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَى إِنْسَانٌ بِجَرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَزَوْتُ لِأَخِيهِ فَالْتَمَسْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

৩১৫৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবার দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক লোক একটি থলে ফেলে দিল; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নিতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ দেখি যে, নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। (৪২২৪, ৫৫০৮) (মুসলিম ৩২/২৫ হাঃ ১৭৭২) (আ.প্র. ২৯১৮, ই.ফা. ২৯২৯)

৩১০৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِنِنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَتَأْكُلُهُ وَلَا تَرْفَعُهُ

৩১৫৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধের সময় মধু ও আঙ্গুর লাভ করতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম, জমা রাখতাম না। (আ.প্র. ২৯১৯, ই.ফা. ২৯৩০)

৩১০০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لِيَالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاَهَا فَلَمَّا غَلَّتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْفَيْتُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحْمِ الْحُمْرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْمَسْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَنَةُ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَنَةُ

৩১৫৫. ('আবদুল্লাহ) ইবনু আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যব্হ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে ফুটছিল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল : তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত হতে তোমরা কিছুই খাবে না। 'আবদুল্লাহ (ইবনু আবু আওফা) (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহর রসূল (সঃ) এ কারণে নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা হতে খুমুস বের করা হয়নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে অবশ্যই হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন), আমি এ ব্যাপারে সাঈদ ইবনু যুবার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতই তিনি তা হারাম করে দিয়েছেন। (৪২২০, ৪২২২, ৪২২৪, ৫৫২৬) (মুসলিম ৩৪/৫ হাঃ ১৯৩৭, আহমাদ ১৯১৪৯) (আ.প্র. ২৯২০, ই.ফা. ২৯৩১)

০৮- কِتَابُ الْجُزْيَةِ وَالْمَوَادَعَةِ

পর্ব (৫৮) : জিয়ইয়াহ কর ও সন্ধি স্থাপন

১/০৮. بَابُ الْجُزْيَةِ وَالْمَوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ

৫৮/১. অধ্যায় : জিম্মীদের নিকট থেকে জিয়ইয়াহ গ্রহণ এবং হারবীদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি।

وقول الله تعالى ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة : ٢٩)

يَعْنِي أَذْلَاءَ وَالْمَسْكَنَةَ مُصَدَّرُ الْمِسْكِينِ فَلَانٌ أَسْكَنُ مِنْ فَلَانٍ أَخَوُجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجُزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : قُلْتُ لِمَجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَائِيرٍ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ؟ قَالَ : جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الْيَسَارِ

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা যুদ্ধ করতে থাক আহলে কিতাবের ঐ লোকদেও বিরুদ্ধে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম কওছেন তা হারাম বলে মনে কও না, এবং যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অনুসরণ করে না প্রকৃত সত্য দ্বীন, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিয়ইয়াহ প্রদান করে। (আত-তাওবাহ ২৯)

আয়াতে উল্লেখিত الْمِسْكِينِ শব্দের মূল হচ্ছে الْمَسْكَنَةُ অর্থ হলো অভাবগস্ত। أَشْكَنُ مِنْ فَلَانٍ অর্থ হলো অভাবগস্ত। এ শব্দটি السُّكُونِ ধাতু হতে নিষ্পন্ন নয়। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও আজমীদের নিকট হতে জিয়ইয়াহ গ্রহণ।

ইবনু 'উইয়াইনাহ (রহ:) ('আবদুল্লাহ) ইবনু আবু নাজীহ (রহ:) হতে বলেন যে, আমি মুজাহিদ (রহ:) -এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি যে, সিরিয়াবাসীদের উপর চার দীনার এবং ইয়ামান বাসীদের উপর এক দীনার করে জিয়ইয়াহ গ্রহণ করা হয়। তিনি বললেন, তা স্বচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে।^১

^১ জিয়ইয়াহর তাৎপর্য : কুফর ও শিরক হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রাহমাত গুণে শান্তির এই কঠোরতাহ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজাক্রমে

৩১০৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعُمَرُ بْنُ أُوَيْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بِحَالِهِ سَنَةَ سَبْعِينَ عَامَ حَجَّ مُضْعَبُ بْنُ الرَّبِيعِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمَرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبٍ مِنْ مُعَاوِيَةَ عَمِ الْأَخْتَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ فَرَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي تَحَرَّمَ مِنَ الْمُجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْحِزْبَةَ مِنَ الْمُجُوسِ

৩১৫৬. ‘আমর (ইবনু দীনার) (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু যায়দ ও ‘আমর ইবনু আউস (রহ.) সহ যমযমের সিঁড়ির নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, হিজরী সত্তর সনে যে বছর মুসআব ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) বসরাবাসীদের নিয়ে হাজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জায়ই ইবনু মু‘আবিয়াহ (رضي الله عنه)-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট ‘উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর পক্ষ হতে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব অগ্নিপূজক মাহরামদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের আলাদা করে দাও। আর ‘উমার (رضي الله عنه) অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিয়ইয়াহ গ্রহণ করতেন না। (আ.প্র. ২৯২১ প্রথমংশ, ই.ফা. ২৯৩২ প্রথমংশ)

৩১০৭. حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ

৩১৫৭. যে পর্যন্ত না ‘আবদুর রহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه) এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাজার এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট হতে তা গ্রহণ করেছেন। (আ.প্র. ২৯২১ শেষাংশ, ই.ফা. ২৯৩২ শেষাংশ)

৩১০৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ خَلِيفٌ لِبَنِي غَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِحِزْبَيْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضَرِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُمْ وَقَالَ أَطْنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِبَنِيٍّ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ

৩১৫৮. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, ‘আমর ইবনু আউফ আনসারী (رضي الله عنه) যিনি বনী আমির ইবনু লুযাইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বাদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে

ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিয়ইয়াহ কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের জান মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরঈয়াতের পরিভাষায় এটাকে জিয়ইয়াহ (কর) বলে।

১. মাহরাম (মাহরাম) যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ।

বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবু 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (رضي الله عنه)-কে বাহরাইনের জিযইয়াহ আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইবনু হাযরামী (رضي الله عنه)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু 'উবাইদাহর আগমন বার্তা শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ফজরের সলাতে সবাই হাযির হলেন। যখন আল্লাহর রসূল তাঁদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে হাযির হলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আকাঙ্ক্ষা রাখ'। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।' (মুসলিম ৫৩ হাঃ ২৯৬১, আহমাদ ১৭২৩৪) (আ.প্র. ২৯২২, ই.ফা. ২৯৩৩)

৩১০৭. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَبَّه قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَقْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْهُزْمَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَعَارِي هَذِهِ قَالَ نَعَمْ مَقْلَهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ فَإِنْ كَسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتْ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ فَإِنْ كَسِرَ الْجَنَاحَ الْآخَرَ نَهَضَتْ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شَدَّ الرَّأْسُ ذَهَبَتْ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِشْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ قَمَرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِشْرَى

وَقَالَ بَكْرُ وَزِيَادُ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَبَّه قَالَ قَتَدَبْنَا عُمَرَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا التُّعْمَانُ بَنَ مُقَرِّنٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعُدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِشْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانُ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ أَتَانَسُ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ نَمُصُّ الْجِلْدَ وَالتَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْبَسُ الْوَبْرَ وَالشَّعْرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيَّنَّا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ تَعَالَى ذِكْرَهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْحِزْبَةَ وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رَسُولِهِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرِ مِثْلَهَا قَطُّ وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ

৩১৫৯. জুবাইর ইবনু হাইয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরের দিকে সৈন্য দল প্রেরণ করলেন। সে সময় হুর্মযান ইসলাম গ্রহণ করে। 'উমার (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ

করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুশমন যে সব লোক বাস করছে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি পাখির মত, যার একটি মাথা, দু'টি ডানা ও দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার ভরে উঠে দাঁড়াবে। যদি-অপর ডানা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে সে দু'টি পা ও মাথার ভরে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই একেজো হয়ে যাবে। কিসরা শত্রুদের মাথা, কায়সার হল একটি ডানা, আর পারস্য অপর একটি ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিসরার উপর হামলা করে।

বাকর ও যিয়াদ (রহ.) উভয়ে যুবাইর ইবনু হাইয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর 'উমার (রাঃ) আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইবনু মুকাররিনকে আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌঁছলাম, কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ হতে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরাহ (ইবনু শু'বাহ) (রাঃ) বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য এবং কঠিন বিপদে ছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য হতে আমাদের নিকট একজন নাবী পাঠালেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নাবী ও আমাদের রবের রসূল (সাঃ) আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত কর কিংবা জিযইয়াহ দাও। আর আমাদের নাবী (সাঃ) আমাদের রবের পক্ষ হতে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য হতে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নি'মাত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায়নি। আর আমাদের মধ্য হতে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। (৭৫৩০) (ই.ফা. ২৯৩৪)

৩১৬. فَقَالَ التُّعْمَانُ رَبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْدِمَكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَهَرَ حَتَّى تَهْبِ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ

৩১৬০. নু'মান (রহ.) (মুগীরাহকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এমন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও অসম্মানিত করেনি আর আমিও আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সলাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (আ.প্র. ২৯২৩, ই.ফা. ২৯৩৪ শেষাংশ)

২/৫৮. بَابُ إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ

৫৮/২. অধ্যায় : মুসলিম রাষ্ট্রের ইমাম কোন জনপদের প্রধানের সঙ্গে সন্ধি করলে, তা কি অবশিষ্ট লোকেদের উপরও কার্যকর হবে?

৩১৬১. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكَ أَيْلَةَ لِلْنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِخَرِيمٍ

৩১৬১. আবু হুমাইদ সা'ঈদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আয়লাহর অধিপতি নাবী (رضي الله عنه)-এর জন্য একটি সাদা রং এর খচ্চর হাদিয়া দিল আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন। (১৪৮১) (আ.প্র. ২৯২৪, ই.ফা. ২৯৩৫)

৩/৫৮. بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْإِلُّ الْقَرَابَةُ

৫৮/৩. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে যাদের অঙ্গীকার আছে তাদের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত।

الذِّمَّة শব্দের অর্থ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি, আর الْإِلُّ শব্দের অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক।

৩১৬২. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَرْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَتْ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا أَوْصَانَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَوْصِيَكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِبَائِكُمْ

৩১৬২. জুয়াইরিয়াহ ইবনু কুদামাহ তামীমী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-কে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়াত করুন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা রক্ষার অসিয়াত করছি। কারণ তা হল তোমাদের নাবীর ওয়াদা এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।' (১৩৯২) (আ.প্র. ২৯, ২৫ ই.ফা. ২৯৩৬)

১/৫৮. بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحِزْبِ وَلَمَنْ يُقَسِّمُ الْفَيْءَ وَالْحِزْبُ

৫৮/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) বাহরাইনের জমি হতে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযইয়াহ হতে যা দেয়ার ওয়াদা করেন। ফায় ও জিযইয়াহ কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে?

৩১৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَرَرُونَ بَعْدِي أُنْثَرَةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ

৩১৬৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বাহরাইনের ভূমি লিখে দেয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তাঁরা বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরাইশদের জন্যও একইভাবে লিখে না দেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা সে কথাই বলতে থাকলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আমার পরে দেখতে পাবে যে, অন্যদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে হাওযে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করবে। (২৩৭৬) (আ.প্র. ২৯২৬, ই.ফা. ২৯৩৭)

৩১৬৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَغْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَا غَظِيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي اخُذْهُ فَخَتَوْتُ حَتِيَّةً فَقَالَ لِي عُذُّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ فَأَغْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ

৩১৬৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইত্তিকাল করেন আর বাহরাইনের সম্পদ এসে যায় তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট যে ব্যক্তির কোন ওয়াদা থাকে, সে যেন আমার নিকট আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের সম্পদ আসে, তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি অঞ্জলি ভরে নাও। আমি এক অঞ্জলি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, এগুলো গুণে দেখ। আমি গুণে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন। (২২৯৬) (ই.ফা. ২৯৩৮ প্রথমংশ)

৩১৬৫. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثَرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ أَكْثَرُ مَالٍ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْطَيْتَنِي إِنِّي قَادَيْتُ نَفْسِي وَقَادَيْتُ عَقِيلًا قَالَ خُذْ فَحَتًّا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أُمِرَ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَتَنَرَّ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَلَمْ يَرَفْعُهُ فَقَالَ فَمُرَ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِهِ عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَتَنَرَّ مِنْهُ ثُمَّ اخْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا رَأَى يُتْبِعُهُ بَصَرُهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ جُرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

৩১৬৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (রাঃ)-এর নিকট বাহরাইনের মাল এলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা এগুলো মাসজিদে ঢেলে দাও আর এ মাল এর আগে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসা মালের থেকে অনেক অধিক ছিল। এ সময় 'আব্বাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। অতঃপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, না। তিনি তা হতে কিছু কম করলেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। অতঃপর বললেন, কাউকে আমার উপর বোঝাটি

উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বললেন, না। তখন 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, না। অতঃপর তিনি আবার তা হতে কমালেন, অতঃপর কাঁধে উঠিয়ে রওনা হলেন। তাঁর এ আসক্তি দেখে বিস্ময়ের সাথে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকিয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়াল হলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান হতে উঠে দাঁড়াননি। (৪২১) (আ.প্র. ২৯২৭, ই.ফা. ২৯৩৮ শেষাংশ)

০/৫৮. بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

৫৮/৫. অধ্যায় : নিরপরাধ জিম্মী হত্যার পাপ।

৩১৬৬. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

৩১৬৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে কতল করে, সে জান্নাতের স্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের স্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।' (৬৯১৪) (আ.প্র. ২৯২৮, ই.ফা. ২৯৩৯)

৬/৫৮. بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

৫৮/৬. অধ্যায় : আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহুদীদের বহিষ্করণ।

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَقْرَبَكُمْ مَا أَقْرَبَكُمْ اللَّهُ بِهِ

'উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এখানে রাখেন, ততদিন আমি তোমাদের এখানে রাখব।

৩১৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظِلُّوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِيعْهُ وَإِلَّا فَاغْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

৩১৬৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মাসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের কাছে চল। আমরা চললাম এবং তাদের পাঠকেন্দ্রে পৌছলাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা পাবে আর জেনে রাখ, পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ হতে নির্বাসিত করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের। (৬৯৪৪, ৭৩৪৮) (আ.প্র. ২৯২৯, ই.ফা. ২৯৪০)

৩১৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمَ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا يَوْمُ الْحَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْنُونِي بِكَيْفٍ أَكُتِبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَارَعُوا وَلَا يَنْتَبِعِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَارُعٌ فَقَالُوا مَا لَهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي فَإِلَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ

৩১৬৮. সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন : বৃহস্পতিবার! তুমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কঙ্কর ভিজে গেল। আমি বললাম, হে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)! বৃহস্পতিবার দিন কী হয়েছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর রোগকষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছিলেন, আমার নিকট গর্দানের হাড় নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দিব অতঃপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন উপস্থিত সহাবীগণের বাদানুবাদ হল। অথচ নাবীর সামনে বাদানুবাদ করা শোভনীয় নয়। সহাবীগণ বললেন, নাবী (ﷺ)-এর কী হয়েছে? তিনি কি বলতে ভুলে গেলেন? তোমরা আবার জিজ্ঞেস করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যেদিকে ডাকছ তার চেয়ে উত্তম। অতঃপর তিনি তাঁদের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ হতে বের করে দিবে, (২) বহিরাগত প্রতিনিধিদের সেভাবে উপঢৌকন দিবে যেভাবে আমি তাদের দিতাম। তৃতীয়টি উত্তম ছিল হয়ত তিনি সে ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, নতুবা তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান (রহ.)-এর। (১১৪) (আ.প্র. ২৯৩০, ই.ফা. ২৯৪১)

৭/৫৮. بَابُ إِذَا عَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

৫৮/৭. অধ্যায় : মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে গান্ধারী করলে তাদের কি ক্ষমা করা হবে?

৩১৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْقُفَيْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرَ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ فَاجْمَعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَأِلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقٌ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقٌ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذَبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا بِسِيرَانٍ ثُمَّ تَخَلَّفُونَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا تَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقٌ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا تَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ

৩১৬৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে একটি (ভুনা) বকরী হাদিয়া দেয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নাবী (ﷺ) আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহুদী আছে, সকলকে একত্র কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্র করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, 'হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।' নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক।' আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই ঠিক বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা জাহান্নামবাসী?' তারা বলল, 'আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, অতঃপর আপনারা আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নাবী (ﷺ) বললেন, 'দূর হও, তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' আল্লাহর রসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাচারী হন, তবে আমরা আপনার নিকট হতে স্বস্তি লাভ করব। আর আপনি যদি নাবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।' (৪২৪৯, ৫৭৭৭) (আ.প্র. ২৯৩১, ই.ফা. ২৯৪২)

৪/৫৮. بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

৫৮/৮. অধ্যায় : অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ।

৩১৭০. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْفُتُوتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قُلْتُ إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَتَلَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ نَبِيٌّ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْفُرَّاءِ إِلَى أَنْاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرَّضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ

৩১৭০. আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকু'র পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক মাস পর্যন্ত রুকু'র পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানু সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের কাছে পাঠালেন। তখন বানু সুলাইমের লোকেরা তাঁদের হামলা করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এ ক্বারীদের জন্য যতটা ব্যথিত দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত দেখিনি। (১০০১) (মুসলিম ৫/৫৩ হাঃ ৬৭৭) (আ.প্র. ২৯৩২, ই.ফা. ২৯৪৩)

৯/৫৮. بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجَوَارِهِنَّ

৫৮/৯. অধ্যায় : নারীগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান।

৩১৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بْنِتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بْنِتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَامَ الْفَسْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَشْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئِ بْنِتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرَحَبًا يَا أُمَّ هَانِئِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَزْتُهُ فَلَانَ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئِ قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ وَذَلِكَ صُحْبِي

৩১৭১. উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের বছর আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ (رضি) তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মু হানী! যখন তিনি গোসল হতে ফারেগ হলেন, একখানি কাপড়ে শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার সহোদর ভাই 'আলী (رضি) হবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হে উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মু হানী (رضি) বলেন, এটা চাশ্তের সময় ছিল। (২৮০) (আ.প্র. ২৯৩৩, ই.ফা. ২৯৪৪)

১০/৫৮. بَابُ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاَهُمْ

৫৮/১০ অধ্যায় : মুসলিমদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই ব্যাপার। তা সাধারণ মুসলিমের জন্যও পালনীয়।

৩১৭২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجَرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

৩১৭২. ইব্রাহীম তাইমী (রহ.)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (رضি) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফায় যা আছে, এছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে,

যখমের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওর পর্যন্ত মাদীনাহ্ হারাম হবার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে বিদ্'আত উদ্ভাবণ করে কিংবা বিদ্'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফার্য ইবাদাত কবুল করেন না। আর যে নিজ মাওলা ব্যতীত অন্যকে মাওলা হিসেবে গ্রহণ করে, তার উপর একই রকম লা'নত। আর নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একইভাবে দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও তেমনি অভিসম্পাত। (১১১) (আ.প্র. ২৯৩৪, ই.ফা. ২৯৪৫)

১১/০৮. بَابُ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا

৫৮/১১. অধ্যায় : যদি কাফিররা সুন্দরভাবে “আমরা ইসলাম কবুল করেছি” বলতে না পারায় এবং “আমরা দীন বদল করেছি” বলে।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالَ مَثَرَسُ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا وَقَالَ تَكَلَّمُ لَا بَأْسَ

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) সে সব লোকদের কতল করলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, আয় আল্লাহ! খালিদের একাজে আমি সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, কেউ যদি বলে, مَثَرَسُ (মাতরাস) ‘ভয় করো না, তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সকল ভাষা জানেন। ‘উমার (رضي الله عنه) (হারমুযান পারসীকে) বললেন, কথা বল, কোন অসুবিধা নেই।

১২/০৮. بَابُ الْمَوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَائِمْ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

৫৮/১২. অধ্যায় : মুশরিকদের সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতির বদলে সন্ধি সম্পাদন এবং যে ওয়াদা পূরণ করে না তার পাপ।

وَقَوْلُهُ ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال: ৬১)

(আল্লাহ তা‘আলা বাণী) : “আর তারা যদি সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে আপনিও সেদিকে আগ্রহী হবেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (আনফাল ৬১)

৩১৭৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَحُيَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بِنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى حُيَيْصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُيَيْصَةُ وَحُيَيْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِيرٌ كَبِيرٌ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ فَأَيْتَلِكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ تَحْلِفُ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ نَرِ قَالَ فَتَبَرَّيْكُمْ يَهُودُ بِخَيْبَتَيْنِ فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

৩১৭৩. সাহল ইবনু আবু হাসমাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সাহল ও মুহাযিয়াহ ইবনু মাস‘উদ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সঙ্গে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাযিয়াহ ইবনু

সাহলের নিকট আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যজ্ঞণায় ছটফট করছেন। তখন মুহাইয়িসাহ তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর মাদীনাহুয় এলেন। 'আবদুর রহমান ইব্নু সাহল ও মাস'উদের দুই পুত্র মুহায়িসাহ ও হুওয়ায়িসাহ নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলেন। 'আবদুর রহমান (ﷺ) কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর 'আবদুর রহমান ইব্নু সাহল (ﷺ) ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এতে তিনি চূপ রইলেন এবং মুহায়িসাহ ও হুওয়ায়িসাহ উভয়ে কথা বললেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কিভাবে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের নিকট হতে অব্যাহতি লাভ করবে। তাঁরা বললেন, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজের পক্ষ হতে 'আবদুর রাহমানকে তাঁর ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন। (২৭০২) (আ.প্র. ২৯৩৫, ই.ফা. ২৯৪৬)

১৩/০৮. بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

৫৮/১৩. অধ্যায় : ওয়াদা পূরণ করার ফাযীলাত।

৩১৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ بْنُ أُمِّيَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالسَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارٍ قُرَيْشٍ

৩১৭৮. আবু সুফইয়ান ইব্নু হারব ইব্নু উমায়্যাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, হিরাকল তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। এটা কুরাইশ কাফিরদের সাথে নাবী (ﷺ) এর চুক্তি থাকাকালীন ঘটনা। (৭) (আ.প্র. ২৯৩৬, ই.ফা. ২৯৪৭)

১৬/০৮. بَابُ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّ إِذَا سَحَرَ

৫৮/১৪. অধ্যায় : কোন জিম্মী যাদু করলে তাকে কি ক্ষমা করা হবে?

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ أَعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلُ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ইব্নু ওহাব (রহ.)...ইব্নু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিম্মী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেন নি। সে ছিল আহলে কিতাব।

৩১৭০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَحَرَ حَتَّى كَانَ يُجِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ

৩১৭৫. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি। (৩২৬৮, ৫৭৬৩, ৫৭৬৫, ৫৭৬৬, ৬০৬৩, ৬৩৯১) (আ.প্র. ২৯৩৭, ই.ফা. ২৯৪৮)

১০/৫৮. بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنَ الْغَدْرِ

৫৮/১৫ অধ্যায় : বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সতর্ক করা।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ﴾ الآية (الأنفال: ১৬)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তবে তারা যদি আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সেই সত্তা যিনি আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে। (আনফাল ৬২)

৩১৭৬. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بَشْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اغْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْقِي ثُمَّ فَتَحَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مَوْتَانُ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَفْعَاصِ الْعَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةَ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاحِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْنَهُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هَذِهِ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

৩১৭৬. ‘আউফ ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কিয়ামাতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ’ দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও বানী আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নীচে থাকবে বার হাজার সৈন্য। (আ.প্র. ২৯৩৮, ই.ফা. ২৯৪৯)

১৬/৫৮. بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ

৫৮/১৬ অধ্যায় : চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা যাবে?

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَمَّا خَوَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ الآية (الأنفال: ৫৮)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তবে আপনি যদি কোন সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন তবে আপনিও তাদের চুক্তি তাদের দিকে সমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। (আনফাল ৫৮)

৩১৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ   فِيمَنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ التَّحْرِ بِمَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمَ الْحُجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ التَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحُجُّ الْأَصْغَرُ فَتَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ   مُشْرِكٌ

৩১৭৭. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (ؓ) আমাকে সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যাঁরা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেন : এ বছরের পর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন নগ্ন ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর দিনই হল হজ্জে আকবারের দিন। একে আকবার এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহ্কে) হজ্জে আসগার (ছোট) বলে। আবু বাকর (ؓ) সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হজ্জাতুল বিদার বছর যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হাজ্জ করেনি। (৩৬৯) (আ.প্র. ২৯৩৯, ই.ফা. ২৯৫০)

১৭/০৮. بَابُ إِثْمٍ مِّنْ عَاهَدَ ثُمَّ عَدَرَ

৫৮/১৭ অধ্যায় : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ।

وَقَوْلِ اللَّهِ   الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ   (الأنفال: ০৮)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন তারা প্রতিবার তাদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং মোটেও ভয় পায় না। (সূরা আনফাল ৫৬)

৩১৭৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   أَرْبَعٌ خِلَالٍ مِّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُتَافِقًا خَالِصًا مَّنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْتِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا

৩১৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (৩৪) (আ.প্র. ২৯৪০, ই.ফা. ২৯৫১)

৩১৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ   قَالَ مَا كُتِبْنَا عَنِ النَّبِيِّ   إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِيُّ   الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ غَائِرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُخِدًّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ

صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا يَغْيِرُ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

৩১৭৯. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। নাবী (রাঃ) বলেছেন, আয়ির পর্বত হতে এ পর্যন্ত মাদীনাহর হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদ্'আত উদ্ভাবণ করে কিংবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার কোন ফারয কিংবা নফল 'ইবাদাত গৃহীত হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ হতে নিরাপত্তা একই স্তরের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেয়া নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফারয 'ইবাদাত গৃহীত হবে না। আর যে স্থায়ী মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফারয 'ইবাদাত কবুল হবে না। (১১১) (আ.প্র. ২৯৪১, ই.ফা. ২৯৫২ প্রথমঃশ)

৩১৮০. قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَحْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَأَنَّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَضُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ دِمَةُ اللَّهِ وَدِمَةُ رَسُولِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الدِّمَةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

৩১৮০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমুসলিমদের নিকট হতে (জিয়ইয়াহ স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, শপথ সে মহান সত্তার যার হাতে আবু হুরাইরাহর প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত তাঁর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কী কারণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর দেয়া নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা জিম্মীদের হৃদয়কে কঠিন করে দিবেন; তারা তাদের হাতের সম্পদ দিবে না। (আ.প্র. ২৯৪১ শেষঃশ, ই.ফা. ২৯৫২ শেষঃশ)

: باب ১৮/৫৮

৫৮/১৮. অধ্যায় :

৩১৮১-بَابُ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِقْيَنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنِيْفٍ يَقُولُ إِنَّهُمْوَا رَأَيْتُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَدَ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ يُفْطِنُنَا إِلَّا أَسهَلُنَا بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرَ أَمْرِنَا هَذَا

৩১৮১. আ'মাশ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সিফফীনের যুদ্ধে হাযির ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহল ইবনু হুнайফ সহীহল বুখারী (৩য়)-২৪

(ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে বিপ্লব মনে করো না। আমি নিজেকে আবু জাহ্নালের দিন দেখেছি। আমি যদি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর আদেশ রদ করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চয়ই রদ করতাম। আসলে আমরা যখনই কোন ভয়ানক অবস্থায় আমাদের সন্ধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা অন্যরূপ। (৩১৮২, ৪১৮৯, ৪৮৪৪, ৭৩০৮) (মুসলিম ৩২/৩৪ হাঃ ১৭৮৫, আহমাদ ১৫৯৭৫) (আ.প্র. ২৯৪২, ই.ফা. ২৯৫৩)

৩১৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حَنْتِفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قِتَالَنَا فِي الْحُجَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِي الدِّيْنَةَ فِي دِينِنَا أَنْتَرْجِعَ وَلَمَّا يَخْجُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فَتَرَلْتُ سُورَةَ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفَتْحَ هُوَ قَالَ نَعَمْ

৩১৮২. আবু ওয়ায়িল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিফফীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সে সময় সাহল ইবনু হনাইফ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ মতামতকে সঠিক মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা সঠিক মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা বাতিলের উপর নয়? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী নয়? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। 'উমার (রাঃ) বললেন, তবে কী কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হে ইবনু খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। অতঃপর 'উমার (রাঃ) আবু বাকর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং নাবী (রাঃ)-এর নিকট যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন, তিনি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে অপদস্থ করবেন না। অতঃপর সূরা ফাত্হ নাযিল হয়। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তা শেষ পর্যন্ত 'উমার (রাঃ)-কে পাঠ করে শোনান। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি বিজয়? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। (৩১৮১) (আ.প্র. ২৯৪৩, ই.ফা. ২৯৫৪)

৩১৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُتَيٍّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ فُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَدَّيْهِمْ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُتَيٍّ قَدِمْتُ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصْلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِيهَا

৩১৮৩. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সঙ্গে আমার নিকট এলেন, যখন আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল। তখন আসমা (রাঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আসক্ত নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব?' আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদ্যবহার কর।' (২৬২০) (আ.প্র. ২৯৪৪, ই.ফা. ২৯৫৫)

১৭/০৮. بَابُ الْمَصَالِحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَفَتْ مَعْلُوم

৫৮/১৯. অধ্যায় : তিন দিনের জন্য বা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমঝোতা করা।

৩১৮৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَغْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِحُلَّتَيْنِ السِّلَاحِ وَلَا يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعَكَ وَلَبِائِعْنَاكَ وَلَكِنْ أَكْتُبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا أَحْجَاهُ أَبَدًا قَالَ فَأَرْنَيْهِ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتْ الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا مَرَّ صَاحِبُكَ فَلَمْ يَحُلْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ ﷺ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْجُلْ

৩১৮৪. বারাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সঃ) যখন 'উমরাহ করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মাক্কাহয় আগমনের অনুমতি চেয়ে মাক্কাহয় কাফিরদের নিকট লোক পাঠান। তারা শর্ত দেয় যে, তিনি সেখানে তিন রাতের বেশি থাকবেন না এবং অস্ত্রকে কোষে আবদ্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মাক্কাহবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে না। বারাবা (রাঃ) বলেন, এ সকল শর্ত 'আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) লেখা শুরু করলেন এবং সন্ধিপত্রে লিখলেন, "এটা সে: সন্ধিপত্র যার উপর আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।" তখন কাফিররা বলল, 'আমরা যদি এ কথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল, তবে তো আমরা আপনাকে বাধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়'আত করে নিতাম। কাজেই-এভাবে লিখুন, এটি সেই সন্ধিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।' তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রসূল। বারাবা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) লিখতেন না। তাই তিনি 'আলী (রাঃ)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ মুছে ফেল। 'আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন 'আলী (রাঃ) তাকে তা দেখিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর নাবী (সঃ) তা সহজে মুছে ফেললেন। অতঃপর যখন তিনি মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন এবং সে দিনগুলো অতীত হয়ে গেল, তখন তারা 'আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। 'আলী (রাঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি যাত্রা করলেন। (১৭৮১) (আ.প্র. ২৯৪৫, ই.ফা. ২৯৫৬)

২০/৫০. بَابُ الْمَوَادَّعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ

৫৮/২০. অধ্যায় : সময় সুনির্দিষ্ট না করে সমঝোতা করা।

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْرُكُمْ عَلَى مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ بِهِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর বাণী : আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন।

২১/৫০. بَابُ طَرْجِ حَيْفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيْتِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

৫৮/২১. অধ্যায় : মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের থেকে কোন মূল্য গ্রহণ না করা।

৩১৮০. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ يَسْتَلِي جُزُورَ فَقْدَفِهِ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلِيفٍ أَوْ أَبِي بَنٍ خَلِيفٍ فَلَقَدْ رَأَيْنَهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْفُوا فِي بَيْتِ غَيْرِ أُمَيَّةٍ أَوْ أَبِي فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَخْمًا فَلَمَّا جَرَوْهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبَيْتِ

৩১৮৫. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) সাজদাহরত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশ মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় 'উকবাহ ইবনু আবু মুআইত উটনীর ভুঁড়ি এনে নাবী (ﷺ)-এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। অবশেষে ফাতিমাহ (রাঃ) এসে তাঁর পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদু'আ করেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি শাস্তি দিন আবু জাহল ইবনু হিশাম, উত্বাহ ইবনু রাবী'আহ, শায়বাহ ইবনু রাবী'আহ, 'উকবাহ ইবনু আবু মুআইত ও উমাইয়াহ ইবনু খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইবনু খালফকে। (ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বাদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়, উমাইয়াহ অথবা উবাই ছাড়া। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার পূর্বেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (২৪০) (আ.প্র. ২৯৪৬, ই.ফা. ২৯৫৮)

২২/৫০. بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَيْتِ وَالْفَاجِرِ

৫৮/২২. অধ্যায় : নেক বা পাপিষ্ঠ লোকের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গে পাপ।

৩১৮৬-৩১৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يَرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

৩১৮৬-৩১৮৭. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। একজন নাবী বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শন করা হবে এবং তা দিয়ে তার পরিচয় দেয়া হবে। (মুসলিম ৩২/৪ হাঃ ১৭৩৬, আহমাদ ৩৯০০) (আ.প্র. ২৯৪৭, ই.ফা. ২৯৫৮)

৩১৮৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩১৮৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) ওয়াদা ভঙ্গের নিদর্শন হিসেবে প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা স্থাপন করা হবে। (৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১) (মুসলিম ৩২/৪ হাঃ ১৭৩৫, আহমাদ ৪৮৩৯) (আ.প্র. ২৯৪৮, ই.ফা. ২৯৫৯)

৩১৮৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَةُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنِيهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

৩১৮৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন বললেন, হিজরাত নেই কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাবার জন্য আহ্বান করা হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে। আর তিনি মাক্কাহ বিজয়ের দিন আরো বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা কিয়ামাত অবধি সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারও জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের কেবল কিছু সময়ের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা কিয়ামাত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তন করা যাবে না; শিকারকে তাড়ানো যাবে না আর পথে পড়ে থাকা জিনিস কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না।' তখন 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইযখির ছাড়া। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'ইযখির ছাড়া।' (১৩৪৯) (আ.প্র. ২৯৪৯, ই.ফা. ২৯৬০)

০৫- কِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

পর্ব (৫৯) : সৃষ্টির সূচনা

১/০৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» (الروم: ২৭)

৫৯/১. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এটা তার জন্য খুব সহজ। (সূরা রুম ২৭)

قَالَ الرَّبُّ بْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ هَيِّنٌ وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيْنٍ وَلَيْنٌ وَمَيِّتٌ وَمَيِّتٌ وَضَيْقٌ وَضَيْقٌ
«أَفْعَيْنَا»: أَفَاعِيَا عَلَيْنَا جِئْنَا أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ «لُعُوبٌ» (فاطر: ২৮) النَّصْبُ «أَطْوَارًا» (نوح: ১৬)
طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَذَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ

রাবী ইবনু খুসাইম এবং হাসান বসরী (রহ.) বলেন, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। আর هَيِّنٌ وَضَيْقٌ وَضَيْقٌ এবং مَيِّتٌ وَضَيْقٌ, لَيْنٌ وَضَيْقٌ যার অর্থ সহজ, উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাক্রমে। এর অনুরূপ। এর অর্থ أَفْعَيْنَا আমার পক্ষে কি এটা কঠিন, যখন তিনি তোমাদের পয়দা করেছেন এবং তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন? لُعُوبٌ ক্লাস্তি। أَطْوَارًا বিভিন্ন অবস্থায় সে তার মর্যাদা অতিক্রম করল।

৩১৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيمٍ أَتَيْتُمْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالُوا بَشَرْتَنَا فَأَعْطَيْنَا فَنَغْتَبِرُ وَجْهَهُ فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَتَيْتُمْ الْيَمَنَ فَبَشَرْتُمُ الْيَمَنَ فَقَالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَأَيْتُكَ تَقْلُتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ

৩১৯০. ইমরান ইবনু হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু তামীমের একদল লোক নাবী (ﷺ)-এর নিকট এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার আমাদের দান করুন। এতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময় তাঁর কাছে ইয়ামানের লোকজন এল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নাবী (ﷺ) সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা

করেন। এর মধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে না চলে যেতাম।^১ (৩১৯১, ৪৩৬৫, ৪৩৮৬, ৭৪১৮) (আ.প্র. ২৯৫০, ই.ফা. ২৯৬১)

৩১৭১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالنَّابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبُلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبُلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَتَنَادَى مُبَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحَصِينِ فَاَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابَ فَوَاللَّهِ لَوِ دِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا

৩১৯১. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সঙ্গে বেঁধে নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর নিকট তামিম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামিম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। একথা দু'বার বলল। অতঃপর তাঁর নিকট ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানু তামিম তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরাশ ছিল পানির উপরে। অতঃপর তিনি লাওহে মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইবনু হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর খোঁজে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় ময়দান দূরত্ব হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। (৩১৯০) (ই.ফা. ২৯৬২)

৩১৭২. وَرَوَى عِيسَى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

^১ হাদীসের বর্ণনাকারী 'ইমরান (রাঃ) বলছেন, আমি উঠে চলে যেতে বাধ্য না হলে নাবী (ﷺ) এর আরো কথা শুন্যার সৌভাগ্য লাভ করতাম।

৩১৯২. তারিক ইব্নু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা নাবী (সাঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে। (আ.প্র. ২৯৫১, ই.ফা. ২৯৬২ শেষাংশ)

৩১৯৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَاهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَمِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَمِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِذُّنِي كَمَا بَدَأَنِي

৩১৯৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদাম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত নয়। আর সে আমাকে মিথ্যা জানে অথচ তার উচিত নয়। আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তার মিথ্যা মনে করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে আবার সৃষ্টি করবেন না। (৪৯৭৪, ৪৯৭৫) (আ.প্র. ২৯৫২, ই.ফা. ২৯৬৩)

৩১৯৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوَقَّ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

৩১৯৪. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল। (৭৪০৪, ৭৪১২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪) (মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ ২৭৫১, আহমাদ ৯৬০৩) (আ.প্র. ২৯৫৩, ই.ফা. ২৯৬৪)

২/০৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ

৫৯/২. অধ্যায় : সাত যমীন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَلَعَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ১২) وَالسَّافِقُ الْمَرْفُوعُ: السَّمَاءُ سَمَكُهَا: بِنَاءُهَا.

الْحَبْكُ: اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. وَأَذِنَتْ: سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. وَأَلْقَتْ: أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتِ وَتَحَلَّتْ عَنْهُمْ. طَحَاها: دَحَاها. بِالسَّاهِرَةِ: وَجْهُ الْأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوَانُ تَوَمَّهُمْ وَسَهَرَهُمْ.

মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এর অনুরূপ যমীনও। (আত-ত্বলাক : ১২)

إِذْ نَسُفَ السَّمَوَاتِ وَآكَاشِ -এর ভিত্তি তার সমতা ও সৌন্দর্য-সে শুনল ও মান্য করল। أَلْقَتْ সে (যমীন) তার সকল মৃতকে বের করে দেবে এবং তা খালি হয়ে যাবে ওদের থেকে। طَحَاهَا তাকে সকল দিক হতে বিছিয়ে দিয়েছে। السَّاهِرَةِ ভূপৃষ্ঠ যা সকল প্রাণীর নিদ্রা ও জাগরণের স্থান।

৩১৯০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَابِسِ خُصُومَةٍ فِي أَرْضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ فَيَدَّ شِرْطُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضَيْنِ

৩১৯৫. আবু সালামাহ ইবনু 'আবদির রাহমান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সঙ্গে একখণ্ড ভূমি নিয়ে তাঁর বাগড়া ছিল। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট এসে তা জানালেন। তিনি বললেন, হে আবু সালামাহ! জমা-জমির গোলমাল হতে দূরে থাক। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোক এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। (২৪৫৩) (আ.প্র. ২৯৫৪, ই.ফা. ২৯৬৫)

৩১৯৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضَيْنِ

৩১৯৬. সালিম (رضي الله عنه)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে লোক অন্যায়ভাবে কারো ভূমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে। (২৪৫৪) (আ.প্র. ২৯৫৫, ই.ফা. ২৯৬৬)

৩১৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثُرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرِّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ دُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

৩১৯৭. আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযার' যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত। (৬৭) (আ.প্র. ২৯৫৬, ই.ফা. ২৯৬৭)

৩১৯৮. حَدَّثَنِي عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمْتَهُ أَرَوَى فِي حَقِّ زَعَمَتِ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ

১ মুযার' একটি সম্প্রদায়ের নাম। 'আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় হতে এ সম্প্রদায়টি রাজাব মাসের সম্মান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে হাদীসে "রাজাব-মুযার'" বলা হয়েছে।

حَقَّقَهَا شَيْئًا؟ أَشْهَدُ لَسَمِيعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ...

৩১৯৮. সাঈদ ইব্নু যায়িদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আরওয়া' নামক এক মহিলা এক সহাবীর বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট তার ঐ পাওনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করল, যা তার ধারণায় তিনি নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাঈদ (রাঃ) বললেন, আমি কি তার সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যুল্ম করে অন্যের এক বিষত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামাতের দিন সাত তবক যমীনের শিকল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইব্নু আব্বিয যিনাদ (রহ.) হিশাম (রহ.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা 'উরওয়াহ) (রাঃ) বলেন, সাঈদ ইব্নু যায়িদ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)। (২৪৫২) (আ.প্র. ২৯৫৭, ই.ফা. ২৯৬৮)

৩/০৭. بَابُ فِي التَّجْوِمِ

৫৯/৩. অধ্যায় : নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে।

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ (الملك : ৫) خَلَقَ هَذِهِ التَّجْوِمِ لثَلَاثِ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بَغْيٌ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيئَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿هَشِيمًا﴾ (الكهف : ১০) مُتَعَيِّرًا ﴿وَالْأَبَّ﴾ مَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامَ ﴿وَالْأَنَامَ﴾ الْخَلْقُ ﴿بَرَزَخٌ﴾ (المؤمنون : ১০০)

حَاجِبٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَلْفٌ﴾ (النباء : ১৬) : مُلْتَمَّةٌ ﴿وَالْغَلْبُ﴾ : الْمُلْتَمَّةُ ﴿فِرَاشًا﴾ (البقرة : ২২) : مِهَادًا كَقَوْلِهِ ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ (البقرة : ৩৬) ﴿نَكِدًا﴾ (الأعراف : ৫৮) : قَلِيلًا

কাতাদাহ (রহ.) বলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণী :) আর আমি তো নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপ মালা দিয়ে শুশোভিত করেছি (মূলক : ৫) [এ সম্পর্কে কাতাদাহ (রহ.) বলেন] এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) এদেরকে আসমানের সৌন্দর্য করেছেন (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের আলামত হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিজ প্রাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই।

আর ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ﴿هَشِيمًا﴾-অর্থ পরিবর্তন (আল-কাহফ : ৪৫) (আর ﴿الْأَبَّ﴾ অর্থ তৃণ যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, ﴿الْأَنَامَ﴾-অর্থ মাখলুক ﴿بَرَزَخٌ﴾ অর্থ প্রতিবন্ধক (মু'মিনুন : ১০০)

৫৯/৪. অধ্যায় : সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান।

﴿مُحْسِبَانِ﴾ (الرحمن : ٥)

قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحُسْبَانِ الرَّحَى. وَقَالَ غَيْرُهُ : بِحِسَابٍ وَمَنَازِلٍ لَا يَعْدُونَهَا. حُسْبَانٌ : جَمَاعَةُ حِسَابٍ، مِثْلُ شَهَابٍ وَشُهْبَانٍ. ضَحَاها : ضَوْؤُهَا. أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ : لَا يَسْتُرُ ضَوْؤُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخَرِ وَلَا يَتَّبِعِي لَهَا ذَلِكَ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَلَّبَانِ حَيْثُتَيْنِ نَسْلَخُ، نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ وَنُخْرِجِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَاهِيَةٌ : وَهِيهَا تَشَقُّقُهَا. أَرْجَائِهَا : مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهَمْ عَلَى حَافَتَيْهَا كَقَوْلِكَ : عَلَى أَرْجَاءِ الْبَيْتِ. أَغْطَشَ وَجَنٌ : أَظْلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ : كَوَرَتْ تُكْوَرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْؤُهَا. وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنْ ذَابَةٍ. اتَّسَقَ : اسْتَوَى. بُرُوجًا : مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَرُوبَةُ الْحَرُورِ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. يُقَالُ : يُزِيلُجُ يَكْوَرُ. وَلِيَجَةً : كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য লংঘন করতে পারে না।

حُسْبَانُ হল حِسَاب শব্দের বহুবচন, যেমন شَهَاب এর বহুবচন হল شُهُبَان -ضَحَاةَا এর অর্থ তার জ্যোতি।

حُسْبَانُ চন্দ্র-সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটির জ্যোতিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

سَائِي النَّهَارِ রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়।

نَسْلَخُ আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় وَهَيْئَةً এবং وَهَيْئَةً এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া।

أَرْجَائِهَا তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উজ্জ্বল كُؤُوسِ কূপের তীরে أَغْطَشَ وَجَنُّ

অন্ধকারে ছেয়ে গেল। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, كُؤُوسِ অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং

الحَرُورُ তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল।

أَنْسَقَ বরাবর হল।

بُرُوجًا চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান।

الحَرُورُ -গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সঙ্গে প্রবাহিত হয়।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, الحَرُورُ রাত্রি

বেলার আর السُّمُوم দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় يُوْلَجُ অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে وَلِجَةٍ অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

৩১৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي دَرٍّ جِئْتَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ فُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَتَنْطَلِعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (يس: ৩৮)

৩১৯৯. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (রাঃ) সূর্য অস্ত যাবার সময় আবু যার (রাঃ)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সাজ্জাদাহয় পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার উদিত হবার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, সিজ্জাদা করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথ দিয়ে আসলে ঐ পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হয়— এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণীর : “আর সূর্য নিজ গন্তব্যে (অথবা) কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।” (ইয়াসীন ৩৮) (৪৮০২, ৪৮০৩, ৭৪২৪, ৭৪৩৩) (আ.প্র. ২৯৫৮, ই.ফা. ২৯৬৯)

৩২০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانِجُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

৩২০০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র দু’টিকেই গুটিয়ে নেয়া হবে। (আ.প্র. ২৯৫৯, ই.ফা. ২৯৭০)

৩২০১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

৩২০১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দু’টো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন মাত্র। কাজেই তোমরা যখন তা ঘটতে দেখবে তখন সলাত আদায় করবে। (১০৪২) (আ.প্র. ২৯৬০, ই.ফা. ২৯৭১)

৩২০২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ.

৩২০২. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই তোমরা যখন তা ঘটতে দেখবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে। (আ.প্র. ২৯৬১, ই.ফা. ২৯৭২)

৩২০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَذَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَذَى مِنَ الرُّكُوعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

৩২০৩. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্যগ্রহণ হল, সে দিন আল্লাহর রসূল (সঃ) সলাতে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং তিনি আগের মত দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন কিন্তু তা প্রথম রাক‘আতের চেয়ে কম ছিল। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সাজ্জাদাহ করলেন। তিনি শেষ রাক‘আতেও ঐ রকমই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তখন তিনি মানুষদের উদ্দেশে খুত্বা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্যই এ দু’টি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা ঘটতে দেখবে তখনই সলাতে ভয়-ভীতি নিয়ে লিপ্ত হবে। (১০৪৪) (আ.প্র. ২৯৬২, ই.ফা. ২৯৭৩)

৩২০৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

৩২০৪. আবু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সঃ) বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না। উভয়টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হতে দু’টি নিদর্শন। অতএব যখন তোমরা তা ঘটতে দেখবে, তখন তোমরা সলাত আদায় করবে। (১০৪১) (আ.প্র. ২৯৬৩, ই.ফা. ২৯৭৪)

০৫/০৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تُنْشِأُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رَحْمَةً﴾ (الأعراف: ০৭)

৫৯/৫. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে : তিনিই স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টির পূর্বে বিস্তৃতরূপে বায়ুকে প্রেরণ করেন। (আল-ফুরকান ৪৮)

﴿قَاصِفًا﴾ (الإسراء: ৬৭) تَقْصِفُ كُلُّ شَيْءٍ ﴿لَوَاقِحَ﴾ (الحجرات: ২২) مَلَاقِحَ مُلْقِحَةٍ ﴿إِغْصَارًا﴾ (البقرة: ২২৬)

২২৬) رِيحٌ غَاصِفٌ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ ﴿صِرٌّ﴾ (البقرة: ২২৬) بَرْدٌ تُشْرَا مُتَفَرِّقَةٌ
 قَاصِفًا অর্থ যা সব কিছু ভেঙ্গে দেয়। لَوَاقِحَ و مَلَاقِحَ শব্দদ্বয় শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বৃষ্টি বর্ষণকারী। إِغْصَارٌ বাতাস বায়ু যা যমীন হতে আকাশের দিকে স্তম্ভাকারে প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে আগুন বিরাজ করে। صِرٌّ অর্থ শীতল। تُشْرَا অর্থ বিস্তৃত।

৩২০৫. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكْتُ عَادٌ بِالذَّبُورِ

৩২০৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, পূর্বের বাতাস দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বাতাস দ্বারা আদ জাতিকো হালাক করা হয়েছে। (১০৩৫) (আ.প্র. ২৯৬৪, ই.ফা. ২৯৭৫)

৩২০৬. حَدَّثَنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَحْيِلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ سِرِّي عَنْهُ فَعَرَفْتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَذْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ (الأحقاف: ২৫) الْآيَةُ

৩২০৬. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আগাতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বেরিয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা দূর হত। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর কারণ জানতে চাইলে নাবী (ﷺ) বলেন, আগি জানি না, এ মেঘ এমন মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি বলেছিল : অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে উক্ত মেঘমালাকে এগোতে দেখল। (৪৬ : ২৪) (৪৮২৯) (মুসলিম ৯/৩ হাঃ ৮৯৯) (আ.প্র. ২৯৬৫, ই.ফা. ২৯৭৬)

৬/০৭. بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

৫৯/৬. অধ্যায় : ফেরেশতাদের বর্ণনা।

وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ﴾ (الصفات: ১৬০) الْمَلَائِكَةُ

আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে বললেন, ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাঈল (جبرائيل) ইয়াহুদীদের শত্রু।’ আর ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, إنا لنحسب الصّافّونَ অর্থ আমরা তো (ফেরেশতাকুল) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান- (সাফফাত : ১৬৫)। (আ.প্র. ২৯৬৬)

৩২০৭. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ (ح). وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَشَامٌ قَالَا : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ - وَذَكَرَ بَعْضُهُمَا رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ - فَأَتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشَقُّقٌ مِنَ التَّحْرِ إِلَى مَرَاتِي الْبَطْنِ ثُمَّ غَسِلَ الْبَطْنَ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأَتَيْتُ بِدَائِيَةِ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ : الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنِيِّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَنَحْيٍ قَالَا : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنِيِّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قِيلَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنِيِّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قِيلَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنِيِّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنِيِّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قِيلَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنِيِّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَّى فَقِيلَ : مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ : يَا رَبِّ هَذَا الْعَلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ. قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ. مَرْحَبًا بِهِ وَلَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنِيِّ، فَرَفَعَ لِي الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ،

১ এ সময় ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) ইয়াহুদী ছিলেন। আর ইয়াহুদীদের উপর সকল ‘আযাবের সংবাদ জিবরাঈল (জা.)-ই নিয়ে এসেছেন। তাই তারা তাঁর সম্বন্ধে এরকম ধারণা পোষণ করত।

وَرَفَعَتْ لِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَّيْتُهَا كَأَنَّهُ قَلَالٌ هَجَرَ وَوَرَفَّهَا كَأَنَّهُ أَذَانُ الْفَيْوَلِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةٌ أَنْهَارٌ تَهْرَانُ
بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْحِجَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ : النَّيْلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ
فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ : فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً.
قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالِجْتُ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْعَالِجَةِ وَإِنَّ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّهُ.
فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ
مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا. فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ : سَلَّمْتُ
بِحَيْثُ فَنُودِي : إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّبِيِّ الْمَعْمُورِ.

৩২০৭. মালিক ইবনু সা'সা'আ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, আমি কা'বা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর তিনি দু'ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট সোনার একটি পেয়ালা নিয়ে আসা হল- যা হিকমত ও ঈমানে ভরা ছিল। অতঃপর আমার বুক হতে পেটের নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলা হল। অতঃপর আমার পেট যমযমের পানি দিয়ে ধোয়া হল। অতঃপর তা হিকমত ও ঈমানে পূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা রঙের চতুঃপদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা হতে বড় অর্থাৎ বোরাক। অতঃপর তাতে চড়ে আমি জিব্রাইল عليه السلام সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্রাইল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি আদাম عليه السلام-এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নাবী! তোমার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি 'ঈসা ও ইয়াহইয়া عليهما السلام-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নাবী! আপনার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইউসুফ عليه السلام-এর নিকট গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইদ্রীস عليه السلام-এর নিকট

গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হয় আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমরা হারুন (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ (ﷺ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি মূসা (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ (ﷺ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইব্রাহীম (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর বায়তুল মা'মুরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্রাইল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করেন। এরা এখান হতে একবার বাহির হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। অতঃপর আমাকে 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন হাজারা নামক জায়গার মটকার মত। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার উৎসমূলে চারটি বরণা প্রবাহিত। দু'টি ভিতরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ভিতরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল— ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। অতঃপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বানী ইসরাঈলের রোগ সরানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। আপনার উম্মাত এত আদায়ে সমর্থ হবে, না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সলাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। সলাত ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। আবার তেমন ঘটলে তিনি সলাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। তিনি সলাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আগের মত বললেন, এবার আল্লাহ সলাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্য করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কী করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফার্য করে দিয়েছেন। এবারও তিনি আগের মত বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফার্য জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের হতে হালকা করেও দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকির বদলে দশগুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে হান্নাম (রহ.).....আবু হুরাইরাহ (রাঃ)

সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। (৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭) (মুসলিম ১/৭৪ হাঃ ১৬৪, আহমাদ ১৭৮৫০) (আ.প্র. ২৯৬৭, ই.ফা. ২৯৭৭)

৩২০৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدَهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৩২০৮. যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীৰ্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার ‘আমল, তার রিয়ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি ‘আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার ‘আমলনামা তার উপর জরী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। আর একজন ‘আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার ‘আমলনামা তার উপর জরী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত ‘আমল করে। (৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪) (মুসলিম ৪৭/১ হাঃ ৩৬৪৩, আহমাদ ৩৬২৪) (আ.প্র. ২৯৬৮, ই.ফা. ২৯৭৮)

৩২০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبَهُ فَيَجِبُهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَجَبُوهُ فَيَجِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

৩২০৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্রাইল (جبرائيل)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রাইল (جبرائيل)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাইল (جبرائيل) আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশের অধিবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে।

অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। (৬০৪০, ৭৪৮৫) (মুসলিম ৪৫/৪৮ হাঃ ২৬৩৭, আহমাদ ৯৩৬৩) (আ.প্র. ২৯৬৯, ই.ফা. ২৯৭৯)

৩২১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الْأُمَرَ فُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَشْرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوجِّهُهُ إِلَى الْكُفَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

৩২১০. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আব্বাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফেরেশতামণ্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সঙ্গে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে। (৩২৮৮, ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১) (আ.প্র. ২৯৭০, ই.ফা. ২৯৮০)

৩২১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُتُونَ الْأَوَّلَ فَلَا أَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأَ الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

৩২১১. আবু হুরাইরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘জুমু‘আর দিন মাসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মাসজিদে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পরবর্তীদের নামও লিখে নেয়। ইমাম যখন বসে পড়েন তখন তারা এসব লেখা পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মাসজিদে এসে যিক্র শুনতে থাকেন।’ (৯২৯) (আ.প্র. ২৯৭১, ই.ফা. ২৯৮১)

৩২১২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانٌ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أَنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَفَّتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشَدَكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَحِبَّ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيُّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ

৩২১২. সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘উমার রাঃ মাসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাসান ইবনু সাবিত রাঃ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। অতঃপর তিনি আবু হুরাইরাহ রাঃ-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আব্বাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আব্বাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, “তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আব্বাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিবরাঈল রাঃ] দ্বারা সাহায্য করুন।” তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। (৪৫৩) (মুসলিম ৪৪/৪৩ হাঃ ২৪৮৫, আহমাদ ৬৭৪৮) (আ.প্র. ২৯৭২, ই.ফা. ২৯৮২)

৩২১৩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ

أَهْجُهُمْ أَوْ هَاجَهُمْ وَجَبْرِئِلَ مَعَكَ

৩২১৩. বারা' (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হাসসান (ؓ) কে বলেছেন, তুমি তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার জবাব দাও। তোমার সঙ্গে জিব্রীল (ؑ) আছেন। (৪১২৪, ৪১২৪, ৬১৫৩) (আ.প্র. ২৯৭৩, ই.ফা. ২৯৮৩)

৩২১৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُتْبَارٍ سَاطِعٍ فِي سَكَّةٍ بَنِي غَنَمٍ زَادَ مُوسَى مَوْكِبَ جَبْرِئِلَ

৩২১৪. আনাস ইবনু মালিক (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন বানু গানমের গলিতে উপরে উঠা ধূলা স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি। মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্রীল বাহন নিয়ে পদচারণা করেন।^১ (আ.প্র. ২৯৭৪, ই.ফা. ২৯৮৪)

৩২১৫. حَدَّثَنَا قُرُوءُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِينِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْحَرَسِ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْنِي مَا يَقُولُ

৩২১৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হারিস ইবনু হিশাম (ؓ) নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট ওয়াহী কিভাবে আসে? তিনি বললেন, 'সব ধরনের ওয়াহী নিয়ে ফেরেশতা আসেন। কখনো কখনো ঘণ্টার আওয়াজের মত শব্দ করে। যখন আমার নিকট ওয়াহী আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আর এভাবে শব্দ করে ওয়াহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। আর কখনও কখনও ফেরেশতা আমার নিকট মানুষের আকারে আসেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।'^(২) (আ.প্র. ২৯৭৫, ই.ফা. ২৯৮৬)

৩২১৬. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ حَزَنَةُ الْحَيَّةِ أَيْ فُلٌ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

৩২১৬. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের পর্যবেক্ষকগণ আহ্বান করতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবু বাকর (ؓ) বললেন, এমন ব্যক্তি

^১ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে হাসসান ইবনু সাবিত (ؓ) কাফিরদের প্রতিবাদ করতেন। জিব্রীল (ؑ) তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের পদচালনার কারণে যে ধূলি উর্ধ্বে উঠত আমি যেন তা বানু গানমের গলিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি।

তো সেই যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে। (১৮৯৭) (আ.প্র. ২৯৭৬, ই.ফা. ২৯৮৬)

৩২১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ

৩২১৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, হে আয়িশাহ! এই যে জিব্রীল (রাঃ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ণিত হোক। আপনি এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। এর দ্বারা তিনি নাবী (ﷺ)-কে বুঝিয়েছেন। (৩৭৬৮, ৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩) (মুসলিম ৪৪/১৩ হাঃ ২৪৪৭, আহমাদ ২৫৮০৪) (আ.প্র. ২৯৭৭, ই.ফা. ২৯৮৭)

৩২১৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ دَرِّقَالٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمرِ بْنِ دَرِّقَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجِبْرِيلَ أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَتَزَلُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا الآية (مریم: ۶۱) الآية

৩২১৮. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল (ﷺ) জিব্রাইল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কাছে যতবার আসেন তার চেয়ে অধিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না কেন? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : “(জিব্রাইল বলল:) আমি আপনার রবের আদেশ ব্যতিরেকে আসতে পারি না। তাঁরই আয়ত্নে রয়েছে যা কিছু আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা কিছু এর মধ্যস্থলে আছে”- (মারইয়াম ৬৪)। (৪৭৩১, ৭৪৫৫) (আ.প্র. ২৯৭৮, ই.ফা. ২৯৮৮)

৩২১৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَرِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

৩২১৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'জিব্রীল (রাঃ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সব সময় তাঁর নিকট বেশি ভাষায় পাঠ শুনতে চাইতাম। শেষতক তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।' (৪৯৯১) (মুসলিম ৬/৪৮ হাঃ ৮১৯) (আ.প্র. ২৯৭৯, ই.ফা. ২৯৮৯)

১ সাতটি আঞ্চলিক ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ হলেও কুরআন লিপিবদ্ধ করার সময় কুরাইশ ভাষাকেই নির্ধারণ করা হয়। (লামহাত ফী উলুমিল কুরআন, ডা. মুহাম্মাদ বিন লুতফী সাব্বাক, পৃষ্ঠা ১৭২)

৩২২১. ইবনু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। একবার 'উমার ইবনু আবদুল আযীয' (রহ.) 'আসরের সলাত কিছুটা দেরিতে আদায় করলেন। তখন তাঁকে 'উরওয়াহ' (রাঃ) বললেন, একবার জিবরীল (রাঃ) আসলেন এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর ইমাম হয়ে সলাত আদায় করলেন। তা শুনে 'উমার ইবনু আবদুল আযীয' (রহ.) বললেন, হে 'উরওয়াহ! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইবনু আবু মাস'উদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একবার জিবরীল (রাঃ) আসলেন, অতঃপর তিনি আমার ইমামতি করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপরও আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত গুণছিলেন। (৫২১) (আ.প্র. ২৯৮১, ই.ফা. ২৯৯১)

৩২২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِي جَبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ

৩২২২. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, একবার জিব্রাইল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত হতে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায় যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করেনি, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নাবী (ﷺ) বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, যদিও (সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও)।^১ (১২৩৭) (আ.প্র. ২৯৮২, ই.ফা. ২৯৯২)

৩২২৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ

৩২২৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফেরেশতা রাতে আসেন আর একদল ফেরেশতা দিনে আসেন। তাঁরা ফাজর ও আসর সলাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। অতঃপর যারা তোমাদের নিকট রাত্রি কাটিয়েছিলেন তারা আল্লাহর নিকট উর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কী হালতে ছেড়ে এসেছ? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে সলাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের নিকট সলাতরত অবস্থাতেই পৌঁছেছিলাম। (৫৫৫) (আ.প্র. ২৯৮৩, ই.ফা. ২৯৯৩)

৭/৫৭. بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَاقَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৫৯/৭. অধ্যায় : তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে আর আকাশের ফেরেশতাগণও আমীন বলে। অতঃপর একের আমীন অন্যের আমীনের সঙ্গে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয় তখন পূর্বের পাপরাশি মুছে দেয়া হয়।

৩২২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَسَادَةً فِيهَا تَمَائِيلٌ كَأَنَّهَا تُمْرِقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ

بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الرِّسَادَةِ قَالَتْ وَرِسَادَةُ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

৩২২৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।' তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য প্রাণীর ছবিওয়ালা একটি বালিশ তৈরি করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। অতঃপর তিনি আমার ঘরে এসে দু' দরজার মধ্যে দাঁড়ালেন আর তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কী অন্যায় হয়েছে? তিনি বললেন, 'এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন সে জন্য তৈরি করেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি জান না যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? (আল্লাহ) বলবেন, 'বানিয়েছ, তাকে জীবিত কর।' (২১০৫) (আ.প্র. ২৯৮৪, ই.ফা. ২৯৯৪)

৩২২৫. আবু ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সেথায় ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (৩২২৬, ৩৩২২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮) (মুসলিম ৩৭/২৬ হাঃ ২১০৬) (আ.প্র. ২৯৮৫, ই.ফা. ২৯৯৫)

৩২২৬. আবু ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সেথায় ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (৩২২৬, ৩৩২২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮) (মুসলিম ৩৭/২৬ হাঃ ২১০৬) (আ.প্র. ২৯৮৫, ই.ফা. ২৯৯৫)

৩২২৭. আবু ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সেথায় ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (৩২২৬, ৩৩২২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮) (মুসলিম ৩৭/২৬ হাঃ ২১০৬) (আ.প্র. ২৯৮৫, ই.ফা. ২৯৯৫)

৩২২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْرِيلَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

৩২২৭. সালিম (رضي الله عنه) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্রাইল (عليه السلام) নাবী (ﷺ)-কে ওয়াদা দিয়েছিলেন। আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে। (৫৯৬০) (আ.প্র. ২৯৮৭, ই.ফা. ২৯৯৭)

৩২২৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩২২৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, (সলাতে) ইমাম যখন সَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফেরেশতাগণের উক্তির সঙ্গে মিলে যাবে, তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (৭৯৬) (আ.প্র. ২৯৮৮, ই.ফা. ২৯৯৮)

৩২২৯. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثَ

৩২২৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এ বলে দু’আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সলাত ছেড়ে না দাঁড়ায় কিংবা তার উয়ু ভঙ্গ না হয়।’ (১৭৬) (আ.প্র. ২৯৮৯, ই.ফা. ২৯৯৯)

৩২৩০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَادَا يَا مَالِكُ

৩২৩০. সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা (رضي الله عنه) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মিম্বারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; وَنَادَا يَا مَالِكُ (আর তারা ডাকল, হে মালিক!) সুফইয়ান (রহ.) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه)-এর ক্বিরাআতে وَنَادَا يَا مَالِكُ শুনে (৩২৬৬, ৪৮১৯) (মুসলিম ৭/১৩ হাঃ ৮৭১, আহমাদ ১৭৯৮৩) (আ.প্র. ২৯৯০, ই.ফা. ৩০০০)

৩২৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ

بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ أَشْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الْعَالِبِ
فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَشْتَنِي فَتَنْظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ
لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ
يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَطِيقَ عَلَيْهِمُ الْأَحْسَنِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ
أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

৩২৩১. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একবার তিনি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উহাদের দিনের চেয়ে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার ক্বওম হতে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের হতে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইবনু ‘আবদে ইয়ালীল ইবনে ‘আবদে কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল (জঃ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার ক্বওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নাবী (ﷺ) বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। (৭৩৮৯) (আ.প্র. ২৯৯১, ই.ফা. ৩০০১)

۳۲۳۲. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زُرَّيْنَ حُبَيْشَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (النجم: ۹-۱۰) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ

৩২৩২. আবু ইসহাক শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যির ইবনু হুবাইশ (রাঃ)-কে মহান আল্লাহর এ বাণী : “অবশেষে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের দূরত্ব রইল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করার ছিল, তা ওয়াহী করলেন”- (আন-নাজম ৯-১০)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) জিবরাঈল (জঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ’টি ডানা ছিল। (৪৮৫৬, ৪৮৫৭) (মুসলিম ১/৭৬ হাঃ ১৭৪) (আ.প্র. ২৯৯২, ই.ফা. ৩০০২)

২২২২. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (النجم: ১৮) قَالَ رَأَى زُفْرًا أَخْضَرَ سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ

৩২৩৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত : “তিনি তো স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন।” (আন-নাজম ১৮)-এর মর্মার্থে বলেন, তিনি (নবী (ﷺ)) সবুজ বর্ণের রফরফ^২ দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে আবৃত করে রেখেছিল। (৪৮৫৮) (মুসলিম ১/৭৬ হাঃ ১৭৪) (আ.প্র. ২৯৯৩, ই.ফা. ৩০০৩)

২২২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّنَا

الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ رَعِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ

৩২৩৪. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি মহা ভুল করবে। বরং তিনি জিবরাঈল (জিব্রীল) (রাঃ)-কে তাঁর আসল আকার ও চেহারা দেখেছেন। তিনি আকাশের দিকচক্রবাল জুড়ে অবস্থান করছিলেন। (৩২৩৫, ৪৬১২, ৪৮৫৫, ৭৩৯০, ৭৫৩১) (মুসলিম ১/৭৭ হাঃ ১৭৭) (আ.প্র. ২৯৯৪, ই.ফা. ৩০০৪)

২২২০-حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ الْأَشْوَجِ عَنْ

الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَيْنَ قَوْلُهُ ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (النجم: ৮-৭) قَالَتْ ذَلِكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأَفْقَ

৩২৩৫. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে আল্লাহর বাণী : “তারপর সে তার নিকটবর্তী হল এবং অতি নিকটবর্তী হল, অবশেষে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের দূরত্ব রইল অথবা আরও কম” (আন-নাজম ৮, ৯)-এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিবরাঈল (জিব্রীল) (রাঃ) ছিলেন। তিনি সাধারণত মানুষের আকার নিয়ে তাঁর নিকট আসতেন। কিন্তু এবার তিনি নিকটে এসেছিলেন তাঁর আসল চেহারা নিয়ে। তখন তিনি আকাশের সম্পূর্ণ দিকচক্রবাল আবৃত করে ফেলেছিলেন। (৩২৩৪) (আ.প্র. ২৯৯৫, ই.ফা. ৩০০৫)

২২২৬. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ

أَتَيْنَانِي قَالَ الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَا لَكَ حَازِنُ النَّارِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ

^২ রফরফ অর্থ সবুজ কাপড়ের বিছানা।

৩২৩৬. সামূরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখেছি, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো দোযখের তত্ত্বাবধায়ক মালিক আর আমি জিব্রাইল এবং ইনি মীকাদীল। (৮৪৫) (আ.প্র. ২৯৯৬, ই.ফা. ৩০০৬)

৩২৩৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَزْمَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

৩২৩৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত দিতে থাকে। শুবা, আবু হামযাহ, ইবনু দাউদ ও আবু মু'আবিয়াহ (রহ.) আ'মাশ (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় আবু আওয়ানাহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৫১৯৩, ৫১৯৪) (মুসলিম ১৯ হাঃ ১৪৩৬, আহমাদ ৯৬৭৭) (আ.প্র. ২৯৯৭, ই.ফা. ৩০০৭)

৩২৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَرَّ عَنِّي الرَّوْحُي فَتَرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَتَمِثُّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قَبِلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (المدر: ১-৫) قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْأَوْثَانُ

৩২৩৮. জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। আমার নিকট হতে কিছু দিনের জন্য ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেল। আমি পথ চলতে ছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হেরা পাহাড়ের গুহায় আমার নিকট যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভীত হয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হলাম। অতঃপর আমি আমার পরিজনের নিকট এলাম এবং বললাম, আমাকে কন্মল দিয়ে আবৃত কর, আমাকে কন্মল দিয়ে আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ হে বস্ত্রাবৃত। উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর.....অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। (আল-মুদাসসির : ১-৫) আবু সালামাহ (رضي الله عنه) বলেন, অত্র আয়াতে الرُّجْزُ হল প্রতিমা। (৪) (আ.প্র. ২৯৯৮, ই.ফা. ৩০০৮)

৩২৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَ قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمٍّ نَبِيكُم يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طَوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ وَرَأَيْتُ عَيْسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَيْطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالْجَلَّالِ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ﴾ (السجدة: ٢٣) قَالَ أَنَسُ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلَائِكَةُ

الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ

৩২৩৯. নাবী (ﷺ)-এর চাচা ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মিরাজের রাতে আমি মুসা (عليه السلام)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কৌকড়ানো। যেন তিনি শানুআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। আমি 'ঈসা (عليه السلام)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুণ্ঠিত। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তার মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী মাদীনাহকে দাজ্জাল হতে পাহারা দিয়ে রাখবেন। (৩৩৯৬) (মুসলিম ১/৭৪ হাঃ ১৬৫, আহমাদ ৩১৮০) (আ.প্র. ২৯৯৯, ই.ফা. ৩০০৯)

৪/৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

৫৯/৮. অধ্যায় : জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আর তা হল সৃষ্ট।

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : «مُطَهَّرَةٌ» مِنَ الْخَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبَرَصِ. «كُلَّمَا رُزِقُوا» أَتُوا بِسَنِيءٍ ثُمَّ أَتُوا بِآخَرَ «قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ» (البقرة: ২৫) «أَتَيْنَا مِنْ قَبْلُ» «وَأَتُوا بِهِمْ مَّتَشَابِهًا» (البقرة: ২৫) يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ. «فُطُوْفُهَا» يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاءُوا. «ذَانِيَّةٌ» (الحاقة: ২২) قَرِيبَةٌ «الْأَرَائِكُ» (الكهف: ২১) السَّرُرُ. وَقَالَ الْحَسَنُ : النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوهِ. وَالسُّرُورُ فِي الْقُلُوبِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «سَلْسَبِيلًا» (الإنسان ১৮) حَدِيدَةُ الْحَرِيرَةِ. عَوَّلُ : وَجَعُ الْبَطْنِ. «يُزْفُونَ» (الصفات: ১৭) لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «دِهَاقًا» (البأ: ২১) مُمْتَلِكًا. «كَوَاعِبُ» نَوَاهِدُ. «الرَّحِيقُ» الْخَمْرُ. «التَّسْنِيمُ» يَغْلُو شَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. «خِتَامُهُ» طِينُهُ «مِسْكُ» «نَضْحَتَيْنِ» قِيَاصَتَانِ يُقَالُ : «مَوْضُوءَةٌ» مَسْجُوعَةٌ. مِنْهُ وَضِئُ النَّاقَةِ. وَالْكُوبُ مَا لَا أَذْنَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ. وَالْأَبَارِيقُ دَوَاتُ الْأَذَانِ وَالْعَرَى «عُرْبًا» مُتَقَلَّةً وَاحِدُهَا عُرُوبٌ. مِثْلُ صَوْرِ وَصُرٍ يُسَمِّيَهَا أَهْلُ مَكَّةَ : الْعَرَبَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ : الْعَنِجَةَ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ : الشَّكْلَةَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿رَوْحٌ﴾ (الواقعة: ٨٩) جَنَّةٌ وَرَحَاءٌ، ﴿وَالرَّيْحُنُ﴾ الرِّزْقُ. ﴿وَالْمَنْصُودُ﴾ الْمَوْتُ، ﴿وَالْمَخْصُودُ﴾ الْمَوْقَرُ خَمَلًا، وَيُقَالُ أَيضًا: لَا شَرَكَ لَهُ. وَالْعُرْبُ: الْمَحَبَّاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. وَيُقَالُ: ﴿مَسْكُوبٌ﴾ جَارٍ. ﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. ﴿لَعَوًا﴾ بَاطِلًا، ﴿تَأْتِيْمًا﴾ كَذِبًا. ﴿أَفْنً﴾ أَغْصَانٌ ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ﴾: مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ ﴿مُذْهَبَاتِنِ﴾ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّبَى.

আবুল 'আলিয়াহ (রহ.) বলেন, মাসিক ঋতু, পেশাব ও থুথু হতে পবিত্র। কَمَا زُرُّوْا। যখনই তাদের সামনে কোন এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে, অতঃপরই অন্য এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে। তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, এগুলো তো ইতোপূর্বেই আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে। وَأَنْتَوَابِهِ مُتَشَابِهًا। তাদেরকে পরস্পর সদৃশ খাবার পরিবেশন করা হবে অথচ الْأَرَائِكُ نِكَتِيبَتِي دَانِيَةً। তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল ফলাদি গ্রহণ করবে। পালঙ্কসমূহ। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, النَّضْرَةُ - চেহারার সজীবতা। আর السُّرُورُ মনের আনন্দ।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, سَلْسَبِيلًا - দ্রুত প্রবাহিত পানি। غَوْلُ পেটের ব্যথা। يُزْفُونَ তাদের বুদ্ধি লোপ পাবে না। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, دِهَانًا পরিপূর্ণ। كَوَاعِبُ অংকুরিত যৌবনা তরুণী। الرِّجِيُّ পানীয়। التَّسْنِيمُ - জান্নাতবাসীদের পানীয় যা উঁচু হতে নিঃসৃত হয়। جَنَامُهُ তার মোড়ক হবে কস্তুরী। نَضَاحَتَانِ দুই উচ্ছলিত (বার্ণা) সোনা ও মণি মুজা দিয়ে তৈরী। এ শব্দটি হতেই وَضِبُ الثَّقَافَةِ - এর উৎপত্তি অর্থাৎ উটের পিঠের গদী। وَالْكُوبُ - হাতল বিহীন পানপাত্র। صُبُورُ - এর বহুবচন - যেরূপ - একবচনে - غُرْبًا - সোহাগিনী। هَاتِلُ বিশিষ্ট পানপাত্র। وَالْأَبَارِيقُ - হাতল বিহীন পানপাত্র। الْعَبِجَةُ - মাদীনাহবাসী আর ইরাকীরা السَّكَلَةُ বলে থাকে।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, رَوْحُ জান্নাত ও স্বচ্ছল জীবন। الرِّيحَانُ জীবিকা। الْمَنْصُودُ কলা কাদি ভরা, এটাও বলা হয় যার কাঁটা নেই। الْعُرْبُ স্বামীদের নিকট সোহাগিনী। مَسْكُوبٌ প্রবাহিত। فُرُشٌ একটির উপর আরেকটি বিছানা। لَعَوًا অলীক কথা। تَأْتِيْمًا মিথ্যা। أَفْنَانُ ডালসমূহ। وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ দুই বাগিচার ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। বা নিকট হতে গ্রহণ করবে। مُذْهَبَاتَانِ এ বাগিচা দু'টি ঘন সবুজ।

۳২৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ

৩২৪০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার নিকট পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাস স্থান আর যদি

সে জাহান্নামবাসী হয় তবে তাকে জাহান্নামবাসীর আবাস স্থান দেখানো হয়। (১৩৭৯) (আ.প্র. ৩০০০, ই.ফা. ৩০১০)

৩২৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَظْلَعْتُ فِي الْحِجَةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَظْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

৩২৮১. ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগ অধিবাসী নারী।’ (৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬) (আ.প্র. ৩০০১, ই.ফা. ৩০১১)

৩২৮২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجَةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَصَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعْلَيْكَ أَغَارِيَا رَسُولُ اللَّهِ

৩২৮২. আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘এক সময় আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক নারী একটি দালানের পাশে উষু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দালানটি কার? তারা উত্তরে বললেন, ‘উমারের। তখন তাঁর আত্মমর্যাদার কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।’ একথা শুনে ‘উমার (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আপনার সম্মুখে কি আমার কোন মর্যাদাবোধ থাকতে পারে? (৩৬৮০, ৫২২৭, ৭০২৩, ৭০২৫) (মুসলিম ৪৪/২ হাঃ ৩৩৯৫, আহমাদ ৮৪৭৮) (আ.প্র. ৩০০২, ই.ফা. ৩০১২)

৩২৮৩. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الْجَوْنِيَّ يَحْدِثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ مَجُوفَةٌ طَوَّلَهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِثْلًا فِي كُلِّ رَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمْ إِلَّا الْآخِرُونَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ غُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سِتُّونَ مِثْلًا

৩২৮৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘গুণসম্পন্ন মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতা ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোণে মু‘মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।’ আবু ‘আবদুস সামাদ ও হারিস ইবনু ‘উবায়দ আবু ‘ইমরান (রহ.) হতে ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন। (৪৮৭৯) (মুসলিম ৫১/৯ হাঃ ২৮৩৮) (আ.প্র. ৩০০৩, ই.ফা. ৩০১৩)

৩২৮৪. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَافْرُؤْا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

৩২৪৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, “কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে” – (আসসাজদাহ : ১৩) (৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৭৪৯৮) (মুসলিম ৫১ হাঃ ২৮২৪, আহমাদ ৯৬৫৫) (আ.প্র. ৩০০৪, ই.ফা. ৩০১৪)

৩২৪৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যে’ দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মত সুগন্ধময় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।’ (৩২৪৬, ৩২৪৪, ৩৩২৭) (আ.প্র. ৩০০৫, ই.ফা. ৩০১৫)

৩২৪৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যে’ দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারার ন্যায় আকৃতি ধারণ করবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত থাকবে। তাদের মধ্যে কোন রকম মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু’জন করে স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।’ (৩২৪৬, ৩২৪৪, ৩৩২৭) (আ.প্র. ৩০০৫, ই.ফা. ৩০১৫)

৩২৪৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যে’ দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারার ন্যায় আকৃতি ধারণ করবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত থাকবে। তাদের মধ্যে কোন রকম মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু’জন করে স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।’ (৩২৪৬, ৩২৪৪, ৩৩২৭) (আ.প্র. ৩০০৫, ই.ফা. ৩০১৫)

ভেদ করে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তারা রোগাক্রান্ত হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরুনিসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ।' আবুল ইয়ামান (রহ.) বলেন, অর্থাৎ কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মত সুগন্ধময় হবে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْإِبْكَارُ অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ الْعِشِيِّ অর্থ সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতে অন্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল। (৩২৪৫) (আ.প্র. ৩০০৬, ই.ফা. ৩০১৬)

৩২৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّي حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْدَخُلْنَ مِنْ أُمِّي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلْنَ أَوْلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

৩২৪৭. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একই সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। (৬৫৪৩, ৬৫৫৪) (মুসলিম ১/৯৪ হাঃ ২১৯) (আ.প্র. ৩০০৭, ই.ফা. ৩০১৭)

৩২৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي بَفَسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُبَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

৩২৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র পরতে নিষেধ করতেন; লোকেরা তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সা'দ ইবনু মুআ'যের রুমাল এর থেকে বেশি সুন্দর হবে। (২৬১৫) (আ.প্র. ৩০০৮, ই.ফা. ৩০১৮)

৩২৪৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُبَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا

৩২৪৯. বারাবা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট একখানা রেশমী বস্ত্র আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য এবং কমণীয়তার জন্য সেটা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'অবশ্যই জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমাল এর থেকেও বেশি উত্তম হবে।' (৩৮০২, ৫৮৩৬, ৬৬৪০) (আ.প্র. ৩০০৯, ই.ফা. ৩০১৯)

৩২৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوَاطِ فِي الْجُبَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৩২৫০. সাহল ইবনু সা'দ আসসা'য়িদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা আছে তার থেকে উত্তম।' (২৭৯৪) (আ.প্র. ৩০১০, ই.ফা. ৩০২০)

৩২৫১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। (আ.প্র. ৩০১১, ই.ফা. ৩০২১)

৩২৫২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার **وَطَلَّ مَمْدُودٌ** এবং দীর্ঘ ছায়া। (৪৮৮১) (মুসলিম ৫১/১ হাঃ ২৮২৬, আহমাদ ৯৪১৭) (আ.প্র. ৩০১২, ই.ফা. ৩০২২)

৩২৫৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার **وَطَلَّ مَمْدُودٌ** এবং দীর্ঘ ছায়া। (৪৮৮১) (মুসলিম ৫১/১ হাঃ ২৮২৬, আহমাদ ৯৪১৭) (আ.প্র. ৩০১২, ই.ফা. ৩০২২)

৩২৫৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার **وَطَلَّ مَمْدُودٌ** এবং দীর্ঘ ছায়া। (৪৮৮১) (মুসলিম ৫১/১ হাঃ ২৮২৬, আহমাদ ৯৪১৭) (আ.প্র. ৩০১২, ই.ফা. ৩০২২)

৩২৫৫. আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গা অপেক্ষা অধিক উত্তম যেখানে সূর্য উদিত হয় আর সূর্য অস্তমিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)। (২৭৯৩) (আ.প্র. ৩০১২ শেষাংশ, ই.ফা. ৩০২২ শেষাংশ)

৩২৫৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার **وَطَلَّ مَمْدُودٌ** এবং দীর্ঘ ছায়া। (৪৮৮১) (মুসলিম ৫১/১ হাঃ ২৮২৬, আহমাদ ৯৪১৭) (আ.প্র. ৩০১২, ই.ফা. ৩০২২)

৩২৫৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার **وَطَلَّ مَمْدُودٌ** এবং দীর্ঘ ছায়া। (৪৮৮১) (মুসলিম ৫১/১ হাঃ ২৮২৬, আহমাদ ৯৪১৭) (আ.প্র. ৩০১২, ই.ফা. ৩০২২)

২২০০. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مَرْضَعًا فِي الْجَنَّةِ

৩২৫৫. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, যখন নাবী (রাঃ) (এর ছেলে) ইব্রাহীম (রাঃ) ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর এক ধাত্রী আছে। (১৩৮২) (আ.প্র. ৩০১৪, ই.ফা. ৩০২৪)

২২০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْعَاثِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَقَاضِي مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ

৩২৫৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে। সহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো নাবীগণের জায়গা। তাদের ব্যতীত অন্যরা সেখানে পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে। (৬৫৫৬) (মুসলিম ৫১/৩ হাঃ ২৮৩১, আহমাদ ২২৯৩৯) (আ.প্র. ৩০১৫, ই.ফা. ৩০২৫)

৯/০৭. بَابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

৫৯/৯. অধ্যায় : জান্নাতের দরজাসমূহের বর্ণনা।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ فِيهِ عِبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২২০২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّبَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

নবী (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস জোড়া জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। এ কথাটি 'উবাদাহ (রাঃ) নাবী (রাঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন।

৩২৫৭. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা। তার মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়ান। সাওম পালনকারী ছাড়া অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (১৮৯৬) (আ.প্র. ৩০১৬, ই.ফা. ৩০২৬)

১০/০৭. بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

৫৯/১০. অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ আর তা হচ্ছে সৃষ্ট বস্তু।

﴿عَسْفًا﴾ يُقَالُ عَسَفَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْخُرُجُ وَكَأَنَّ الْعَسَاقَ وَالْعَسِيقَ وَاحِدٌ ﴿غَسِيلَيْنِ﴾ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ ﴿غَسِيلَيْنِ﴾ فَعِلَيْنُ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْخُرُجِ وَالذَّبَرِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿حَاصِبًا﴾ الرِّيحُ الْعَاصِيفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَزِيحُ بِهِ الرِّيحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ ذَهَبٌ وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنْ حَصَبَاءِ الْحِجَارَةِ ﴿صَدِيدٌ﴾ قَيْحٌ وَدَمٌ ﴿حَبَثٌ﴾ طِفْثٌ ﴿تُورُونَ﴾ تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرَثْتُ أَوْقَذْتُ ﴿لِلْمُقَوِّينَ﴾ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيَّ الْفَقْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿صِرَاطُ الْحَجِيمِ﴾ سَوَاءُ الْحَجِيمِ وَوَسَطُ الْحَجِيمِ ﴿لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ يُخَلِّطُ طَعَامَهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ ﴿زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ﴾ صَوْتُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ ﴿وَرْدًا﴾ عِطَاشًا ﴿غَيًّا﴾ خُسْرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿يُسَجَّرُونَ﴾ ثَوَقْدُ بِهِمُ النَّارُ ﴿وَنَحَاسٌ﴾ الصَّفَرُ يَصْبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ يُقَالُ ﴿ذُوقُوا﴾ بَاشِرُوا وَجَرَّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوِقِ الْقِمِّ ﴿مَارِجٌ﴾ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿مَرِيْجٌ﴾ مُلْتَبِيسٌ مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ (الرحمن : ١٩) مَرَجَتْ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا

عَسَاقٌ প্রবাহিত পূজ যেমন কেউ বলে, তার চোখ প্রবাহিত হয়েছে ও যা প্রবাহিত হচ্ছে। আর غَسِقٌ একই অর্থ। غَسِيلَيْنِ যে কোন বস্তুকে ধৌত করার পর তা হতে যা কিছু বের হয়, তাকে غَسِيلَيْنِ বলা হয়, এটা غَسِلَ শব্দ হতে গেলিই -এর ওয়নে হয়ে থাকে। 'ইকরিমাহ (রহ.) বলেছেন, حَاصِبًا এর অর্থ জাহান্নামের জ্বালানী। এটা হাবশীদের ভাষা। আর অন্যরা বলেছেন, حَاصِبًا অর্থ দমকা হাওয়া। আর الحَاصِبُ অর্থ বায়ু যা ছুঁড়ে ফেলে। এ হতে হয়েছে حَصَبُ جَهَنَّمَ যার অর্থ হচ্ছে যা কিছু জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হয় আর এরাই এর জ্বালানী। الحَصَبُ শব্দটি حَصَبَاءُ শব্দ হতে উৎপত্তি। যার অর্থ কংকরসমূহ। صَدِيدٌ পূজ ও রক্ত। حَبَثٌ নিভে গেছে। تُورُونَ তোমরা আগুন বের করছ। أَوْرَثْتُ অর্থ আমি আগুন জ্বালিয়েছি। لِلْمُقَوِّينَ মুসাফিরগণের উপকারার্থে। আর الْقِيَّ তরলতাহীন প্রান্তর। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, صِرَاطُ الْحَجِيمِ অর্থ জাহান্নামের দিক ও তার মধ্যস্থল। لَشَوْبًا তাদের খাদ্য অতি গরম পানির সঙ্গে মিশানো হবে। وَرْدًا পিপাসার্ত। غَيًّا ক্ষতিগ্রস্ত। মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, يُسَجَّرُونَ তাদের দ্বারা আগুন জ্বালানো হবে। আর نَحَاسٌ অর্থ শীশা যা গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। বলা হয়েছে ذُوقُوا এর অর্থ স্বাদ গ্রহণ কর এবং অভিজ্ঞতা হাসিল কর। এটা কিন্তু মুখের দ্বারা সাদ গ্রহণ করা নয়। مَارِجٌ নির্ভেজাল অগ্নি। مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় বলা হয় যখন সে তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর তারা একে অন্যের প্রতি শত্রুতা করতে থাকে। مَرِيْجٌ মিশ্রিত। مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ যখন মানুষের কোন বিষয় তালগোল পাকিয়ে যায়। আর مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ অর্থ তিনি দু'টি নদী প্রবাহিত করেছেন। مَرَجَتْ دَابَّتَكَ এ কথাটি সে সময় বলা হয়, যখন তুমি তোমার চতুষ্পদ জন্তুকে ছেড়ে দাও।

৩২৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أُبْرِدُ ثُمَّ قَالَ أُبْرِدَ حَتَّى فَاءَ الْفَيْءِ يَغْنِي لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ أُبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩২৫৮. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, নাবী (সাঃ)-এক সফরে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, ‘ঠাণ্ডা হতে দাও।’ আবার বললেন, ‘টিলাগুলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও।’ আবার বললেন, ‘সলাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়।’ (৫৩৫) (আ.প্র. ৩০১৭, ই.ফা. ৩০২৭)

৩২৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩২৫৯ আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন যে, সলাত ঠাণ্ডা হলে, পরে আদায় করবে। কেননা গরমের ভীষণতা জাহান্নামের উত্তাপ হতে হয়।’ (৫৩৮) (আ.প্র. ৩০১৮, ই.ফা. ৩০২৮)

৩২৬০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَيْتَ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَحْدُوثُ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَحْدُوثُ مِنَ الرَّمْهِرِ

৩২৬০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু’টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক।’ (৫৩৭) (আ.প্র. ৩০১৯, ই.ফা. ৩০২৯)

৩২৬১. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبَعِيِّ قَالَ كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَأَخَذَنِي الْحُمَّى فَقَالَ أُبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءٍ زَمْرَمٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأُبْرِدُوهَا بِالمَاءِ أَوْ قَالَ بِمَاءٍ زَمْرَمٍ شَكَّ هَمَّامٌ

৩২৬১. আবু জামরাহ যুবা'য়ী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহয় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট বসতাম। একবার আমি জ্বরাক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি তোমার গায়ের জ্বর যমযমের পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।’ কারণ, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, এটা জাহান্নামের উত্তাপ হতেই হয়ে থাকে। কাজেই তোমরা তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাম্মাম সন্দেহ পোষণ করেছেন। (আ.প্র. ৩০২০, ই.ফা. ৩০৩০)

৩২৬২- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحَمَى مِنْ قَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُم بِالْمَاءِ

৩২৬২. রাফি' ইবনু খাদীজ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের ভীষণ উত্তাপ হতে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।' (৫৭২৬) (আ.প্র. ৩০২১, ই.ফা. ৩০৩১)

৩২৬৩- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَمَى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

৩২৬৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'জ্বর হয় জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কাজেই তোমরা তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।' (৫৭২৫) (মুসলিম ৩৯/২৬ হাঃ ২২১০) (আ.প্র. ৩০২২, ই.ফা. ৩০৩২)

৩২৬৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَمَى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

৩২৬৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'জ্বর হয় জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।' (৫৭২৩) (আ.প্র. ৩০২৩, ই.ফা. ৩০৩৩)

৩২৬৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَأَنَّهُ لَكَافِيَةٌ قَالَ فَضِلْتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا لَكُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا

৩২৬৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! জাহান্নামীদেরকে শান্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সম পরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।' (আ.প্র. ৩০২৪, ই.ফা. ৩০৩৪)

৩২৬৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ﴾ (الزخرف: ٧٧)

৩২৬৬. ইয়া'লা (رضي الله عنه) এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে মিন্বারে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (যু'রুফ : ৭৭) (৩২৩০) (আ.প্র. ৩০২৫, ই.ফা. ৩০৩৫)

৩২৬৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لِأَسَمَةَ لَوْ أَتَيْتِ فَلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أَكَلِمَةَ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ إِنِّي أَكَلِمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ

لَرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَذُورُ كَمَا يَذُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آئِيَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآئِيَهُ رَوَاهُ عُذْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

৩২৬৭. আবু ওয়াইল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ (রাঃ)-কে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান রাঃ)-এর নিকট যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি একটি দ্বার খুলে না বসি। আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট হতে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন এ কারণে তিনি আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কী বলতে শুনেছেন? উসামাহ (রাঃ) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি গুনদার (রহ.) শুবা (রহ.) সূত্রে আ'মাশ (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন। (৭০৯৮) (মুসলিম ৫৩/৭ হাঃ ২৯৮৯) (আ.প্র. ৩০২৬, ই.ফা. ৩০৩৬)

১১/০৭. بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ

৫৯/১১. অধ্যায় : ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ «يُقْدَفُونَ» يَزْمُونَ «دُخُورًا» مَطْرُودِينَ «وَاصِبٌ» دَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «مَذْخُورًا» مَطْرُودًا يُقَالُ «مَرِيدًا» مُتَمَرِّدًا «بَنَكُهُ» قَطَعَهُ «وَاسْتَفْزَرَ» اسْتَخَفَّ «بِحَيْلِكَ» الْفُرْسَانُ «وَالرَّجُلُ» الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَجُلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجَرٍ «لَا حَتِيكَنَّ» لَا سَتَاصِلَنَّ «قَرِينٌ» شَيْطَانٌ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, يُقْدَفُونَ তাদের নিক্ষেপ করা হবে। دُخُورًا তাদের হাঁকিয়ে বের করে দেয়া হবে। وَاصِبٌ স্থায়ী। আর ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَذْخُورًا হাঁকিয়ে বের করা অবস্থায়। «مَرِيدًا» বিদ্রোহীরূপে। «بَنَكُهُ» তাকে ছিন্ন করেছে। «وَاسْتَفْزَرَ» তুমি ভয় দেখাও। «بِحَيْلِكَ» অশ্বারোহী।

وَالرَّجُلُ পদাতিকগণ। এর একবচন رَجُلٌ যেমন صاحب এর বহুবচন صَحْب আর تاجر এর বহুবচন تَجَرٍ لاَحْتِكَنَّ অবশ্যই আমি সমূলে উৎপাটন করব। قَرِينٌ শয়তান।

৩২৬৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُحْتَلُّ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَظْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَهُ قَالَ لَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَافَةٍ وَجَفَّ ظِلْعَةٌ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بُئْرِ ذُرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ تَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُبَيِّرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنْتُ الْبُئْرَ

৩২৬৮. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স (রহ.) বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভালভাবে মুখস্থ করেছেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) কে যাদু করা হয়। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি জ্বীর্ণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদা তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু’আ করলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য আছে? আমার নিকট দু’জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার নিকট বসল আর অপরজন আমার পায়ের নিকট বসল। অতঃপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তির রোগটা কী? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইবনু আ’সাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নাবী (ﷺ) সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, অতঃপর তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মাথা। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। অতঃপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হল। (৩১৭৫) (আ.প্র. ৩০২৭, ই.ফা. ৩০৩৭)

৩২৬৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَغْفِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ

عُقِدَ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ

৩২৬৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষভাগে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অনেক রয়ে গেছে, কাজেই শুয়ে থাক। অতঃপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে উয় করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি সে সলাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর খুশীর সঙ্গে পবিত্র মনে তার সকাল হয়, অন্যথায় অপবিত্র মনে আলস্যের সাথে তার সকাল হয়। (১১৪২) (আ.প্র. ৩০২৮, ই.ফা. ৩০৩৮)

৩২৭০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالِ الشَّيْطَانِ فِي أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ

৩২৭০. ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে। (১১৪৪) (আ.প্র. ৩০২৯, ই.ফা. ৩০৩৯)

৩২৭১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرَزَقًا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

৩২৭১. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অতঃপর তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (১৪১) (আ.প্র. ৩০৩০, ই.ফা. ৩০৪০)

৩২৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرَزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ

৩২৭২. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সলাত আদায়

বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সলাত আদায় বন্ধ রাখ। (আ.প্র. ৩০৩১, ই.ফা. ৩০৪১)

৩২৭৩. وَلَا تَحْمِنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ الشَّيْطَانِ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ

৩২৭৩. আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়ে এবং সূর্যাস্তের সময়ে তোমাদের সলাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম (রহ.) 'শয়তান' বলেছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না। (মুসলিম ৬/৫১ হাঃ ৮২৯, আহমাদ ৪৬১২) (আ.প্র. শেখাংশ, ই.ফা. ৩০৪১ শেখাংশ)

৩২৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

৩২৭৪. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, সলাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। অতঃপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সঙ্গে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। (৫০৯) (আ.প্র. ৩০৩২, ই.ফা. ৩০৪২)

৩২৭৫. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةٍ وَرَمْضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَخْتُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৩২৭৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে রমায়ানের যাকাত (সদাকাতুল ফিতরের) হিফায়তের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফায়তকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাচারী এবং শয়তান ছিল। (২৩১১) (আ.প্র. ৩০৩৩, ই.ফা. ৩০৪২ শেখাংশ)

৩২৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مِنْ خَلْقٍ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَه

৩২৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়। (মুসলিম ১/৬০ হাঃ ১৩৪) (আ.প্র. ৩০৩৪, ই.ফা. ৩০৪৩)

৩২৭৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَبَحَثْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

৩২৭৭. আবু হুরাইরাহ্ (ؓ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন রমায়ান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। (১৮৯৮) (আ.প্র. ৩০৩৫, ই.ফা. ৩০৪৪)

৩২৭৮. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُمَرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِقَتَاهُ آتِنَا عَذَاءَنَا ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَتْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (الكهف: ৬২) وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

৩২৭৮. উবাই ইবনু কা'ব (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, “মূসা তার সঙ্গীকে বললেন : আমাদের নাশতা আন এ সফরে আমরা অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গী বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তর খণ্ডের কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল”- (কাহফ ৬২-৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মূসা (ؑ)-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত কোন প্রকার ক্লান্তি অনুভব করেননি। (৭৪) (আ.প্র. ৩০৩৬, ই.ফা. ৩০৪৫)

৩২৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৩২৭৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, সাবধান! ফিত্না এখানেই। সাবধান! ফিত্না এখানেই। যেখান থেকে শয়তানের শিং উদ্ভিত হবে। (৩১০৪) (আ.প্র. ৩০৩৭, ই.ফা. ৩০৪৬)

৩২৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَجَنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنَحَ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صَيَّائِكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكُ سِقَاءَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِيَّاءَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعَرَّضَ عَلَيْهِ شَيْئٌ

৩২৮০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।’ (৩৩০৪, ৩৩১৬, ৫৬২৩, ৫৬২৪, ৬২৯৫, ৬২৯৬) (মুসলিম ৩৬/১২ হাঃ ২০১২, আহমাদ, ১৪৮৩৫) (আ.প্র. ৩০৩৮, ই.ফা. ৩০৪৭)

৩২৮১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُجَيْفٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أُزَوِّرُهُ لَيْلًا فَحَدَّثَنِي ثُمَّ قُمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُجَيْفٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ تَجْرَى الدَّمُ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدَفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا

৩২৮১. সাফিয়্যাহ বিন্তু হুয়াই (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ই‘তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-ও আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর বাসস্থান ছিল উসামাহ ইবনু যায়দের বাড়িতে। এ সময় দু’জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নাবী (ﷺ)-কে দেখল তখন তারা শীঘ্র চলে যেতে লাগল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা একটু থাম। এ সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, মানুষের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি শংকাবোধ করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি। (২০৩৫) (আ.প্র. ৩০৩৯, ই.ফা. ৩০৪৮)

৩২৮২. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَيَانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَحَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا عَلِمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ

৩২৮২. সুলাইমান ইব্নু সুরাদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান"-আমি শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তুমি আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি? (৬০৪৮, ৬১১৫) (মুসলিম ৪৫/৩০ হাঃ ২৬১০) (আ.প্র. ৩০৪০, ই.ফা. ৩০৪৯)

৩২৮৩. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ جَنَّبَنِي الشَّيْطَانُ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

৩২৮৩. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং বলে, “হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে এর মাধ্যমে যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তান থেকে হিফাজত কর। তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। আসমা (রহ.).....ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) নিকট হতে অনুরূপ রিওয়ায়ত বর্ণনা করেন (১৪১) (আ.প্র. ৩০৪১, ই.ফা. ৩০৫০)

৩২৮৪. حَدَّثَنَا حَمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ غَرَضَ لِي فَسَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ

৩২৮৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সলাত নষ্ট করার বহু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর বিজয়ী করেন। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন। (৪৬১) (আ.প্র. ৩০৪২, ই.ফা. ৩০৫১)

৩২৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ فَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لَا يَذَرِي أَثْلًا صَلَّى أَمْ أَرَبَعًا فَإِذَا لَمْ يَذَرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرَبَعًا سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

৩২৮৫. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন, যখন সলাতের জন্যে আযান দেয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন ইকামাত দেয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে ওটা ওটা মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর মনে রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাক'আত পড়ল না চার রাক'আত পড়ল। এ রকম যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না তিন রাক'আত পড়েছে না কি চার রাক'আত তখন সে যেন দু'টি সাহু সাজ্জাদাহ করে। (৬০৮) (আ.প্র. ৩০৪৩, ই.ফা. ৩০৫২)

৩২৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانَ فِي جَنْبَيْهِ بِأَصْبَعِهِ حِينَ يُؤَلِّدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

৩২৮৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আদাম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। 'ঈসা ইবনু মরয়াম (সঃ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। তখন সে পর্দার ওপর খোঁচা মারে। (৩৪৩১, ৪৫৪৮) (আ.প্র. ৩০৪৪, ই.ফা. ৩০৫৩)

৩২৮৭. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ

الشَّأْمَ فَقُلْتُ مَنْ هَٰ هَٰ هَٰ هَٰ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِينَكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي عَمَّارًا

৩২৮৭. 'আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গেলাম, লোকেরা বলল, ইনি আবু দারদা (রাঃ)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি আছে, যাকে নাবী (সঃ)-এর মৌখিক দু'আয় আল্লাহ শয়তান হতে রক্ষা করেছেন?' মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর নাবী (সঃ)-এর মৌখিক দু'আয় শয়তান হতে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আম্মার (রাঃ)। (৩৭৪২, ৩৭৪৩, ৩৭৬১, ৪৯৪৩, ৪৯৪৪, ৬২৭৮) (আ.প্র. ৩০৪৫, ই.ফা. ৩০৫৪)

৩২৮৮. قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْعَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي

الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقْرُأُهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تَقْرَأُ الْقَارُورَةُ فَيَرِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ

৩২৮৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সঃ) বলেছেন, 'ফেরেশতামণ্ডলী মেঘের মাঝে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু' একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা জ্যোতিষদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সঙ্গে শত রকমের মিথ্যা বাড়িয়ে বলে।' (৩২১০) (আ.প্র. ৩০৪৬, ই.ফা. ৩০৫৫)

৩২৮৭. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَذَا صَحِيحُ الشَّيْطَانِ

৩২৮৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা রোধ করবে। কারণ তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন ‘হা’ বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে। (৬২২৩, ৬২২৬) (মুসলিম ৫৩/৯ হাঃ ২৯৯৪) (আ.প্র. ৩০৪৭, ই.ফা. ৩০৫৬)

৩২৯০. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هَرَمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيَّ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَأَكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَتَنَزَّرَ حَدِيقَهُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيَّ عِبَادَ اللَّهِ أَيَّ ابْنِ قَوْلِ اللَّهِ مَا اخْتَجَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حَدِيقَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ غُرُورُهُ فَمَا زَالَتْ فِي حَدِيقَةٍ مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ

৩২৯০. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের থেকে সতর্ক হও। কাজেই সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে লড়াই শুরু হল। হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি (হুযাইফাহ) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। ‘উরওয়াহ (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযায়ফা (رضي الله عنه) দু’আ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন। (৩৮২৪, ৭০৬৫, ৬৬৬৮, ৬৮৮৩, ৬৮৯০) (আ.প্র. ৩০৪৮, ই.ফা. ৩০৫৭)

৩২৯১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِسِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْيَقَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدَكُمْ

৩২৯১. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে সলাতের ভিতর মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা হল শয়তানের এক ধরনের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সলাত হতে ছিনিয়ে নেয়। (৭৫১) (আ.প্র. ৩০৪৯, ই.ফা. ৩০৫৮)

৩২৯২. حَدَّثَنَا أَبُو الْمَغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَضَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَحَاوُهُ فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

৩২৯২. আবু ক্বাতাদাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ হতে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ হতে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন ভয়ানক মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু ফেলে আর শয়তানের ক্ষতি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। তা হলে এমন স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৭০০৫, ৭০৪৪) (আ.প্র. ৩০৫০, ই.ফা. ৩০৫৯)

৩২৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدَّةُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيتِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

৩২৯৩. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দু'আটি পড়বে : আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমল বেশি পরিমাণ করবে। (৬৪০৩) (মুসলিম ৪৮/১০ হাঃ ২৬৯১, আহমাদ ৮০১৪) (আ.প্র. ৩০৫১, ই.ফা. ৩০৬০)

৩২৭৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمَنَّهُ وَتَسْتَكْثِرُهُ عَالِيَةً أَصَوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذَّنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهْنَأَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ عِدَوَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهْنِئَنِي وَلَا تَهْنَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَنْ نَعْمَ أَنْتَ أَفْظُ وَأَعْلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

৩২৯৪. সা'দ ইব্নু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা 'উমার (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ নারী কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছিল। অতঃপর যখন 'উমার (رضي الله عنه) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে শীঘ্র পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা সহাস্য রাখুন।' তিনি বললেন, আমার নিকট যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেই তাদের বেশি ভয় করা উচিত ছিল।' অতঃপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আত্মশ্রদ্ধ মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয়ের লোক। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, 'শপথ ঐ সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে চল শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।' (৩৬৮৩, ৬০৮৫) (মুসলিম ৩৩/২ হাঃ ২৩৯৬, আহমাদ ১৫৮১) (আ.প্র. ৩০৫২, ই.ফা. ৩০৬১)

৩২৯৫. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَارِيزٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْزِلْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

৩২৯৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং উযু করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।' (মুসলিম ২/৮ হাঃ ২৩৮) (আ.প্র. ৩০৫৩, ই.ফা. ৩০৬২)

১২/০৭. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَتَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ

৫৯/১২. অধ্যায় : জ্বিন, তাদের পুরস্কার এবং শাস্তির বিবরণ।

لَقَوْلِهِ ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي إِلَى قَوْلِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ١٣٠) بَخْسًا نَقْصًا قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ (الصفات: ١٥٨) قَالَ كَفَّارُ قُرَيْشٍ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُنَّ بَنَاتُ سُرَوَاتِ الْجِنِّ قَالَ اللَّهُ ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (الصفات: ١٥٨) سَخَّضَ لِلْجَسَابِ ﴿جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ (يس: ٧٥) عِنْدَ الْحِسَابِ

মহান আল্লাহর বাণী : হে জ্বিন ও মানবজাতি! তোমাদের কাছে কি আসেনি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ যারা তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করত— (সূরা আন'আম ১৩০)। بَخْسًا থেকে তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে—

(আসসাফসাফফাত ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে)। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কুরাইশ কাফিররা ফেরেশতামণ্ডলীকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জ্বিনের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ বলেন : জ্বিনগণ অবশ্যই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে। অচিরেই তাদেরকে হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে। جُنْدٌ مُحْضَرُونَ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে— (ইয়াসীন : ৭৫)।

৩২৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذْنَتْ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّيْدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِينَ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩২৯৬. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহ.)-কে বলেছেন, 'আমি তোমাকে দেখছি তুমি বকরির পাল ও মরুভূমি পছন্দ করছ। অতএব, তুমি যখন তোমার বকরির পাল নিয়ে মরুভূমিতে অবস্থান করবে, সলাতের সময় হলে আযান দিবে, আযানে তোমার স্বর উচ্চ করবে। কেননা মুআযযিনের কণ্ঠস্বর জ্বিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' আবু সাঈদ (رضي الله عنه) বলেন, আমি এ হাদীসটি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে শুনেছি। (৬০৯) (আ.প্র. ৩০৫৪, ই.ফা. ৩০৬৩)

১৩/০৭. بَابُ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ إِلَى قَوْلِهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الأحقاف : ২৯-৩০) ﴿مَضْرِبًا﴾ مَعْدَلًا ﴿صَرَفْنَا﴾ أَيَّ وَجْهًا

৫৯/১৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : “স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম এরূপ লোকেরাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত রয়েছে। (সূরা আহকাফ ২৯-৩২)

مَضْرِبًا অর্থ ফিরিবার স্থান। صَرَفْنَا আমরা ফিরিয়ে দিলাম।

১৪/০৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَبَيَّنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ (البقرة : ১৬৬)

৫৯/১৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ যমীনে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।”

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُفَّانُ الْحَيَّةُ الذَّكْرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ أَجْنَأَسُ الْجَانِّ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ أَجْدُ بِنَاصِيَتِهَا فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ ﴿صَاقَتْ﴾ بَسَطَ أَجْنَحَتَهُنَّ ﴿يَقْبِضْنَ﴾ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, الثُعْبَانُ হলো পুরুষ সাপ। বলা হয় সাপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, শ্বেত সাপ, মাদী সাপ আর কাল সাপ, أَخَذُ بِتَاصِيَّتِهَا অর্থ আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে সকল জীবকে রেখেছেন, صَافَات তাদের ডানাগুলো সম্প্রসারিত অবস্থায়। يَفْبِضُنَ তারা তাদের ডানাগুলো সংকুচিত করে।

৩২৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا إِذَا الطَّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْرَ فَإِنَّهُمَا يَظْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَشْقِطَانِ الْحَبْلَ

৩২৯৭. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে মিম্বারের উপর ভাষণ দানের সময় বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কারণ এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্তপাত ঘটায়।' (৩৩১০, ৩৩১২, ৪০১৬) (আ.প্র. ৩০৫৫, ই.ফা. ৩০৬৪ প্রথমাংশ)

৩২৭৮. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لَأَقْتُلَهَا فَتَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ دَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ

৩২৯৮. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, একদা আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছু ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রসূল (সাঃ) সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নাবী (সাঃ) যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। (৩৩১১, ৩৩১৩) (ই.ফা. ৩০৬৪ মধ্যমাংশ)

৩২৭৯. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَرَأَنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيْدِيُّ وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَى أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ

৩২৯৯. 'আবদুর রাযযাক (রহ.) মা'মার (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা অথবা যায়দ ইবনু খাতাব (রাঃ) আর অনুসরণ করেছেন মা'মার (রহ.)-কে ইউনুস ইবনু ইয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী (রহ.) এবং সালিহ, ইবনু আবু হাফসাহ ও ইবনু মুজাম্মি' (রহ.).....ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা ও যায়দ ইবনু খাতাব (রাঃ)।' (মুসলিম ৩৭/৩৯ হাঃ ২২৩৩) (ই.ফা. ৩০৬৪ শেষাংশ)

১০/০৭. بَابُ خَيْرِ مَالِ الْمُسْلِمِ عَنَّمْ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

৫৯/১৫. অধ্যায় : মুসলিমের সর্বোৎকৃষ্ট মাল হল ছাগের পাল যেগুলোকে নিয়ে তারা পাহাড়ের উপর চলে যায়।

৩৩০০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

৩৩০০. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সে সময় অতি নিকটে যখন একজন মুসলিমের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। তা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় চলে যাবে; সে ফিতনা হতে নিজের দ্বীনকে রক্ষার জন্য পলায়ন করবে। (১৯) (আ.প্র. ৩০৫৬, ই.ফা. ৩০৬৫)

৩৩০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْحَيْلُ وَالْإِبِلُ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

৩৩০১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকদের মধ্যে।' (৩৪৯৯, ৪৩৮৮, ৪৩৮৯, ৪৩৯০) (মুসলিম ১/২১ হাঃ ৫২, আহমাদ ৯৪১৪) (আ.প্র. ৩০৫৭, ই.ফা. ৩০৬৬)

৩৩০২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلَطَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةٍ وَمُضَرَ

৩৩০২. 'উক্বাহ ইবনু আমর আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজ হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ঈমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য ঐ সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হয় অর্থাৎ রাবীয়াহ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে। (৩৪৯৮, ৪৩৮৭, ৫৩০৩) (মুসলিম ১/২১ হাঃ ৫১, আহমাদ ১৭০৬৫) (আ.প্র. ৩০৫৮, ই.ফা. ৩০৬৭)

৩৩০৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

৩৩০৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।' (মুসলিম ৪৮/২০ হাঃ ২৭২৯, আহমাদ ৯৪১৪) (আ.প্র. ৩০৫৯, ই.ফা. ৩০৬৮)

৩৩০৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا زَوْجٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكَفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

৩৩০৮. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইবনু জুরাইজ (রহ.) বলেন, হাদীসটি 'আমর ইবনু দীনার (রহ.)..... জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে 'আত্বা (রহ.)-এর মতই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ বলেননি। (৩২৮০) (আ.প্র. ৩০৬০, ই.ফা. ৩০৬৯)

৩৩০৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ أُمَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَارِ إِذَا وَضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وَضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي مِرَارًا فُلْتُ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَةَ

৩৩০৫. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কী হলো আর আমি তাদেরকে হুঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর যখন তাদের সামনে ছাগী দুগ্ধ রাখা হয় তখন তারা তা পান করে। [আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন] আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি এটা নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি কয়েকবার আমাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি? (মুসলিম ৫৩/১১ হাঃ ২৯৯৭, আহমাদ ৭২০১) (আ.প্র. ৩০৬১, ই.ফা. ৩০৭০)

৩৩০৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْرِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلزَّوْجِ الْفُؤَيْسِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يَقْتُلِهِ وَرَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ يَقْتُلِهِ

৩৩০৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (ﷺ) গিরগিটি বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনিনি। আর সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) একে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। (১৮৩১) (আ.প্র. ৩০৬২, ই.ফা. ৩০৭১)

৩৩০৭. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ

৩৩০৭. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, উম্মু শারীক (রহ.) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নাবী (ﷺ) তাকে গিরগিটি বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (৩৩৫৯) (মুসলিম ৩৯/৩৮ হাঃ ২২৩৭) (আ.প্র. ৩০৬৩, ই.ফা. ৩০৭২)

৩৩০৮. حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْتُلُوا ذَا الطَّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبْلَ تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَبَا أُسَامَةَ

৩৩০৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'পিঠে দু'টি সাদা রেখাওয়ালা সাপকে হত্যা কর। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।' (৩৩০৯) (আ.প্র. ৩০৬৪, ই.ফা. ৩০৭৩)

৩৩০৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ

وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبْلَ

৩৩০৯. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) লেজকাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ ধরনের সাপ দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। (৩৩০৮) (আ.প্র. ৩০৬৫, ই.ফা. ৩০৭৪)

৩৩১০. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُسَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ

عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْعَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ

৩৩১০. ইবনু আবু মুলায়কাহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'উমার (রাঃ) প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নাবী (ﷺ) একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিনি সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখল তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেললাম। (৩২৯৭) (আ.প্র. ৩০৬৬, ই.ফা. ৩০৭৫)

৩৩১১. فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْحَيَّاتَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرٍ ذِي طَفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ

الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ

৩৩১১. অতঃপর আবু লুবাবার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, পিঠের উপর দু'টি রেখাওয়ালা এবং লেজকাটা সাপ ছাড়া অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা ওগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল। (৩২৯৮)

৩৩১২. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ

৩৩১২. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি সাপ হত্যা করতেন। (৩২৯৭) (আ.প্র. ৩০৬৭, ই.ফা. ৩০৭৬)

৩৩১৩. فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جَنَّاتِ الْيُؤْتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا

৩৩১৩. অতঃপর আবু লুবাবাহ (রাঃ) তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নাবী (ﷺ) ঘরে বসবাসকারী সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন। (৩২৯৮)

১৬/৫৭. بَابُ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

৫৯/১৬. অধ্যায় : হারামে হত্যাযোগ্য পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী।

৩৩১৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَذْيَا وَالْغَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

৩৩১৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিছুর, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর। (১৮২৯) (আ.প্র. ৩০৬৮, ই.ফা. ৩০৭৭)

৩৩১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَن قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغَرَابُ وَالْحَذْيَا

৩৩১৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আব্বাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, পাঁচ প্রকারের ক্ষতিকারক প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলে তার কোন গুনাহ নেই। এগুলো হল বিছুর, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল। (১৮২৬) (আ.প্র. ৩০৬৯, ই.ফা. ৩০৭৮)

৩৩১৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

رَفَعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآيَةَ وَأَوْكُوا الْأَسْفِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاكْفُتُوا صَبَائِكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجَنِّ اثْنَتَيْ سَاعًا وَخَطْفَةً وَأَطْفُتُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرَّقَادِ فَإِنَّ الْفُؤُسِيَّةَ رَبَّمَا اجْتَرَّتْ الْقَبِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ

৩৩১৮. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। আব্বাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পান করার পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রেখো আর সাঁঝের বেলায় তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে আটকে রেখো। কারণ এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট ক্ষতিকারক ইঁদুর প্রজ্জ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।'

ইবনু জুরাইজ এবং হাবীব (রহ.) ‘আত্বা (রহ.) হতে “কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে” এর স্থলে “শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে” বর্ণনা করেছেন। (৩২৮০) (আ.প্র. ৩০৭০, ই.ফা. ৩০৭৯)

۳۳۱۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فَتَزَلَّتْ ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ غُرَفًا﴾ (المُرْسَلَاتُ: ۱) فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرٍهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لَنَقْتُلَهَا فَسَبَقْتَنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَيْتَ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَيْتُمْ شَرَّهَا

وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةٌ وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسَلَيْمَانُ بْنُ قُرَيْمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

৩৩১৭. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন ওয়াল “মুরসালাতি গারকা” সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মুখ হতে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমন সময় একটা সাপ বেরিয়ে এল তার গর্ত হতে। আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট হতে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট হতে বেঁচে গেছ।

ইসরাঈল (রহ.) আ’মাশ, ইব্রাহীম, ‘আলকামাহ (রহ.)-ও ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। রাবী ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, আমরা সূরাটি তাঁর মুখ হতে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিচ্ছিলাম। আবু আওয়ানাহ মুগীরাহ (رضي الله عنه) হতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর হাফস, আবু মু’আবিয়াহ ও সুলাইমান ইবনু কারম, আ’মাশ, ইব্রাহীম, আসওয়াদ (রহ.)-ও ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। (১৮৩০) (আ.প্র. ৩০৭১, ই.ফা. ৩০৮০)

۳۳۱۸. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةُ النَّارِ فِي هِرَّةٍ رِبْطَتِهَا فَلَمْ تَطْعِمَهَا وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩৩১৮. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রেও নাবী (ﷺ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। (২৩৬৫) (আ.প্র. ৩০৭২, ই.ফা. ৩০৮১)

৩৩১৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ إِلَهٌ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً

৩৩১৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, নাবীগণের মধ্যে কোন এক নাবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁকে একটি পিপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর আসবাবপত্রের ব্যাপারে আদেশ দেন। এগুলো গাছের নীচ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলে পিপড়ার বাসা আগুন দিতে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওয়াহী নাযিল করলেন, ‘তুমি একটি মাত্র পিপড়াকে শাস্তি দিলে না কেন?’ (৩০১৯) (আ.প্র. ৩০৭৩, ই.ফা. ৩০৮২)

১৭/০৭. بَابُ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ
৫৯/১৭. অধ্যায় : পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দেবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে রোগ, অন্যটিতে থাকে আরোগ্যের উপায়।

৩৩২০. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ۖ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ

৩৩২০. ‘উবাইদ ইব্নু হুনায়ন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক।’ (৫৭৮২) (আ.প্র. ৩০৭৪, ই.ফা. ৩০৮৩)

৩৩২১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبٍ يَلْهَثُ قَالَ كَذَّ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ فَتَرَعَتْ حُقْمَهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَتَرَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فُغْفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

৩৩২১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসা তাকে মুমূর্ষু করে দিয়েছিল। তখন সেই নারী তার মোজা খুলে তার উড়নার সঙ্গে বাঁধল। অতঃপর সে কূপ হতে পানি তুলল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল।’ (৩৪৬৭) (আ.প্র. ৩০৭৫, ই.ফা. ৩০৮৪)

৩৩২২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ الرَّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ   عَنْ النَّبِيِّ   قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَايِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

৩৩২২. আবু ত্বলহা ( ) সূত্রে নাবী ( ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যে বাড়িতে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করেন না।’ (২৩২৫) (আ.প্র. ৩০৭৬, ই.ফা. ৩০৮৫)

৩৩২৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ   أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

৩৩২৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ( ) হতে বর্ণিত। ‘রসূলুল্লাহ ( ) কুকুর মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন।’ (মুসলিম ২২/১০ হাঃ ১৫৭০, আহমাদ ৫৯৩২) (আ.প্র. ৩০৭৭, ই.ফা. ৩০৮৬)

৩৩২৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ   حَدَّثَهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَرِطُ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

৩৩২৪. আবু হুরাইরাহ ( ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহর রসূল ( ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুকুর প্রতিপালন করবে, প্রত্যেক দিন তার ‘আমলনামা হতে এক কীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে ক্ষেত খামার কিংবা পশুপাল পাহারা দেয়ার কাছে নিযুক্ত শিকারী কুকুর ছাড়া।’ (২৩২২) (আ.প্র. ৩০৭৮, ই.ফা. ৩০৮৭)

৩৩২৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ

يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ   يَقُولُ مَنْ افْتَتَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا صَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَرِطُ فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ   قَالَ إِي وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ

৩৩২৫. সাযিব ইবনু ইয়াযীদ সুফইয়ান ইবনু আবু যুহাইর শানাভির ( )-এর নিকট হতে, তিনি নাবী ( )-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর লালন পালন করে, যদ্বারা না কৃষির উপকার হয়, না পশুপালনের, তার ‘আমাল হতে প্রত্যহ এক কীরাত ‘আমাল কমে যায়। সাযিব জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজেই কি তা আল্লাহর রসূল ( ) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, এই কিবলার (কা’বার) প্রতিপালকের শপথ!, অবশ্যই। (২৩২৩) (আ.প্র. ৩০৭৯, ই.ফা. নাই)

৬০-كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ

পর্ব (৬০) : নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর হাদীসসমূহ

১/৬০. بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ

৬০/১. অধ্যায় : আদাম (عليه السلام) ও তাঁর সন্তানাদির সৃষ্টি।

«صَلُّوا» طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلَّصَ كَمَا يُصَلِّصُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يُقَالُ صَرَّ النَّبَاتُ وَصَرَّصَرَّ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ «فَمَرَّتْ بِهِ» اسْتَمَرَّ بِهَا الْخُلُ فَأَتَمَّتْ «أَنْ لَا تَسْجُدَ» أَنْ تَسْجُدَ

صَلُّ বালি মিশ্রিত শুকনো মাটি যা শব্দ করে যেমন আগুনে পোড়া মাটি শব্দ করে। আরো বলা হয় তা হল দুর্গন্ধময় মাটি। আরবরা এ দিয়ে صَلَّ অর্থ নিয়ে থাকে, যেমন তারা দরজা বন্ধ করার শব্দের ক্ষেত্রে صَرَّ النَّبَاتُ এবং صَرَّصَرَّ শব্দদ্বয় ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপ كَبْكَبْتُهُ এর অর্থ كَبَيْتُهُ নিয়ে থাকে। فَمَرَّتْ بِهِ তার গর্ভ স্থিতি লাভ করল এবং এর মেয়াদ পূর্ণ করল। أَنْ لَا تَسْجُدَ এর لَا শব্দটি অতিরিক্ত। أَنْ تَسْجُدَ অর্থ সাজদাহ করতে।

১/৬০. بَابُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬০/১ক. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী।

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة: ২০)

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতামণ্ডলীকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি- (আল-বাকারাহ ৩০)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «لَمَّا عَلَيَّهَا حَافِظٌ» (الطارق: ৫) إِلَّا عَلَيَّهَا حَافِظٌ «فِي كَبْدٍ» (البلد: ৫) فِي شِدَّةِ خَلْقِ «وَرِيَّاشًا» (الأعراف: ২৬) الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَّاشُ وَالرِّيَّاشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ «مَا تُمْنُونَ» (الواقعة: ৫৮) التُّنْقَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ

ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, لَمَّا عَلَيَّهَا حَافِظٌ এর অর্থ কিন্তু তার ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক। فِي الرِّيَّاشِ সৃষ্টিগত ক্রেশের মধ্যে রِّيَّاشًا এর অর্থ সম্পদ। ইবনু 'আব্বাস (রা.) ব্যতীত অন্যরা বলেন, الرِّيَّاشُ এবং الرِّيَّاشُ উভয়ের একই অর্থ। আর তা হল পরিচ্ছদের বাহ্যিক দিক। مَا تُمْنُونَ জীলোকদের জরায়ুতে পতিত বীর্য।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَدِيرٌ» (الطارق: ৬) التُّظْفَةُ فِي الإِحْلِيلِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعُ السَّمَاءِ شَفَعُ وَالْوَثْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (التين: ৬) فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ «أَسْفَلَ سَافِلِينَ» (التين: ৫) إِلَّا مَنْ آمَنَ «خُسْرٍ» (العصر: ২) ضَلَالٍ ثُمَّ اسْتَنْتَى إِلَّا مَنْ آمَنَ «لَا زِبَ» (الصفات:) لَا زِمَ «وَنُنَشِئُكُمْ» (الواقعة: ৭১) فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ «نُسِخَ بِمُحَمَّدِكَ» (البقرة: ২০) نُعَظِّمُكَ

আর মুজাহিদ (র.) (আল্লাহর বাণী) (আলাহর বাণী) এর অর্থ বলেছেন, পুরুষের লিঙ্গে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ সক্ষম। আল্লাহ সকল বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আকাশেরও জোড়া আছে, কিন্তু আল্লাহ বেজোড়া। উত্তম অবয়ববে। যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সকলেই হীনতাপ্রাপ্তদের হীনতামে। অতঃপর ঈমান করে আল্লাহ বলেন, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত। অর্থ আঠালো। অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি ইচ্ছা করি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। অর্থ আমরা প্রশংসার সঙ্গে আপনার মহিমা বর্ণনা করব।

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ «فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ» (البقرة: ২৭) فَهُوَ قَوْلُهُ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا» (الأعراف: ২৩) «فَأَرْزَلَهُمَا» (البقرة: ৩৬) فَاسْتَرْزَلَهُمَا «يَتَسَنَّ» (البقرة: ২৫৯) يَتَغَيَّرُ «أَسِنَّ» (الأعراف: ২৩) مُتَغَيَّرُ «وَالْمَسْنُونُ» الْمُتَغَيَّرُ «حَمَاءُ» (الحجرات: ২৬) جَمْعُ حَمَاءٍ وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيَّرُ «يَخْصِفَانِ» أَخَذَ الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلْقَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ «سَوَّاهُمَا» كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِيهِمَا «وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» (الأعراف: ২৬) هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ «وَقَبِيلُهُ» (الأعراف: ২৭) جَيْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ

আর আবুল 'আলিয়াহ (রহ.) বলেন, অতঃপর আদাম (عليه السلام) যা শিক্ষা করলেন, তা হলো তাঁর উক্তি; “হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি”। তিনি আরো বলেন, «سَوَّاهُمَا» শয়তান তাদের উভয়কে পদস্থালিত করল। «يَتَسَنَّ» পরিবর্তিত হবে। «أَسِنَّ» পরিবর্তনশীল। «يَخْصِفَانِ» যা পরিবর্তিত। «حَمَاءُ» শব্দটি «حَمَاءُ» শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলিত কাদা মাটি। «يَخْصِفَانِ» তারা উভয়ে (আদাম ও হাওয়া) জান্নাতের পাতাগুলো জোড়া দিতে লাগলেন। «জোড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে শুরু করলেন।» «سَوَّاهُمَا» দ্বারা তাদের উভয়ের লজ্জাস্থানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর «مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» এর অর্থ এখানে কিয়ামতের দিন অবধি। আর আরববাসীগণ «الْحِينُ» শব্দ দ্বারা কিছু সময় হতে অগণিত সময়কে বুঝিয়ে থাকেন। «قَبِيلُهُ» এর অর্থ তার ঐ প্রজন্ম ও সমাজ যার একজন সে।

২২২৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ

فَيْلِكَ نَحْيَتُكَ وَنَحْيَةُ دُرَيْتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوا وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ

৩৩২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম (عليه السلام)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদামকে) বললেন, যাও। ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদাম (عليه السلام) (ফেরেশতাদের) বললেন, “আসসালামু ‘আলাইকুম”। ফেরেশতামণ্ডলী তার উত্তরে “আসসালামু ‘আলাইকা ওয়া রহ্মাতুল্লাহ” বললেন। ফেরেশতার সালামের জওয়াবে “ওয়া রহ্মাতুল্লাহ” শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদাম (عليه السلام)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদাম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে। (৬২২৭, মুসলিম ৫১/১১ হাঃ ২৮৪১, আহমাদ ৮১৭৭) (আ.প্র. ৩০৮০, ই.ফা. ৩০৮৮)

۳۳۲۷. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ رُمَرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوَكِبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَقُولُونَ وَلَا يَمْتَسِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَتَحَامِيرُهُمُ الْأَلْوَةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَرْوَاجُهُمُ الْخُورُ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

৩৩২৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। অতঃপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। তারা পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিস্কের মত সুগন্ধযুক্ত। তাদের ধনুটি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাষ্ঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি পিতা আদাম (عليه السلام)-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত। (৩২৪৫) (আ.প্র. ৩০৮১, ই.ফা. ৩০৮৯)

۳۳۲۸. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ قَهْلَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَسَلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَضَجِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَ يُشْبِهُ الْوَلَدَ

৩৩২৮. উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, উম্মু সুলাইম (رضي الله عنها) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের উপর গোসল ফার্য হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্ষ দেখতে পায়। এ কথা শুনে উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)

হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তা না হলে সন্তান তার মত কিতাবে হয়। (১৩০) (আ.প্র. ৩০৮২, ই.ফা. ৩০৯০)

۳۳۲۹. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْقَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخَوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَنِي بِهِنَّ أَيُّهَا جَبْرِئِيلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ عَذْوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَتَارُ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَبَادَةٌ كَبِيدِ حُوتٍ وَأَمَّا الشَّيْبَةُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَشِيَ الْمَرْأَةُ فَسَبَقَهَا مَاءُ كَانَ الشَّيْبَةُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُهَا كَانَ الشَّيْبَةُ لَهَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَهْتَوْنِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ النَّبِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا أَعْلَمْنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرْنَا وَابْنُ أَخْبَرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا أَغَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا شَرْنَا وَابْنُ شَرِنَا وَوَقَعُوا فِيهِ

৩৩২৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাদীনাহয় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই যার উত্তর নাবী ব্যতীত আর কেউ জানে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? আর সর্বপ্রথম খাবার কী, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কী কারণে সন্তান তার পিতার মত হয়? আর কী কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের মত হয়? তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এই মাত্র জিবরাঈল (جبرائيل) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বললেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের শত্রু। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হবার ব্যাপার এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্থলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্থলিত হয় তখন সন্তান তার সদৃশ হয়। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদীরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। অতঃপর ইয়াহুদীরা এলো এবং ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি ‘আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কী হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ

তাকে রক্ষা করুক। এমন সময় 'আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক এবং সবচেয়ে খারাপ লোকের সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লেগে গেল। (৩৯১১, ৩৯৩৮, ৪৪৮০) (আ.প্র. ৩০৮৩, ই.ফা. ৩০৯১)

২২২০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ يَغْنِي لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْزَ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخْنَأْ أَنْتِ زَوْجَهَا

৩৩৩০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে একইভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নাবী (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধময় হতো না। আর যদি হাওয়া (রাঃ) না হতেন তাহলে কোন নারীই স্বামীর খিয়ানত করত না।^১ (৫১৮৪, ৫১৮৬) (মুসলিম ১৭/১৯ হাঃ ১৪৭০, আহমাদ ৮০৩৮) (আ.প্র. ৩০৮৪, ই.ফা. ৩০৯২)

২২২১. حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ جِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

৩৩৩১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহাত করতে থাক। (৫১৮৪, ৫১৮৬) (আ.প্র. ৩০৮৫, ই.ফা. ৩০৯৩)

২২২২. حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيئَهُ أَوْ سَعِيدَهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْئَلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْئَلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ

৩৩৩২. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারূপে পরিণত হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ

^১ বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সালওয়া নামক পাখীর গোশত খাওয়ার জন্য অব্যাহতভাবে পেত। তা সত্ত্বেও তা জমা করে রাখার ফলে গোশত পচনের সূচনা হয়। আর আদি মাতা হাওয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে আদম (আঃ)-কে প্রভাবিত করেন।

সহীল বখারী (৩য়)-২৮

৩৩৩৫. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদাম (عليه السلام)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়। (৬৮৬৭, ৬৩২১) (মুসলিম ২৮/৭ হাঃ ১৬৭৭, আহমাদ ৩৬৩০) (আ.প্র. ৩০৮৯, ই.ফা. ৩০৯৭)

২/৬০. بَابُ الْأَرْوَاحِ جُنُودُ مُجَنَّدَةٍ

৬০/২. অধ্যায় : আত্মাসমূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত।

৩৩৩৬. قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْأَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَازَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا

৩৩৩৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রুহ সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রুহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও মতবিরোধ থাকবে। ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব (রহ.) বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহ.) আমাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। (ই.ফা. ২০০১ পরিচ্ছেদ)

৩/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ» (هود: ২০)

৬০/৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : 'আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম'- (হুদ : ২৫)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «بَادِي الرَّأْيِ» (هود: ২৭) مَا ظَهَرَ لَنَا «أَقْلَعِي» (هود: ২৮) أَمْسِكِي «وَقَارَ التَّنُورُ» (هود: ২৯) نَبَعَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَجْهَ الْأَرْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ «الْجَوْدِي» (هود: ২৯) جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ «دَابُّ» (المؤمن: ২১) مِثْلُ حَالٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বাদী الرَّأْيِ এর অর্থ যা আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। অক্লি তুমি থেমে যাও। وَقَارَ التَّنُورُ পানি সবেগে উথিত হল। আর 'ইকরিমাহ (রহ.) বলেন, التَّنُورُ অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আর মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْجَوْدِي জর্জিয়ার একটি পাহাড়। دَابُّ অবস্থা।

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (نوح: ১) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ «وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (يونس: ৭১-৭২)

মহান আল্লাহর বাণীঃ “আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম” (নূহঃ ১) সূরার শেষ পর্যন্ত। “আর তাদেরকে শুনিতে দাও নূহের অবস্থা-যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহাত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।” (ইউনুসঃ ৭১-৭২)

৩৩৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَا نَذِيرُكُمْوَهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغْوَرٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَغْوَرَ

৩৩৩৭. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতঃপর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার নিকট হতে সাবধান করছি আর প্রত্যেক নাবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল হতে সাবধান করে দিয়েছেন। নূহ (عليه السلام)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল হতে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নাবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল এক চক্ষু বিশিষ্ট, আর আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন। (৩০৫৭) (মুসলিম ২৮/৭ হাঃ ৩৯৩২, আহমাদ ৩৬৩০) (আ.প্র. ৩০৯০, ই.ফা. ৩০৯৮)

৩৩৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَغْوَرٌ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْحَنَةِ وَالنَّارِ فَالَّذِي يَقُولُ إِنَّهَا الْحَنَةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ

৩৩৩৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নাবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে এক চোখওয়ালা, সে সঙ্গে করে হুবহু জান্নাত এবং জাহান্নাম নিয়ে আসবে।^১ অতএব যাকে সে বলবে যে, এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট তেমনি সাবধান করছি, যেমনি নূহ (عليه السلام) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সাবধান করেছেন। (৩০৫৭) (মুসলিম ৫২/২০ হাঃ ২৯৩৬) (আ.প্র. ৩০৯১, ই.ফা. ৩০৯৯)

৩৩৩৯. حَدَّثَنَا مَوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ১৪৩) وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ

^১ দাজ্জালের আবির্ভাবের ব্যাপারে মিল্লাতে ইসলামিয়ার ইজমা হওয়া সত্ত্বেও ভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায় তা অস্বীকার করে এবং উল্লিখিত হাদীসের বিভিন্ন প্রকার অপব্যাখ্যা করে থাকে।

৩৩৩৯. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, (কিয়ামাতের দিন) নূহ এবং তাঁর উম্মাত (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবেন। তখন আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব! তখন আল্লাহ তাঁর উম্মাতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের নিকট কোন নাবীই আসেননি। তখন আল্লাহ নূহকে বলবেন, তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর উম্মাত। [রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন] তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই হল মহান আল্লাহর বাণী : আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত করেছি, যেন তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও- (আল-বাকারাহ : ১৪৩)। الوسط অর্থ ন্যায্যপরায়ণ। (৪৪৮৭, ৭৩৪৯) (আ.প্র. ৩০৯২, ই.ফা. ৩১০০)

৩৩৪০. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَعْوَةٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا تَهَسَةً وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَذَرُونَ يَمْ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْصِرُهُمُ النَّاطِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَتَذَرُونَ مِنْهُمْ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَّغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنْكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ إِلَى مَا تَرَى إِلَى مَا بَلَّغْنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي ائْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعُ وَاسَلْ تُعْطَى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لَا أَحْفَظُ سَانِرَهُ

৩৩৪০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এক খানার দা'ওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রাব্বা করা) ছাগলের বাহু আনা হল, এটা তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান হতে এক খণ্ড খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান? আল্লাহ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবার নিকট পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কী অবস্থায় আছ এবং কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদাম (عليه السلام)

আছেন। তখন সকলে তাঁর নিকট যাবে এবং বলবে, হে আদাম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ হতে রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সাজদাহও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না, আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি হতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট যাও। তোমরা নূহের নিকট চলে যাও। তখন তারা নূহ (ﷺ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রসূল এবং আল্লাহ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন না, আমরা কী ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কতই না দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতোপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা নাবী [মুহাম্মাদ (ﷺ)]-এর নিকট চলে যাও। তখন তারা আমার নিকট আসবে আর আমি আরশের নীচে সাজদাহ পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেয়া হবে। মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদ (রহ.) বলেন, হাদীসের সকল অংশ মুখস্থ করতে পারিনি। (৩৩৬১, ৪৭১২) (মুসলিম ১/৮৪ হাঃ ১৯৪ আহমাদ ৯২২৯) (আ.প্র. ৩০৯৩, ই.ফা. ৩১০১)

৩৩৬১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ (القمر) مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ

৩৩৪১. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল ক্বারীদের ক্বিরাআতের মত مُدْكِرٍ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ তিলাওয়াত করেছেন। (৩৩৪৫, ৩৩৭৬, ৪৮৬৯, ৪৮৭০, ৪৮৭১, ৪৮৭২, ৪৮৭৩, ৪৮৭৪) (আ.প্র. ৩০৯৪, ই.ফা. ৩১০২)

بَابُ ٤/٦٠

৬০/৪. অধ্যায় :

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْتَهُم لِمَحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الصافات : ১২৭-১২৮)

(মহান আল্লাহর বাণী : আঃ) আর নিশ্চয়ই ইলইয়াসও রসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন। স্মরণ কর, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (আসসাফফাত : ১২৩-১২৯)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُذَكِّرُ بِخَيْرٍ ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿الصفات : ১২০﴾ يُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, (ইলয়াস আঃ-এর কথাকে) মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলয়াসের প্রতি সালাম। আমি সৎ-কর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম— (আসসাফফাত ১৩০-১৩২)

০/৬০. بَابُ ذِكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৬০/৫. অধ্যায় : ইদরীস (عليه السلام)-এর বিবরণ।

وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (مريم : ৫৭)

এবং তিনি নূহ (আঃ)-এর পিতার দাদা ছিলেন। মহান আল্লাহর বাণী : আঃ আমি তাঁকে (ইদরীস) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। (মারইয়াম ৫৭)

۳۳۶۲. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَزَلَّ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُنْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَافْتَحْ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدٌ فَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِنِّ الصَّالِحِ فُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ النِّمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْحَنَةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِحَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ

قَالَ أَنَسُ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ

وَقَالَ أَنَسُ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ

بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا
بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ
قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى
ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعَ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَّ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ
بِذَلِكَ حَتَّى أُمِرَ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى مَا الَّذِي قَرَضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَاغَ رَبِّكَ
فَإِنْ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاغَ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاغِبَ رَبِّكَ فَذَكَرَ مِنْهُ
فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاغِبَ رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاغَ رَبِّي
فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاغِبَ رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ
رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أَذْخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ
اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

৩৩৪২. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (رضي الله عنه) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (লাইলাতুল মি'রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মাক্কাহয় ছিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (عليه السلام) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুলেন। এরপর হিকমত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পূর্ণ একখানা সোনার তশতরি নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমার বক্ষকে আগের মত মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল (عليه السلام) আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব দিলেন, আমি জিবরাঈল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সঙ্গে কি আর কেউ আছেন? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ (ﷺ) আছেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারাহাবা! নেক নাবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদাম (عليه السلام) আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান। এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো জাহান্নামী। অতএব যখন তিনি ডানদিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বামদিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (عليه السلام) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন! দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষী যেরূপ বলেছিল, তেমনি বলল। অতঃপর তিনি দরজা খুলে দিলেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আবু যার (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, নাবী (রাঃ) আকাশসমূহে ইদরীস, মূসা, 'ঈসা এবং ইবরাহীম (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন আকাশে তিনি আমার নিকট তা বর্ণনা করেননি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নাবী (রাঃ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আদাম (রাঃ)-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইবরাহীম (রাঃ)-কে দেখতে পেয়েছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, জিবরাঈল (রাঃ) যখন নাবী (রাঃ) সহ ইদরীস (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি ইদরীস (রাঃ) বলেছিলেন, হে নেক নাবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। [নাবী (রাঃ) বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি (জিবরাঈল) জবাব দিলেন, ইনি ইদরীস (রাঃ)! অতঃপর মূসা (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নাবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (রাঃ)] বললেন, ইনি মূসা (রাঃ)। অতঃপর 'ঈসা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নাবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (রাঃ)] বললেন, ইনি 'ঈসা (রাঃ)। অতঃপর ইবরাহীম (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা। হে নেক নাবী এবং নেক সন্তান! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (রাঃ)] বললেন, ইনি ইবরাহীম (রাঃ)।

ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে ইবনু হাযম (রহ.) জানিয়েছেন যে, ইবনু 'আব্বাস ও আবু ইয়াহয়্যা আনসারী (রাঃ) বলতেন, নাবী (রাঃ) বলেছেন, অতঃপর জিবরাঈল আমাকে উর্ধ্ব নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান হতে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনছিলাম।

ইবনু হাযম (রহ.) এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নাবী (রাঃ) বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয করেছেন। অতঃপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসলাম। যখন মূসা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব আপনার উম্মাত উপর কী ফারয করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য রাখে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি [নাবী (রাঃ)] পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (রাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (রাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এবার জিবরাঈল (রাঃ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে নিয়ে সিদ্রাতুল

মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন চমৎকার রঙে পরিপূর্ণ যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হল। দেখলাম এর ইট মোতির তৈরী আর এর মাটি মিস্ক বা কস্তুরীর মত সুগন্ধময়। (৩৪৯) (আ.প্র. ৩০৯৫, ই.ফা. ৩১০৩)

৬/১০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬০/৬ অধ্যায় : (মহান আল্লাহর বাণী :)

﴿وَالِى عَادِ أَخْهُمُ هُودًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (هود : ৫০) وَقَوْلِهِ ﴿إِذْ أُنْذِرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَفِ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (الأحقاف : ১১)

فِيهِ عَنِ عَظَاءٍ وَسَلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম (হুদ ৫০) এবং আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর (হুদের কথা) যখন তিনি আহকাফ অঞ্চলে নিজ জাতিকে সতর্ক করেছিলেন এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি- (আহকাফ ২১-২৫)।

এ প্রসঙ্গে 'আত্বা ও সুলাইমান (রহ.) 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে হাদীস বর্ণিত আছে।

৬/১০.. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬০/১০ অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ شَدِيدَةٍ﴾ (عَائِشَةُ) (الحاقة : ১৬)

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنَّثَ عَلَى الْحَزَّانِ ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ (الحاقة : ১৭) مُتَّبَاعَةً ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ أَصُولُهَا ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ (الحاقة : ১৮) بَقِيَّةً

আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার দ্বারা। صَرْصَر অর্থ শক্ত।

ইবনু 'উওয়াইনাহ বলেন, প্রবাহিত করেছিলেন তিনি যা নিয়ন্ত্রণশারীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিধায় হীনভাবে সাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। حُسُومًا অর্থ ধারাবাহিক ভাবে। (সেখানে তুমি থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের কাণ্ডের মত। অতঃপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? (হাক্কাহ ৬-৮) أُعْجَازُ অর্থ শিকড়।

۳۳۴۳. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكْتُ عَادُ بِالْبُورِ.

৩৩৪৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (১০৩৫) (ই.ফা ৩১০৪ প্রথমাংশ)

৩৩৪৪. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهِبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْخَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ غُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ فُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَتَيْنِ نَاتِيءُ الْحَبِيبِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَخْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يَطْعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتَلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنْعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضَيْضِيِّ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُونَ حَتَا جِرْهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرِّمِيَةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لِيَنَّا أَذْرَكْتُهُمْ لَا قَتْلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ

৩৩৪৪. আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আলী (রাঃ) নাবী (রাঃ)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনু হানযালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন। (২) উআইনা ইবনু বাদার ফাযারী। (৩) যায়দ ত্বায়ী, যিনি পওে বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। (৪) 'আলকামাহ ইবনু উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নাবী (রাঃ) নাজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নাবী (রাঃ) বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটিরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁটু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। [আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন] আমি তাকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) বলে ধারণা করছি। কিন্তু নাবী (রাঃ) তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নাবী (রাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। (৩৬১০, ৪৩৫১, ৪৬৬৭, ৫০৫৮, ৬১৬৩, ৬৯৩১, ৬৯৩৪, ৭৪৩২) (মুসলিম ১২/৪৭ হাঃ ১০৬৪, আহমাদ ১১৬৯৫) (আ.প্র. ৩০৯৬, ই.ফা. ৩১০৪)

৩৩৪৫. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مَّدْكَرٍ﴾ (القمر: ১০)

৩৩৪৫. আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে (আদ জাতির ঘটনা বর্ণনায়) فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি। (৩৩৪১) (আ.প্র. ৩০৯৭, ই.ফা. ৩১০৫)

৭/৬০. بَابُ قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

৬০/৭. অধ্যায় : ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা

وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (الكهف: ৯৬) قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكْنُئًا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعِ سَبَبًا﴾ (الكهف: ৮৬-৮৭) إِلَى قَوْلِهِ ﴿اِثْنُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ (الكهف: ৯৬) وَاحِذْهَا زُبْرَةً وَهِيَ الْقِطْعُ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ يُقَالُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَبَلَيْنِ وَ السُّدَيْنِ الْجَبَلَيْنِ خَرَجًا أَجْرًا ﴿قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ائْتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ (الكهف: ৯৬) أَصْبَبَ عَلَيْهِ رِصَاصًا وَيُقَالُ الْحَدِيدُ وَيُقَالُ الصُّفْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الشَّحَاسُ ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ (الكهف: ৯৭) يَغْلُوهُ اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أَطْعَمَ لَهُ فَلِذَلِكَ فُتِحَ اسْطَاعَ يَسْتَطِيعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف: ৯৭) ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا﴾ (الكهف: ৯৮) أَلَزَقَهُ بِالْأَرْضِ وَنَاقَهُ دَكًّا لَا سَنَامَ لَهَا وَاللَّكْدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلَبَ وَتَلَبَّدَ ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ (الكهف: ৯৮-৯৯) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿الْأَنْبِيَاءُ: ৯৬﴾ قَالَ قَتَادَةُ حَدَبٌ أَكْمَةٌ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُخَرِّ قَالَ رَأَيْتَهُ

মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ইয়া'জুজ মা'জুজ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। (কাহফ : ৯৪)

অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : (হে নাবী) তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে. . .।

আয়াতে سَبَبًا অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার নিকট লোহার খণ্ড নিয়ে আস- (কাহফ ৮৩-৯৬)। এখানে زُبَرَ শব্দটি বহুবচন। একবচনে زُبْرَةٌ অর্থ খণ্ড। অবশেষে মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তূপ দু'পর্বতের সমান হল- (কাহফ ৯৬)। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, এখন তাতে ফুক দিতে থাক। এ আয়াতে الصَّدَفَيْنِ শব্দের অর্থ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দু'টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর السُّدَيْنِ এর অর্থ দু'টি পাহাড়। خَرَجًا অর্থ পারিশ্রমিক। যুল-কারনাইন বলল, তোমরা হাপরে ফুক দিতে থাক। যখন তা আগুনের মত গরম হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই- (কাহফ ৯৬)। - وَظُرُّ অর্থ সীসা। আবার লৌহ গলিত পদার্থকেও বলা হয় এবং তামাকেও বলা হয়। আর ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর অর্থ তাম্রগলিত পদার্থ বলেছেন। (আল্লাহর বাণী) অতঃপর তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না- (কাহফ ৯৭)। অর্থাৎ তারা এর উপরে উঠতে সক্ষম হল

না। اِسْتَطَاعَ শব্দটি له أَطْعَمْتُ নিকট হতে استفعال আনা হয়েছে। একে اِسْتَطَاعَ I يَسْتَطِيعُ রূপে পড়েন। (আল্লাহর বাণী) যবরসহ পড়া হয়ে থাকে। আর কেউ কেউ একে اِسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ রূপে পড়েন। (আল্লাহর বাণী) তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি এটিকে পূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন— (কাহফ ৯৭-৯৮)। ১৫১ অর্থ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিবেন। ১৫১ وَتَأْتِيكَ مِنَ الْأَرْضِ বলে যে উটের কুঁজ নেই। যমীনের সেই সমতল উপরিভাগকে বলা হয় যা শুকিয়ে যায় এবং উঁচু নিচু না থাকে। (আল্লাহর বাণী) আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব, এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের মত পতিত হবে— (কাহফ ৯৯)। (আল্লাহর বাণী) এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করা হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে— (আম্বিয়া ৯৬)। ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, - حَدِّبْ অতি টিলা। এক সহাবী নাবী (ﷺ)-কে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি তা ঠিকই দেখেছ।

৩৩৬৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنِيلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَذَمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْتُ

৩৩৪৬. যায়নাব বিনতে জাহাশ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (ﷺ) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিশ্চয়ের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (رضي الله عنها) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে। (৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫) (মুসলিম ৫২ হাঃ ২৮৮০, আহমাদ ২৭৪৮৬) (আ.প্র. ৩০৯৮, ই.ফা. ৩১০৬)

৩৩৬৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَذَمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ

৩৩৪৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতির মত করে দেখালেন। (৭১৩৬) (মুসলিম ৫২/১ হাঃ ২৮৮১, আহমাদ ৮৫০৯) (আ.প্র. ৩০৯৯, ই.ফা. ৩১০৭)

৩৩৬৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ

أَخْرِجَ بَعَثَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج : ২) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبَيَّرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْقَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَثَرْنَا فَقَالَ أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَثَرْنَا فَقَالَ أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَثَرْنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدٍ ثَوْرٍ أَبْيَضٍ أَوْ كَشَعْرَةِ بَيْضَاءٍ فِي جِلْدٍ ثَوْرٍ أَسْوَدَ

৩৩৪৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضি) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ ডাকবেন, হে আদাম (ﷺ)! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। আদাম (ﷺ) বলবেন, জাহান্নামী কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের মত যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন— (হাজ্জ : ২)। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে। [আবু সাঈদ (رضি) বলেন] আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহ আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহ আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ঘাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ঘাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম। (৪৭৪১, ৬৫৩০, ৭৪৮৩) (আ.প্র. ৩১০০, ই.ফা. ৩১০৮)

৮/১০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ عَهْدَ أَنَّهُمْ لَيُرْسِلُنَّ خَلِيلًا﴾ (النساء : ১২০)

৬০/৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ ইবরাহীম (ﷺ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— (আন-নিসা ১২৫)।

وَقَوْلِهِ ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ (النحل : ১২০) وَقَوْلِهِ ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

(التوبة : ১১৫) وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ الرَّحِيمُ يَلِسَانِ الْحَبَشَةِ

মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মাত, আল্লাহর অনুগত— (আশুয়ারা : ১২০)। মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ইবরাহীম নরম হৃদয় ও সহনশীল— (আত-তাওবাহ : ১১৪)। আর আবু মাইসারাহ (রহ.) বলেন, হাবশী ভাষায়, اواه শব্দটি رَحِيم অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩৩৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَحْشُرُونَ حَفَاءَ غُرَاءٍ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء : ١٠٤) وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنْ أَنَا مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتُهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدة : ١١٧)

৩৩৮৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশর ময়দানে খালি পা, বস্ত্রহীন এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই— (আম্মিয়া : ১০৪)। আর ক্বিয়ামাতের দিন সবার আগে যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (রাঃ)। আর আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী। এ সময় আল্লাহ বললেন, যখন আপনি এদের নিকট হতে বিদায় নেন, তখন তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সহাবী নয়। তখন আল্লাহর নেক বান্দা [ঈসা (রাঃ)] যেমন বলেছিলেন; তেমন আমি বলব, হে আল্লাহ! আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। আপনি ক্ষমতাধর হিকমতওয়ালা—(আল-মায়িদাহ ১১৭-১১৮)। (৪৩৩৭, ৪৬২৫, ৪৬২৬, ৪৬৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৬) (আ.প্র. ৩১০১, ই.ফা. ৩১০৯)

৩৩৯০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَجْنَى عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ أَرْزَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ آرْزٌ قَتْرَةٌ وَعَبْرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَغْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خَزْيٍ أُخْزِيَ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتِ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِدَنِيحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ

৩৩৯০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (রাঃ) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডলে কালি এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইবরাহীম (রাঃ) তাকে বললেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর ইবরাহীম (রাঃ) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহম হতে বঞ্চিত হবার চেয়ে বেশী অপমান আমার জন্য আর কী হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কী? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার জায়গায় সর্বাস্থে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।’ (৪৭৬৮, ৪৭৬৯) (আ.প্র. ৩১০২, ই.ফা. ৩১১০)

৩৩০১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ هَذَا إِبْرَاهِيمَ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَفْسِمُ

৩৩৫১. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার কা’বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম (عليه السلام) ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কী হল? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করেন না। এ যে ইবরাহীমের ছবি বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নির্ধারক অবস্থায়) তিনি কেন ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করবেন! (৩৯৮) (আ.প্র. ৩১০৩, ই.ফা. ৩১১১)

৩৩০২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي ثَيْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فُمْحِثَ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ فَقَالَ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ اسْتَفْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ

৩৩৫২. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যখন কা’বা ঘরে ছবিগুলো দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইবরাহীম এবং ইসমাইল (عليه السلام)-এর হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাদের (কুরাইশদের) উপর লান’নত করুন। আল্লাহর কসম, এঁরা দু’জন কক্ষণোও ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করেননি। (৩৯৮) (আ.প্র. ৩১০৪, ই.ফা. ৩১১২)

৩৩০৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسِ قَالَ أَثَقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ قَالَ فَيُوسُفُ بْنُ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৩৫৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নাবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নাবী’র পুত্র, আল্লাহর নাবী’র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা

১ আল্লাহ তা’আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাফির পিতার চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-কে অপমান থেকে বাঁচাবেন।

বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন। আবু উসামাহ ও মু'তামির (রহ.) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। (৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯) (মুসলিম ৪৩/৪৪ হাঃ ২৩৭৮, আহমাদ ৯৫৭৩) (আ.প্র. ৩১০৫, ই.ফা. ৩১১৩)

৩৩০৫. حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ أَنَا بِي اللَّيْلَةِ آتِيَانِ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ

৩৩৫৪. সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন লোক আসলেন। অতঃপর আমরা এক দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট লোকের নিকট আসলাম। তাঁর দেহ দীর্ঘ হবার দরুন আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আসলে তিনি হলেন ইবরাহীম (রাঃ)। (৮৪৫) (আ.প্র. ৩১০৬, ই.ফা. ৩১১৪)

৩৩০০. حَدَّثَنِي بَيَّانُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا الثَّضْرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ كَافِرٌ لَمْ يَقَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَجَعَدَ أَدَمَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْظُومٍ بِخَلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَدَرْتُ فِي الْوَادِي

৩৩৫৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন। তার দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে লেখা থাকবে কাফির বা কাফ, ফা, রা। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা নাবী (ﷺ)-এর নিকট শুনেছি। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ইবরাহীম (রাঃ)-কে দেখতে চাও তবে তোমাদের সাথীর দিকে তাকাও। আর মুসা (রাঃ) হলেন কোঁকড়ানো চুল, তামাটে রং-এর দেহ বিশিষ্ট। তিনি এমন একটি লাল উটের উপর বসে আছেন, যার নাকের দড়ি খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরী। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উপত্যকায় নামছেন। (১৫৫৫) (আ.প্র. ৩১০৭, ই.ফা. ৩১১৫)

৩৩০৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقُدُومِ مُحَقَّقَةً تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ تَابَعَهُ عَجْلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

৩৩৫৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নাবী ইবরাহীম (রাঃ) সূত্রধরদের অস্ত্র দিয়ে নিজের খাতনা করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল আশি বছর। আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক (রহ.) আবু যিনাদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুগীরাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। 'আজলান (রহ.) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনায় আরজ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর (রহ.) আবু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (৬২৯৮) (মুসলিম ৪৩/৪১ হাঃ ২৩৭০, আহমাদ ৯৪১২) (আ.প্র. ৩১০৮, ই.ফা. ৩১১৬)

৩৩০৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا

৩৩০৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (عليه السلام) তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা বলেননি। (২২১৭)

৩৩০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ يَنْتَحِنُ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ «إِنِّي سَقِيمٌ» (الصفات: ৮৭) وَقَوْلُهُ «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» (الأنبياء: ৬৮) وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلْ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ وَإِنْ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أُنْكَرُ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبْنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأَخَذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَصْرُكَ فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَخَذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَصْرُكَ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَبَّيْبِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخَذَ مِنْهَا هَاجِرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخَذَ مِنْهَا هَاجِرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِكُ أُمُكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

৩৩০৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (عليه السلام) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর ব্যাপারে। তার উক্তি “আমি অসুস্থ”- (আসসাফাত : ৮৭) এবং তাঁর অন্য এক উক্তি “বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি- (আম্বিয়া : ৬৩)। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি [ইবরাহীম (عليه السلام)] এবং সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌছলেন। তখন তাকে খবর দেয়া হল যে, এ এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সঙ্গে একজন সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা আছে। তখন সে তাঁর নিকট লোক পাঠাল। সে তাঁকে নারীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি যখন তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইল। এবার সে পূর্বের মত বা তার চেয়ে কঠিনভাবে পাকড়াও হলে। এবারও সে বলল, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার নিকট কোন মানুষ আননি। বরং এনেছ এক শয়তান। অতঃপর রাজা সারার খিদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। অতঃপর তিনি (সারা)

তাঁর (ইবরাহীম) নিকট আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কী ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্তে তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাযেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, হে আকাশের পানির ছেলেরা! হাযেরাই তোমাদের আদি মাতা। (২২১৭) (মুসলিম ৪৩/৪১ হাঃ ২৩৭১, আহমাদ ৯০৫২) (আ.প্র. ৩১০৯, ই.ফা. ৩১১৭)

৩৩০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৩৫৯. উম্মু শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) গিরগিটি মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ওটা ইবরাহীম (রাঃ) যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ হয়েছিলেন, তাতে এ গিরগিটি ফুঁ দিয়েছিল। (৩৩০৭) (আ.প্র. ৩১১০, ই.ফা. ৩১১৮)

৩৩৬০. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: ৮২) قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشَرِّكَ أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لابْنِهِ ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ১৩)

৩৩৬০. ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি— (আল-আন’আম ৮২)। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর যুলুম করেনি? তিনি বললেন, তোমরা যা বলছ ব্যাপারটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে ‘যুলুম’ অর্থাৎ শিরক দ্বারা কলুষিত করেনি। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, “হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কোন রকম শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক একটা বিরাট যুলুম।” (লুকমান : ১৩) (৩২) (আ.প্র. ৩১১১, ই.ফা. ৩১১৯)

৭/৬০. باب ﴿يَزِفُونُ﴾ النَّسْلَانُ فِي الْمَشْيِ

৬০/৯. অধ্যায় : يزفون অর্থ মানে দ্রুত বেগে চলা।

৩৩৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَلْحَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ

৩৩৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَلْحَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ

৩৩৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَلْحَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ

৩৩৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَلْحَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ

৩৩৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَلْحَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ

وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرَ وَتَذَوُّو الشَّسُسَ مِنْهُمْ فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّقَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى تَابَعَهُ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৩৬১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (রাঃ)-এর সামনে কিছু গোস্বত আনা হল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই সমতল ময়দানে সমবেত করবেন। তখন আহ্বানকারী তাদের সকলকে তার ডাক সমানভাবে শুনাতে পারবে এবং তাদের সকলের উপর সমানভাবে দর্শকের দৃষ্টি পড়বে আর সূর্য তাদের অতি নিকটবর্তী হবে। অতঃপর তিনি শাফা'আতের হাদীস বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষ ইবরাহীম (রাঃ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, পৃথিবীতে আপনি আল্লাহর নাবী এবং তাঁর খলীল। অতএব আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলা কথা স্মরণ করে বলবেন, নাফসী! নাফসী! তোমরা মূসার নিকট যাও। এ রকম হাদীস আনাস (রাঃ) ও নাবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (৩৩৪০) (আ.প্র. ৩১১২, ই.ফা. ৩১২০)

৩৩৬২. হাদীস ৩৩৬১. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْلَا أَنَّهَا عَجَلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا

৩৩৬২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, ইসমাইলের মায়ের প্রতি আল্লাহর রহম করুন। যদি তিনি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝরণায় পরিণত হত। (২৩৬৮)

৩৩৬৩. ৩৩৬২. قَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أُمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي قَالَ إِبْنِي وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأَمَّهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَابِنَهَا إِسْمَاعِيلُ

৩৩৬৩. আনসারী (রহ.) ইবনু জুরাইজ (রহ.) সূত্রে বলেন যে, কাসীর ইবনু কাসীর বলেছেন যে, আমি ও 'উসমান ইবনু আবু সুলাইমান (রহ.) সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে এরূপ বলেননি বরং তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (রাঃ), ইসমাইল (রাঃ) এবং তাঁর মাকে নিয়ে আসলেন। মা তখন তাঁকে দুধ পান করাতেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি মশক ছিল। এ অংশটি মারফুর্কাবে বর্ণনা করেননি। (২৩৬৮) (আ.প্র. ৩১১৩, ই.ফা. ৩১২১)

৩৩৬৪. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمُظَلِّ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قَبْلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتَعْفَى أَكْرَهَا عَلَى سَارَةٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَابِنَهَا إِسْمَاعِيلُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهَا هُنَاكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ بَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ

فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ أَلَلَّهِ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُونَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ النَّبِيَّ ثُمَّ دَعَا بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيِّ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم: ٣٧) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفاَ أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِينُهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفاَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ ظَرْفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعِيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِي ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَلِكَ سَعِيَ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَوِّهُ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمِعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلِكِ عِنْدَ مَوْضِعٍ زَمَزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِيهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَقُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمَزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمَزَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ فَتَشَرَّبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ لَا تَخَافُوا الصَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْعُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُورُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كِدَاءٍ فَتَزَلُّوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْا طَائِرًا غَائِقًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَيْنِ فَإِذَا هُمُ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْقَى ذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَتَزَلُّوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَتَزَلُّوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَنْبِيَاءٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْعُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجُوهَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَنْتَعِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ

قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَانَتْهُ أُنْسٌ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذًا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكَ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولَ غَيْرَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَلِكَ ابْنِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَقَارِقَكَ الْحَقِيقِي بِأَهْلِكَ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَنَاهُمْ بَعْدَ قَلَمٍ مَجِيدٍ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَنْتِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهَمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ

قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِّيهِ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَنْتِ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكَ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَلِكَ ابْنِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ رَمْزٍ فَلَمَّا رَأَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةِ مُرْتَفَعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ بَيْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧)

৩৩৬৪. সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাইল (রাঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাযেরা (রাঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (রাঃ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (রাঃ) হাযেরা (রাঃ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাইল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাযেরা (রাঃ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বার ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (রাঃ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মাসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মাক্কাহয় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি খলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। অতঃপর ইবরাহীম

(ﷺ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাইল (ﷺ)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (ﷺ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (ﷺ) তাঁকে বললেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা (ﷺ) বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (ﷺ)-ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে- (ইবরাহীম ৩৭)। আর ইসমাইলের মা ইসমাইলকে স্থায়ী স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশু পুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত ‘সাফা’-কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন ‘সাফা’ পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে ‘মারওয়া’ পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়াী করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (ﷺ)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ইসমাইলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঋণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, অতঃপর হাযেরা (ﷺ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা করবেন না। কেননা

এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাযেরা (রাঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মাক্কাহয় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (রাঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদেরও সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (রাঃ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দূরবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (রাঃ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নাসীহাত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (রাঃ) বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে

দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের নিকট চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাইল (ؑ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (ؑ) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাইল (ؑ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাইল (ؑ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (ؑ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (ؑ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কী? সে বলল, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কী? সে বলল, পানি। ইবরাহীম (ؑ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন। নাবী (ﷺ) বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহীম (ؑ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মাক্কাহ ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (ؑ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাইল (আ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাইল (আ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাইল (ؑ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। অতঃপর ইবরাহীম (ؑ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যদিও আল্লাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাইল (ؑ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (ؑ) বললেন, হে ইসমাইল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাইল (ؑ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাইল (ؑ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম (ؑ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাইল (ؑ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (ؑ) নির্মাণ

করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাইল (ﷺ) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (ﷺ)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (ﷺ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাইল (ﷺ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনে ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। “হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনে ও জানেন।” (আল-বাকারাহ : ১২৭) (২৩৬৮) (আ.প্র. ৩১১৪, ই.ফা. ৩১২২)

৩৩৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرِبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَرَكْنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرِبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيهَا حَتَّى لَمَّا فَتَنِي الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ دَهَبَتْ فَتَنْظَرْتُ لَعَلِّي أُحْسِ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَتَنْظَرَتْ وَتَنْظَرْتُ هَلْ نُحْسٍ أَحَدًا فَلَمْ نُحْسٍ أَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتْ الْوَادِي سَعَتْ وَأَتَتْ الْمَرْوَةَ فَجَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ دَهَبَتْ فَتَنْظَرْتُ مَا فَعَلْتُ تَغْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَتَنْظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَعُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ دَهَبَتْ فَتَنْظَرْتُ لَعَلِّي أُحْسِ أَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَتَنْظَرْتُ وَتَنْظَرْتُ فَلَمْ نُحْسٍ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ دَهَبَتْ فَتَنْظَرْتُ مَا فَعَلْتُ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِيهِ هَكَذَا وَعَمَرَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَاتَّبَعْتُ الْمَاءَ فَدَهَشْتُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْتُهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرِبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ يَبْظُنُّ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَتَنْظَرُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمُّ إِسْمَاعِيلُ أَتَأْذِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكَ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكَ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَتَنَكَّحَ فِيهِمْ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَأَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطْلِعٌ تَرْكِئِي قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ فَوَلِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيْرَ عَتَبَةٍ بِابِكَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكِ فَادْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَأَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطْلِعٌ تَرْكِئِي قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ آيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَتَقْطَعُ وَتَشْرِبُ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكَّةٍ يَدْعُوهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَأَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي

مُطْلِعُ تَرْكِي فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا قَالَ أَطِيعَ رَبَّكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ إِذْنٌ أَفْعَلْ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ بَيْنِي وَإِسْمَاعِيلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧) قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ الشَّيْخُ عَنْ ثَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجَرٍ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧)

৩৩৬৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হবার হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (রাঃ) (শিশুপুত্র) ইসমাইল এবং তার মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সঙ্গে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাইল (রাঃ)-এর মা মশক হতে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তনে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইবরাহীম (রাঃ) মাক্কাহয় পৌঁছে হাযেরাকে একটি বিরাট গাছের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (রাঃ) আপন পরিবারের (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাইল (রাঃ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন হতে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কাছে। হাযেরা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর হাযেরা (রাঃ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক হতে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাইল (রাঃ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাই! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী বলেন, অতঃপর ইসমাইল (রাঃ)-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্র দিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে, শিশুটি কী করছে। অতঃপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিকে সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্র পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কী করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা জমিনের উপর আঘাত করলেন। রাবী বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাইল (রাঃ)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম রিসুলুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, হাযেরা (রাঃ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে

পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী বলেন, তখন হাযেরা (রাঃ) পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী বলেন, অতঃপর জুরহুম গোত্রের একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ব্যতীত কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। অতঃপর তারা হাযেরা (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে ইসমাইলের মা। আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার নিকট বসবাস করার অনুমতি দিবেন? [হাযেরা (রাঃ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল]। অতঃপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাইল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাবী বলেন, পুনরায় ইবরাহীম (রাঃ)-এর মনে জাগল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারাহ) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাইল কোথায়? ইসমাইল (রাঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইবরাহীম (রাঃ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, “তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে”। ইসমাইল (রাঃ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার নিকট চলে যাও। রাবী বলেন, অতঃপর ইবরাহীম (রাঃ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারাহ)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি সেখানে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাইল কোথায়? ইসমাইল (রাঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইবরাহীম (রাঃ) বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশত আর পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (রাঃ) দু’আ করলেন, “হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন”। রাবী বলেন, আবুল কাসিম (রাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (রাঃ)-এর দু’আর কারণেই বরকত রয়েছে। রাবী বলেন, আবার কিছুদিন পর ইবরাহীম (রাঃ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারাহ)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি এলেন এবং ইসমাইলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহীম (রাঃ) ডেকে বললেন, হে ইসমাইল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাইল (রাঃ) বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহীম (রাঃ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাইল (রাঃ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। অতঃপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইবরাহীম (রাঃ) ইমারত বানাতে লাগলেন আর ইসমাইল (রাঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু’আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন। রাবী বলেন, এরই মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইবরাহীম (রাঃ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে

পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইবরাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন। ইসমাইল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। সিংসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনে ও জানেন- (আল-বাকারাহ : ১২৭)। (২৩৬৮) (আ.প্র. ৩১১৫, ই.ফা. ৩১২৩)

১০/৬০. باب

৬০/১০ : অধ্যায়

৩৩৬৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضَعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَتَيْنَا أَدْرَكْتُكَ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَضْلِهِ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ

৩৩৬৬. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মাসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তোমার যেখানেই সলাতের সময় হবে, সেখানেই সলাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে। (৩৪২৫) (আ.প্র. ৩১১৬, ই.ফা. ৩১২৪)

৩৩৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْنِهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৩৬৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। ওহদ পর্বত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, এ পর্বত আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (রাঃ) মাক্কাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন আর আমি হারাম ঘোষণা করছি এর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে (মাদীনাহকে)। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-ও নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (৩৭১) (আ.প্র. ৩১১৭, ই.ফা. ৩১২৫)

৩৩৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَنِي أَنْ قَوْمِي لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِي بِالْكَفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلْبِغَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

৩৩৬৮. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) [আয়িশাহ (রাঃ)-কে বলেছেন, তুমি কি জান তোমার কাউম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইবরাহীম (রাঃ)-এর ভিত্তি হতে তা ছোট করেছে? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা ইবরাহীম (রাঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করবেন না? তিনি বললেন, যদি তোমার কাওম কুফরী হতে অল্পকাল আগে আগত না হতো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, যদি 'আয়িশাহ (রাঃ) এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে শুনে থাকেন, তবে আমি মনে করি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতীমে কা'বার সংলগ্ন দু'টি কোণকে চুমু দেয়া একমাত্র এ কারণে পরিহার করেছেন যে, কা'বার ঘর ইবরাহীম (রাঃ)-এর ভিত্তির উপর পুরাপুরি নির্মাণ করা হয়নি। রাবী ইসমাঈল (রহ.) বলেন, ইবনু আবু বাক্র হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু বাক্র। (১২৬) (আ.প্র. ৩১১৮, ই.ফা. ৩১২৬)

৩৩৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ الزُّرِّيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩৩৬৯. আবু হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পাঠ করব? তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যে রূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (রাঃ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (রাঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। (৬৩৬০) (মুসলিম ৩/১৭, আহমাদ ২৩৬৬১) (আ.প্র. ৩১১৯, ই.ফা. ৩১২৭)

৩৩৭০. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِيهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩৩৭০. 'আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নাবী (রাঃ) হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের

উপর কিভাবে দরুদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (ﷺ) এবং ইবরাহীম (ﷺ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। (৪৭৯৭, ৬৩৫৭) (মুসলিম ৩/১৭ হাঃ ৪০৬, আহমাদ ১৮১৫৬) (আ.প্র. ৩১২০, ই.ফা. ৩১২৮)

৩৩৭১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِثَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكَمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ

৩৩৭১. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু’আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (রাঃ) ইসমাইল ও ইসহাক (রাঃ)-এর জন্য দু’আ পড়ে পানাহ চাইতেন। আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। (আ.প্র. ৩১২১, ই.ফা. ৩১২৯)

১১/১০. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» لآيَةِ (الحجر: ৫১) إِلَّا

تَوَجَّلَ لَا تَخَفُ «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْحِي الْمَوْتَى» الْآيَةِ (البقرة: ২৬০)

৬০/১১. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : (হে মুহাম্মাদ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (রাঃ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন তারা তাঁর নিকট এসেছিলেন— (হিজর : ৫১-৫২) । - لَا تَوَجَّلْ ভয় পাবেন না। (মহান আল্লাহর বাণী) : স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম (রাঃ) বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করেন— (আল-বাকারাহ : ২৬০) ।

৩৩৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحْنُ أَحَقُّ بِالسَّلَامَةِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ «رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْحِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي» (البقرة: ২৬০) وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأُونِي «إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» (هود: ৮০) وَلَوْ لَيْسَتْ فِي السَّجْنِ طُولٌ مَا لَبِثَ يُونُسُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

৩৩৭২. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইবরাহীম (রাঃ) তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, (সন্দেহবশত নয়) যদি “সন্দেহ” বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ “সন্দেহ” এর ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক উপযোগী। যখন ইবরাহীম (রাঃ) বলেছিলেন,

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হাঁ। তা সত্ত্বেও যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে- (আল-বাকারাহ : ২৬০)। অতঃপর নবী (ﷺ) লূত (ﷺ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ লূত (ﷺ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (ﷺ) কারাগারে ছিলেন তবে তার (বাদশাহর) ডাকে সাড়া দিতাম।’ (৩৩৭৫, ৩৩৮৭, ৪৫৩৭, ৪৬৯৪, ৬৯৯২) (মুসলিম ১/৬৯ হাঃ ১৫১, আহমাদ ৮৩৩৬) (আ.প্র. ৩১২২, ই.ফা. ৩১৩০)

১২/৬০. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (مریم: ৫৫)**

৬০/১২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : এবং স্মরণ করুন এই কিভাবে ইসমাইলের কথা, অবশ্যই তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ। (মারইয়াম : ৫৪)

۳۳۷۳. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَقْرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ازْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ازْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانَ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ ازْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ لَكُمْ

৩৩৭৩. সালামাহ ইবনু আকওয়া‘ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে বনী ইসমাইল! তোমরা তীরন্দাজী করে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, তাদের এক পক্ষ হাত চালনা হতে বিরত হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের কী হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সঙ্গেই আছি। (২৮৯৯) (আ.প্র. ৩১২৩, ই.ফা. ৩১৩১)

১৩/৬০. **بَابُ قِصَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ**

৬০/১৩ অধ্যায় : নাবী ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (ﷺ)-এর ঘটনা।

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এ সম্পর্কে ইবনু উমার ও আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪/৬০. **بَابُ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ১৩৩)**

১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এ কথার দ্বারা ইফসুফ (ﷺ) এর অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন।

৬০/১৪. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন ইয়াকুব (عليه السلام)-এর মৃত্যুকাল এসে হাযির হয়েছিল, তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করছিলেন। (আল-বাকারাহ : ১৩৩)

۳۳۷۱. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْرَمُهُمْ أَتَقَاهُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُي اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَفُوهَا

৩৩৭৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ ভীরা, সে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নাবী ইউসুফ ইবনু আল্লাহর নাবী (ইয়াকুব) ইবনু আল্লাহর নাবী (ইসহাক) ইবনু আল্লাহর খালীল ইবরাহীম (عليه السلام)। তাঁরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারা সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। (৩৩৫৩) (আ.প্র. ৩১২৪, ই.ফা. ৩১৩২)

۱۵/۶۰. بَابُ ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ (۵۴) أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ (۵۵) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (۵۶) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (۵۷) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۚ (۵۸) (النمل : ৫৪-৫৮)

৬০/১৫. অধ্যায় : (মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন; তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পণিতির কথা তোমরা অবগত আছ। তোমরা কি কামতৃষ্ণির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হচ্ছ? তোমরা তো এক মুর্খ সম্প্রদায়। উত্তরে তাঁর কণ্ঠের এ কথা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না যে, লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা অত্যন্ত পাকপবিত্র থাকে। অতঃপর তাঁকে (লুতকে) ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া। কেননা, তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে পাথরের বৃষ্টি। এই সত্যকৃত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট ছিল। (আন-নামল : ৫৪-৫৮)

সহীহুল বুখারী (৩য়)-৩০

جِرْ নামে অভিহিত করা হয়। তা যেন حَطِيمٌ শব্দটি مَحْطُومٌ অর্থে ব্যবহৃত যেমন قَيْل শব্দটি مَقْتُولٌ অর্থে ব্যবহৃত। ঘোটকীকেও جِرْ বলা হয়। আর বুদ্ধি-বিবেকের অর্থে جِرْ وَجَبِي বলা হয়। তবে حَجَرُ الْيَمَامَةِ একটি স্থানের নাম।

৩৩৭৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ الثَّاقَةَ قَالَ انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ دُوَيْرٌ وَمَنْعَهُ فِي قَوْمِهِ كَأَنِّي زَمْعَةَ

৩৩৭৭. ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাম’আহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) হতে শুনেছি এবং তিনি যে লোক [সালিহ (আঃ)-এর] উনী কেটেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক (কিদার) তৈরী হয়েছিল যে তার গোত্রের ভিতর প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবু যাম’আহ। (৪৯৪২, ৫২০৪, ৬০৪২) (আ.প্র. ৩১২৭, ই.ফা. ৩১৩৫)

৩৩৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بَيْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَبْنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيَهْرِثُوا ذَلِكَ الْمَاءَ وَيُرَوِّى عَنْ سَبْرَةٍ بِنِ مَعْبِدٍ وَأَبِي الشُّمُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اغْتَجَنَ بِمَائِهِ-

৩৩৭৮. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি সহাবীগণকে নির্দেশ করলেন, তাঁরা যেন এখানের কূপের পানি পান না করে এবং মশকেও পানি না ভরে। তখন সহাবীগণ বললেন, আমরা তো এর পানি দ্বারা রুটির আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নাবী (ﷺ) তাদেরকে সেই গুলানো আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাবরা ইবনু মা’বাদ এবং আবুশ শামুস (রহ.) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর আবু যার (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, এর পানি দ্বারা যে আটা গুলেছে (তা ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন)। (৩৩৭৯) (মুসলিম ৫৩/১ হাঃ ২৯৮১) (আ.প্র. ৩১২৮, ই.ফা. ৩১৩৬)

৩৩৭৯. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثُمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقُوا مِنْ بَيْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَهْرِثُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بَيْرِهَا وَأَنْ يَغْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبَيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا الثَّاقَةُ تَابَعَهُ أُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ

৩৩৭৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সামুদ জাতির আবাসস্থল ‘হিজর’ নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশকে ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ)

৩৩৮২. ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, সম্মানী ব্যক্তি— যিনি সম্মানী ব্যক্তির সন্তান, যিনি সম্মানী ব্যক্তির সন্তান, যিনি সম্মানী ব্যক্তির সন্তান। তিনি হলেন, ইউসুফ ইবনু ইয়া'কুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আলাইহিমুস সালাম)। (৩৩৯০, ৪৬৮৮) (আ.প্র. ৩১৩২, ই.ফা. ৩১৪০)

১৭/৬০. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ (يوسف: ৭১)**

৬০/১৯. **অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। (ইউসুফ : ৭)**

৩৩৮২- حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ قَالَ أَتَقَاهُمْ لِلَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْثَرُ النَّاسِ يُؤْسَفُ لِلَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلُكَ قَالَ فَقَعْنِ مَعَادِنِ ائْعَبِ تَسْأَلُونِي النَّاسَ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَفَهَوُا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا

৩৩৮৩. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে অধিক ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর নাবী ইউসুফ ইবনু আল্লাহর নাবী ইবনু আল্লাহর নাবী ইবনু আল্লাহর খালিল ﷺ। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়েও জিজ্ঞেস করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার নিকট আরবের খণি অর্থাৎ গোত্রগুলোর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ? (তাহলে শুন) মানুষ খণি বিশেষ, জাহিলিয়াতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে। (৩৩৫৩) (আ.প্র. ৩১৩৩, ই.ফা. ৩১৪১)

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে নাবী ﷺ এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৩১৩৩ এর শেষাংশ, ই.ফা. ৩১৪২)

৩৩৮৬. حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَنَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُروَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا مُرِّي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَنِي يَقُومُ مَقَامَكَ رَقًى فَعَادَ فَعَادَتْ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ إِنَّكَ صَوَّابٌ يُؤْسَفُ مَرُوزًا أَبَا بَكْرٍ

৩৩৮৪. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, আবু বাকর رضي الله عنه-কে বল, তিনি যেন লোকদের সলাতে ইমামতি করেন। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বললেন, তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াবেন, তখন ﷺ বিগলিত অন্তর হয়ে পড়বেন। নাবী ﷺ পুনরায় একই কথা করলেন, ‘আয়িশাহ رضي الله عنها আবারও সেই উত্তর দিলেন, শু‘বাহ (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, [হে ‘আয়িশাহ! তোমরা ইউসুফ ﷺ]-এর ঘটনার নিন্দাকারী নারীদের মত। আবু বাকরকে বল (তিনি যেন লোকদেও সলাতে ইমামতি করেন)। (১৯৮) (আ.প্র. ৩১৩৪, ই.ফা. ৩১৪৩)

৩৩৮০. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ كَذَّاءٌ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّكَ صَوَابٌ يَوْسُفَ فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيقٌ

৩৩৮৫. আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন, আবু বাকরকে বল, তিনি যেন লোকদের সলাত আদায় করিয়ে দেন। তখন 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আবু বাকর (রাঃ) তো এ রকম লোক। অতঃপর নাবী (ﷺ) অনুরূপ বললেন, তখন 'আয়িশাহ (রাঃ) ও ঐরূপই বললেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আবু বাকরকে বল। হে আয়িশাহ! নিশ্চয় তোমরা ইউসুফ (রাঃ)-এর ঘটনার নিন্দাকারী নারীদের মত হয়ে গেছ। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ইমামত করলেন। বর্ণনাকারী হুসাইন (রহ.) যায়িদা (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, এখানে كَذَّاءٌ এর স্থলে رَقِيقٌ আছে অর্থাৎ তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক। (৬৭৮) (আ.প্র. ৩১৩৫, ই.ফা. ৩১৪৪)

৩৩৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِجَ اللَّهُ ﷻ أَنِجَ عِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنِجْ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنِجْ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنِجِ الْمُسْتَظْفِقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينِي يَوْسُفَ

৩৩৮৬. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইবনু আবু রবী'আকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালাম ইবনু হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালাদ ইবনু ওয়ালাদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে শক্তভাবে পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ! এ গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ ও অনটন নাখিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ (রাঃ)-এর যামানায় হয়েছিল। (আ.প্র. ৩১৩৬, ই.ফা. ৩১৪৫)

৩৩৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْمَاءَ هُوَ ابْنُ أُخْبَرَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَصْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَيْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَيْتَ يَوْسُفَ ثُمَّ أَنَا فِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ

৩৩৮৭. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ লূত (রাঃ)-এর উপর রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ইউসুফ (রাঃ) যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন, আমি যদি অত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতেম এবং পরে রাজদূত আমার নিকট আসত তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম। (৩৩৭২) (আ.প্র. ৩১৩৭, ই.ফা. ৩১৪৬)

৩৩৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنْ

الْأَبْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَقَعَلَ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ نَمَى ذَكَرَ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيُّ حَدِيثٍ فَأَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرْتُ مَعْشِيًا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَى بِنَافِيسٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قُلْتُ حُمَى أَخَذْتُهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدْتُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي فَمَنْ لِي وَمِثْلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَيْنَهُ ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: ٨٧) فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا يَحْمَدُ أَحَدٌ

৩৩৮৮. মাসরুক (মাসরুক) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর মা উম্মু রুমানার নিকট আয়িশাহর বিষয়ে যে সব মিথ্যা অপবাদের কথা বলাবলি হচ্ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি আয়িশাহর সঙ্গে একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা এ কথা বলতে বলতে আমাদের নিকট প্রবেশ করল। আল্লাহ অমুককে শাস্তি দিক। আর শাস্তি তো দিয়েছেন। এ কথা শুনে উম্মু রুমানা (রাঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কথা বলার কারণ কী? সে মহিলাটি বলল, ঐ লোকটিই তো কথাটির চর্চা করছে। তখন ‘আয়িশাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন কথাটির? অতঃপর সে ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিল। ‘আয়িশাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়টি কি আবু বাকর (রাঃ) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও শুনেছেন? সে বলল, হাঁ! এতে ‘আয়িশাহ (রাঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হুশ ফিরে আসল তবে তাঁর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসল। অতঃপর নাবী (সঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হল? আমি বললাম, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তাতে সে (মনে) আঘাত পেয়েছে ফলে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় ‘আয়িশাহ (রাঃ) উঠে বসলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি কসম খেয়ে বলি তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না আর যদি উযর পেশ করি তাও আপনারা আমার উযর শুনবেন না। অতএব এখন আমার ও আপনাদের উপমা হল ইয়াকুব (সঃ) এবং তাঁর ছেলেদের মতো। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাওয়া হল। অতঃপর নাবী (সঃ) ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। তখন নাবী (সঃ) এসে ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে এ খবর জানালেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করব অন্য কারো প্রশংসা নয়। (৪১৪৩, ৪৬৯১, ৪৭৫১) (আ.প্র. ৩১৩৮, ই.ফা. ৩১৪৭)

۳۳۸۹. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرُورُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ أَوْ كُذِّبُوا؟ قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا غُرَيْهَ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِّبُوا قَالَتْ مَعَادَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ

৬০/২০. অধ্যায় : আল্লাহর বাণী : (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, আমি তো দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আম্বিয়া : ৮৩)।

﴿ارْكُضْ﴾ اضْرِبْ ﴿يَرْكُضُونَ﴾ يَعْدُونَ

(يَرْكُضُونَ অর্থ আঘাত কর। ارْكُضْ অর্থ দ্রুত বলে)

৩৩৭১- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ غُرْبَانَا حَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَخْفِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ

৩৩৯১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, একদা আইয়ুব (রাঃ) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই। (২৭৯) (আ.প্র. ৩১৪১, ই.ফা. ৩১৫০)

২১/৬০. بَابُ ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ

الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَحِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ (মরিয়: ৫১-৫২)

৬০/২১. অধ্যায় : (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : আর স্মরণ কর এই কিতাবে মুসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষভাবে বাছাইকৃত রসূল ও নাবী। তাকে আমি ডেকেছিলাম তুর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরংগ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নাবীরূপে তাকে দিলাম। (মারইয়াম ৫১-৫৩)

يُقَالُ لِلوَاحِدِ وَلِلْأُنثَى وَالْجَمِيعِ نَحِيٍّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَحِيًّا اعْتَزَلُوا نَحِيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْحِيَّةٌ يَتَنَاجَوْنَ. تَلَقَّفُ: تَلَقَّفُ ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ إِلَى قَوْلِهِ - مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر: ২৮)

একবচন দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রেও নَحِيٍّ বলা হয়। অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে নির্জনতা অবলম্বন করা। এর বহুবচন أَنْحِيَّةٌ ব্যবহৃত হয়। পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ করে। تَلَقَّفُ অর্থ গ্রাস করে।

(আল্লাহ তা'আলার বাণী) “ফির'আউন গোত্রের এক মু'মিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখত ... নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (গাফির : ২৮)

৩৩৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ غُرُورَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرْقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلًا تَنْصَرُّ يَفْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرْقَةُ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرْقَةُ هَذَا السَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَإِنْ أَذْرَكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا

التَّامُوسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُظْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ

৩৩৯২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) খাদীজাহ (রাঃ)-এর নিকট ফিরে আসলেন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তখন খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনু নাওফলের নিকট গেলেন। তিনি খৃস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ইঞ্জিল পাঠ করতেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী দেখেছেন? নাবী (সঃ) তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। তখন ওয়ারাকা বললেন, এতো সেই নামুস যাকে আল্লাহ তা'আলা মুসা (সঃ)-এর নিকট নাযিল করেছিলেন। আপনার সে সময় যদি আমি পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

নামুস অর্থ গোপন তত্ত্ব ও তথ্যবাহী যাকে কেউ কোন বিষয়ে খবর দেয় আর সে তা অপর হতে গোপন রাখে। (৩) (আ.প্র. ৩১,৪২ ই.ফা. ৩১৫১)

২২/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৬০/২২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

আপনার নিকট কি মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে? তিনি যখন আগুন দেখলেন.... 'তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র ময়দানে রয়েছ। (ত্ব-হা ৯-১৩)

﴿أَنْتَ﴾ أَنْبَرْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴿الْآيَةِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْمُقَدَّسُ﴾ الْمُبَارَكُ ﴿طُوًى﴾ اسْمُ الْوَادِي ﴿سَيَّرْتَهَا﴾ حَالَتَهَا وَ ﴿الشَّهَى﴾ الثَّقَى ﴿بِمَلَكِنَا﴾ بِأَمْرِنَا ﴿هَوًى﴾ شَقِي ﴿فَارِعًا﴾ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى ﴿رَدَّاءَ﴾ كَيْ يُصَدِّقَنِي وَيُقَالَ مُعِينًا أَوْ مُعِينًا ﴿يَبْطِشُ﴾ وَ ﴿يَبْطِشُ﴾ ﴿يَأْتِمُرُونَ﴾ يَتَشَاوَرُونَ ﴿وَالْحِذْوَةُ﴾ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ ﴿سَنَشُدُّ﴾ سَنُعِينُكَ كُلَّمَا عَزَزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَصْدًا

وَقَالَ غَيْرُهُ كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أَوْ فِيهِ تَمَتُّةٌ أَوْ قَافَاءٌ فَهِيَ عَقْدَةٌ ﴿أَزْرِي﴾ ظَهَرَنِي ﴿فَيَسْجَحْتَكُمْ﴾ فِيهِلِكُمْ ﴿الْمَثَلِي﴾ تَأْتِيهِ الْأَمْثَلُ يَقُولُ بِدِينِكُمْ يُقَالُ خُذِ الْمَثَلُ خُذِ الْأَمْثَلُ ﴿ثُمَّ انْتَوُوا صَفًّا﴾ (طه: ৬৬) يُقَالُ هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمَصْلَى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ﴿فَأَوْجَسَ﴾ أَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتْ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةٍ لِكُسْرَةِ الْحَاءِ ﴿فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ عَلَى جُدُوعِ ﴿حَظْبِكَ﴾ بِأَلْكَ ﴿مِسَاسَ﴾ مَصْدَرُ مَاسَهُ مِسَاسًا ﴿لَتَنْسِفَنَّهُ﴾ لَتُذَرِّيَنَّهُ ﴿الصَّحَاءُ﴾ الْحَرُّ ﴿قُصِيهِ﴾ أَتْبَعِي أَثَرَهُ وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَقْصُ الْكَلَامَ ﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْنِكَ﴾ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بَعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ اجْتِنَابٍ وَاحِدٌ قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿عَلَى قَدَرٍ﴾ مَوْعِدٌ ﴿لَا تَنِيَا﴾ ﴿مَكَانًا سُوءٍ﴾ : مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ لَا تَضَعُفًا ﴿يَبَسًا﴾ : يَابَسًا ﴿مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿فَقَدَفْتَهَا﴾ أَلْقَيْتَهَا أَلْقَى صَنَعَ ﴿فَنَسِيَ مُوسَى﴾ هُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبُّ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا فِي الْعِجْلِ

أَنْشَأَ অর্থ আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব... (ছোয়া-হা ১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْمُقَدَّسُ অর্থ বরকতময়। طَوَى একটি উপত্যকার নাম। سَيَّرَهَا অর্থ তার অবস্থায়। الْهَيَّ অর্থ আল্লাহতীক। بِمَلِكِنَا অর্থ আমাদের ইচ্ছামত هَوَى অর্থ ভাগ্যাহত হয়েছে। فَارَعَا অর্থ মূসার স্মরণ ব্যতীত সব কিছু থেকে গুনা হয়ে গেল। رَدَّءُ অর্থ সাহায্যকারী রূপে যেন সে আমাকে সমর্থন করে। এর অর্থ আরো বলা হয় আত্নাদে সাড়াদানকারী বা সাহায্যকারী। يَنْتَمِرُونَ অর্থ পরস্পর পরামর্শ করা। يَنْطِشُ وَيَبْطِشُ একই অর্থ উভয় ক্রিয়াতে। الْجَذْوَةُ অর্থ সাহায্য করা। বলা হয় ارْدَأَهُ عَلَى صَنْعَتِهِ অর্থ আমি তার কাজে সাহায্য করেছি। কাঠের বড় টুকরার অঙ্গার যাতে কোন শিখা سَنَسُدُّ অর্থ অচিরেই আমি তোমার সাহায্য করব। বলা হয় যখন তুমি কারো সাহায্য করবে তখন তুমি যেন তার পার্শ্বদেশ হয়ে গেলে।

এবং অন্যান্যগণ বলেন যে কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা অথবা তার মুখ হতে তা, তা, ফা, ফা উচ্চারিত হয় তাকেই তোতলামি বলে। أَزْرِي অর্থ আমার পিঠ فَيْسَجَتْكُمْ অর্থ- সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। الْمُثْلَى শব্দটি امْتَل শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে উল্লিখিত بِدِينِكُمْ অর্থ তোমাদের দীন। বলা হয়, خَذُ الْمُثْلَى خُذُ الْأُمْتَلِ অর্থ-উত্তমটি গ্রহণ করো। অর্থীয়া ثُمَّ أَتَوْا صَفًّا অর্থ তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে এসো। বলা হয়, তুমি কি আজ ছফ্ফে উপস্থিত হয়েছিলে অর্থীয়া যেখানে নামায পড়া হয় সেখানে? فَأَوْجَسَ অর্থ- সে অন্তরে ভয় পোষণ করেছে। خِيفَةُ مُلَةٍ অক্ষরে যের হবার কারণে ياء-واو তে পরিবর্তিত হয়েছে। فِي جُذُوعِ النَّخْلِ এখানে فِي অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। خُطْبِكَ অর্থ- তোমার অবস্থা। مِسَاسٌ শব্দটি مَسَاً এর মাসদার। অর্থ-তোমার অবস্থা। لَنْسِفْنَهُ অর্থ-আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। الضَّحَاءُ অর্থ পূর্বাহ্ন, যখন সূর্যের উষ্ণতা বেড়ে যায়। فُصِّيهِ তুমি তার পিছনে পিছনে যাও। কখনো এ অর্থও ব্যবহৃত হয় যে, তুমি তোমার কথা বলা যেমন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ এর মধ্যে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ جُنُبٍ অর্থ-দূর থেকে। أَجْتَنَابَ একই অর্থ ব্যবহৃত হয়। আর মুজাহিদ (রহ.) বলেন, عَلَى قَدَرٍ অর্থ-নির্ধারিত সময়ে। مِنْ زَيْنَةِ الْقَوْمِ অর্থ-গুণা। يَبَسَا অর্থ-গুণা। مَكَا سَوِيَّ অর্থ-তাদের মধ্যবর্তী স্থান। অর্থ-যে সব অলংকার তারা ফির'আউনের লোকদের হতে ধার নিয়েছিল। أَفْقَدْتُمَا অর্থ-আমি তা নিক্ষেপ করলাম। أَلْقَى অর্থ বানালো। فَتَسَّى مُوسَى অর্থ-তারা বলতে লাগলো, মূসা রবের তালাশে ভুল পথে গিয়েছে। أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا অর্থ-তাদের কোন কথার প্রতি উত্তর সে দেয় না- এ আয়াতাংশ সামেরীর বাছুর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে

۳৭৩. حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِيسَةَ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَادُ بْنُ أَبِي عَليٍّ عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৩৯৩. মালিক ইবনু সা'সাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের নিকট এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌছলেন, তখন হঠাৎ

সেখানে হারুন (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (রাঃ) বললেন, ইনি হলেন, হারুন (রাঃ) তাঁকে সালাম করুন তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নাবী। সাবিত এবং ‘আব্বাদ ইবনু আবু ‘আলী (রহ.) আনাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনায় ক্বাতাদাহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩২০৭) (আ.প্র. ৩১৪৩, ই.ফা. ৩১৫২)

২৩/৬০. **بَابُ «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» إِلَى قَوْلِهِ «مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» (غافر: ২৮)**

৬০/২৩. অধ্যায় : “ফির’আউন গোত্রের এক মু’মিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখত, ... নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (গাফির/আল-মু’মিন : ২৮)¹

২৪/৬০. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى**

৬০/২৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

«وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (طه: ৯) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» (النساء: ১৬৬)

হে মুহাম্মাদ ! আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? (তা-হা ৯) আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলেছেন। (আন-নিসা : ১৬৬)

৩৩৭৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبُ رَجُلٍ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَةٍ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رُبْعُهُ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبْنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

৩৩৯৪. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (রাঃ) বলেছেন, যে রাতে আমার মি’রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (রাঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যে ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, আর আমি ‘ঈসা (রাঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এশুকুণি গোসলখানা হতে বের হলেন। আর ইব্রাহীম (রাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি। অতঃপর আমার সম্মুখে দু’টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিবরাঈল (রাঃ) বললেন, এ দু’টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি স্বভাব প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি

¹ অন্যান্য অনেক অধ্যায়ের মত ইমাম বুখারী (রহ.) এখানেও কোন হাদীস বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেননি।

শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। (৩৪৩৭, ৪৭০৯, ৫৫৭৬, ৫৬০৩)
(আ.প্র. ৩১৪৪, ই.ফা. ৩১৫৩)

৩৩৭০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ

৩৩৯৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, আমি (নাবী) ইউনুস ইবনু মাত্তার চেয়ে উত্তম। নাবী (রাঃ) এ কথা বলতে গিয়ে ইউনুস (রাঃ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। (৩৪১৩, ৪৬৩০, ৭৫৩৯)

৩৩৭১. وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طَوَّالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ سُوءَةٍ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا حَارِزَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ

৩৩৯৬. আর নাবী (রাঃ) মিরাজের রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মুসা (রাঃ) বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানু'আহ গোত্রের লোকদের মত। তিনি আরো বলেছেন যে, 'ঈসা (রাঃ) ছিলেন মধ্যমদেহী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি। আর তিনি (নাবী (রাঃ)) জাহান্নামের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন। (৩২৩৯) (আ.প্র. ৩১৪৫, ই.ফা. ৩১৫৪)

৩৩৭২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوَّلُ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

৩৩৯৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) যখন মাদীনাহুয় আগমন করেন, তখন তিনি মাদীনাহবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল 'আশুরার দিন। তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন যে দিনে আল্লাহ মুসা (রাঃ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফির'আউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর মুসা (রাঃ) শুকরিয়া হিসেবে এদিন সওম পালন করেছেন। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম মুসা (রাঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী। কাজেই তিনি নিজেও এদিন সওম পালন করেছেন এবং এদিন সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। (২০০৪) (আ.প্র. ৩১৪৬, ই.ফা. ৩১৫৫)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬০/২৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۖ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (১৬২) وَلَمَّا جَاءَ

مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي ۚ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف-১৫২-১৫৩)

আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ রাত দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। অতঃপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুতির সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর রবের কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব, আমাকে তোমার দর্শন দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই.... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) আর আমিই প্রথম মু'মিনদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। (আ'রাফ ১৪২-৪৩)

يُقَالُ دَكَّةٌ زَلْزَلَةٌ ﴿فَدَكَّتْنَا﴾ فَدَكَّتْنَا جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ (الأنبياء: ৩০) وَلَمْ يَقُلْ كُنْ رَتْقًا مُلْتَصِفَتَيْنِ ﴿أَشْرَبُوا﴾ ثَوْبٌ مُشْرَبٌ مَضْبُوعٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿اَنْبَجَسَتْ﴾ اَنْفَجَرَتْ ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ رَفَعْنَا

বলা হয় دَكَّةٌ অর্থ ভূকম্পন। আয়াতে উল্লেখিত فَدَكَّتْنَا দ্বিবিচন বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। এখানে الْجِبَالَ শব্দটিকে এক ধরে নিয়ে وَالْأَرْضُ সহ দ্বিচনরূপে دَكَّتْنَا বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী : كَانَتَا رَتْقًا এর মধ্যে سَمَوَاتِ এক ধরে দ্বিবিচনে উল্লেখ করা হয়েছে। كُنْ رَتْقًا বহুবচন বলা হয়নি। اَنْفَجَرَتْ অর্থাৎ পরস্পর মিলিত। اَشْرَبُوا অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে গোবৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বলা হয় ثَوْبٌ مُشْرَبٌ অর্থ রঞ্জিত কাপড়। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, اَنْبَجَسَتْ অর্থ প্রবাহিত হয়েছিল। اَنْفَجَرَتْ অর্থ আমি পাহাড়কে তাদের উপর উচিয়ে ছিলাম।

۳৩৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَضَعِفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْنَى فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِضَعْفَةِ الطُّورِ

৩৩৯৮. আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুশ হবে। অতঃপর সর্বপ্রথম আমারই হুশ আসবে। তখন আমি মূসা (রাঃ)-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসল, না-কি তুর পাহাড়ে বেহুশ হবার প্রতিদান তাঁকে দেয়া হল। (২৪১২) (আ.প্র. ৩১৪৭, ই.ফা. ৩১৬৫)

۳৩৭৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَرْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْتِ زَوْجَهَا الدَّهْرُ

৩৩৯৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে গোশত পচে যেত না। আর যদি (মা) হাওয়া (عليها السلام) না হতেন, তাহলে কক্ষণও কোন নারী তার স্বামীর খেয়ানত করত না। (আ.প্র. ৩১৪৮, ই.ফা. ৩১৫৭)

২৬/৬০. بَابُ طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ

৬০/২৬. অধ্যায় : বন্যার কারণে তুফান।

يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ طُوفَانٌ ﴿الْقَمَلُ﴾ الْخَنَازَنُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ ﴿حَقِيقٌ﴾ حَتَّى ﴿سُقُوطٌ﴾ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سَقِطَ فِي يَدِهِ

মহামারিকেও তুফান নামে অভিহিত করা হয়। الْقَمَلُ কীট যা ছোট ছোট উকুনের মত হয়ে থাকে। حَقِيقٌ স্থির নিশ্চিত। سَقِطَ লজ্জিত। আর যে লজ্জিত হয়, সে অধোমুখে পতিত হয়।

২৭/৬০. بَابُ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

৬০/২৭. অধ্যায় : মূসা (عليه السلام)-এর সম্পর্কিত খাযির (عليه السلام)-এর ঘটনা।

৩৪০০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْخَزْرَجِيُّ قَبِيْسُ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَدَعَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لِقَائِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْخَوْتُ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْخَوْتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَنْبَغُ أَثَرُ الْخَوْتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاءُ ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْثَقْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخَوْتَ وَمَا أُنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (الكهف: ٦٢) فَقَالَ مُوسَى ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (الكهف: ٦٤) فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنَيْهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

৩৪০০. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনু কায়েস ফাযারী মূসা (عليه السلام)-এর সাথীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিলেন। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, তিনি হলেন, খাযির। এমনি সময় উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) তাদের উভয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এবং আমার এ সাথী মূসা (عليه السلام)-এর সাথী সম্পর্কে বিতর্ক করছি, যার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মূসা (عليه السلام) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (عليه السلام) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট

জনৈক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, না। তখন মূসা (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহ্ ওয়াহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, হাঁ, আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (ﷺ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য একটি মাছ নিদর্শন হিসেবে ঠিক করে দেয়া হল এবং তাকে বলে দেয়া হল, যখন তুমি মাছটি হারাবে, তখন তুমি পিছনে ফিরে আসবে, তাহলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। আরপর মূসা (ﷺ) নদীতে মাছের পিছে পিছে চলছিলেন, এমন সময় মূসা (ﷺ)-কে তাঁর খাদিম বলে উঠল, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন। আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ তার হতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল”- (কাহফ ৬৩)। মূসা (ﷺ) বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই খোঁজ করছিলাম। অতএব তাঁরা উভয়ে পিছনে ফিরে চললেন, এবং খাযিরের সাক্ষাৎ পেলেন- (কাহফ ৬৪) তাঁদের উভয়েরই অবস্থার বর্ণনা ঠিক তাই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (৭৪) (আ.প্র. ৩১৪৯, ই.ফা. ৩১৫৮)

۳۱۰۱. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ تَوْفَا الْبَكَايَ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخِرُ فَقَالَ كَذَبَ عَذُو اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبْدٌ يَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيُّ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ وَرَبَّنَا قَالَ سُفْيَانُ أَيُّ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حَوْثًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكَتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحَوْثَ فَهُوَ ثُمَّ وَرَبَّنَا قَالَ فَهُوَ ثُمَّ وَأَخَذَ حَوْثًا فَجَعَلُهُ فِي مِكَتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَقَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الْحَوْثُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ (الكهف: ۶۱) فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحَوْثِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَبُيُومَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ ﴿قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ (الكهف: ۶۲) وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْثَ وَمَا أَتَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ (الكهف: ۶۳) فَكَانَ لِلْحَوْثِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَى ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (الكهف: ۶۴) رَجَعَا يَقْضَانِ أَثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى قَرَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنْتَ يَا أَبَازِيكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَيْتُكَ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (الكهف: ۶۷-۶۸) إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِمْرًا﴾ (الكهف: ۷۱) فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ

لَكُمْوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ تَوَلٍّ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَتَفَرَّقَ فِي الْبَحْرِ تَفَرَّةً أَوْ تَفَرَّتَيْنِ قَالَ لَهُ الْحَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بَيْنَقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَتَرَغَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقُدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ تَوَلٍّ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتَيْهِمْ فَخَرَقَتْهَا ﴿لِثَغْرِقٍ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ (الكهف: ٧١-٧٢) فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوًا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَخَذَ الْحَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ سُفْيَانٌ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقِطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا رَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ ﴿مَا يَلَا أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانٌ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقِ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرْ مَا يَلَا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّقُونَا عَمَدَتْ إِلَى حَائِطِهِمْ ﴿لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَتَبَنَّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (الكهف: ٧٨) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدَدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفْيَانٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَضْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَاوِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتُهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَحْفَظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحْفَظُهُ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ

৩৪০১. সাঈদ ইবনু জুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, নাওফল বিকালী ধারণা করছে যে, খাযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের নাবী মূসা (রাঃ) নন; নিশ্চয়ই তিনি অপর কোন মূসা। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) নাবী (রাঃ) হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার মূসা (রাঃ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমি। মূসা (রাঃ)-এর এ উত্তরে আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেননি। আল্লাহ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা (রাঃ) আরম্ভ করলেন, হে আমার রব! তাঁর নিকট পৌছতে কে আমাকে সাহায্য করবে? কখনও সুফইয়ান এভাবে বর্ণনা করেছেন, হে আমার রব! আমি তাঁর সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাৎ করব? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা একটি থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। অতঃপর মূসা (রাঃ) একটি মাছ ধরলেন

এবং থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। অতঃপর তিনি এবং তাঁর সাথী ইউশা ইব্নু নূন চলতে লাগলেন অবশেষে তাঁরা উভয়ে একটি পাথরের নিকট এসে পৌঁছে তার উপরে উভয়ে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন। এ সময় মূসা (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন আর মাছটি নড়াচড়া করতে করতে থলে হতে বের হয়ে নদীতে চলে গেল। অতঃপর সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে স্থায়ী পথ করে নিল আর আল্লাহ্ মাছটির চলার পথে পানির গতি স্তব্ধ করে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। এ সময় নাবী (ﷺ) হাতের ইঙ্গিত করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়েছিল। অতঃপর তাঁরা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন। শেষে যখন পরের দিন ভোর হল তখন মূসা (ﷺ) তাঁর যুবক সঙ্গীকে বললেন, আমার সকালের খাবার আন। আমি এ সফরে খুব ক্লান্তিবোধ করছি। বস্তুতঃ মূসা (ﷺ) যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করেছেন সে পর্যন্ত তিনি সফরে কোন ক্লান্তিই অনুভব করেননি। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির নিকট বিশ্রাম নিয়েছিলাম মাছটি চলে যাবার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে আপনার নিকট তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি নদীতে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের রাস্তা করে নিয়েছে। (রাবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা (ﷺ) তাকে বললেন, ওটাইতো সেই স্থান যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। অতঃপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন ধরে পিছনের দিকে ফিরে চললেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা দু'জনে সেই পাথরটির নিকট এসে পৌঁছলেন এবং দেখলেন সেখানে জনৈক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত হয়ে আছেন। মূসা (ﷺ) তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, এখানে সালাম কী করে এলো? তিনি বললেন, আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার নিকট এসেছি, সরল সঠিক জ্ঞানের ঐ সব কথাগুলো শিখার জন্যে যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি বললেন, হে মূসা! আমার আল্লাহ্র দেয়া কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ্ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন। আর আপনারও আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ্ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানি না। মূসা (ﷺ) বললেন, আমি কি আপনার সাথী হতে পারি? খাযির (ﷺ) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কী করে, যার রহস্য আপনার জানা নেই? মূসা (ﷺ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে একজন ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন আদেশই অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জনে রওয়ানা হয়ে নদীর তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারা খাযির (ﷺ)-কে চিনে ফেললেন এবং তারা তাঁকে তাঁর সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ছাড়াই নৌকায় তুলে নিল। তারা দু'জন যখন নৌকায় উঠলেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দু'বার নদীর পানিতে ঠোঁট ডুবাল। খাযির (ﷺ) বললেন, হে মূসা (ﷺ)! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্র জ্ঞান হতে ততটুকুও কমেনি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের দ্বারা নদীর পানি হ্রাস করেছে। অতঃপর খাযির (ﷺ) হঠাৎ একটি কুঠার নিয়ে নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেললেন, মূসা (ﷺ) অকস্মাৎ দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তক্তা খুলে ফেলেছেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, আপনি এ কী করলেন? লোকেরা আমাদের মজুরি ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি

তাদের নৌকার যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ফুটো করে দিলেন? এতো আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন। খায়ির (রাঃ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি কখনও আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না? মূসা (রাঃ) বললেন, আমি যে বিষয়টি ভুলে গেছি, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর আমার এ ব্যবহারে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসা (রাঃ)-এর পক্ষ হতে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে। অতঃপর যখন তাঁরা উভয়ে নদী পার হয়ে আসলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন সে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলছিল। খায়ির (রাঃ) তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে তার ঘাড় আলাদা করে ফেললেন। এ কথাটি বুঝানোর জন্য সুফইয়ান (রহ.) তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দ্বারা এমনভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ছিঁড়ে নিচ্ছিলেন। এতে মূসা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি অন্যায় কাজ করলেন। খায়ির (রাঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? মূসা (রাঃ) বললেন, অতঃপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। কেননা আপনার উয়র আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে। অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন শেষ অবধি তাঁরা এক জনপদে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথ্য করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তাঁরা সেখানেই একটি দেয়াল দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খায়ির (রাঃ) তা নিজের হাতে সোজা করে দিলেন। রাবী আপন হাতে এভাবে ইঙ্গিত করলেন। আর সুফইয়ান (রহ.) এমনভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে উঁচু করে দিচ্ছেন। “ঝুঁকে পড়েছে” এ কথাটি আমি সুফইয়ানকে মাত্র একবার বলতে শুনেছি। মূসা (রাঃ) বললেন, তারা এমন মানুষ যে, আমরা তাদের নিকট আসলাম, তারা আমাদেরকে না খাবার দিল, না আমাদের আতিথ্য করল আর আপনি এদের দেয়াল সোজা করতে গেলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বদলে মজুরি গ্রহণ করতে পারতেন। খায়ির (রাঃ) বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হল। তবে এখনই আমি আপনাকে জ্ঞাত করছি ওসব কথার রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। নাবী (রাঃ) বলেছেন, আমাদেরতো ইচ্ছা যে, মূসা (রাঃ) ধৈর্য ধরলে আমাদের নিকট তাঁদের আরো অনেক অধিক খবর বর্ণনা করা হতো। সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন নাবী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ মূসা (রাঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের নিকট আরো অনেক ঘটনা জানানো হতো। রাবী বলেন, ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল, সে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিত। আর সে ছেলেটি ছিল কাফির, তার পিতা-মাতা ছিলেন মুমিন। অতঃপর সুফইয়ান (রহ.) আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর (‘আমর ইব্নু দীনার) হতে দু’বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট হতেই মুখস্থ করেছি। সুফইয়ান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি ‘আমর ইব্নু দীনার (রহ.) হতে শুন্য পূর্বেই তা মুখস্থ করেছেন না অপর কোন লোকের নিকট শুনে তা মুখস্থ করেছেন? তিনি বললেন, আমি কার নিকট হতে তা মুখস্থ করতে পারি? আমি ব্যতীত আর কেউ কি এ হাদীস আমার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন? আমি তাঁর নিকট হতে শুনেছি দুইবার কি তিনবার। আর তাঁর থেকেই তা মুখস্থ করেছি। ‘আলী ইব্নু খুশরম (রহ.) সুফইয়ান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (৭৪) (আ.প্র. ৩১৫০, ই.ফা. ৩১৫৯)

৩৪০২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعِي الْحَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فُرْوَءٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ

৩৪০২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, খাযির (عليه السلام)-কে খাযির নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুকনো সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান হতে তাঁর উঠে যাবার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজ হয়ে গেল। (আ.প্র. ৩১৫১, ই.ফা. ৩১৬০)

باب : ٢٨/٦٠

৬০/২৮. অধ্যায় :

৩৪০৩. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ «وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ» (البقرة : ৫৮) فَبَدَلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ

৩৪০৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, “তোমরা দরজা দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, ‘হিত্তাতুন’ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।)” (আল-বাকারাহ : ৫৮) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বারে যেন নতজানু হতে না হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, ‘হাব্বাতুন ফী শা‘আরাতিন’ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে যবের দানা দাও।) (৪৪৭৯, ৪৬৪১) (আ.প্র. ৩১৫২, ই.ফা. ৩১৬১)

৩৪০৪. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخَلَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا سَيِّئًا لَا يَرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءَ مِنْهُ فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسْتَرُ إِلَّا مِنْ غَيْبِ جِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُذْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَّغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ غُرَبَانَا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ صَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَتَدَبًا مِنْ أَثَرِ صَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا» (الأحزاب : ٦٩)

৩৪০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসা (عليه السلام) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর ঢেকে রাখতেন। তাঁর দেহের কোন অংশ খোলা

দেখা যেত না, তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত অধিক ঢেকে রাখেন, তার একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোন দোষ আছে। হয়ত শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন মূসা (ﷺ) সম্পর্কে তারা যে অপবাদ ছড়িয়েছে তা হতে তাঁকে মুক্ত করবেন। অতঃপর একদিন নিরালায় গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরণের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন, অতঃপর গোসল করলেন, গোসল সেরে যেমনই তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। অতঃপর মূসা (ﷺ) তাঁর লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর! হে পাথর! শেষে পাথরটি বনী ইসরাঈলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌঁছল। তখন তারা মূসা (ﷺ)-কে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখল যে তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যে ভরপুর এবং তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ হতে তিনি পুরোপুরি মুক্ত। আর পাথরটি থামল, তখন মূসা (ﷺ) তাঁর কাপড় নিয়ে পরলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! এতে পাথরটিতে তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই হলো আল্লাহর এ বাণীর মর্ম : “হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসা (ﷺ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন তা হতে যা তারা রটিয়েছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট মর্যাদার অধিকারী।” (আল-আহযাব : ৬৯) (২৭৮) (আ.প্র. ৩১৫৩, ই.ফা. ৩১৬২)

৩৬০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

৩৪০৫. ‘আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদা কিছু জিনিস বণ্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এতো এমন ধরনের বণ্টন যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি। অতঃপর আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ মূসা (ﷺ)-এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন। (৩১৫০) (আ.প্র. ৩১৫৪, ই.ফা. ৩১৬৩)

২৭/৬০. بَابُ «يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ» (الأعراف : ১৩৮)

৬০/২৯. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট হাজির হয়। (আ'রাফ ১৩৮)

«مُتَّبِرٌ» خُسْرَانٌ «وَلْيَتَّبِرُوا» يَدْمِرُوا «مَا عَلَوْا» مَا غَلَبُوا

অর্থ যেন তারা ধ্বংস হয় «وَلْيَتَّبِرُوا» অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত «مَا عَلَوْا» অর্থ যা অধিকারে এনেছিল।

৩৬০৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرَعَى الْعَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا

৩৪০৬. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা এগুলোই অধিক সুস্বাদু। সহাবীগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন? তিনি বললেন, প্রত্যেক নাবীই তা চরিয়েছেন। (৫৪৫৩) (আ.প্র. ৩১৫৫, ই.ফা. ৩১৬৪)

৩০/৬০. **بَابُ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة: ৬৭) الْآيَةُ**

৬০/৩০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু যবেহ করতে আদেশ দিয়েছেন। (আল-বাকারাহ ৬৭)

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ﴿الْعَوَانُ﴾ النَّصْفُ بَيْنَ الْبَكْرِ وَالْهَرَمَةِ ﴿فَاقِعٌ﴾ صَافٍ ﴿لَا ذُلُولٌ﴾ لَمْ يُذَلِّهَا الْعَمَلُ ﴿تُنْبِئُ الْأَرْضُ﴾ لَيْسَتْ بِذُلُولٍ تُنْبِئُ الْأَرْضَ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ ﴿مُسْلَمَةٌ﴾ مِنَ الْعُيُوبِ ﴿لَا شَيْءَ﴾ بَيَاضُ ﴿صَفْرَاءُ﴾ إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ وَيُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ ﴿جَمَلَاتٌ صُفْرٌ﴾ ﴿فَادَارَأْتُمْ﴾ اخْتَلَفْتُمْ

আবুল 'আলিয়াহ (রহ.) বলেন, **الْعَوَانُ** বুড়ো ও বাছুর উভয়ের মাঝামাঝি, **فَاقِعٌ** উজ্জ্বল গাঢ়। **لَا ذُلُولٌ** অর্থ, যা কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। **تُنْبِئُ الْأَرْضُ** জমি চাষে অর্থাৎ গাভীটি এমন যা ভূমি.কর্ষণে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। **مُسْلَمَةٌ** যা সকল ক্রটি ও খুঁত হতে মুক্ত। **لَا شَيْءَ** কোন দাগ নেই। হলুদ ও সাদা বর্ণের। তুমি ইচ্ছা করলে কালোও বলতে পারো। আরও বলা হয় এর অর্থ হলুদ বর্ণের। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : **جَمَلَاتٌ صُفْرٌ** পীতবর্ণের উটসমূহ। **فَادَارَأْتُمْ**-তোমরা পরস্পর মত বিরোধ করছিলে

৩১/৬০. **بَابُ وَفَاةٍ مُوسَىٰ وَذِكْرِهِ بَعْدَ**

৬০/৩১. অধ্যায় : মুসা (عليه السلام)-এর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থার বর্ণনা।

৩৬০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَغُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْبٍ فَلَهُ بِمَا عَظَّمَتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَلَا أَنْ قَالَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُذْنِبَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً يَحْجَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ **ﷺ** لَوْ كُنْتُ نَسَمًا لَارْتِيَكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ **ﷺ** نَحْوَهُ

৩৪০৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুলকে মুসা (عليه السلام)-এর নিকট তাঁর জন্য পাঠান হয়েছিল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাঁর চোখে চপেটাঘাত

করলেন। তখন ফেরেশতা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের বদলে তাকে এক বছর করে জীবন দেয়া হবে। মূসা (ﷺ) বললেন, হে রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন, অতঃপর মৃত্যু। মূসা (ﷺ) বললেন, তাহলে এখনই হোক। (রাবী) বলেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট আরশ করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' হতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়। আবু হুরাইরাহ (رضী) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পথের ধারে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মার (রহ.)..... আবু হুরাইরাহ (رضী) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। (১৩৩৯) (আ.প্র. ৩১৫৬, ই.ফা. ৩১৬৫)

৩৬০৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اضْطَفَى مُحَمَّدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمَرَ الْمُسْلِمَ فَقَالَ لَا تُحْزِنُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَضَعِفُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيْسُقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَكَانَ فَيَمْنُ صَعَوْ قَافَا قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْثَى اللَّهَ

৩৪০৮. আবু হুরাইরাহ (رضী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুসলিম আর একজন ইয়াহুদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলিম ব্যক্তি বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তামাম জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার সময় তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহুদী লোকটিও বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসা (ﷺ)-কে তামাম জগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সহাবী সে সময় তার হাত উঠিয়ে ইয়াহুদীকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহুদী নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেল এবং ঘটনাটি জানালো যা তার ও মুসলিম সহাবীর মধ্যে ঘটেছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (ﷺ)-এর উপর বেশি মর্যাদা দিওনা। সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আর আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা (ﷺ)-কে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত অতঃপর আমার আগে তাঁর হুশ এসে গেছে? কিংবা তিনি তাদেরই একজন, যাদেরকে আল্লাহ্ বেহুশ হওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। (২৪১১) (আ.প্র. ৩১৫৭, ই.ফা. ৩১৬৬)

৩৬০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَكَ خَطِيئَتِكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اضْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَيَكْلَامُهُ ثُمَّ تَلَوْنِي عَلَى أَمْرِ فُذِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ

৩৪০৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আদাম (রাঃ) ও মূসা (রাঃ) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা (রাঃ) তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদাম যে আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত হতে বের করে দিয়েছিল। আদাম (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যলাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। অতঃপরও আপনি আমাকে এমন বিষয়ে দোষী করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদাম (রাঃ) মূসা (রাঃ)-এর ওপর বিজয়ী হন। (৪৭৩৬, ৪৭৩৮, ৬৬১৪, ৭৫১৫) (আ.প্র. ৩১৫৮, ই.ফা. ৩১৬৭)

৩৪১০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَالَ غُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَقِيلَ هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ

৩৪১০. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) আমাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সকল নাবীর উম্মাতকে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি একটি বিরাট দল দেখলাম, যা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আবৃত করে ফেলেছিল। তখন বলা হলো, ইনি হলেন মূসা (রাঃ) তাঁর কওমের মাঝে। (৫৭০৫, ৫৭৫২, ৬৪৭২, ৬৫৪১, মুসলিম ১/৯৪ হাঃ ২২০, আহমাদ ২৪৪৮) (আ.প্র. ৩১৫৯, ই.ফা. ৩১৬৮)

৩৪/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِرْعَوْنُ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (التحریم: ১১-১২)

৬০/৩২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ফির'আউনের স্ত্রী। আর সে ছিল বিনয়ী ইবাদাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আত তাহরীম ১১-১২)

৩৪১১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَلَمَلٌ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

৩৪১১. আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে 'আয়িশাহর মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর। (৩৪৩৩, ৩৭৬৯, ৫৪১৮) (আ.প্র. ৩১৬০, ই.ফা. ৩১৬৯)

৩৩/৬০. بَابُ ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ (القصص: ৭৬)

৬০/৩৩. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই কারুন ছিল মূসা (রাঃ)-এর সম্প্রদায় ভুক্ত। (আল-কাসাস ৭৬)

﴿لَتَنْوَأَنَّ لَثَقِيلَ﴾ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿أُولَى الْقُوَّةِ﴾ (القصاص : ৭৬) لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ . يُقَالُ : ﴿الْفَرِحَيْنِ﴾ الْمَرِحَيْنِ . ﴿وَيُكَأَنَّ اللَّهَ﴾ مِثْلُ : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ﴾ ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ . يَوْسَعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ .

﴿لَتَنْوَأَنَّ﴾ অর্থ অবশ্যই কষ্টসাধ্য ছিল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ﴿أُولَى الْقُوَّةِ﴾ অর্থ একদল বলবান লোকও তাঁর চাবিগুলো বহন করতে পারতো না। বলা হয় ﴿الْفَرِحَيْنِ﴾ অর্থ দাস্তিক লোকগুলো। ﴿وَيُكَأَنَّ اللَّهَ﴾ হচেছ হুইক্কান্না হুইক্কান্না এর মত, অর্থ তুমি দেখলেতো, আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা রিয়ক বেশি করে দেন, আর যাঁকে ইচ্ছা কম করে দেন....। (লুকমান ৩৭)

৩৬/৬০. باب قول الله تعالى : ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخُهُمْ شُعَيْبًا﴾ (الأعراف : ৮০, هود : ৮৬, والعنكبوت : ২৬)

৬০/৩৪. अध्याय : महान आल्लाह्‌र बाणी : मादइयानबासीदेर प्रति तादेर भाई शुआइबके पाठियेहिलाम । (आ'राफ ८६, हुद ८६ ও 'আনকাবুত ৩৬)

إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ ﴿وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف : ৮২) . وَاسْأَلِ الْعَيْرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعَيْرِ . ﴿وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَ يُقَالُ : إِذَا لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظَهْرِيًّا وَقَالَ : الظَّهْرِيُّ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ . ﴿مَكَائْتُهُمْ﴾ وَمَكَائْتُهُمْ وَاحِدٌ . ﴿يَعْنُوا﴾ : يَعْنِي شَوْأَ . ﴿يَأْتِسُ﴾ : تَحْزَنُ : ﴿أَسَى﴾ أَحْزَنُ . وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ . يَسْتَظْهِرُونَ بِهِ . قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿لَيْكَةً﴾ الْإِبْكَةُ . ﴿يَوْمَ الظَّلَّةِ﴾ (الشعراء : ১৮৭) إِظْلَالُ الْغَنَامِ : الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ .

وَسُئِلَ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِأَنَّ مَدْيَنَ একটি জনপদ। যেমন وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ অর্থ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। وَاسْأَلِ الْعَيْرَ অর্থ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। وَالْعَيْرُ - الْقَرْيَةُ অর্থ তাকাওনি। যখন কারোও কোনো প্রয়োজন পুরা না করবে, তখন বলা হয়- তুমি আমার প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখেছো। অথবা তুমি আমার প্রতি ফিরে তাকাওনি। الظَّهْرِيُّ অর্থ-তুমি তোমার সঙ্গে কোন বাহন অথবা বাসন রাখতে যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। ﴿مَكَائْتُهُمْ﴾ একই অর্থ। ﴿يَعْنُوا﴾ অর্থ জীবন যাপন। ﴿يَأْتِسُ﴾ অর্থ চিন্তিত হওয়া অসী অর্থ দুঃখিত হবো। হাসান (রহ.) বলেন, ﴿لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ অর্থ তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু সদাচারী- (হুদ ৮৭)। এখানে কাফিরেরা ঠাট্টাচ্ছিলে বলতো। আর মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ﴿يَوْمَ الظَّلَّةِ﴾ ছিল। الْإِبْكَةُ মূলতঃ لَيْكَةً অর্থ-তাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব।

৩০/৬০. باب قول الله تعالى : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (الصافات : ১৩৭-১৪২)

৬০/৩৫. अध्याय : महान आल्लाह्‌र बाणी : आर ইউनुसओ हिलेन रासूलदेर एकजन तारपर एकटि माछ ताके गिले फेलल, तखन तनि निजेके तिरस्कार करते लागलेन । (आस साफफात १३७-१४२)

قَالَ مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ. «الْمَشْحُونُ»: الْمُوَفَّرُ. «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِيحِينَ» الْآيَةُ (الصفات: ১৪৩) «فَتَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ» يَوْجُهُ الْأَرْضُ «وَهُوَ سَقِيمٌ» (الصفات: ১৪০). «وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقِطِينَ» (الصفات: ১৪৬). «مِنْ غَيْرِ ذَاتِ أَصْلٍ الدَّبَاءِ وَخَوِهِ». «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» (الصفات: ১৪৭). «فَأَمِنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» (الصفات: ১৪৮) «وَلَا تَكُنْ كَصَحْبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ» (القلم: ১৮) كَظِيمٌ وَهُوَ مَغْمُومٌ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مُذْنِبٌ অর্থ-অপরাধী الْمَشْحُونُ অর্থ-বোঝাই নৌযান। (আল্লাহর বাণী) সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী না হতেন— (আস সাফফাত ১৪৩)। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত। আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ— (আস সাফফাত ১৪৫-১৪৬)। الْعَرَاءُ অর্থ-যমীনের উপরিভাগ। يَّقِطِينَ অর্থ-কাণ্ডবিহীন তৃণলতা, যেমন লাউ গাছ ও তার সদৃশ। (মহান আল্লাহর বাণী) আমি তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি। তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম— (আস সাফফাত ১৪৭-৪৮)। (মহান আল্লাহর বাণী) অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়। আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন তিনি চিন্তায়-বিপদে আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিলেন— (কলম ৪৮)। كَظِيمٌ অর্থ-বিষাদাচ্ছন্ন।

৩৪১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ رَادَ مُسَدَّدٌ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

৩৪১২. ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি অর্থাৎ মুহাম্মদ (রাঃ) ইউনুস (রাঃ) হতে উত্তম। মুসাদ্দাদ (রহ.) অতিরিক্ত বললেন, ইউনুস ইবনু মাত্তা। (৪৬০৩, ৩৮০৪) (আ.প্র. ৩১৬১, ই.ফা. ৩১৭০)

৩৪১৩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ

৩৪১৩. ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, কারো জন্য এ কথা বলা উচিত নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবনু মাত্তা হতে উত্তম। আর নাবী (রাঃ) তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন। (৩৩৯৫) (আ.প্র. ৩১৬২, ই.ফা. ৩১৭১)

৩৪১৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْزُضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِي اضْطَقَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اضْطَقَى مُوسَى

عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرْنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيََاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى أَخَذَ بِالْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَحْوَسَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي

৩৪১৪. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহুদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বলল, না! সেই সত্তার কসম, যে মুসা (عليه السلام)-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মুসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নাবী (عليه السلام) আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন। তখন সে ইয়াহুদী লোকটি নাবী (عليه السلام)-এর নিকট গেলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকার রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অমুক ব্যক্তি কী কারণে আমার মুখে চড় মারলো? তখন নাবী (عليه السلام) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনসারী লোকটি ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন নাবী (عليه السلام) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায তা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর নাবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান ও যমীনের বাকী সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মুসা (عليه السلام) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, ত্বর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমার আগেই তাঁকে বেহুশি থেকে উঠানো হয়েছে? (২৪১১) (আ.প্র. ৩১৬৩, ই.ফা. ৩১৭২)

৩৪১৫. وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

৩৪১৫. আর আমি এ কথাও বলি না যে কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবনু মাত্তার চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। (৩৪১৬, ৪৬০৪, ৪৬৩১, ৪৮০৫)

৩৪১৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَّبِعُنِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

৩৪১৬. আবু হুরায়রা (رضি) হতে বর্ণিত। নাবী (عليه السلام) বলেন, কোন বান্দার জন্যই এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবনু মাত্তার থেকে উত্তম। (৩৪১৫, মুসলিম ৪৩/৪৩ হাঃ ২৩৭৬, আহমাদ ১০০৪৮) (আ.প্র. ৩১৬৪, ই.ফা. ৩১৭৩)

৩৪১৭. بَابُ «وَسَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حُضْرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ» (الأعراف: ১৬৩)

৬০/৩৬. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। যখন তারা শনিবার সীমালঙ্ঘন করতো। (আ'রাফ ১৬৩)

يَعْدُونَ : يَتَعَدَوْنَ يُجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا﴾ شَوَارِعَ وَيَوْمَ لَا يَنْسَبُونَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (الأعراف: ১৬৬) بَيْئُسٌ شَدِيدٌ

يَعْدُونَ অর্থ সীমালঙ্ঘন করতো। সমুদ্রের মাছগুলো শনিবার উদযাপনের দিন পানির উপর ভেসে তাদের নিকট আসতো। শُرَّعًا অর্থ পানিতে ভেসে আর যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না.... মহান আল্লাহর বাণী : خَاسِئِينَ পর্যন্ত। বয়স-ভীষণ অপদস্থ।

৩৭/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (النساء: ১৬৩, الإسراء: ৫০)

৬০/৩৭. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আমি দাউদকে ‘যাবুর’ দিয়েছি। (বনী ইসরাঈল ৫৫)

الرُّبُّ الْكُتُبِ وَاحِدَهَا زَبُورٌ زَبْرُتُ كَتَبْتُ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا لِيَجِبَالَ أَوِيَّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاللَّيْلَ الْحَدِيدَ أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ (اسبأ: ১০-১১) قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿سَبِغِي مَعَهُ﴾ ﴿وَالطَّيْرَ وَاللَّيْلَ الْحَدِيدَ﴾ ﴿أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ الدَّرُوعُ ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ الْمَسَامِيرِ وَالْحَلَقِ وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلَّلُ وَلَا يُعْظَمُ فَيَقْصِمُ. أفرغ : لا نزل. ﴿بَسْطَةً﴾ زيادة وفضلا. ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (اسبأ: ১০-১১)

الرُّبُّ কিতাবসমূহ। তার একবচনে زَبُور আর زَبْرُتُ আমি লিখেছি। আর আমি আমার পক্ষ হতে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। হে পর্বত! তাঁর সঙ্গে মিলে আমার তাসবীহ পাঠ কর। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তার সঙ্গে তাসবীহ পাঠ কর। সَابِغَاتٍ লৌহবর্মসমূহ। আর এ নির্দেশ আমি পাখীকেও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। তুমি লৌহবর্ম তৈরি করতে সঠিক পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রেখো। السَّرْدِ পেরেক ও কড়াসমূহ। পেরেক এমন ছোট করে তৈরি করো না যাতে তা ঢিলে হয়ে যায়। আর এতো বড় করোনা যাতে বর্ম ভেঙ্গে যায়। أفرغ অর্থ-অবতীর্ণ করা। بَسْطَةً অর্থ-বেশী ও সমৃদ্ধ। “আর সংকর্ম কর, নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আমি তা দেখি।” (সাবা ১০-১১)

৩৬১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَيُتَسَرَّجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪১৭. আবু হুরায়রাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, দাউদ (عليه السلام)-এর জন্য কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর পশুয়ানে গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। অতঃপর তাঁর পশুয়ানের ওপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই জীবিকা

নিবাহ করতেন। মূসা ইব্নু 'উকবাহ (রহ.)..... আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (২০৭৩) (আ.প্র. ৩১৬৫, ই.ফা. ৩১৭৪)

৩৪১৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَفُمْ وَتَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

৩৪১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে জানান হলো যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই আমি অবিরত দিনে সওম পালন করবো আর রাতে 'ইবাদাতে রত থাকবো। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি বলেছো, 'আল্লাহর শপথ! আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন দিনে সওম পালন করবো এবং রাতে 'ইবাদাতে মশগুল থাকবো। আমি আরয করলাম, আমিই তা বলেছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সওমও পালন কর, ইফতারও কর। রাতে 'ইবাদাতও কর এবং ঘুমও যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কেননা প্রতিটি নেক কাজের কমপক্ষে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সওম পালন করার সমান। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এর থেকেও অধিক সওম পালন করার ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সওম পালন কর আর দু'দিন ইফতার কর। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এ থেকেও অধিক পালন করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন সওম পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ (عليه السلام)-এর সওম পালনের নিয়ম। আর এটাই সওম পালনের উত্তম নিয়ম। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এ থেকেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এ থেকে বেশি কিছু নেই। (১১৩১) (আ.প্র. ৩১৬৬, ই.ফা. ৩১৭৫)

৩৪১৯. حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أَنْبَأْكَ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَتَفَهَّتِ النَّفْسُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

৩৪১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর ইব্নু 'আস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি জ্ঞাত হইনি যে, তুমি রাত ভর 'ইবাদাত কর এবং দিন ভর সওম পালন কর! আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি তুমি এমন কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং দেহ ক্লান্ত হয়ে যাবে। কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সওমের

সমতুল্য হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো অধিক পাই। মিসআর (রাঃ) বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, তাহলে তুমি দাউদ (সঃ)-এর নিয়মে সওম পালন কর। তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর শত্রুর মুখোমুখি হলে তিনি কখনও পালিয়ে যেতেন না। (১১৩১) (আ.প্র. ৩১৬৭, ই.ফা. ৩১৭৬)

৩৮/৭০. بَابُ أَحَبِّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﷺ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَتَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

৬০/৩৮. অধ্যায় : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সলাত দাউদ (সঃ)-এর সলাত ও সবচেয়ে পছন্দনীয় সওম দাউদ (সঃ)-এর সওম। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন।

قَالَ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا

‘আলী (ইবনু মদীনী) (রহ.) বলেন, এটাই ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর কথা যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) সর্বদা সাহরীকালে আমার নিকট নিদ্রিত থাকতেন।

৩৮২০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوَيْسٍ الثَّقَفِيِّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَتَامُ سُدُسَهُ

৩৪২০. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) আমাকে বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সওম হলো দাউদ (সঃ)-এর নিয়মে সওম পালন করা। তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সলাত হলো দাউদ (সঃ)-এর নিয়মে সলাত আদায় করা। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ সলাতে দাঁড়াতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন। (১১৩১) (আ.প্র. ৩১৬৮, ই.ফা. ৩১৭৭)

৩৯/৭০. بَابُ «وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ» إِلَى قَوْلِهِ «وَفُضِّلَ الْخُطَابُ» (ص: ১৭-১০)

৬০/৩৯ অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, যিনি ছিলেন খুব শক্তিশালী এবং যিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ফায়সালাকারীর বর্ণনা শক্তি। (সোয়াদ ১৭-২০)

قَالَ مُجَاهِدٌ الْقَهْمُ فِي الْقَضَاءِ «وَلَا تُشْطِطْ» لَا تُشْرِفُ «وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ» (ص: ২২) «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً» (ص: ২২) يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ «وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ»

فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا مِثْلُ ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (آل عمران: ২৭) غَلَبَنِي صَارَ أَعَزَّ مِنِّي أَعَزُّهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزًا فِي ﴿الْخُطَابِ﴾ يَقَالُ الْمَحَاوَرَةُ ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نُعْجِهِ﴾ (ص: ২৫) ﴿وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ الشُّرَكَاءِ لَيَنِغِي﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَتَمَّا فَتَنَاهُ﴾ (ص: ২৫) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اخْتَبَرَنَاهُ وَقَرَأَ عَمْرُ فَتَنَاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رُكْعًا وَأَنبَ﴾ (ص: ২৫)

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, فَضَّلَ الْخُطَابِ অর্থ বিচার-ফায়সালার সঠিক জ্ঞান। অবিচার করা হবে না। (আল্লাহর বাণী) আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, তার আছে নিরানব্বইটি দুশ্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুশ্বা। নَعْجَةُ মহিলা এবং বকরী উভয়কে বলা হয়ে থাকে- সে বলে আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও। এ বাক্য زَكَرِيَّا-এর মত অর্থাৎ যাকারিয়া তার যিম্মায় মারইয়ামকে নিয়ে নিলেন। وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। عَزَّنِي অর্থ আমার উপর সে প্রবল হয়েছে। আমার চেয়ে সে প্রবল। أَعَزُّهُ অর্থ তাকে আমি প্রবল করে দিলাম। خُطَابِ অর্থ কথা-বাক্যালাপ। (আল্লাহর বাণী) দাউদ বললেন : এ ব্যক্তি তোমার দুশ্বাটিকে তার দুশ্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবশ্যই যুল্ম করেছে। আর অধিকাংশ শরীকেরাই একে অন্যের উপর অন্যায় আচরণ করে থাকে- (সোয়াদ ২৪)। فَتَنَاهُ অর্থ শরীকগণ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ পরীক্ষা করলাম। 'উমার (রাঃ) শব্দে تَاء হরফে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। (আল্লাহর বাণী) অতএব তিনি তার রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিযুক্তি হলেন। (সোয়াদ ২৪)

৩৫২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَسَجُدُ فِي صَفَرٍ فَقَرَأَ ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (الأنعام: ৮৫) حَتَّى أَتَى ﴿فِيهِدَاهُمْ أَفْتِدَةً﴾ (آل عمران: ৯০) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ

৩৪২১. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি সূরা ছোয়াদ পাঠ করে সাজ্জাদহ করবো? তখন তিনি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, হতে তোমাদের নাবী (সাঃ) ঐ সব মহান ব্যক্তিদের একজন, যাদেরকে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (৬ : ৮৪-৯০) (৪৬৩২, ৪৮০৬, ৪৮০৭) (আ.প্র. ৩১৬৯, ই.ফা. ৩১৭১)

৩৫২২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا

৩৪২২. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা ছোয়াদের সিজদা একান্ত জরুরী নয়। কিন্তু আমি নাবী (সাঃ)-কে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। (১০৬৯) (আ.প্র. ৩১৭০, ই.ফা. ৩১৭৯)

৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬০/৪০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (স: ৩০)

আর আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল অতি উত্তম বান্দা। তিনি তো ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (সোয়াদ ৩০)

الرَّاجِعُ الْمُنِيبُ وَقَوْلُهُ ﴿وَهَبَ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (স: ৩০) وَقَوْلُهُ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ (البقرة: ১০২) ﴿وَلَسَلَيْنَا الرِّيحَ عُذُوهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا﴾ (স: ১২) ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ (স: ১২) أَذْنَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ ﴿وَمِنَ الْحِجْنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿مِنَ تَحَارِيْبٍ﴾ (স: ১২) قَالَ مُجَاهِدٌ بَنِيَانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ ﴿وَتَمَائِيْلُ﴾ ﴿وَرَجْفَانِ كَالْجَوَابِ﴾ (স: ১২) كَالْحَيَاضِ لِلْإِبِلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ ﴿وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ﴾ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ﴿الشُّكُورُ﴾ (স: ১২) ﴿فَلَمَّا فَصَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ﴾ الْأَرْضُ الْأَرْضَةُ ﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ عَصَا ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ فِي الْعَذَابِ ﴿الْمُهِنِ﴾ (س: ১২-১৩) ﴿حُبَّ الْحَبْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (স: ২২) ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ﴾ (স: ২৩) وَالْأَعْنَاقِ يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْحَيْلِ وَغَرَاقِيْبَهَا ﴿الْأَصْفَادُ﴾ الْوَتَائِي قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الصَّافِنَاتُ﴾ صَفَنَ الْفَرَسَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونُ عَلَىٰ ظَرْفِ الْخَافِرِ ﴿الْحَيَادُ﴾ السَّرَاعُ ﴿جَسَدًا﴾ شَيْطَانًا ﴿رُخَاءً﴾ طَيِّبَةً ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ حَيْثُ شَاءَ فَاَمْنُنْ أَعْطِ ﴿يَغْيِرُ حِسَابٍ﴾ يَغْيِرُ حَرْجَ

أَوَّابٌ অর্থ গোনাহ হতে ফিরে যে আল্লাহ অভিমুখী হয়। মহান আল্লাহর বাণী : তিনি প্রার্থনা করলেন : হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে যেন না জোটে- (সোয়াদ ৩৫)। মহান আল্লাহর বাণী : তারা তা অনুসরণ করল যা শয়তানরা আবৃত্তি করত সুলাইমানের রাজত্বকালে- (আল-বাকারাহ ১০২) মহান আল্লাহর বাণী : আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করে দিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য বিগলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। অর্থ বিগলিত করে দিলাম عَيْنَ الْقِطْرِ অর্থ লোহার প্রস্রবণ-আর কতক জ্বিন তাঁর রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করে, তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আশ্বাদন করাব। জ্বিনেরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ তৈরি করত। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَحَارِيْبُ অর্থ বড় বড় দালানের তুলনায় ছোট ইমারত-ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তুত করতো, আর হাউজ সদৃশ বৃহদাকার রান্না করার পাত্র তৈরি করতো- যেমন উটের জন্য হাওম

থাকে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, যেমন যমীনে গর্ত থাকে। আর তৈরি বিশাল বিশাল ডেকচি যা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। হে দাউদের পরিবার! আমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ কর। আর আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পই শুকুর গুয়ারী করে— (সাবা ১২-১৩)। لَا دَابَّةَ الْأَرْضِ إِلَّا كَبَلٌ مَاتِرٍ পোকা অর্থাৎ উই পোকা যা তার (সুলায়মানের) লাঠি খেতেছিল। مَنَسَاتُهُ তার লাঠি। যখন সে (সুলায়মান) পড়ে গেল....লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে— (সাবা ১৪) মহান আল্লাহর বাণী : সম্পদের মোহে আমার রবের স্মরণ থেকে-আয়াতাতংশে عَنْ مَنَ مَثَحًا - অর্থ তিনি (সুলায়মান আ) ঘোড়াগুলোর গদানসমূহ ও তাদের হাঁটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। الْأَصْفَادُ অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তাদের হাঁটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। الْأَصْفَادُ অর্থ, দৌড়ের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াসমূহ। এ অর্থ صَفَنَ الْفَرَسُ হতে গৃহীত। ঘোড়া যখন দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এক পা উঠিয়ে অন্য পায়ের খুরার উপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন এ বাক্য বলা হয়। فَاَمْنُ دَانٍ كَرِّمٌ حَيْثُ أَصَابَ - উত্তম জসদা - رُخَاءُ شَيْتَانِ جَسَدًا - অর্থ দ্রুতগামী, الْحَيَادُ অর্থ নির্দিধায়। (সদ ৩১-৩৮)

৩৪২৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيَّتًا مِنَ الْحَيِّ ثَقَلَتْ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَذْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْزِعْنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (ص: ১০) فَردَذْتُه حَاسِيًا عِفْرِيَّتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ مِثْلَ زَيْنَبَةَ جَمَاعَتِهَا الرِّبَانِيَّةُ

৩৪২৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার সলাতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে ধরলাম এবং মাসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখার ইচ্ছে করলাম, যাতে তোমরা সবাই স্বচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (রাঃ)-এর এ দু'আটি আমার মনে পড়লো। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে যেন না জোটে— (সোয়াদ ৩৫)। অতঃপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং লাঞ্চিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন কিংবা মানুষের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফরীত বলা হয়। ইফরীত ও ইফরীয়াতুন যিবনীয়াতুন-এর মত এক বচন, যার বহু বচন যাবানিয়াতুন। (৪৬১) (আ.প্র. ৩১৭১, ই.ফা. ৩১৮০)

৩৪২৪. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَعِينَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَا ظُفْرَ لِلْبَيْلَةِ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ قَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَاقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ يَسْعَيْنَ وَهُوَ أَصْح

৩৪২৪. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, সুলায়মান ইবনু দাউদ (রাঃ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী

যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইনশা আল্লাহ্। কিন্তু তিনি মুখে তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভধারণ করলেন না। সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন যার এক অঙ্গ ছিল না। নাবী (ﷺ) বললেন, তিনি যদি 'ইনশা আল্লাহ্' মুখে বলতেন, তাহলে আল্লাহর পথে জিহাদ করতো। শু'আয়ব এবং ইবনু আবু যিনাদ (রহ.) এখানে নব্বই জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক। (২৮১৯, মুসলিম ২৭/৫ হাঃ ১৬৫৪, আহমাদ ৭১৪) আ.প্র. ৩১৭২, ই.ফা. ৩১৮১)

৩৪২০- حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى فُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ

৩৪২৫. আবু যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মাসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত তফাৎ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের) (অতঃপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সলাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সলাত আদায় করে নিবে। কারণ, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ। (৩৩৬৬) (আ.প্র. ৩১৭৩, ই.ফা. ৩১৮২)

৩৪২৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثْنِي وَمِثْلُ النَّاسِ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْقَرَأُشَ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ

৩৪২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের দৃষ্টান্ত হলো এমন যেমন কোন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং পোকামাকড় ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। (৬৪৮৩, মুসলিম ৪৩/৬ হাঃ ২২৮৪, আহমাদ ৮১২৩) (ই.ফা. ৩১৮৩ প্রথমংশ)

৩৪২৭- وَقَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّئْبُ فَذَهَبَ بَابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بَابْنِكَ وَقَالَتِ الْآخَرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بَابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اثْنُونِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمَدْيَةَ

৩৪২৭. আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সঙ্গের একজন মহিলা বললো, “তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে।” অন্য মহিলাটি বললো, “না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।” অতঃপর উভয় মহিলাই দাউদ (عليه السلام)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন

৩৪২৯. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) ^(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের দ্বারা কলুষিত করেনি। তখন তা

মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? তখন নাবী (ﷺ) বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুলুমের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শুনি লুকমান তাঁর ছেলেকে নাসীহাত দেয়ার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, “হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শিরক এক মহা যুলুম। (৩২) (আ.প্র. ৩১৭৬, ই.ফা. ৩১৮৫)

৬০/৮১. **بَابُ «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ» الْآيَةِ (س: ١٣) «فَعَزَّزْنَا»**

৬০/৮২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আপনি তাদের কাছে এক জনপদের সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে কয়েকজন রাসূল এসেছিলেন। (ইয়াসীন ১৩)

قَالَ مُحَمَّدٌ شَدَّدْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ

মুজাহিদ(রহ.) বলেন, **فَعَزَّزْنَا** অর্থ আমি শক্তিশালী করলাম। আর ইব্নু ‘আব্বাস (রা.) বলেন, **طَائِرُكُمْ** অর্থ তোমাদের বিপদসমূহ।

৬০/৮৩. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى**

৬০/৮৩. অধ্যায় : আল্লাহর বাণী :

«ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا» إِلَى قَوْلِهِ «لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا» (مريم: ১-২)

এ হল আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ যা তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমি এ নামে কারও নামকরণ করিনি। (মারইয়াম ২-৭)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلًا يُقَالُ «رَضِيًّا» مَرْضِيًّا «عَتِيًّا» عَصِيًّا عَتَا يَعْتُو

«قَالَ رَبِّ أَلَيْ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا» إِلَى قَوْلِهِ «ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا» وَيُقَالُ صَحِيحًا «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا» (مريم: ১০-১১) «فَأَوْحَى فَأَشَارَ» يَبْحِي خِذَ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ إِلَى قَوْلِهِ «وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيًّا» «خَفِيًّا» لَطِيفًا «عَاقِرًا» الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ

ইব্নু ‘আব্বাস (রা.) বলেন, **سَمِيًّا** অর্থ-সমতুল্য। তেমন বলা হয় **رَضِيًّا** অর্থ পছন্দনীয়। **عَتِيًّا** অর্থ **عَصِيًّا** অর্থাৎ অবাধ্য **عَتَا يَعْتُو** থেকে গৃহীত। যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা? আর আমিও তো বার্ধক্যের চূড়ান্তে পৌঁছেছি। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হলো তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না।

অতঃপর তিনি মিহরাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের নিকট আসলেন, আর ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পড়তে বললেন। فَأَوْحَىٰ অর্থ, অতঃপর তিনি ইশারা করে বললেন। (আল্লাহ বললেন,) হে ইয়াহুইয়া! এ কিতাব শক্তভাবে ধারণ কর। যে দিন তিনি জীবিত পুনরুত্থিত হবেন— (মারইয়াম ২-১৫)। حَفِيًّا لَطِيفًا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতিশয় অনুগ্রহশীল। عَاقِرًا (বক্ষ্যা) শব্দটি পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

۳৪৩۰. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَبَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

৩৪৩০. মালিক ইবনু সা'সা'আহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সাহাবাগণের নিকট মিরাজের রাত্রির বর্ণনায় বলেছেন, তারপর তিনি আমাকে নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হলো কে? বললেন, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন হলো। আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো। তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? উত্তর দিলেন হাঁ, অতঃপর আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সেখানে ইয়াহুইয়া ও 'ঈসা (عليه السلام)-কে দেখলাম। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। জিব্রাইল বললেন, এঁরা হলেন, ইয়াহুইয়া এবং 'ঈসা (عليه السلام)। তাদেরকে সালাম করুন। তখন আমি সালাম দিলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নাবীর প্রতি মারহাবা। (৩২০৭) (আ.প্র. ৩১৭৭, ই.ফা. ৩১৮৬)

৬০/৬১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৪৪/৬০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (মريم: ১৬) ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ﴾ (আল عمران: ১০) ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (আল عمران: ৩৩) ﴿إِلَى قَوْلِهِ﴾ ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (আল عمران: ৩৩)

আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা। যখন তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজন হতে পৃথক হলেন.....। (মারইয়াম ১৬) মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে তোমাকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। (আলু ইমরান ৪৫) মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ আদাম (عليه السلام), নূহ (عليه السلام) ও ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছেন.....বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। (আলু ইমরান ৩৩-৩৭)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَلْ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْ عِمْرَانَ وَأَلْ يَاسِينَ وَأَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَقُولُ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ (আল عمران : ৬৮) وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا صَغُرُوا آلُ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْأَصْلِ قَالُوا أَهْلُ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলু-ইমরান অর্থাৎ মু'মিনগণ। যেমন, আলু-ইব্রাহীম, আলু ইয়াসীন এবং আলু মুহাম্মাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : সমস্ত মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের সব থেকে ঘনিষ্ঠ হলো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন মু'মিনগণ। آل এর মূল হলো أَهْل আর أَهْل কে ছোট অর্থে করা হলে তা أَهْل হয়।

۳۴۳۱. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرِيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (আল عمران : ৩৬)

৩৪৩১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদাম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিংকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (ﷺ)-এর ব্যতিক্রম। অতঃপর আবু হুরাইরাহ বলেন, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (৩২৮৬, মুসলিম ৪৩/৪০ হাঃ ২৩৬৬, আহমাদ ৭১৮৫) (আ.প্র. ৩১৭৮, ই.ফা. ৩১৮৭)

৬০/৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾

৬০/৪৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর যখন ফেরেশতামণ্ডলী বলল, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন।

﴿وَإِذْ قَالَتِ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَمْرَيْمُ اقْنِيتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (আল عمران : ৪২) يُقَالُ يَكْفُلُ يَكْفُلُ يَكْفُلُ كَفَلَهَا صَمَهَا مُحَقَّقَةً لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهَهَا

আর যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্দে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদেও সাথে সাজদাহ ও রুকু কর। এ

হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদেও কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদেও কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (আলু ইমরান ৪২-৪৪)

বলা হয় يَكْفُلُ অর্থ يَضُمُّ অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে নেয়া। অর্থ স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিল। লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, ঝগ-করয়ের দায়িত্ব গ্রহণও এ ধরনের কিছু নয়।

৩৪২২- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ

৩৪৩২. 'আলী (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রাঃ)। (৩৮১৫, মুসলিম ৪৪/১২ হাঃ ২৪৩০) (আ.প্র. ৩১৭৯, ই.ফা. ৩১৮৮)

৬৭/৬০. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى

৬০/৪৬ অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران : ৪০-৪১)

﴿يُبَشِّرُكِ﴾ وَ يُبَشِّرُكِ وَاحِدٌ ﴿وَجِيئَهَا﴾ شَرِيفًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَسِيحُ الصِّدِّيقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْكَهْلُ الْحَلِيمُ ﴿وَالْأَكْمَةُ﴾ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَدُ أَعْمَى

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে তোমাকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়াম ...হও অমনি তা হয়ে যায়।" (আলু ইমরান ৪৫)

يُبَشِّرُكِ আর يُبَشِّرُكِ উভয়ের একই অর্থ। وَجِيئَهَا অর্থ সম্মানিত আর ইব্রাহীম (রহ.) বলেন, মাসীহ শব্দের অর্থ সিদ্দীক। মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, الْكَهْلُ অর্থ الْحَلِيمُ অর্থ, সহনশীল আর الْأَكْمَةُ অর্থ হলো, রাতকানা যে দিনে দেখে আর রাতে দেখতে পায় না। অন্যেরা বলেন, যে অন্ধ হয়ে জন্মেছে (সে হলো الْأَكْمَةُ)।

৩৪২৩. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَّلَ عَائِشَةُ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضَلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَّ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ.

৩৪৩৩. আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, সকল নারীর উপর 'আয়িশাহর মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্যের উপর সারীদের মর্যাদা। পুরুষদের

মধ্যে অনেকেই পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া ছাড়া কেউ পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারেনি। (৩৪১১) (আ.প্র. ৩১৮০ প্রথমাংশ, ই.ফা. ৩১৮৯ প্রথমাংশ)

৩৪১১. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرٌ نِسَاءَ رَكْبَتِ الْإِبِلِ أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرَ كَبْ مَرِيَمَ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ تَابَعَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৩৪৩৪. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারইয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি। ইবনু আখী যুহরী ও ইসহাক কালবী (রহ.) যুহরী (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৫০৮২, ৫৩৬৫, মুসলিম ৪৪/৪৯ হাঃ ২৫২৭, আহমাদ ৭৬৫৪) (আ.প্র. ৩১৮০ শেষাংশ, ই.ফা. ৩১৮৯ শেষাংশ)

৬০/৭৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬০/৪৭. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّتَهُمَا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء : ১৭১)

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ «كَلِمَتُهُ» كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ «وَرُوحٌ» مِنْهُ أَحْيَاةٌ فَجَعَلَهُ رُوحًا «وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً»

“হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না.....অভিভাবক হিসেবে।” (আন-নিসা ১৭১)

আবু উবাইদাহ (রহ.) বলেন আল্লাহর কَلِمَتُهُ হচ্ছে “হও, অমনি তা হয়ে যায়। আর অন্যরা বলেন وَرُوحٌ مِنْهُ অর্থ তাকে আয়ু দান করলেন তাই তাকে وَرُوحٌ নাম দিলেন। وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً তোমরা তিন ইলাহ বল না।

৩৪২০. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْحُجَّةُ حَقٌّ وَالتَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ

৩৪৩৫. 'উবাদাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রসূল আর নিশ্চয়ই 'ঈসা (عليه السلام) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর সেই কালিমায যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে একটি রুহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার 'আমল যাই হোক না কেন। ওয়ালীদ (রহ.)...জুনাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত হাদীসে জুনাদাহ অতিরিক্ত বলেছেন যে, জান্নাতে আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে। (মুসলিম ১/১০ হাঃ ২৮, আহমাদ ২২৭৩৮) (আ.প্র. ৩১৮১, ই.ফা. ৩১৯০)

৬৮/১৮. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾

৬০/৪৮. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হলো। (মারইয়াম ১৬)

﴿نَبَذْنَاهُ﴾ أَلْقَيْنَاهُ اغْتَرَلَتْ شَرْقِيًّا مِمَّا بِلَى الشَّرْقِ ﴿فَأَجَاءَهَا﴾ أَنْعَلْتُ مِنْ جِثَّتِ وَيُقَالُ أَلْجَأَهَا اضْطَرَّهَا ﴿تَسَافُطَ﴾ تَسَفُطَ ﴿قَصِيًّا﴾ قَاصِيًّا قَرِيًّا عَظِيمًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿نِسِيًّا﴾ لَمْ أَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسِيُّ الْحَفِيْزُ وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ عَلِمْتُ مَرْيَمَ أَنَّ النَّفْيَ دُونُ نَهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ ﴿إِنْ كُنْتُ نَفِيًّا﴾ (مريم: ١٨) قَالَ وَكَيْفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ ﴿سَرِيًّا﴾ نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسَّرْيَانِيَّةِ

শব্দটি শব্দটি শব্দ থেকে, যার অর্থ পূর্বদিকে। শব্দটি জِثَّتُ হতে এর রূপে হয়েছে। এঁর স্থলে অঁর ও বলা হয়েছে যার অর্থ হবে তাকে অধীর করে তুললো। তَسَافُطَ শব্দটি এর অর্থ দেবে। قَاصِيًّا শব্দটি قَصِيًّا এর অর্থ ব্যবহৃত। قَرِيًّا অর্থ বিশাল। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, نِسِيًّا অর্থ আমার অস্তিত্ব না থাকে। অন্যরা বলেছেন, النَّسِيُّ অর্থ তুচ্ছ, ঘৃণিত। আবু ওয়াইল (রহ.) বলেছেন, মারিয়ামের উক্তি نَفِيًّا এর অর্থ যদি তুমি জ্ঞানী হও। ওকী' (রহ.)...বলেন, বারআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। سَرِيًّا শব্দটির অর্থ সিরীয় ভাষায় ছোট নদী।

২৬২৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عَيْسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّيَ جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أَجِيبِيهَا أَوْ أَصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُنِثُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمَوْتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَةٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوا فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنِ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبِيِّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّبَهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ دُوْ شَارَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ

فَتَرَكَ نَذِيهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّايِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَذِيهَا يَمْصُهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْصُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مَرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ نَذِيهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّايِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَّارَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتَ زَنْبِيَّتٍ وَلَمْ تَفْعَلْ

৩৪৩৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (عليه السلام), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হতো। একদা 'ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সলাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার 'ইবাদাতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার 'ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ উযু সেয়ে 'ইবাদাত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার 'ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। (তৃতীয় জন) বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাতছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমি যেন নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি। (১২০৬, মুসলিম ৪৫/২ হাঃ ২৫৫০, আহমাদ ১০০৪৮) (আ.প্র. ৩১৮২, ই.ফা. ৩১৯১)

২৫৩৭- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَتَعَنَّتْهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَةٍ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَتَعَنَّتْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رُبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَغْنِي الْحَمَامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِي هُدَيْتَ الْفِظْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِظْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

৩৪৩৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি মূসা (عليه السلام)-এর দেখা পেয়েছি। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) মূসা (عليه السلام)-এর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মূসা (عليه السلام) একজন দীর্ঘদেহধারী, মাথায় কৌকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি 'ঈসা (عليه السلام)-এর দেখা পেয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারা বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি এই মাত্র হাম্মামখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্রাহীম (عليه السلام)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে আমিই তার অধিক সদৃশ। নাবী (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের বাটিটি গ্রহণ করলাম আর তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন! আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। (৩৩৯৪) (আ.প্র. ৩১৮৩, ই.ফা. ৩১৯২)

۳۴۳۸. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ غَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَأَدَمُ جَسِيمٌ سَبُطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الرُّطْ

৩৪৩৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি 'ঈসা (عليه السلام), মূসা (عليه السلام) ও ইব্রাহীম (عليه السلام)-কে দেখেছি। 'ঈসা (عليه السلام) গৌর বর্ণ, সোজা চুল এবং প্রশস্ত বুকবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা (عليه السلام) বাদামী রঙের ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল কৌকড়ানো যেন 'যুত' গোত্রের একজন মানুষ। (আ.প্র. ৩১৮৪, ই.ফা. ৩১৯৩)

۳۴۳۹. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيَّ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَةُ طَافِيَةٍ

৩৪৩৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ টেঁড়া নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু টেঁড়া। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। (৩০৫৭) (ই.ফা. ৩১৯৪ প্রথমংশ)

۳۴۴۰. وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدَمٌ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجُلٌ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِأَيْنِ قَطْنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجُلٍ يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَالَ تَابِعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ

৩৪৪০. আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার নিকট দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও অধিক সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তাঁর দু'স্বন্ধ পর্যন্ত বুলছিল। তার মাথা হতে পানি

ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের স্কন্ধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইবনু মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কৌকড়ানো, ডান চক্ষু টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল। (৩৪৪১, ৫৯০২, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৮, মুসলিম ১/৭৫ হাঃ ১৬৯, আহমাদ ৪৯৪৮) (আ.প্র. ৩১৮৫, ই.ফা. ৩১৯৪ শেষাংশ)

৩৪৪১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَعِيسَى أَحْمَرُ وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يَهْرَأُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِثُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَغْوَرُ عَيْنَيْهِ الْيَمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَةً طَافِيَةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ هَلَكَ فِي الْحَاجِلِيَّةِ

৩৪৪১. সালিম (رضي الله عنه)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাহর শপথ! নাবী (ﷺ) এ কথা বলেননি যে 'ঈসা (ﷺ) লাল বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রঙের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরছে অথবা বলেছেন, তার মাথা হতে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক ওদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক লোক তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কৌকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলা আঙ্গুরের মত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইবনু কাতানের সঙ্গে তার বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। যুহরী (রহ.) তার বর্ণনায় বলেন, ইবনু কাতান খুয়াআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, সে জাহিলীয়াতের যুগেই মারা গেছে। (৩৪৪০) (আ.প্র. ৩১৮৬, ই.ফা. ৩১৯৫)

৩৪৪২. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عِلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

৩৪৪২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র 'ঈসার অধিক ঘনিষ্ঠ। আর নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিয় ভাই। আমার ও তার মাঝখানে কোন নাবী নেই। (৩৪৪৩, মুসলিম ৪৩/৪০ হাঃ ২৩৬৫, আহমাদ ৮২৫৫) (আ.প্র. ৩১৮৭, ই.ফা. ৩১৯৬)

৩৪৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ جَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِخْوَةٌ لِعِلَاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৪৪৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে 'ঈসা ইবনু মারিয়ামের ঘনিষ্ঠতম। নাবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রিয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দীন হল এক। (৩৪৪২) (আ.প্র. ৩১৮৮, ই.ফা. ৩১৯৭)

ইব্রাহীম ইবনু তাহমান (রহ.).... আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন।

৩৪৪৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, 'ঈসা (عليه السلام) এক লোককে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে বলল, কক্ষণও নয়। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তখন 'ঈসা (عليه السلام) বললেন, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'চোখ অবিশ্বাস করলাম। (মুসলিম ৪৩/৪০ হাঃ ২৩৬৮, আহমাদ ৮১৬০) (আ.প্র. ৩১৮৯, ই.ফা. ৩১৯৮)

৩৪৪৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি 'উমার (رضي الله عنه)-কে মিস্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন 'ঈসা মারইয়াম (عليه السلام) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (২৪৬২) (আ.প্র. ৩১৯০, ই.ফা. ৩১৯৯)

৩৪৪৬. আবু মূসা আল-আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন যদি কোন লোক তার দাসীকে শিষ্টাচার শিখায় এবং তা উত্তমভাবে শিখায় এবং তাকে দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় অতঃপর তাকে মুক্ত করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ 'ঈসা (عليه السلام)-এর উপর ঈমান আনে অতঃপর আমার প্রতিও

ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার রবকে ভয় করে এবং তার মনিবদের মান্য করে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। (৯৭) (আ.প্র. ৩১৯১, ই.ফা. ৩২০০)

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ الثُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْشَرُونَ حُفَاةَ غُرَاةٍ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء : ١٠٤) فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالِهِ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ قَارَعْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدة : ١١٧) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْقُرْبَرِيُّ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمْ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৩৪৪৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা হাশরের ময়দানে নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার অঙ্গীকার। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব- (আল-আম্বিয়া ১০৪)। অতঃপর সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হবে, তিনি হলেন ইব্রাহীম (রাঃ)। অতঃপর আমার সহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে (জান্নাতে) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী। তখন বলা হবে আপনি তাদের হতে বিদায় নেয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন আমি এমন কথা বলব, যা বলেছিল, নেককার বান্দা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (রাঃ)। তার উক্তিটি হলো এ আয়াতঃ আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের সংরক্ষণকারী ছিলেন। আর আপনি তো সব কিছুর উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমতাধর ও প্রজ্ঞাময়- (আল-মায়িদাহ : ১১৭)। কাবীসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব মুরতাদ যারা আবু বাকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বাকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। (৩৩৪৯) (আ.প্র. ৩১৯২, ই.ফা. ৩২০১)

৬০/৪৯. অধ্যায় : মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (রাঃ)-এর অবতরণ।

৬৭/৬০. بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

৩৬৬৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ

حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ
السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (النساء: ১০৭)

৩৪৪৮. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (রাঃ)' শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পার : “কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (রাঃ))-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।” (আন-নিসা : ১৫৯) (২২২২) (আ.প্র. ৩১৯৩, ই.ফা. ৩২০২)

৩৪৪৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারিয়াম পুত্র 'ঈসা (রাঃ)' অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।’ (২২২২, মুসলিম ১/১৭ হাঃ ১৫৫, আহমাদ ৭৬৮৪) (আ.প্র. ৩১৯৪, ই.ফা. ৩২০৩)

‘উকাইল ও আওয়া’ঈ হাদীস বর্ণনায় এর অনুসরণ করেছেন।

৫০/৬০. بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

৬০/৫০. অধ্যায় : বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৫০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ قَالَ قَالَ
عُقْبَةُ بْنُ غَمْرٍو لِحَدِيقَةَ أَلَا تَحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ
مَاءٌ وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسَ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ
مِنْكُمْ فَلْيَقْعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذَابٌ بَارِدٌ

৩৪৫০. ‘উক্বাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হুরাইফাহ (রাঃ)-কে বললেন, আপনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের নিকট বর্ণনা করবেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে

১ অর্থাৎ তোমরা যেমন কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী তেমনি তোমাদের নেতা ‘ঈসা (আঃ)ও এ দু’এর অনুসরণে সব কিছু পরিচালনা করবেন।

আগুনের মত দেখবে তা হবে মূলতঃ ঠাণ্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠাণ্ডা পানির মত দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে বাঁপিয়ে পড়ে যাকে সে আগুনের মত দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি। (৭১৩০) (ই.ফা. ৩২০৪ প্রথমাংশ)

৩৪৫০। قَالَ حَدِيثُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايُعِ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَارِيَهُمْ فَأَنْظُرَ الْمُوسِرَ وَاتَّجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

৩৪৫১. হযায়ফাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি ছিল। তার নিকট ফেরেশতা তার জান কব্জ করার জন্য এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হলো, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা করতাম। আদায় না করতে পারলে আমি সচ্ছল লোককে সময় দিতাম আর অভাবী লোককে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। (২০৭৭) (ই.ফা. ৩২০৪ মধ্যমাংশ)

৩৪৫২. فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَتَسَّ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتٌ فَاجْتَمِعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَاْمْتَحِشْتُ فَخَذُّوْهَا فَاطْحَنُوْهَا ثُمَّ انْظُرُوْا يَوْمًا رَاحًا فَادْرُوْهُ فِي النَّيْمِ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ عَقِبَةُ بْنُ عَمْرِو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَكَانَ نَبَاشًا

৩৪৫২. হযায়ফাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হাযির হল। যখন সে জীবন হতে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিজনকে ওসীয়াত করল, আমি যখন মরে যাব তখন আমার জন্য অনেকগুলো কাষ্ঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোশত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাড় পর্যন্ত পৌছে যাবে আর আমার হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে, তখন তোমরা তা পিষে ফেলবে। অতঃপর যেদিন দেখবে খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলোকে উড়িয়ে দেবে। তার স্বজনেরা তাই করল। অতঃপর আল্লাহ সে সব একত্র করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ তুমি কেন করলে? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উক্বাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে ঐ ব্যক্তি ছিল কাফন চোর। (৩৪৭৯, ৬৪৮০, মুসলিম ৫২/২০ হাঃ ২৯৩৫, আহমাদ ২৩৩৩৯) (আ.প্র. ৩১৯৫, ই.ফা. ৩২০৪ শেষাংশ)

৩৪৫৩-৩৪৫৪. حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مَعْمَرُ بْنُ نُؤُسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طِفْقَ يَطْرَحُ خِمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَا صَنَعُوا

৩৪৫৩-৩৪৫৪. 'খায়িশাহ ও ইব্নু 'আব্বাস (রাযিআল্লাহু 'আনহুম) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল তখন তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলের উপর তাঁর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। অতঃপর যখন খারাপ লাগল, তখন তাঁর চেহারা হতে তা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিষাপ। তারা তাদের নাবীগণের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করেছে তা হতে নাবী (ﷺ) মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন। (৪৩৫, ৪৩৬) (আ.প্র. ৩১৯৬, ই.ফা. ৩২০৫)

৩৪৫০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَيْنَعَةَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ أُعْظَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

৩৪৫৫. আবু হাযিম (রাযিআল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবৎ আবু হুরাইরাহ (রাযিআল্লাহু 'আনহু)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, বানী ইসরাঈলের নাবীগণ তাঁদের উম্মাতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নাবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নাবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নাবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ্ হবে। সহাবগণ আরয় করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঐ সকল বিষয়ে যে সবার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। (মুসলিম ২২/১০ হাঃ ১৮৪২) (আ.প্র. ৩১৯৭, ই.ফা. ৩২০৬)

৩৪৫৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ شِرَارًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكَوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكَتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

৩৪৫৬. আবু সাঈদ (রাযিআল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পস্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিষতে বিষতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বলছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, তবে আর কার কথা? (৭৩২০) (আ.প্র. ৩১৯৮, ই.ফা. ৩২০৭)

৩৪৫৭. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ ذَكَّرُوا النَّارَ وَالنَّافُوسَ فَذَكَّرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ

৩৪৫৭. আনাস (রাযিআল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা আগুন জ্বালানো এবং ঘণ্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। তখনই তাঁরা ইয়াহুদী ও নাসারার কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বিলাল (রাযিআল্লাহু 'আনহু)-

কে আযানের শব্দগুলো দু' দু' বার করে এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলতে নির্দেশ দেয়া হল। (৬০৩) (আ.প্র. ৩১৯৯, ই.ফা. ৩২০৮)

৩১৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدُهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ

৩৪৫৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, তিনি কোমরে হাত রাখাকে অপছন্দ করতেন। আর বলতেন, ইয়াহুদীরা এমন করে। শু'বা (রহ.) আ'মাশ (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় সুফইয়ান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (আ.প্র. ৩২০০, ই.ফা. ৩২০৯)

৩১৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجْلُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الْأَمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ فَعَمِلْتُ الْيَهُودَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ فَعَمِلْتُ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ أَلَا فَانْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيَرَاتٍ قِيَرَاتٍ أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَعَصَبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلَ عَطَاءً قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَّلِي أُعْطِيَهُ مَنْ شِئْتُ

৩৪৫৯. ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের ও পূর্বের যেসব উম্মাত অতীত হয়ে গেছে তাদের অনুপাতে তোমাদের অবস্থান হলো 'আসরের সলাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহুদী নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের^১ বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহুদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। অতঃপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সে দুপুর হতে আসর সলাত পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সলাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি আবার বলল, কে এমন আছে, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। এতে ইয়াহুদী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম অধিক আর মজুরি পেলাম কম। আল্লাহ্ বললেন, আমি কি তোমার পাওনা হতে কিছু যুলুম বা কম করেছি? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, এটা হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তা দান করে থাকি। (৫৫৭) (আ.প্র. ৩২০১, ই.ফা. ৩২১০)

^১ কিরাত হল তৎকালীন মুদ্রা বিশেষের নাম।

৩৪৬০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ   يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ   قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاغُوهَا تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ   عَنِ النَّبِيِّ  

৩৪৬০. ইবনু 'আব্বাস (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (ؓ) বলেন, আল্লাহ্ অমুক লোককে ধ্বংস করুক! সে কি জানে না যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লানত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগল। জাবির ও আবু হুরাইরাহ (ؓ) নাবী (ﷺ) হাদীস বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস (ؓ)-এর অনুসরণ করেছেন। (২২২৩) (আ.প্র. ৩২০২, ই.ফা. ৩২১১)

৩৪৬১. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ   قَالَ يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

৩৪৬১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (ؓ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার কথা পৌছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল। (আ.প্র. ৩২০৩, ই.ফা. ৩২১২)

৩৪৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ   قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَضْبَعُونَ بِخَالِفِهِمْ

৩৪৬২. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কাজ কর। (৫৮৯৯, মুসলিম ৩৭/২৫ হাঃ ২১০৩, আহমাদ ৭২৭৮) (আ.প্র. ৩২০৪, ই.ফা. ৩২১৩)

৩৪৬৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْنِي أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعٌ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادِرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرِمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

৩৪৬৩. হাসান (বসরী) (রহ.) বলেন, জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ (ؓ) বসরার এক মাসজিদে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। সে দিন হতে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুনদুব (রহ.) নাবী (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল, তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার হতে অগ্রগামী হল। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম। (১৩৬৪) (আ.প্র. ৩২০৫, ই.ফা. ৩২১৪)

৫১/৬০. بَابُ حَدِيثِ أُبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

৬০/৫১. অধ্যায় : বানী ইসরাঈলের শ্বেতওয়ালা, টাকওয়ালা ও অন্ধের হাদীস।

৩১৬৭. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ح

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أُبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتَّبِلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأُبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ أَنَّ حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكٌّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الْأُبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ ثَاقَةً عَشْرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبَ عَنِّي هَذَا قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَردَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْعَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَانْتَبِجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَاِدٌ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَاِدٌ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَاِدٌ مِنْ غَنَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأُبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ فِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحَقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَغْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أُبْرَصَ يَفْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَايِرٍ عَنْ كَايِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَايِرًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا فَردَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَايِرًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنٌ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ فِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَردَّ اللَّهُ بَصْرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي فُحْذُ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ إِلَهُ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

৩৪৬৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, বানী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেত রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরশতা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা টাকওয়ালার নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কী জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার হতে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হল। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'গরু'। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন। এবং ফেরেশতা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ্ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নাবী (ﷺ) বললেন, তখন ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত ফিরিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। অতঃপর ঐ ফেরেশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপায় নেই। আমি তোমার নিকট ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায়িত্ব রয়েছে। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ হতে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। অতঃপর ফেরেশতা মাথায় টাকওয়ালার নিকট তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তেমনই বললেন, যেসকল তিনি শ্বেত রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতরোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ চাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। সে বলল, প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম। আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফেরেশতা

বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়া হল মাত্র। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (৬৬৫৩, মুসলিম ৫৩/আওয়ালুল কিতাব হাঃ ২৯৬৪) (আ.প্র. ৩২০৬, ই.ফা. ৩২১৫)

৫২/৬০. **بَابُ (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ) (الكهف: ১)**

৬০/৫২. **অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? (আত্ তাওবাহ ১৮)**

﴿الْكَهْفُ﴾ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ ﴿وَالرَّقِيمُ﴾ الْكِتَابُ مَرْقُومٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرِّقْمِ ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (الكهف: ১৬) أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ﴿شَطَطًا﴾ إِفْرَاطًا ﴿الْوَصِيدُ﴾ الْفَنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَائِدٌ وَوُصْدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤَصَّدٌ مُطَبَقَةٌ أَصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾ أَخْيَيْنَاهُمْ ﴿أَزْكَى﴾ أَكْثَرَ رَيْعًا ﴿فَضْرَبَ اللَّهُ عَلَى أَذَانِهِمْ﴾ فَنَامُوا ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ (الكهف: ১৭) لَمْ يَسْتَيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ

কিতাব মরুফুম শব্দটি হতে উদ্ভূত, অর্থ লিপিবদ্ধ। এর অর্থ, তাদের অন্তরে আমি (ধৈর্যের) প্রেরণা দিয়েছি। যদি আমি তার অন্তরে সহনশীলতার প্রেরণা প্রদান না করতাম। وَوُصْدٌ এবং وَصَائِدٌ এর বহুবচন। এটা একবচন। এর বহুবচন। অতিশয় অতিরিক্ত। الْوَصِيدُ গুহার পাড়। এটা একবচন। এর বহুবচন। এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। أَصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ আমি তাদেরকে জীবিত করলাম। أَزْكَى পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য। অতঃপর আল্লাহ তাদের কানে ছাপ মেরে দিলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লো। رَجْمًا بِالْغَيْبِ যা স্পষ্ট হলো না। আর মুজাহিদ (রহ.) বলেন। تَقْرِضُهُمْ তাদেরকে পাশ কেটে যায়।

৫৩/৬০. **بَابُ حَدِيثِ الْغَارِ**

৬০/৫৩. **অধ্যায় : গুহার ঘটনা।**

۳۴۶۵. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفِرُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوْزَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصَّدُوقُ فَلَيْدَغُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أُرُرٍ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَيُّ عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ ااغْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ فَسَفِّهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أُرُرٍ فَقُلْتُ لَهُ ااغْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ آتِيَهُمَا كُلَّ لَيْلَةٍ يَلْنِي عَنِّي لِي

فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِمَا لَيْلَةٌ فَجِئْتُ وَفَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاعَوْنَ مِنَ الْجُوعِ فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ
أَبَوَايَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعُهُمَا فَيَسْتَكِنَا لِشَرِّبَتِيهِمَا فَلَمْ أَرْزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ
فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيَّنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَّجَ عَنَّا فَاَنْسَاخَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى
السَّمَاءِ فَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةٌ عَمَّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَيَّنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ
نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمَكَّنْتَنِي مِنْ
نَفْسِهَا فَلَمَّا فَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُ الْحَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ
فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيَّنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَّجَ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَفَرَّجُوا

৩৪৬৫. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগের যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তাঁরা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বললেন, বন্ধুগণ আল্লাহর কসম! এখন সত্য ব্যতীত কিছুই তোমাদেরকে রেহাই করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা দরকার, যে সম্পর্কে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা আছে। তখন তাদের একজন দু'আ করলেন- হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এঁক ফারাক' চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করার ইচ্ছা করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হল, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। সেই মজদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার আপনার নিকট মাত্র এক 'ফারাক' চালই পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি কেনা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের হতে সরিয়ে দিন। তখন তাদের নিকট হতে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের নিকট যেতাম। এক রাতে তাদের নিকট যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। অতঃপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাদেরকে ঘুম হতে জাগানটি আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়েই দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই আমি ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। আপনি জানেন যে, এ কাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই আমাদের হতে সরিয়ে দিন। অতঃপর পাথরটি তাদের হতে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবেচেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে বাসনা করছিলাম। কিন্তু সে একশ' দীনার প্রদান ছাড়া ঐ কাজে রাযী হতে চাইল না।

আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। অতঃপর কথিত মুদ্রাসহ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার জন্য অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ে মাঝে বসে পড়লাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরুকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ সরে পড়লাম ও স্বর্ণমুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করেছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দিন। আল্লাহ সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল। (২২১৫) (আ.প্র. ৩২০৭, ই.ফা. ৩২১৬)

: ০৫/৬০. باب :

৬০/৫৪. অধ্যায় :

৩৬৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِثْ ابْنِي حَتَّى يَكُونُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْعَذْيِ وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ ابْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَزْنِي وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ

৩৪৬৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করচ্ছিল। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এই ঘোড়সওয়ারের মত না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না। তখন কোলের শিশুটি বলে উঠলো- হে আল্লাহ! আমাকে ঐ ঘোড়সওয়ারের মত করো না, এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে লেগে গেল। অতঃপর একজন মহিলাকে কতিপয় লোক অপমানজনকভাবে বিদ্রূপ করতে করতে টেনে নিয়ে চলছিল। ঐ মহিলাকে দেখে বাচ্চার মা বলে উঠল- হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে ঐ মহিলার মত করো না। বাচ্চাটি বলে উঠল, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ মহিলার মত কর। নাবী (ﷺ) বলেন, ঐ ঘোড়সওয়ার কাফির ছিল। আর ঐ মহিলাকে লক্ষ্য করে লোকজন বলছিল, তুই ব্যাভিচারিণী, সে বলছিল হাস্‌বি আল্লাহ-আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। তারা বলছিল তুই চোর আর সে বলছিল আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। (১২০৬) (আ.প্র. ৩২০৮, ই.ফা. ৩২১৭)

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ثَلَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَمَا كُلُّبٌ يُطِيفُ بِرَكْبَةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَقَعِرَ لَهَا بِهِ

৩৪৬৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন যে, একবার একটি কুকুর এক কূপের চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং অত্যন্ত পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর কাছে পৌঁছেছিল। তখন বানী ইসরাঈলের ব্যাভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ে মোজা দিয়ে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন (৩৩২১, মুসলিম ৩৯/৪১ হাঃ ২২৪৫) (আ.প্র. ৩২০৯, ই.ফা. ৩২২৮)

৩৮৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَنَّاوَلُ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ وَكَانَتْ فِي يَدَيَّ حَرَسِي فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

৩৮৬৮. হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফইয়ান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার হাজ্জ পালনের বছর মিশরে নববীতে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের কাছ থেকে মহিলাদের একগুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ? আমি নাবী (ﷺ)-কে এ রকম পরচুলা ব্যবহার হতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বানী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ ধরনের পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করে। (৩৮৮৮, ৫৯৩২, ৫৯৩৮, মুসলিম ৩৭/৩৩ হাঃ ২১২৭) (আ.প্র. ৩২১০, ই.ফা. ৩২১৯)

৩৮৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

৩৮৬৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পূর্বের উম্মাতগণের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হবেন। (৩৮৮৯) (আ.প্র. ৩২১১, ই.ফা. ৩২২০)

৩৮৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ الثَّاقِبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ ثَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَادْرِكْهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي وَقَالَ قَيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَعَفِرَ لَهُ

৩৮৭০. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, বানী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছিল। অতঃপর বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবাহ কবুল হবার আশা আছে কি? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল। অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বন্ধুদেহ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশতামণ্ডলী তার রুহকে নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন— তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে আছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হল। (মুসলিম ৪৯/৮ হাঃ ২৭৬৬, আহমাদ ১১১৫৪) (আ.প্র. ৩২১২, ই.ফা. ৩২২১)

৩৪৭১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوءُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا
 فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نَخْلُقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكْلَمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو
 بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَانَهُ اسْتَنْقَذَهَا
 مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِشْعَرٍ عَنْ
 سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

৩৪৭১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) ফাজরের সলাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক লোক একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদশ্রবণে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে? নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এবং আবু বাকর ও উমার তা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার থেকে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ব্যতীত তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এবং আবু বাকর ও উমার তা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। 'আলী ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত।.... আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (২৩২৪) (আ.প্র. ৩২১৩, ই.ফা. ৩২২২)

৩৪৭২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا دَهَبٌ
 فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ دَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ الدَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي
 لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَكُ قَالَ أَحَدُهُمَا
 لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْصَحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

৩৪৭২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, এক লোক অপর লোক হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরিদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বেচে দিয়েছি। অতঃপর তারা উভয়েই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অন্য লোকটি বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে

কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং বাকী অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। (২৩৬৫, মুসলিম ৩০/১১ হাঃ ১৭২১, আহমাদ ৮১৯৮) (আ.প্র. ৩২১৪, ই.ফা. ৩২২৩)

৩৪৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِرِ وَعَنْ أَبِي التَّضَرِّمِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ أَسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونَ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو التَّضَرِّمِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ

৩৪৭৩. সায়াদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে প্লেগ সম্বন্ধে কী শুনেছেন? উসামাহ (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়েছিল অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান হতে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ে না। (মুসলিম ৩৯/৩২ হাঃ ২২১৮) (আ.প্র. ৩২১৫, ই.ফা. ৩২২৪)

আবু নযর (রহ.) বলেন, পলায়নের লক্ষ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য কারণে যেতে পার, তাতে বাধা নেই। (৫৭২৮, ৬৯৭৪)

৩৪৭৪. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْقَرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

৩৪৭৪. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আযাব। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের উপর তা রহমত করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে তাহলে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে। (৫৭৩৪, ৬৬১৯) (আ.প্র. ৩২১৬, ই.ফা. ৩২২৫)

৩৪৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

৩৪৭৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর প্রিয়তম উসামা বিন যায়িদ (রাঃ) এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নাবী (রাঃ) বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমাজ্ঞনকারিণীর সাজা মাওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে খুত্বায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমাহ চুরি করত তাহলে আমি তার অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (২৬৪৮, মুসলিম ২৯/২ হাঃ ১৬৮৮) (আ.প্র. ৩২১৭, ই.ফা. ৩২২৬)

৩৪৭৬. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزَّيَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهَلَالِيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (রাঃ) قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ (ﷺ) فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ كَلَّا كَمَا تَحْسِنُ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا

৩৪৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক লোককে কুরআনের একটি আয়াত পড়তে শুনলাম যা নাবী (রাঃ) হতে আমার শোনা তিলাওয়াতের বিপরীত। আমি তাকে নিয়ে নাবী (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললাম, তখন তাঁর চেহারায়াস অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমরা দু'জনেই ভাল ও সুন্দর পড়েছ। তবে তোমরা মতবিরোধ করো না। তোমাদের আগের লোকেরা মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (২৪১০) (আ.প্র. ৩২১৮, ই.ফা. ৩২২৭)

৩৪৭৭. حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) يَخْرُجُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبُهُ قَوْمُهُ فَأَدْمُوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৩৪৭৭. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নাবী (রাঃ)-কে দেখছি যখন তিনি একজন নাবী (রাঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাকে প্রহার করে রক্তারক্তি করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না। (৬৯২৯, মুসলিম ৩২/৩৭ হাঃ ১৭৯২, আহমাদ ৩৬১১) (আ.প্র. ৩২১৯, ই.ফা. ৩২২৮)

৩৪৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (রাঃ) عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَعَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِبَيْنِهِ لَمَّا حَضَرَ أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرٌ أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَتَّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ تَخَافُكَ فَتَلْقَاهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ)

৩৪৭৮. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের আগের এক লোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে জড় করে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্‌র রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয (রহ.).....আবু সাঈদ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। (৬৪৮১, ৭৫০৮, মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ ২৭৫৭, আহমাদ ১১৬৬৪) (আ.প্র. ৩২২০, ই.ফা. ৩২২৯)

৩৪৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحَذِيفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا أَيْسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطْبًا كَثِيرًا ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَحُذُّوْهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاجٍ فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ خَشِيتُكَ فَغَفَرَ لَهُ قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي يَوْمٍ رَاجٍ

৩৪৭৯. হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, এক লোকের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন হতে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও। অতঃপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 'উকবাহ (রহ.) বলেন, আর আমিও তাঁকে [হুযাইফাহ (رضي الله عنه)]-কে বলতে শুনেছি।

'আবদুল মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَاجٍ فِي يَوْمٍ اَرْتَفَعَتْ فِيهِ بَارِقَاتُ رَبِّكَ فِي يَوْمٍ رَاجٍ অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাসের দিনে। (৩৪৫২) (আ.প্র. ৩২২১, ই.ফা. ৩২৩০)

৩৪৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِقَتَا: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

৩৪৮০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, পূর্বযুগে কোন এক লোক ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন গরীবের নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দিও। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নাবী (ﷺ) বলেন, যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (২০৭৮) (আ.প্র. ৩২২২, ই.ফা. ৩২৩১)

৩৪৮১- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَخْرِقُونِي ثُمَّ اظْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشِيتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَافْتُكَ يَا رَبِّ

৩৪৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক লোক তার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে ছাই করে নিও এবং প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠিনতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মওত হল, তার সঙ্গে সে ভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ যমীনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে জমা করে দাও। যমীন তা করে দিল। ঐ ব্যক্তি তখনই দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে, প্রতিপালক তোমার ভয়। অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য নাবী حَدَّثَنِيكَ স্থলে خَشِيتُكَ বলেছেন। (৭৫০৬, মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ ২৭৫৬) (আ.প্র. ৩২২৩, ই.ফা. ৩২৩২)

৩৪৮২- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَشْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَشْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ

৩৪৮২. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানা-পিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত। (আ.প্র. ৩২২৪, ই.ফা. ৩২৩৩)

৩৪৮৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاَفْعَلْ مَا شِئْتَ

৩৪৮৩. আবু মাস‘উদ ‘উকবাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আশিয়া-এ-কিরামের উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি হল, “যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর।” (৩৪৮৪, ৬১২০) (আ.প্র. ৩২২৫, ই.ফা. ৩২৩৪)

৩৪৮৪- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ جَرَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৩৪৮৪. আবু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রথম যুগের আশিয়া-এ-কিরামের উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, “যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তাহলে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর।” (৩৪৮৩) (আ.প্র. ৩২২৬, ই.ফা. ৩২৩৫)

৩৪৮৫. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخَيْلَاءِ حُسْفٍ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

৩৪৮৫. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সাথে লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এই অবস্থায় তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে। ‘আবদুর রহমান ইবনু খালিদ (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৭৫৯০) (আ.প্র. ৩২২৭, ই.ফা. ৩২৩৬)

৩৪৮৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ كُلِّ أُمَّةٍ أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْثِنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَعَدَا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عِدِّ لِلنَّصَارَى

৩৪৮৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সবশেষে হলেও কিয়ামত দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু, অন্যান্য উম্মাতগণকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর এ সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে। তা ইয়াহুদীদের মনোনীত শনিবার, খ্রিস্টানদের মনোনীত রবিবার। (২৩৮)

৩৪৮৭. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

৩৪৮৭. প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন গোসল করা কর্তব্য। (৮৯৭) (আ.প্র. ৩২২৮, ই.ফা. ৩২৩৭)

৩৪৮৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا فَحَطَبْنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَاءُ الزُّوَرِ يَعْنِي الْوَصَالَ فِي الشَّعَرِ تَابِعَهُ عُثْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

৩৪৮৮. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন মু‘আবিয়া ইবনু আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) মাদীনায় সর্বশেষ আগমন করেন, তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুত্বা প্রদানকালে একগুচ্ছ পরচুলা বের করে বলেন, ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। নাবী (ﷺ) এ কাজকে মিথ্যা প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পরচুলা। গুনদর (রহ.) শু‘বা (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় আদাম (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৪৬৮) (আ.প্র. ৩২২৯, ই.ফা. ৩২৩৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৬১. كِتَابُ الْمَنَاقِبِ

পর্ব (৬১) : মর্যাদা ও গুণাবলী

১/৬১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

৬১/১. অধ্যায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ» (الحجرات : ১৩) وَقَوْلِهِ «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» (النساء : ১) وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ الشُّعُوبِ النَّسَبِ الْبَعِيدِ وَالْقَبَائِلِ ذُوْنَ ذَلِكَ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে। (আল-হজুরাত ১৩) আল্লাহর বাণী : তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন— (আন-নিসা ১)। এবং জাহিলীয়াত আমলের কথা-বার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। الشُّعُوبِ পূর্বতন বড় বংশ এবং الْقَبَائِلِ এর চেয়ে ছোট বংশ।

৩৪৮৯. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَرْبُودَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» (الحجرات : ১৩) قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ

৩৪৮৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত الشُّعُوبُ অর্থ বড় গোত্র এবং الْقَبَائِلُ অর্থ ছোট গোত্র। (আ.প্র., ই.ফা. ৩২৩৯)

৩৪৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُؤْسَفُ نَبِيُّ اللَّهِ

৩৪৯০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে? নাবী (ﷺ) বলেন, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু, সে-

ই অধিক সম্মানিত। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ধরনের কথা জিজ্ঞেস করিনি। নাবী (ﷺ) বললেন, তাহলে আল্লাহর নাবী ইউসুফ (عليه السلام)। (৩৩৪৯) (আ.প্র. ৩২৩০, ই.ফা. ৩২৪০)

৩৬৭১. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كَلْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فِيمَنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ

৩৪৯১. কুলায়েব ইবনু ওয়ায়িল (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর তত্ত্বাবধানে পালিতা আবু সালমার কন্যা যায়নাবকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলুন, নাবী (ﷺ) কি মুযার গোত্রের ছিলেন? তিনি বললেন, বনু নযর ইবনু কিনানা উদ্ভূত গোত্র মুযার ব্যতীত আর কোন্ গোত্র হতে হবেন? এবং মুযার গোত্র নাযর ইবনু কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল। (৩৪৯২) (আ.প্র. ৩২৩১, ই.ফা. ৩২৪১)

৩৬৭২. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كَلْبُ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُظْهَرَهَا زَيْنَبُ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَةِ وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرْنِي النَّبِيَّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فِيمَنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ

৩৪৯২. কুলায়ব বলেন, নাবী (ﷺ)-এর তত্ত্বাবধানে পালিতা কন্যা বলেন : আর আমার ধারণা তিনি হলেন যায়নাব। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কদুর বাওশ, সবুজ মাটির পাত্র মুকাইয়ার ও মুযাফফাত (আলকাতরা লাগানো পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কুলায়ব বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলেন তো দেখি নাবী (ﷺ) কোন গোত্রের ছিলেন? তিনি কি মুযার গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, নাবী (ﷺ) মুযার গোত্র ব্যতীত আর কোন গোত্রের হবেন? আর মুযার নাযর ইবনু কিনানার বংশধর ছিল। (আ.প্র. ৩২৩২, ই.ফা. ৩২৪২)

৩৬৭৩. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحْدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَتَحْدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً

৩৪৯৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মানুষকে খণির মত পাবে। আইয়্যামে জাহিলীয়াতের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম। যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে আর তোমরা শাসন ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনাসক্ত। (৩৪৯৬, ৩৫৮৮) (ই.ফা. ৩২৪৩)

৩৬৭৪. وَتَحْدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ

৩৪৯৪. আর মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সঙ্গে এক ভাবে কথা বলে, অপর দলের সঙ্গে আরেকভাবে কথা বলে। (৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ৪৪/৪৮ হাঃ ২৫২৬, আহমাদ ১০৭৯৫) (আ.প্র. ৩২৩৩, ই.ফা. ৩২৪৩ শেষাংশ)

৩৬৯০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ أَنَّ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعَ لِكَافِرِهِمْ

৩৪৯৫. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদের এবং কাফিররা তাদের কাফিরদের অনুগত। (ই.ফা. ৩২৪৪ প্রথমংশ)

৩৬৯৬. وَالنَّاسُ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ

৩৪৯৬. আর মানব সমাজ খণির মত। জাহিলী যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম

যদি তারা দীনী ইল্ম অর্জন করে। তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে ঐ লোককেই সবচেয়ে উত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে। (৩৪৯৩, মুসলিম ৩৩/১ হাঃ ১৮১৮, আহমাদ ৯১৪৩) (আ.প্র. ৩২৩৪, ই.ফা. ৩২৪৪ শেষাংশ)

৩৬৯৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ ظَاوُسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا ۖ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ۖ (الشُّوْرِي : ২৩) قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

لَمْ يَكُنْ بَظُلٍّ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَتَزَلَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَصَلُّوا قَرَابَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

৩৪৯৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এ আয়াতের প্রসঙ্গে রাবী তাউস(রহ.) বলেন যে, সাযিদ ইবনু জুবায়র (রাঃ) বলেন, কুরবা শব্দ দ্বারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট আত্মীয়কে বুঝান হয়েছে। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরাইশের এমন কোন শাখা-গোত্র নেই যাদের সঙ্গে নাবী (ﷺ)-এর আত্মীয়তার বন্ধন ছিল না। আয়াতটি তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার প্রতি খেয়াল রাখ। (৪৮১৮) (আ.প্র. ৩২৩৫, ই.ফা. ৩২৪৫)

৩৬৯৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتْ الْفِتْنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءِ وَغَلِظَ الْقُلُوبُ فِي الْقَدَادِينِ أَهْلُ الْوَبَرِ

عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةٍ وَمَضَرَ

৩৪৯৮. আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, এই পূর্বদিক হতে ফিতনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। নির্মমতা ও অন্তরের কাঠিন্য উট ও গরু নিয়ে ব্যস্ত লোকদের মধ্যে। পশু-মী তাঁবুর অধিবাসীরা রাবী 'আ ও মুযার গোত্রের যারা উট ও গরুর পিছনে চিৎকার করে (হাঁকায়), তাদের মধ্যেই রয়েছে নির্মমতা ও কঠোরতা। (৩৩০২) (আ.প্র. ৩২৩৬, ই.ফা. ৩২৪৬)

৩৬৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْفَخْرُ وَالْحَيْلَاءُ فِي الْقَدَادِينِ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ وَالْإِيمَانُ

يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ الْيَمَنَ لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكُفَّةِ وَالشَّامُ لِأَنَّهَا عَنْ بَسَارِ الْكُفَّةِ
وَالْمَشَاقِمَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرَى الشُّؤْمَى وَالْجَانِبُ الْأَيْسَرُ الْأَشْأَمُ

৩৪৯৯. আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, গর্ব-অহংকার পশমের তৈরি তাঁবুতে বসবাসকারী যারা (উট-গরু হাঁকানোর সময় চিৎকার করে) তাদের মধ্যে الْمَشَاقِمَةُ অর্থ বাম দিক, বাম হাতকে الشُّؤْمَى এবং বাম দিককে أَشْأَمُ বলা হয়। আর শান্তভাব রয়েছে বকরী পালকদের মধ্যে। ঈমানের দৃশ্যতা এবং হিক্মাত ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইয়ামান নাম দেয়া হয়েছে যেহেতু তা কা'বা ঘরের ডানদিকে (দক্ষিণ) অবস্থিত এবং শাম (সিরিয়া) কা'বা ঘরের বাম (উত্তর) দিকে অবস্থিত বিধায় তার শাম নাম দেয়া হয়েছে। (৩৩০১) (আ.প্র. ৩২৩৭, ই.ফা. ৩২৪৭)

২/৬১. بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

৬১/২. অধ্যায় : কুরাইশদের মর্যাদা ও গুণাবলী

৩৫০০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ
بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ
مِنْ قَحْطَانَ فَعَصَبَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا
مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُولَئِكَ جَهَالُكُمْ
فَأَيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا
يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّةُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

৩৫০০. মুহাম্মাদ ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত'ঈম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (رضি)-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌঁছলো যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (رضি) বর্ণনা করেন, শীঘ্রই কাহতান বংশীয় জনৈক বাদশাহর আগমন ঘটবে। এতদশ্রবণে মু'আবিয়াহ (رضি) ক্রুদ্ধ হয়ে খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতেও বর্ণিত হয়নি। এরাই মু'খ, এদের হতে সাবধান থাক এবং এমন কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা ধারণাকারীকে বিপথগামী করে। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যত দিন তারা দীন কায়েমে লেগে থাকবে তত দিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধোঃমুখে নিক্ষেপ করবেন। (৭১৩৯) (আ.প্র. ৩২৩৮, ই.ফা. ৩২৪৮)

৩৫০১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا غَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

৩৫০১. ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে। (৭১৪০, মুসলিম ৩৩/১ হাঃ ১৮২০, আহমাদ ২০৯৭৬) (আ.প্র. ৩২৪০, ই.ফা. ৩২৪৯)

৩৫০২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

৩৫০২. জুবায়র ইবনু মুত'ঈম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইবনু আফ্ফান (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দরবারে হাযির হলাম। 'উসমান (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি মুত্তালিবের সন্তানদেরকে দান করলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ তারা ও আমরা আপনার বংশগতভাবে সম স্তরের। নাবী (ﷺ) বললেন, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব এক ও অভিন্ন। (৩১৪০) (আ.প্র. ৩২৪১ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩২৫০ প্রথমংশ)

৩৫০৩. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أَنَابِسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرْقَى شَيْءٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৫০৩. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়র (رضي الله عنه) বনু যুহরার কতিপয় লোকের সঙ্গে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকটে হাযির হলেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়াদ্র ছিলেন। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা ছিল। (৩৫০৫, ৬০৭৩) (আ.প্র. ৩২৪১ শেষাংশ, ই.ফা. ৩২৫০ শেষাংশ)

৩৫০৪. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْتَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

৩৫০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই। (৩৫১২, মুসলিম ৪৪/৪৭ হাঃ ২৫২০) (আ.প্র. ৩২৩৯, ই.ফা. ৩২৫০)

৩৫০৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيْؤْخَذُ عَلَى

يَدِّي عَلَى نَذْرٍ إِنْ كَلَّمْتُهُ فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرَجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَخْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً فَأَمْتَنَتْ فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ وَالْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَأَفْتَحْنَا الْحِجَابَ فَعَلَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنْي جَعَلْتُ حِينَ خَلَفْتُ عَمَلًا أَغْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ

৩৫০৫. 'উরওয়াহ ইবনু যুবাযর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (রহ.) নাবী (ﷺ) ও আবু বাকর (রাঃ)-এর পর 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট সকল লোকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল লোকদের মধ্যে 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর প্রতি সবচেয়ে অধিক সদাচারী ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে রিয়ক হিসেবে যা কিছু আসত তা জমা না রেখে সদাকাহ করে দিতেন। এতে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (রাঃ) বললেন, অধিক দান খয়রাত করা হতে তাকে বারণ করা উচিত। তখন 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে দান করা হতে বারণ করা হবে? আমি যদি তার সঙ্গে কথা বলি, তাহলে আমাকে কাফফারা দিতে হবে এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (রাঃ) তাঁর নিকট কুরাইশের কিছু লোক, বিশেষভাবে নাবী (ﷺ)-এর মাতৃবংশের কিছু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। তবুও তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা হতে বিরত থাকলেন (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর মাতৃবংশ বনী যুহরার কতক বিশিষ্ট লোক যাদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবনু আস্ওয়াদ এবং মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) ছিলেন তারা বললেন, আমরা যখন 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন। পরে ইবনু যুবাযর (রাঃ) কাফফারা আদায়ের জন্য তার নিকট দশটি ক্রীতদাস পাঠিয়ে দিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তিনি বরাবর আযাদ করতে থাকলেন। এমন কি তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমি যখন কোন কাজ করার কসম করি, তখন আমার এরা দাঁ থাকে যে আমি যেন সে কাজটা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাই এবং তিনি আরো বলেন, আমি যখন কোন কাজ করার কসম করি তা যথাযথ পূরণের ইচ্ছা রাখি। (৩৫০৩) (আ.প্র. ৩২৪২, ই.ফা. ৩২৫২)

৩/৬১. بَابُ نَزْلِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

৬১/৩. অধ্যায় : কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩৫০৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَتَسَخَّوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْثَلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَارْتَبِعُوا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ

৩৫০৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উসমান (রাঃ), যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (রাঃ), সাঈদ ইবনুল 'আস (রাঃ) 'আবদুর রাহমান ইবনু হারিস (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন।

তারা সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। 'উসমান (রাঃ) কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়দ ইব্নু সাবিত (রাঃ) এবং তোমাদের মধ্যে কোন শব্দে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ কর। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তারা তা-ই করলেন। (৪৯৮৪, ৪৯৮৭) (আ.প্র. ৩২৪৩, ই.ফা. ৩২৫৩)

৬/১. بَابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ

৬১/৪. অধ্যায় : ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাইল (রাঃ)-এর সঙ্গে;

مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَثْرَوَيْنِ غَامِرٍ مِنْ خُرَاعَةَ

তার মধ্যে আসলাম ইব্নু আফসা ইব্নু হারিসাহ ইব্নু 'আমর ইব্নু 'আমির ও খুয়া'আহ গোত্রের অন্তর্গত।

৩০০৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ۖ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمٍ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ ازْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ مَا لَهُمْ قَالُوا وَكَيْفَ تَرَى وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ ازْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ

৩৫০৭. সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আসলাম গোত্রের কিছু লোক বাজারের নিকটে প্রতিযোগিতামূলক তীর নিক্ষেপের চর্চা করছিল। এমন সময় নাবী (রাঃ) বের হলেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, হে ইসমাইল (রাঃ)-এর বংশধর। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতাও তীর নিক্ষেপে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং আমি তোমাদের অমুক দলের পক্ষে রয়েছি। তখন একটি পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বললেন, নাবী (রাঃ) বললেন, তোমাদের কী হল? তারা বলল, আপনি অমুক পক্ষে থাকলে আমরা কী করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি? নাবী (রাঃ) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের উভয় দলের সাথে আছি। (২৮৯৯) (আ.প্র. ৩২৪৪, ই.ফা. ৩২৫৪)

৫/১. بَابُ

৬১/৫. অধ্যায় :

৩০০৮-بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ۖ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَمْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

৩৫০৮. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, কোন লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহর কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সঙ্গে বংশ সম্পর্কিত দাবী করল যে বংশের সঙ্গে তার কোন বংশ সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (৬০৩৫, মুসলিম ১/২৭ হাঃ ৬১, আহমাদ ২১৫২১) (আ.প্র. ৩২৪৫, ই.ফা. ৩২৫৫)

৩০০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَائِلَةَ بِنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ

৩৫০৯. ওয়াইলাহ ইবনু আসকা' (رضي الله عنه) বলেন যে নাবী (ﷺ) বলেছেন, কোন লোকের এমন লোককে পিতা বলে দাবি করা যে তার পিতা নয় এবং প্রকৃতই যা দেখেনি তা দেখার দাবি করা এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা নিঃসন্দেহে বড় মিথ্যা। (আ.প্র. ৩২৪৬, ই.ফা. ৩২৫৬)

৩০১০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَهْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبْعَةٍ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْمَرْقَبِ

৩৫১০. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ গোত্রটি রাবী'আহ বংশের। আমাদের এবং আপনার মধ্যে দু'য়ার গোত্রের কাফিররা বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা সম্মানিত চার মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার নিকট হাযির হতে পারি না। খুবই ভাল হতো যদি আপনি আমাদেরকে এমন কিছু আদেশ দিয়ে দিতেন যা আপনার নিকট হতে গ্রহণ করে আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদের পৌঁছে দিতাম। নাবী (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি। (এক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, (দুই) সলাত কায়িম করা, (তিন) যাকাত আদায় করা, (চার) গনীমতের যে মাল তোমরা লাভ কর তার পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য বায়তুল মালে দান করা। আর আমি তোমাদেরকে দু'ব্বা (কদু পাত্র), হাভম (সবুজ রং এর ঘড়া), নাকীর (খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র), মযাফফাত (আলকাতরা লাগানো মাটির পাত্র, এই চারটি পাত্রের) ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। (৫০) (আ.প্র. ৩২৪৭, ই.ফা. ৩২৫৭)

৩০১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَظْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৩৫১১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে মিশরের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে' ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিতনা ফাসাদের

এখানে 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, নাবী (ﷺ) পূর্বদিকে ইশারা করে এক সাবধান বাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন। এখানে নাবী (ﷺ) বলছেন, পৃথিবীর পূর্বদিক হতেই সমস্ত ফিতনাত্মক উদ্ভব হবে। ইসলামের ইতিহাস তথা বিশ্ব ইসলাম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম বিনাশী বড় বড় ফিতনা ফাসাদ ও প্রলয়কারী বিদ'আতসমূহ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সর্বপ্রথম 'আলী ও মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)'র খিলাফাত সম্পর্কিত গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে খারিজী ও শী'আ দলের উদ্ভব হয়। যা পূর্বদেশ থেকেই ঘটেছিল। অতঃপর যুগে যুগে মু'আজিলা, কাদারিয়াহ, জাবারিয়াহ, জাহমিয়াহ, চিশতিয়া, মুজান্দিয়া, সাহরাওয়াদিয়াহ, আজমেরী রেযাখানী (রেজা আহমদ খান বেলুচী যিনি আজমিরের কবর পূজার প্রবর্তক), বাহাই, কাদিয়ানী, ইলিয়াসী ইত্যাদি যাবতীয় ফিতনার উদ্ভব পূর্ব দিক থেকেই ঘটেছে যার কয়েকটির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হলো :

খারিজী : ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয় সম্প্রদায়। খিলাফাত এবং বিশ্বাস বা কর্মের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তারা নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা যে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ সংগঠন এবং সাময়িকভাবে কোন অঞ্চল দখল করতঃ গণগোল সৃষ্টি করা। 'আলী (رضي الله عنه)-এর খিলাফাতের শেষ দুই বৎসর এবং উমায়্যাহ আমলে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং পরোক্ষ 'আলী (رضي الله عنه)-এর বিরুদ্ধে মু'আবিয়াহকে এবং উমায়্যাহদের বিরুদ্ধে 'আব্বাসীয়গণকে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছিল।

শী'আ : রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর 'আলী (رضي الله عنه) ন্যায়তঃ খালীফাহ হওয়ার দাবীদার ছিলেন। এই মতবাদের ভিত্তিতে শী'আ দলের উদ্ভব হয়। শী'আগণ খিলাফত বনাম গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খালীফাহর আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী নয়- এমনকি কুরাইশ হলেও না। তাদের মত হল, আহলি বায়ত (নাবীর পরিবার) অর্থাৎ 'আলী ও ফাতিমাহ (رضي الله عنها)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামাত (খিলাফাত নয়) এর অধিকারী। পূর্ববর্তী ইমাম তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী ইমামের মনোনয়ন দিবেন। শী'আ ধর্ম-পুস্তকে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি তার সময়ের প্রকৃত ইমাম কে (?) তা না জেনে মারা যায়, সে কান্নারূপে মারা যায়, شيعه على الله "আলীর দল" কথাটি হতে সংক্ষেপে শী'আ নামের প্রচলন হয়েছিল।

মু'আজিলা : যে ধর্মতাত্ত্বিক দল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্বপ্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার নাম।

কাদারিয়াহ : তাকদীরের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার ফলে বসরাতে এই দলের উদ্ভব হয়। কাদারিয়া দলের মত হল মন্দ ইচ্ছা ও কর্মের সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি প্রয়োজ্য হতে পারে না। এর সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে।

জাবারিয়াহ : জাবারিয়াহ মতে মানুষের ইচ্ছা বা কর্ম-স্বাধীনতা নাই। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন।

জাহমিয়াহ : জাহম ইবনু সারফওয়ান (মৃত্যু ৭৪৬ খ্রীঃ) ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে কিছুটা স্বাধীন মত পোষণ করতেন। ঈমানকে তিনি অন্তরের ব্যাপার বলে জানতেন, জান্নাত ও জাহান্নামকে চিরস্থায়ী মনে করতেন না। তার অনুসারীরা জাহমিয়াহ নামে পরিচিত।

চিশতিয়া : ভারত উপমহাদেশের একটি সূফী তারীকা। খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী দ্বাদশ শতাব্দীতে সূফীবাদের এই সিলসিলাঃ ভারত উপমহাদেশে নিয়ে আসেন এবং আজমীরে এর প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করেন।

নাকশবন্দী : মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন আল-বুখারী (৭১৭-৭৯১/১৩১৭-১৩৮৯) নাকশবান্দী প্রতিষ্ঠিত সূফী সম্প্রদায়।

কাদিরিয়াহ : আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) নামানুসারে একটি সূফী তারীকার নাম কাদিরিয়াহ।

বাহাই : বাহাউল্লাহ ও 'আব্দুল বাহা কর্তৃক ইরান থেকে প্রচারিত ধর্মমত। সময়কাল ১৮১৭-১৮৯২ খ্রীঃ।

কাদিয়ানী : ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান উপশহরে ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণকারী ভণ্ড নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রচারিত ধর্মমত।

কবরপূজা, দরগাহপূজা, ইসলামের বিকৃত অবস্থা, বিকৃতিকরণ, তথা উক্ত প্রক্রিয়ার উৎসস্থল নাবী (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত বটে। এখান থেকেই শয়তানের শিং গজিয়ে উঠবে এবং উক্ত শিং সঠিক ইসলামকে গুতা দিতে

উদ্ভব ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং উদ্ভিত হবে। (৩১০৪) (আ.প্র. ৩২৪৮, ই.ফা. ৩২৫৮)

৬/৭১. بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْتَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ

৬১/৬. অধ্যায় : আসলাম, গিফার, মুয়ায়না, জুহায়না ও আশজা' গোত্রের উল্লেখ।

৩০১২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْتَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

৩৫১২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন কুরাইশ, আনসার, জুহায়নাহ, মুয়ায়নাহ, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলো আমার আপন জন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া অন্য কেউ তাদের আপন জন নেই। (৩৫০৪) (আ.প্র. ৩২৪৯, ই.ফা. ৩২৫৯)

দিতে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলবে। যার বাস্তব চিত্র অনেকটা প্রকাশ পেতে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবীর মিছিলকারী বিদ'আতীদের রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পদচারণা ও তৎপরতায় মনে হয় এ দেশের ইসলাম ও দীন দরদী একমাত্র এরাই। নাবী (ﷺ) সারা জীবনে পূর্ববর্তী কোন নাবীদের জন্ম দিবস পালন করে যাননি। নিজের জন্মদিনও পালন করেননি। তব্বীয় সহাবায়ে কেবলমাত্র তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় নাবী (ﷺ)-এর জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস পালন করেননি। অথচ পূর্ব দেশীয় উক্ত বিভ্রান্ত লোকদের ধারণা মতে যারা নাবী (ﷺ)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস পালন না করবে তারা ফাসেক, গোমরাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, নাবীর যুগে, সহাবাদের যুগে, তাবি'ঈনদের যুগে তথা ইসলামের মহামতি ইমাম চতুষ্ঠয়ের যুগে এভাবে ঘট করে বিশাল আয়োজনের সাথে নাবী (ﷺ)-এর জন্ম দিবস ও ওফাত দিবস পালন না করায় তাদের কি কোন অন্যায় বা ক্ষতি হয়েছে? নিশ্চয় বলবেন, তাঁদের কোন অন্যায় হয়নি। বরং তাঁরা এবম্বিধ কার্যাদি পালন হতে বিরত থেকেই সঠিক কাজ করেছেন। সুতরাং ইত্যাকার কাজে যারা জড়িত তাদের কাজ যে সঠিক নয় তা আর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

অতঃপর চিল্লাধারী বন্ধুদের চিল্লার পর চিল্লার মাধ্যমে স্বীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, আল্লাহর নির্দেশ—(ثُمَّ أَوَّاهُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (التحریم: من الآية ٦) (তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও) র প্রতি ক্রক্ষেপ না করে দেশ-দেশান্তরে গমন করা, تَزَكُّوا بِكُمْ أَنْزَلْنَاهُ (তোমাদের কাছে দু'টো জিনিস ছেড়ে গেলাম. আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাহ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এ অন্তিম বাণীকে উপেক্ষা করে বানোয়াট, জাল, উদ্ভট ও আজগুবি কথায় পরিপূর্ণ নিজেদের সিলেবাসের কিতাব পড়তে বাধ্য করা, হাজারো অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদির ব্যাপারে মুখ-চোখ-কান বন্ধ করে রেখে (ثُمَّ أَوَّاهُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) এর ফায়রকে দূরে নিক্ষেপ করে মুসলমানদের খাসি করণের অভিযান পরিচালনা করা, দা'ওয়াত দেয়ার নামে মু'মিন মুসল্লীদেরকে মাসজিদের গেটে যখন তখন বিরক্ত করা ও বিভিন্ন বিদ'আতী তৎপরতা, অন্যায়ের প্রতিবাদী ইসলামের জিহাদী রূপকে স্তান করতে চলেছে বটে।

পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত তাবলীগের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ তথাকথিত এক প্রকারের ইসলামী চেতনা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা যদি যুলুম, নির্যাতন, হত্যা, শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার, অবিচার, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী না হয়, শিরক, বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন না হয়, সর্বশ্রেণীকে ম্যানেজ করে চলার সুবিধাবাদী নীতি পরিহারকারী না হয়, তাহলে রাসূল (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতকেও পূর্বাঞ্চলীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী, ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী দীন বিকৃতিকারী একটি দল বলে নিঃসন্দেহে সনাক্ত করা যাবে। কেননা উক্ত দলটির তথাকথিত নাবীওয়াল কাহাজের ফাঁকা বুলি পূর্ববর্তী দীনদার মুসলিমদের কাজের সহিত সামঞ্জস্যশীল নয় বলেই তখন গণ্য হবে।

৩০১৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمَنِيرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعَصِيَةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

৩৫১৩. ‘আবদুল্লাহ (ইবনু ‘উমর) (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মিশারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করুন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন আর ‘উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে। (মুসলিম ৪৪/৪৬ হাঃ ২৫১৮, আহমাদ ৪৭০২) আ.প্র. ৩২৫০, ই.ফা. ৩২৬০)

৩০১৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا

৩৫১৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আসলাম, গোত্র আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দিন। গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করুন। (মুসলিম ৪৪/৪৬ হাঃ ২৫১৫) (আ.প্র. ৩২৫১, ই.ফা. ৩২৬১)

৩০১৫. حَدَّثَنَا قَيْصُ بْنُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جَهَنَّةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَظْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعَصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَظْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعَصَعَةَ

৩৫১৫. আবু বাক্রাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন, বলত জুহায়নাহ, মুযায়নাহ, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি আল্লাহর নিকট বানু তামীম, বানু আসাদ, বানু গাতফান ও বানু ‘আমের হতে উত্তম বিবেচিত হয় তবে কেমন হবে? তখন এক সহাবী বললেন, তবে তারা বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। নাবী (ﷺ) বললেন, তারা বানু তামীম, বানু আসাদ, বানু ‘আবদুল্লাহ ইবনু গাতফান এবং বানু ‘আমের ইবনু সা‘সা‘আহ হতে উত্তম। (৩৫১৬, ৬৬৩৫, মুসলিম ৪৪/৪৭ হাঃ ২৫২২, আহমাদ ২০৫০৯) (আ.প্র. ৩২৫২, ই.ফা. ৩২৬২)

৩০১৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاءُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجَهَنَةَ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجَهَنَةَ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَعَظْفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

৩৫১৬. আবু বাক্রাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আকরা ইবনু হাবিস নাবী (ﷺ)-এর নিকট ‘আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক হাজীজ, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়‘আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইবনু আবু ইয়াকুব সন্দেহ

পোষণ করেছেন। নাবী (ﷺ) বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযায়নাহ গোত্রত্রয়, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়নাহ গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনু তামীম, বনু 'আমির, আসাদ এবং গাত্ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হাঁ। নাবী (ﷺ) বলেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, পূর্বোক্তগুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি উত্তম। (৩৫১৫) (আ.প্র. ৩২৫৩, ই.ফা. ৩২৬৩)

৩৫১৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَثَنِيٌّ مِنْ مَرْزِيَّةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مَرْزِيَّةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازٍ وَغَطَفَانَ

৩৫১৬ মীম. আবু হুরায়রাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নাবী বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনাহ ও জুহানাহ গোত্রের কিছু অংশ অথবা জুহানাহও কিছু অংশ মুযায়নাহও কিছু অংশ আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামাতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাতাফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (আ.প্র. ৩২৫৪, ই.ফা. ৩২৬৪)

৭/৭১. بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ

৬১/৭. অধ্যায় : কাহতান গোত্রের উল্লেখ।

৩৫১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ

৩৫১৭. আবু হুরায়রাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে। (৭১১৭, মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১০) (আ.প্র. ৩২৫৫, ই.ফা. ৩২৬৬)

৮/৭১. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

৬১/৮. অধ্যায় : জাহিলী যুগের মত সাহায্যের আত্মান জানানো নিষিদ্ধ।

৩৫১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاغَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسَعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْوَاهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ أَقَدْ تَدَاغَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (المنافقون : ৮) فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْحَبِيبُ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

৩৫১৮. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর পরিচালনায় যুদ্ধে शामिल ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু মুহাজির সহাবী যোগদান করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন কৌতুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌতুকবশতঃ একজন আনসারীকে আঘাত করলেন। তাতে আনসারী সহাবী অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং উভয় গোত্রের সাহায্যের জন্য নিজ নিজ লোকদের আহ্বান জানালেন। আনসারী সহাবী বললেন, হে আনসারীগণ! মুহাজির সহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ সাহায্যে এগিয়ে আস। নাবী (ﷺ) এতদশ্রবণে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের ডাকাডাকি কেন? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যাপার কী? তাঁকে ঘটনা জানানো হল। মুহাজির সহাবী আনসারী সহাবীর কোমরে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন, এ ধরনের হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে? আমরা যদি মাদীনাহয় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সম্মানিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে অপদস্ত ব্যক্তিদেরকে। তখন ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি এই খাবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন? নাবী (ﷺ) বললেন, লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর সহাবীদেরকে হত্যা করে থাকে। (৪৯০৫, ৪৯০৭, মুসলিম ৪৫/১৬ হাঃ ২৫৮৪, আহমাদ ১৯৩০৫) (আ.প্র. ৩২৫৬, ই.ফা. ৩২৬৭)

৩৫১৭- حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحَذُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

৩৫১৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে গালে চপেটাঘাত করে, পরনের কাপড় ছিন্নভিন্ন করে এবং জাহিলীয়াতের যুগের মত হাঁকডাক করে। (১২৯৪) (আ.প্র. ৩২৫৭, ই.ফা. ৩২৬৮)

৯/৭. بَابُ قِصَّةِ خُرَاعَةَ

৬১/৯. অধ্যায় : খুয়া‘আহ গোত্রের কাহিনী।

৩৫২০- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَمَرُو بَنَ لُحْيٍ بَنَ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدِافٍ أَبُو خُرَاعَةَ

৩৫২০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ‘আমর ইবনু লুহাই ইবনু কাম‘আহ ইবনু খিনদাফ খুয়া‘আহ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল। (মুসলিম ৫১/১৩ হাঃ ২৮৫৬) (আ.প্র. ৩২৫৮, ই.ফা. ৩২৬৯)

৩৫২১- حَدَّثَنَا أَبُو الِإِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُهَا لِلظَّوْاعِنِ وَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِأَهْلِيهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ غَامِرِ بْنِ لُحْيٍ الْخُرَاعِيَّ يَجْرُ قُضْبُهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ

৩৫২১. যুহরী (রহ.) বলেন। আমি সাঈদ ইব্নু মুসাইয়্যাব (রহ.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, বাহীরাহ বলে দেবতার নামে উৎসর্গ করা উটনী যার দুধ আটকিয়ে রাখা হত এবং কোন লোক তার দুধ দোহন করত না। সা-য়িবাহ বলে ঐ পশুকে যাকে তারা ছেড়ে দিত দেবতার নামে। তাকে বোঝা বহন ইত্যাদি কোন কাজ কর্মে ব্যবহার করা হয় না। রাবী বলেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, নাবী (রাঃ) বলেন, আমি 'আমর ইব্নু 'আমির খুয'আহকে তার বহির্গত নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেলা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সা-য়িবাহ উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে। (৪৬২৩, মুসলিম ৫১/১৩ হাঃ ২৮৫৬, আহমাদ ৭৭১৪) (আ.প্র. ৩২৫৯, ই.ফা. ৩২৭০)

১০/৬১. باب قصة إسلام أبي ذر

৬১/১০. অধ্যায় : আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।^১

১০/৬১. باب قصة زمر

৬১/১১. অধ্যায় : যমযম কূপের ঘটনা।

৩০২২. حَدَّثَنَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أُخْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَّمَ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي مُعْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلَى

قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ بَلَعْنَا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقُلْتُ لَاخِي انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كَلِمَةُ وَأَتَيْنِي بِخَبْرِهِ فَانْطَلَقْتُ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِئَنِي مِنَ الْخَيْرِ فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصَا ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ وَلَا أُخْبِرُهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ انْطَلِقْ مَعِيَ قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتُ عَلَى أَخْبَرْتُكَ قَالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَعْنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِئَنِي مِنَ الْخَيْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِدْتَ هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِي ادْخُلْ حَيْثُ ادْخُلَ فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ فُتُّ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّي أَصْلِحُ نَعْلِي وَامْضِ أَنْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اغْرُضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَكُنْتُ هَذَا الْأَمْرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَغَكَ ظَهْرُنَا فَأَقْبِلْ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا صُرْحَنَ بِيهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَجَاءَ إِلَى

^১ এ অধ্যায়ের হাদীস ৩৮৬১ নং হাদীস যথাস্থানেই বর্ণিত হয়েছে।

الْمَسْجِدِ وَفُرْتُشٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ فُرْتُشٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيِّ فَقَامُوا فَضَرَبْتُ لِأُمُوتٍ فَأَذْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكْبَّ عَلَيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ عِفَارٍ وَمَتَجَرُّكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى عِفَارٍ فَأَقْلَعُوا عَنِّي فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْأُمِّسِ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيِّ فَضَنَعَ بِي مِثْلَ مَا ضَنَعَ بِالْأُمِّسِ وَأَذْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكْبَّ عَلَيَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالِيهِ بِالْأُمِّسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ

৩৫২২. আবু জামরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবু যার (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব? আমরা বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবু যার (রাঃ) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মাক্কাহয় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নাবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মাক্কাহয় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মাক্কাহর ঐ লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম- কী খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক পাত্র খাবার নিয়ে মাক্কাহর দিকে রওয়ানা হলাম। মাক্কাহয় পৌছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এমন- তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মাসজিদে থাকতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা ‘আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার প্রতি ইশারা করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। পথেই তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমিও ইচ্ছা করে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় আবার মাসজিদে গেলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও ‘আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বল, তোমার বিষয় কী? কেন এ শহরে এসেছ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপন করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নাবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। ‘আলী (রাঃ) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন লোক দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। তুমি

কিন্তু চলতেই থাকবে। আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নাবী (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। নাবী (রাঃ) বললেন, হে আবু যার। এখনকার মত তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি কাফির মুশরিকদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে ভৌহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন,) এই কথা বলে তিনি মাসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেখানে হাজির ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (রাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল। এতদশ্রবণে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন 'আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যস্বাবী। তোমরা গিফার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এ কথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গতদিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। গতদিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও 'আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে ঐ দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা। (৩৮৬১, মুসলিম ৪৪/২৮ হাঃ ২৪৭৪) (আ.প্র. ৩২৬০, ই.ফা. ৩২৬৫)

১১/৬১. بَابُ جَهْلِ الْعَرَبِ

৬১/১২. অধ্যায় : যমযমের ঘটনা ও আরবের মূর্খতা।

৩০৫২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَشْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُرَيْتَةٍ وَجُهَيْنَةٍ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةٍ أَوْ مُرَيْتَةٍ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازَنٍ وَغَطَفَانَ

৩৫২৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (রাঃ) বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনাহ ও জুহানাহ গোত্রের কিছু অংশ অথবা জুহানাহর কিছু অংশ কিংবা মুযায়নাহর কিছু অংশ আল্লাহ্র নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্ফান গোত্র চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (মুসলিম ৪৪/৪৭ হাঃ ২৫২১, আহমাদ ১০০৪৭) (আ.প্র. ৩২৫৪, ই.ফা. ৩২৬৪)

৩০৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَافْرًا مَا قَرَأَ الْقَلَائِينَ وَمَائَةً فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام: ১৪০) إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (الأنعام: ১৪০)

৩৫২৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হও, তবে সূরা আন'আমের ১৩০ আয়াতের অংশটুকু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর। “অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা যারা নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করেছে বোকামির দরুন ও অজ্ঞতাবশতঃ এবং হারাম করে নিয়েছে তা যা আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে দিয়েছিলেন, কেবল আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না।” (আল-আনআম ১৪০) (আ.প্র. ৩২৬১, ই.ফা. ৩২৭১)

১২/৭১. بَابُ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ

৬১/১৩. অধ্যায় : যিনি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের সঙ্গে বংশধারা সম্পর্কিত করেন।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ يُؤَسِّفُ بَنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

ইবনু 'উমার ও আবু হুরাইরাহ্ বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, সম্ভ্রান্ত বংশ-ধারার সন্তান হলেন ইউসুফ (রাঃ) ইবনু ইয়া'কুব (রাঃ) ইবনু ইসহাক (রাঃ) ইবনু ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (রাঃ)। বারা'আহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন আমি 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। (আ.প্র. ৩২৬২, ই.ফা. ২০৬৩ পরিচ্ছেদ)

৩০২০. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء : ১১৬) جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي يَا بَنِي فَهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ يَنْظُرُونَ قُرَيْشٍ

৩৫২৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত “তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর” (আশ'আরা ২১৪) অবতীর্ণ হল, তখন নাবী (সাঃ) বললেন, হে বানী ফহর, হে বানী 'আদি! বিভিন্ন কুরাইশ শাখা গোত্রগুলিকে নাম ধরে ধরে ইসলামের পথে ডাক দিতে লাগলেন। (১৩৯৪) (ই.ফা. ৩২৭২ প্রথমংশ)

৩০২১. وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء : ১১৬) جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْعُوهُمْ قَبَائِلَ

৩৫২৬. ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত “তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর” (আশ'আরা : ২১৪) অবতীর্ণ হল, তখন নাবী (সাঃ) তাদেরকে গোত্র গোত্র ধরে ডাক দিতে লাগলেন। (১৩৯৪) (আ.প্র. ৩২৬৩, ই.ফা. ৩২৭২ শেষাংশ)

৩০২৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّ بْنِ الْعَوَامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا

৩৫২৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বললেন, হে আব্দে মানাফের বংশধরগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচাও। হে 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হিফাযত কর। হে যুবায়রের মা- আল্লাহর রসূলের ফুফু, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমাহ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা কর। তোমাদেরকে আযাব হতে বাঁচানোর সামান্যতম ক্ষমতাও আমার নাই আর আমার ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিতে পার। (২৭৫৩) (আ.প্র. ৩২৬৪, ই.ফা. ৩২৭৩)

১৩/৭১. بَابُ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৬১/১৪. অধ্যায় : ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

৩০২৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৩৫২৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে অপর গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন না, অন্য কেউ নেই। তবে আমাদের এক ভাগিনা আছে। নাবী (ﷺ) বললেন কোন গোত্রের ভাগ্নে সে গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। (৩১৪৬) (আ.প্র. ৩২৬৫, ই.ফা. ৩২৭৪)

১৬/৭১. بَابُ قِصَّةِ الْحَبَشِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ

৬১/১৫. অধ্যায় : হাবশীদের কাহিনী এবং নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : ওহে বানী আরফিদা!

৩৫২৯. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ তারিখে) আবু বাকর (رضي الله عنه) আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা ছিল। তারা দফ বাজিয়ে নেচে নেচে গান করছিল। নাবী (ﷺ) তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে গুয়েছিলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) এদেরকে ধমক দিলেন। নাবী (ﷺ) তখন মুখ হতে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবু বাকর! এদেরকে গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিনও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। (৯৪৯) (ই.ফা. ৩২৭৫ প্রথমার্শ)

৩০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى تُعْنِيَانِ وَتُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مَنَى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرْنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُهُمْ أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

৩৫৩০. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। মাসজিদের কাছে তারা যুদ্ধাশ্রয় নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় 'উমার (رضي الله عنه) এসে তাদেরকে ধমক দিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, হে 'উমার! তাদেরকে বানু আরফিদাকে নিরাপদ ছেড়ে দাও। (৪৫৪) (আ.প্র. ৩২৬৬, ই.ফা. ৩২৭৫ শেষার্শ)

১০/৬১. بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسَبُهُ

৬১/১৬ অধ্যায় : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে যেন গালি দেয়া না হয়।

৩০২১- حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ يَنْسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسْلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسَبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫৩১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান (রাঃ) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নাবী (সঃ) বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি আলাদা করবে? হাসসান (রাঃ) বললেন, আমি তাদের মধ্য হতে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির হতে চুলকে আলাদা করে নেয়া হয়। 'উরওয়াহ্ (রহ.) বলেন, আমি হাসসান (রাঃ)-কে 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর সম্মুখে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নাবী (সঃ)-এর তরফ হতে কবিতার মাধ্যমে শত্রুর কথার আঘাত প্রতিহত করত। (৪১৪৫, ৬১৫০, মুসলিম ৪৪/৩৪ হাঃ ২৪৮৭, ২৪৮৯) (আ.প্র. ৩২৬৭, ই.ফা. ৩২৭৬)

১৬/৬১. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৬১/১৭. অধ্যায় : নাবী (সঃ)-এর নামসমূহ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (الفتح: ২৭) وَقَوْلُهُ ﴿مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (الصف: ৬)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা আছেন তারা কুফরের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর” (আল-ফাতহ : ২৯) আর তাঁর বাণী : “আমার পর যিনি আসবেন তাঁর নাম আহমাদ।” (সফ : ৬)

৩০২২- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْخَاشِرُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ

৩৫৩২. যুবায়র ইবনু মুত'ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মাহী আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফর ও শিরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষে আগমনকারী)। (মুসলিম ৪৩/৩৪ হাঃ ২৩৫৪) (আ.প্র. ৩, ২৬৮ ই.ফা. ৩২৭৭)

৩০২৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ يَضْرِبُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مَدْمًا وَيَلْعَنُونَ مَدْمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ

৩৫৩৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হও না? আমার উপর আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন? তারা আমাকে নিন্দিত ভেবে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মাদ চির প্রশংসিত। (আ.প্র. ৩২৬৯, ই.ফা. ৩২৭৮)

১৭/৬১. بَابُ حَاثِمِ النَّبِيِّ ﷺ

৬১/১৮. অধ্যায় : খাতামুন-নাবীয়ায়ীন।

৩৫৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِثْنَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ

৩৫৩৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন আমার ও অন্যান্য নাবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি গৃহ নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ শেষ করে গৃহটিকে সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের জায়গাটুকু খালি রাখা না হত। (মুসলিম ৪৩/৭ হাঃ ২২৮৭, আহমাদ ১৪৮৯৪) (আ.প্র. ৩২৭০, ই.ফা. ৩২৭৯)

৩৫৩৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبَنَةَ قَالَ فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا حَاثِمُ النَّبِيِّينَ

৩৫৩৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নাবী (ﷺ) বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী। (মুসলিম ৪৩/৭ হাঃ ২২৮৬, আহমাদ ৭৪৯০) (আ.প্র. ৩২৭১, ই.ফা. ৩২৮০)

১৮/৬১. بَابُ وَقَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

৬১/১৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু।

৩৫৩৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ

৩৫৩৬. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, যখন নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষটি বছর। ইবনু শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এভাবেই আমার কাছে বর্ণনা করেন। (৪৪৬৬, মুসলিম ৪৩/৩২ হাঃ ২৩৪৯) (আ.প্র. ৩২৭২, ই.ফা. ৩২৮১)

১৭/৬১. بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

৬১/২০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উপনামসমূহ।

৩০২৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي

السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْفَضْتَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

৩৫৩৭. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদিন বাজারে গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসিম!' বলে ডাক দিল। নাবী (ﷺ) সেদিকে ফিরে তাকালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আসল নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে কারো নাম রেখ না। (২১২০) (আ.প্র. ৩২৭৩, ই.ফা. ৩২৮২)

৩০২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

৩৫৩৮. জাবির (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমার আসল নামে অন্যের নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অন্যের জন্য রেখোনা। (৩১১৪) (আ.প্র. ৩২৭৪, ই.ফা. ৩২৮৩)

৩০২৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

৩৫৩৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (নবী) (ﷺ) বলেছেন, আমার নামে নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার উপনামে তোমাদের নাম রেখ না। (১১০) (আ.প্র. ৩২৭৫, ই.ফা. ৩২৮৪)

: ২১/৬১. بَابُ :

৬১/২১. অধ্যায় :

৩০২৮. بَابُ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْجَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُ

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ جَلًّا مُعْتَدِلًا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدَعَاءِ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِي دَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِ أَخْتِي شَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي

৩৫৪০. জু'আইদ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'সাইব ইবনু ইয়াযীদকে চুরানকই বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি

অবশ্যই জ্ঞাত আছ যে, আমি এখনও নাবী (ﷺ)-এর দু'আর বরকতেই চোখ ও কান দিয়ে উপকার লাভ করছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাগিনাটি রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন নাবী (ﷺ) আমার জন্য দু'আ করলেন। (১৯০) আ.প্র. ৩২৭৬, ই.ফা. ৩২৮৫)

২১/৬১. بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّ

৬১/২২. অধ্যায় : নুবুওয়াতের মোহর।

৩৫১। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنَا خَاتِمٌ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبِرْكَ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضْؤِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى خَاتِمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْحُجَلَةُ مِنْ حُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ زِرِّ الْحُجَلَةِ

৩৫৪১. জু'আইদ (রহ.) বলেন, আমি সাইব ইবনু ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি যে, আমার খালা আমাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাগিনা রোগাক্রান্ত। তখন নাবী (ﷺ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি ওয়ু করলেন, তাঁর ওয়ুর বাকী পানি আমি পান করলাম। অতঃপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়িলাম তাঁর স্কন্ধের মাঝে “মোহরে নাবুওয়াত” দেখলাম যা কবুতরের ডিমের মত অথবা বাসর ঘরের পর্দার বুতামের মত। (১৯০)

ইবনু 'উবায়দুল্লাহ বলেন, الْحُجَلَةُ অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ এর অর্থ হতে গৃহীত। আর ইব্রাহীম ইবনু হামযাহ বলেন, কবুতরের ডিমের মত। আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন বিশুদ্ধ زاء-এর পূর্বে راء হবে অর্থাৎ زِرِّ। (আ.প্র. ৩২৭৭, ই.ফা. ৩২৮৬)

২২/৬১. بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

৬১/২৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা।

৩৫২। حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ يَا بَنِي شَيْبَةَ يَا بَنِي لَا شَيْبَةَ بَعْلِي وَعَلِيَّ يَضْحَكُ

৩৫৪২. 'উক্বা ইবনু হারিস (رض) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবু বাকর (رض) বাদ আসর এর সলাত শেষে বের হয়ে চলতে লাগলেন। হাসান (رض)-কে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে স্কন্ধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হোন! এ-ত নাবী (ﷺ)-এর সাদৃশ্য, আলীর সাদৃশ্য নয়। তখন 'আলী (رض) হাসছিলেন। (৩৭৫০) (আ.প্র. ৩২৭৮, ই.ফা. ৩২৮৭)

৩০১৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ۖ قَالَ رَأَيْتُ

النَّبِيِّ ۖ وَكَانَ الْحَسَنُ نُشَيْهَهُ

৩৫৪৩. আবু জুহাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি। আর হাসান (رضي الله عنه) তাঁরই সদৃশ। (৩৫৪৪) (আ.প্র. ৩২৭৯, ই.ফা. ৩২৮৮)

৩০১৪- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ

ۖ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ۖ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ نُشَيْهَهُ فُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ صِفَهُ لِي قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ۖ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قُلُوصًا قَالَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ ۖ فَقَبِلَ أَنْ نَقْبِضَهَا

৩৫৪৪. আবু জুহাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি। হাসান ইবনু 'আলী ছিলেন (رضي الله عنه) তাঁরই সদৃশ। (রাবী বলেন) আমি আবু জুহাইফাহকে বললাম, আপনি নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) গৌর বর্ণের ছিলেন। কাল কেশরাজির মধ্যে সামান্য সাদা চুলও ছিল। তিনি তেরটি সবল উটনী আমাদেরকে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে আসার আগেই নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু হয়। (৩৫৪৩, মুসলিম ৪৩/২৯ হাঃ ২৩৪৩) (আ.প্র. ৩২৮০, ই.ফা. ৩২৮৯)

৩০১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِي

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ۖ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَاةِ السُّفْلَى الْعَفْفَةِ

৩৫৪৫. আবু জুহাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে দেখেছি আর তাঁর নীচ ঠোঁটের নিম্নভাগে দাড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি। (মুসলিম ৪৩/২৯ হাঃ ২৩৪২) (আ.প্র. ৩২৮১, ই.ফা. ৩২৯০)

৩০১৬. حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُشَيْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ

ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ۖ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عُنُقَتِهِ شَعْرَاتٌ بَيْضُ

৩৫৪৬. হারীয ইবনু 'উসমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-এর সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছেন যে, তিনি কি বৃদ্ধ ছিলেন? তিনি বললেন, নাবী (ﷺ)-এর নিম্ন দাড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল। (আ.প্র. ৩২৮২, ই.ফা. ৩২৯১)

৩০১৭- حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ۖ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا أَدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبِطَ رَجُلٍ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَلَيْتَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَقَبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيعَةُ فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ أَحْمَرٌ مِنَ الطَّيِّبِ

৩৫৪৭. রাবী 'আহ ইবনু আবু 'আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) লোকেদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন- বেশি লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কৌকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রথম দশ বছর মাক্কাহয় অবস্থানকালে ওয়াহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। অতঃপর দশ বছর মাদীনাহয় কাটান। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। রাবী 'আ (রহ.) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর একটি চুল দেখেছি তা লাল রং-এর ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলে বলা হল যে, সুগন্ধি লাগানোর জন্য তা লাল হয়েছিল। (৩৫৪৮, ৫৯০০, মুসলিম ৪৩/৩১ হাঃ ২৩৪৭) (আ.প্র. ৩২৮৩, ই.ফা. ৩২৯২)

৩৫৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার তামাটে রং এরও ছিলেন না। কেশগুচ্ছ একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, পুরোপুরি সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াত পান। তাঁর নবুওয়াত সময়ের প্রথম দশ বছর মাক্কাহয় এবং পরের দশ বছর মাদীনাহয় কাটান। তাঁর মৃত্যুকালে মাথা ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না। (৩৫৪৭) (আ.প্র. ৩২৮৪, ই.ফা. ৩২৯৩)

৩৫৪৯. বারাবা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। (মুসলিম ৪৩/২৫ হাঃ ২৩৩৭, আহমাদ ১৮৫৮২) (আ.প্র. ৩২৮৫, ই.ফা. ৩২৯৪)

১ নাবী (ﷺ) এর নবুওয়াতের আলামতসমূহের উপরে মহামতি ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ সানাদে প্রমাণিত কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং নাবী (ﷺ) সম্পর্কে যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয় যে, মহানাবী (ﷺ) মানুষ ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার খাস নুরে তৈরী বা বিশেষ কোন নূরানী কায়দায় সৃষ্ট বা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই মুহাম্মাদ নাম ধারণ করে মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন- এবিধ যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, আত্মদাহ-বিশ্বাস ও কথাবার্তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর তথা কুফরী কার্য বটে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত বিষয়ে শীঘ্র কুরআন মাজীদেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্য কারো কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ নেই। সরা কাহফের শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেনঃ (الكهف: من الآية ١١٠) (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ)

হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। (আল-কাহ্ফ : ১১০ আয়াতাতাংশ) এ বিষয়ে অন্যত্র আরো এরশাদ হচ্ছে : (ال عمران: من الآية ١٦١) (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ الْخ)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য হতেই (ফেরেশতা বা মানুষ নয় এমন কোন ভিন্ন জাতির মধ্য হতে প্রেরণ করেন নি বরং) একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। সূরা আলু ইমরান, আয়াত নং- ১৬৪। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত رسولاً এই শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে আল্লামা শাইখ শেহাবুদ্দীন আলুসী-আলু হানাফী (রহ.) লিখেছেন : রসূল (ﷺ)-কে মানুষ বলে জানা ও তাঁকে মানুষের সন্তান মানুষ বলেই গ্রহণ করা সহীহ হওয়ার জন্য একান্ত শর্ত। তাঁকে ফেরেশতা, জ্বিন, নূরের দ্বারা তৈরী এসব কিছু বলা যাবে না বা চিন্তাও করা যাবে না। যেমন রহুল মা'আনীতে নিম্নোক্ত ভাষ্যে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে :

هل العلم وبكونه صلى الله عليه وسلم بشر ومن العرب شرط في صحه الإيمان أو من فروض الكناية؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان ثم قال فلر قال شخص أو من برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا جميع الخلق لكن لا أدري هل هة من البشر أو من الملائكة أو من الجن أو لا أدري هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفه لتكذيبه القرآن

অর্থাৎ নাবী (ﷺ) মানুষ ছিলেন, কি আরবীয় মানুষ ছিলেন, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া এবং নাবী (ﷺ)-কে মানুষ বলেই জানা ঈমানের জন্য শর্ত না; ফারসি কিফায়াহ (كفاية) এর জবাব এই যে, উক্ত বিষয়টি ঈমানের জন্য শর্ত বটে। অতঃপর কেউ যদি বলে, নাবী (ﷺ) সমস্ত মানুষের জন্য নাবী এটা বিশ্বাস করি, তবে তিনি মানুষ কি জ্বিন, কি ফেরেশতা, বা আরবের কি অনারবের এটা আমি জানি না। উক্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। কেননা সে কুরআনের ঘোষণাকে অস্বীকার করেছে। উক্ত পৃষ্ঠা নং- ১১৩, ৪র্থ খণ্ড। অতএব এখানে লক্ষণীয় এই যে, কতিপয় বিভ্রান্ত লোক নিজেদেরকে হানাফী আল্-কাদরী, আল্ চিশতী ইত্যাদি নাম দিয়ে নাবী (ﷺ)-কে অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ ও আসনে বসিয়েছে। أحمد (আহাদ) ও أحمد (আহমাদ)-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ এ ব্যাখ্যাও দিয়েছে, যে উপমহাদেশের বিদ'আতীরা কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী সমস্ত কার্যাবলী চালু করে নিজেদের নাম দিয়ে রেখেছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। এ যেন বেদানা ফলের মতোই অবস্থা। বেদানা ফল দানায় ভর্তি, অথচ নাম তার বেদানা তথাকথিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ নাম দিয়ে বিদ'আতীরা এ পৃথিবীর এমন কোন বিদ'আত নেই, যা এরা করছে না। যেমন কবর পূজা, পীর পূজা, মীলাদ, ওরশ ওরসেকুল, ইসালে সওয়াব, জশনে জুলুস, মিছিল, ঈদে মিলাদুন্নাবী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এক শ্রেণীর বিদ'আতীরা নাবী (ﷺ)-কে মর্যাদা তথা অত্যধিক পরিমাণে শান-মান দেয়ার নামে এতোই সীমালঙ্ঘন করছে যে, (عالم الغيب) 'আলিমুল গায়িব আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ক্ষমতা হলো এই যে, তিনি সমস্ত গায়িবী খবরা-খবর জানেন। এ বিষয়ে বিদ'আতীদের আকীদাহ এই যে, নাউয়িব্লাহ মহানাবী (ﷺ) ও আল্লাহ তা'আলার ন্যায় গায়িবী খবর জানতেন ও জানেন- যা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও জমহারে 'উলামাসহ হাকপন্থী সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের আকীদাহর বিপরীত এ ব্যাপারে খোদ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : (الأنعام: من الآية ٥٩) (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ)

অদৃশ্য বিষয়সমূহের চাবিকাঠি আল্লাহর নিকটে, তিনি ব্যতীত উক্ত বিষয়াবলী আর কেউ জানে না। (সূরা আন'আম ৫৯) এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন :

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً أو ما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تفسير ابن كثير (جزء الثاني)

অতীতকালের বিভ্রান্ত জাতিসমূহ তাদের নবীগণকে মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহর নামে শিরক করেছিল। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতি 'উযাইর ও ঈসা (ﷺ)-দ্বয়কে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে তাঁদের পূজা অর্চনা করতে শুরু করেছে এবং বর্তমানের বিভ্রান্ত মুসলমানদের একটা শ্রেণী উল্লেখিত জাতিদ্বয়কে ছাড়িয়ে গিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর সাথে একাকার করে

৩৫০০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغِيهِ

৩৫৫০. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (رضি) কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) চুলে খেযাব লাগাতেন কি? তিনি বললেন, না। তাঁর কানের পাশে সামান্য কয়টা চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (৫৮৯৪, ৫৮৯৫, মুসলিম ৪৩/২৯ হাঃ ২৩৪১) (আ.প্র. ৩২৮৬, ই.ফা. ৩২৯৫)

৩৫০১. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ لَمْ أَرْ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يَوْسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ

৩৫৫১. বারাআ ইব্নু 'আযিব (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয়ে কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি। ইউসুফ ইব্নু আবু ইসহাক তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নাবী (ﷺ)-এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৫৮৪৮, ৫৯০১) (আ.প্র. ৩২৮৭, ই.ফা. ৩২৯৬)

৩৫০২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ

৩৫৫২. আবু ইসহাক তাবি-ঈ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারাআ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল, নাবী (ﷺ)-এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মত ছিল? তিনি বললেন না, বরং চাঁদের ন্যায় ছিল। (আ.প্র. ৩২৮৮, ই.ফা. ৩২৯৭)

৩৫০৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمُورُ بِالْمَصِيصَةِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّطْحَاءِ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الْقَلِيجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ

ফেলেছে বা বড়ই পরিতাপের বিষয় বটে। এ জাতির বিদ'আতীদেরকে নাবী (ﷺ)-এর সেই কালজয়ীবাণীটি স্মরণ করিয়ে

لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرْتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (البخاري: ৩৫৫০)

নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ মারইয়াম তনয় 'ঈসা (ঈসা)-কে নিয়ে খৃষ্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করছে তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আমি কেবল একজন বান্দা। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে সম্বোধন করবে।

৩৫৫৩. হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জুহাইফাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদিন নাবী (সঃ) দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরোলেন। সে স্থানে উযু করে যুহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত সলাত আদায় করেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা পোতা ছিল। বর্শার বাহির দিয়ে নারীরা যাতায়াত করছিল। সলাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নাবী (সঃ)-এর দু' হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলাতে লাগলেন। আমিও নাবী (সঃ)-এর হাত ধরে আমার মুখমণ্ডলে বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত বরফের থেকেও স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর থেকেও বেশি সুগন্ধিময় ছিল। (১৮৭) (আ.প্র. ৩২৮৯, ই.ফা. ৩২৯৮)

৩৫৫৪. হাদীসটি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা বহুগুণ বর্ধিত হত রমায়ানের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল (রাঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। জিবরাঈল (রাঃ) রমায়ানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কুরআনের সবক দিতেন। নাবী (সঃ) কল্যাণ বন্টনে প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। (৬) (আ.প্র. ৩২৯০, ই.ফা. ৩২৯৯)

৩৫৫৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা বহুগুণ বর্ধিত হত রমায়ানের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল (রাঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। জিবরাঈল (রাঃ) রমায়ানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কুরআনের সবক দিতেন। নাবী (সঃ) কল্যাণ বন্টনে প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। (৬) (আ.প্র. ৩২৯০, ই.ফা. ৩২৯৯)

৩৫৫৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদিন নাবী (সঃ) অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশি মনে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। খুশীর কারণে তাঁর চেহারা খুশীর চিহ্ন পরিস্ফুট হচ্ছিল। তিনি তখন 'আয়িশাহকে বললেন, হে 'আয়িশাহ! তুমি শুননি, মুদলাজী যায়দ ও উসামাহ সম্পর্কে কী বলেছে? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে বলল, এ পাগুলোর একটা অন্যটির অংশ। (৩৭৩১, ৬৭৭০, ৬৭৭১) (আ.প্র. ৩২৯১, ই.ফা. ৩৩০০)

৩৫৫৭. হাদীসটি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা বহুগুণ বর্ধিত হত রমায়ানের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল (রাঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। জিবরাঈল (রাঃ) রমায়ানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কুরআনের সবক দিতেন। নাবী (সঃ) কল্যাণ বন্টনে প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। (৬) (আ.প্র. ৩২৯০, ই.ফা. ৩২৯৯)

৩৫৫৮. আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-কে তার ভাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নাবী

(ﷺ)-কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা বলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনই আনন্দে টগবগ করত। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর মুখমণ্ডলের এ অবস্থা হতে আমরা তা বুঝতে পারতাম। (২৭৫৭) (আ.প্র. ৩২৯২, ই.ফা. ৩৩০১)

৩৫০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُعْثُثُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَيْنَ آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ

৩৫৫৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি বনি আদমের সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে আমি সেই যুগেই এসেছি যে যুগ আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। (আ.প্র. ৩২৯৩, ই.ফা. ৩৩০২)

৩৫০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمَشْرُكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ

৩৫৫৮. ইবনু আব্বাস (রহ.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর চুল পিছনে দিকে আঁচড়ে রাখতেন আর মুশরিকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখত। আহলে কিতাব তাদের চুল পিছন দিকে আঁচড়ে রাখত। নাবী (ﷺ) যে কোন বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুসরণ পছন্দ করতেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি করে রাখতে লাগলেন। (৩৯৪৪, ৫৯১৭, মুসলিম ৪৩/২৪ হাঃ ২৩৩৬, আহমাদ ১২৩৬৪) (আ.প্র. ৩২৯৪, ই.ফা. ৩৩০৩)

৩৫০৯. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاجِشًا وَلَا مُتَفَخِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

৩৫৫৯. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অশ্লীল ভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম। (৩৭৫৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসলিম ৪৩/১৬ হাঃ ২৩২১, আহমাদ ৬৫১৪) (আ.প্র. ৩২৯৫, ই.ফা. ৩৩০৪)

৩৫১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أُيُسْرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا

৩৫৬০. আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ হতে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। নাবী (ﷺ) নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন। (৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ৪৩/২০ হাঃ ২৩২৭, আহমাদ ১৩০৭২) (আ.প্র. ৩২৯৬, ই.ফা. ৩৩০৫)

৩০৬১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا

الَّذِينَ مِنْ كَيْفِ النَّبِيِّ ؓ وَلَا شِمْنُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرَفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرَفٍ النَّبِيِّ ؓ

৩৫৬১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর হাতের তালুর চেয়ে মোলায়েম কোন নরম ও গরদকেও আমি স্পর্শ করিনি। আর নাবী (সাঃ)-এর শরীরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি। (আ.প্র. ৩২৯৭, ই.ফা. ৩৩০৬)

৩০৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَثْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْحَذَرِيِّ ؓ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ؓ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ

৩৫৬২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) গৃহবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। মুহাম্মাদ (রহ.)....শু'বাহ (রহ.) হতে একই রূপ রিওয়াযাত বর্ণিত হয়েছে। যখন নাবী (সাঃ) কোন কিছু অপছন্দ করতেন তা চেহারায়ে বুঝা যেত। (৬১০২, ৬১১৯, মুসলিম ৪৩/১৬ হাঃ ২৩২০, আহমাদ ১১৭৪৮) (আ.প্র. ৩২৯৮, ৩২৯৯ ই.ফা. ৩৩০৭)

৩০৬৩. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَجِّدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ

مَا غَابَ النَّبِيُّ ؓ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

৩৫৬৩. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন। (৫৪০৯, মুসলিম ৩৩/৩৫ হাঃ ২০৬৪) (আ.প্র. ৩৩০০, ই.ফা. ৩৩০৮)

৩০৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُصَّرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ؓ إِذَا سَجَدَ قَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تَرَى إِبْطِيهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ بَيَاضَ إِبْطِيهِ

৩৫৬৪. আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহায়নাহ আসাদিইয়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) যখন সাজ্জাদ করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর হতে এমনভাবে আলাদা করতেন যে, আমরা তাঁর বগল দেখতে পেতাম। ইবনু বুকায়র বলেন, বাকর হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম। (৩৯০) (আ.প্র. ৩৩০১, ই.ফা. ৩৩০৯)

৩০৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا ؓ

حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ

৩৫৬৫. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইস্তিস্কায যতটা উঠাতেন অন্য কোন দু'আয় তাঁর বাহুদয় এতটা উর্ধ্বে উঠাতেন না, কেননা এতে হাত এত উর্ধ্বে উঠাতেন যে তাঁর বগলের গুদ্রতা দেখা যেত। আবু মূসা (রহ.) হাদীস বর্ণনায় বলেন, আনাস (رضي الله عنه) বলেছেন নাবী (ﷺ) দু'আর মধ্যে দু' হাত উপরে উঠিয়েছেন এবং আমি তাঁর বগলের গুদ্রতা দেখেছি। (১০৩১) (আ.প্র. ৩৩০২, ই.ফা. ৩৩১০)

৩৫৬৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي فَبَّةٍ كَانَ بِهَا هَاجِرَةٌ خَرَجَ بِلَالٌ فَتَنَادَى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ سَاقِيهِ فَرَكَزَ الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

৩৫৬৬. আবু জুহায়ফাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমাকে নাবী (ﷺ)-এর কাছে নেয়া হল। নাবী (ﷺ) তখন আবতাহ নামক জায়গায় দুপুর বেলায় একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (رضي الله عنه) তাঁবু হতে বেরিয়ে এসে যুহরের সলাতের আযান দিলেন এবং আবার প্রবেশ করে নাবী (ﷺ)-এর উয়ূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকজন তা নেয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার তাঁবুতে ঢুকে একটি ছোট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। নাবী (ﷺ)-ও বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার উজ্জ্বলতা, এখনো দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সম্মুখে পুঁতে রাখলেন। অতঃপর যুহরের দু' রাক'আত এবং পরে 'আসরের দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও নারীরা চলাফেরা করছিল। (১৮৭) (আ.প্র. ৩৩০৩, ই.ফা. ৩৩১১)

৩৫৬৭-৩৫৬৮. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَخْصَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَسْبَحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرَدِكُمْ

৩৫৬৭. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত। (৩৫৬৮) (ই.ফা. ৩৩১২ প্রথমংশ)

৩৫৬৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি অমুকের অবস্থা দেখে কি অবাক হও না? তিনি এসে আমার হুজরার পাশে বসে আমাকে শুনিতে হাদীস বর্ণনা করেন। আমি তখন সলাতে ছিলাম। আমার সলাত শেষ হবার আগেই তিনি উঠে চলে যান। যদি আমি তাকে পেতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের মত দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতেন না। (৩৫৬৭, মুসলিম ৪৪/৩৫ হাঃ ২৪৯৩) (আ.প্র. ৩৩০৪, ই.ফা. ৩৩১২ শেষাংশ)

১৬/৬১. بَابُ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

৬১/২৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিন্দ্র।

رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সাদ্দ ইবনু মীনাআ (রহ.) জাবির (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৩০৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِيَّهِمْ وَطَوْلِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِيَّهِمْ وَطَوْلِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

৩৫৬৯. আবু সালামাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমায়ান মাসে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সলাত কেমন ছিল? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) রমায়ান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের অধিক সলাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর আরো চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিতর সলাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নাবী (ﷺ) বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না। (১১৪৭) (আ.প্র. ৩৩০৫, ই.ফা. ৩৩১৩)

৩০৭০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ سَعِيدُ أَنْتَسَ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَنَّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَقَوْلَاهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ

৩৫৭০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মাসজিদে কা'বা হতে রাতে অনুষ্ঠিত ইসরা-এর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যে, তিন ব্যক্তি তাঁর নিকট হাযির হলেন মি'রাজ সম্পর্কে ওয়াহী অবতরণের পূর্বে। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁদের প্রথম জন বলল, তাদের কোন জন তিনি? মাঝের জন উত্তর দিল, তিনিই তাদের শ্রেষ্ঠ জন। আর শেষজন বলল, শ্রেষ্ঠ জনকে নিয়ে চল। এ রাতে এটুকুই হলো এবং নাবী (ﷺ)ও তাদেরকে আর দেখেন নাই।

অতঃপর আর এক রাতে তাঁরা আসলেন। নাবী (ﷺ)-এর অন্তর তা দেখতে পাচ্ছিল। যেহেতু নাবী (ﷺ)-এর চোখ ঘুমাত কিন্তু তাঁর অন্তর কখনও ঘুমাত না। এভাবে সকল আশিয়ায়ে কেরামের চোখ ঘুমাত কিন্তু অন্তর ঘুমাত না। অতঃপর জিবরাঈল (ﷺ) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নাবী (ﷺ)-কে নিয়ে আকাশের দিকে চড়তে লাগলেন। (৪৯৬৪, ৫৬১০, ৬৫৮১, ৭৫১৭, মুসলিম ১/৭৪ হাঃ ১৬২) (আ.প্র. ৩৩০৬, ই.ফা. ৩৩১৪)

২০/৭১. بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ

৬১/২৫. অধ্যায় : ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী।

৩০৭১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرْبِرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَذْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَسُوا فَعَلَبْتَهُمْ أَغْيَيْنَهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَتَانِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ لَا يُوقِظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَتَانِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَزَلَّ وَصَلَّى بَيْنَا الْغَدَاةَ فَأَعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يَصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتِمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطْشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَمْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجُلَيْهَا بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَا مَاءَ فَقُلْنَا كَمْ بَيْنَ أَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَئِمَّا كُنَّا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثْتَنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتَمَةٌ فَأَمَرَ بِمَرَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعِزْلَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عَطِشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوَيْنَا فَمَلْنَا كُلَّ فِرْزَةٍ مَعَنَا وَإِذَا وَغَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَكَاذُبُ نَيْصٌ مِنَ الْيَلِّ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجَمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسْرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيتُ أَشْحَرَ النَّاسِ أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا رَعَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَلِكَ الصِّرَاطَ بِبَيْتِكَ الْمَرْأَةُ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا

৩৫৭১. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক সফরে তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। সারা রাত পথ চলার পর যখন ভোর কাছাকাছি হল, তখন বিশ্রাম নেয়ার জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, হিমরান (রাঃ) বলেন। যিনি সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগলেন তিনি হলেন আবু বাকর (রাঃ)। আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজে জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হত না। অতঃপর 'উমার (রাঃ) জাগলেন। আবু বাকর (রাঃ) তাঁর শিয়রের নিকট গিয়ে বসে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহ্ আকবার' বলতে লাগলেন। শেষে নাবী (ﷺ) জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সলাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। নাবী (ﷺ) সলাত শেষ করে বললেন, হে অমুক! আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। নাবী (ﷺ) তাকে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর

সে সলাত আদায় করল। (ইমরান রাঃ বলেন) নাবী (সঃ) আমাকে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় আমরা পথ চলছি। ইঠাৎ উষ্ট্রে আরোহী এক মহিলা আমাদের নয়রে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মাঝখানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও এক রাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকট চল। সে বলল, আল্লাহর রসূল কী? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নাবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। নাবী (সঃ)-এর কাছে এসেও ঐ রকম কথাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মা। নাবী (সঃ) তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি মশক দু'টির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণার্ত চল্লিশ জন মানুষ পানি পান করে পিপাসা মিটলাম। অতঃপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করান হয়নি। এত সবে র পরও মহিলার মশকগুলো এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর নাবী (সঃ) বললেন, তোমাদের নিকট যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রুটির টুকরা জমা করে তাঁকে দেয়া হল। এ নিয়ে নারীটি খুশীর সঙ্গে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের নিকট সে বলল, আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এক মহা যাদুকরের সঙ্গে অথবা মানুষে যাকে নাবী বলে ধারণা করে তার সঙ্গে। আল্লাহ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হিদায়াত দান করলেন। জীলোকটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। (৩৪৪) (আ.প্র. ৩৩০৭, ই.ফা. ৩৩১৫)

৩০৭২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ রাঃ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ رُفْعَاءِ ثَلَاثَ مِائَةٍ

৩৫৭২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সঃ)-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নাবী (সঃ) তাঁর হাত ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই উষু করে নিলেন। ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' কিংবা প্রায় তিনশ' জন ছিলাম। (১৬৯) (আ.প্র. ৩৩০৮, ই.ফা. ৩৩১৬)

৩০৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ রাঃ بِنِ مَالِكٍ রাঃ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَاطَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمِسَ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَأَنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْضُوءُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ

৩৫৭৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পেলাম যখন 'আসরের সলাতের সময় সন্নিবৃত। সকলেই পেরেশান হয়ে পানি খুঁজছেন কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট উয়ূর পানি আনা হল। নাবী (ﷺ) সে পাত্রে তাঁর হাত রেখে দিলেন এবং সকলকে এ পাত্রের পানি দ্বারা উয়ূ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাতের নীচ হতে পানি সজোরে উথলে পড়ছিল। তাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই এই পানি দিয়ে উয়ূ করলেন। (১৬৯) (আ.প্র. ৩৩০৯, ই.ফা. ৩৩১৭)

৩৫৭৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّؤْنَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا فَتَوَضَّؤْا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوُضُوءِ وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ

৩৫৭৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কোন এক সফরে বেরিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহাবাগণও ছিলেন। তারা চলতে লাগলেন, তখন সলাতের সময় হয়ে গেল, কিন্তু উয়ূ করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেল না। কাফেলার এক ব্যক্তি সামান্য পানিসহ একটি পেয়ালা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তারই পানি দ্বারা উয়ূ করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আঙ্গুল পেয়ালার মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা উয়ূ কর। সকলেই ইচ্ছামত উয়ূ করে নিলেন। তারা ছিলেন সত্তর বা এর কাছাকাছি। (১৬৯) (আ.প্র. ৩৩১০, ই.ফা. ৩৩১৮)

৩৫৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْطَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغَّرَ الْمِخْطَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْطَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا قُلْتُ كَمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا

৩৫৭৫. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের সময় উপস্থিত হল। যাদের বাড়ি মাসজিদের নিকটে ছিল তারা উয়ূ করার জন্য নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক গেলেন না তখন নাবী (ﷺ)-এর সামনে পাথরের তৈরী একটি পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নাবী (ﷺ) এ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট হওয়ার কারণে হাতের আঙ্গুলগুলো বিস্তৃত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। অতঃপর উপস্থিত লোকেরা এ পানি দ্বারাই উয়ূ করে নিল। হুমাইদ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কতজন ছিলেন? বললেন, আশি জন। (১৬৯) (আ.প্র. ৩৩১১, ই.ফা. ৩৩১৯)

৩৫৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ

يَدِيهِ رَكُودٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَّشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكَودِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَتَوَرَّدُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كُنْتُمْ قَالُوا لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

৩৫৭৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানের সময় একদা সহাবাগণ পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়লেন। নাবী (সঃ)-এর সামনে একটি পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি উযু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে ধারণা করে সকলে সেদিকে গেলেন। নাবী (সঃ) বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সামনের পাত্রের সামান্য পানি ছাড়া উযু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নাবী (সঃ) ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচে ঝর্ণা ধারার মত পানি ছুটে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও উযু করলাম। সারিম (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম পনেরশ'। (৪১৫২, ৪১৫৩, ৪১৫৪, ৪৮৪০, ৫৬৩৯) (আ.প্র. ৩৩১২, ই.ফা. ৩৩২০)

৩৫৭৭. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِئْرٌ فَتَرَحَّنَا حَتَّى لَمْ نَتْرَكَ فِيهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْبَيْتِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبَيْتِ فَمَكَّنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوَيْنَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رِغَابِنَا

৩৫৭৭. বারা'আ (ইবনু 'আযিব) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সঃ)-এর সঙ্গে হুদাইবিয়ায় চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদাইবিয়াহ একটি কূপ, আমরা তা থেকে পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকল না। নাবী (সঃ) কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তিনি কুল্লি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। অল্প সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলো পানি পান করে ফিরল। (৪১৫০, ৪১৫১) (আ.প্র. ৩৩১৩, ই.ফা. ৩৩২১)

৩৫৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَغْرَفَ فِيهِ الْجُوعُ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَتْ الْحَبْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتهُ تَحْتَ يَدَيْهِ وَلَا تَتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَمُتُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ يَطْعَامُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قَوْمُوا فَاَنْطَلِقْ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَاَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ

৩৫৭৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু ত্বলহা (রাঃ) উম্মু সুলায়মকে বললেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। অতঃপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নাবী (সাঃ) এর নিকট পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতক লোকসহ মাসজিদে ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। নাবী (সাঃ) আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু ত্বলহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। নাবী (সাঃ) বললেন, খাওয়ার দাও 'আত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি-হ্যাঁ। তখন নাবী (সাঃ) সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবু ত্বলহা আমাকে দাও 'আত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু ত্বলহা (রাঃ)-কে নাবী (সাঃ)-এর আগমনের কথা শুনলাম। এতদশ্রবণে আবু ত্বলহা (রাঃ) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! নাবী (সাঃ) তাঁর সঙ্গী সাখীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মু সুলায়ম (রাঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। আবু ত্বলহা (রাঃ) তাঁদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য বাড়ি হতে কিছুদূর এগুলেন এবং নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং নাবী (সাঃ) আবু ত্বলহা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলি হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হল। উম্মু সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে কিছু ঘি বের করে তরকারী হিসেবে উপস্থিত করলেন। অতঃপর নাবী (সাঃ) পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন অতঃপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তারা আসলেন এবং তৃপ্তি সহকারে রুটি খেয়ে চলে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেট পুরে খেয়ে নিলেন। ঐভাবে উপস্থিত সকলেই রুটি খেয়ে তৃপ্ত হলেন। সর্বমোট সত্তর বা আশিজন লোক ছিলেন। (৪২২, মুসলিম ৩৬/২০ হাঃ ২০৪০, আহমাদ ১৩২৮২) (আ.প্র. ৩৩১৪, ই.ফা. ৩৩২২)

٣٥٧٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيْتَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَحْوِينًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ الْمَاءُ فَقَالَ اظْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الظُّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ

৩৫৭৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নিদর্শনাবলীকে বরকতময় মনে করতাম আর তোমরা ঐসব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ) সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমে আসল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, অতিরিক্ত পানি খোঁজ কর। (খুঁজে) সহাবীগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভিতর সামান্য পানি ছিল। নাবী (ﷺ) তাঁর হাত ঐ পাত্রের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। কখনও আমরা খাবারের তাসবীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হত। (আ.প্র. ৩৩১৫, ই.ফা. ৩৩২৩)

৩৫৮০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوَيْيٌّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيَّ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَحْلَهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَاَنْظِلْنِي مَعِيَ لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرْمَاءُ فَمَسَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بِيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَانِي أَخَرْتُمْ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ انْزِعُوهُ فَأَوْقَاهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ

৩৫৮০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা ('আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) উহদ যুদ্ধে) ঋণ রেখে শাহাদাত লাভ করেন। তখন আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার কাছে বাগানের কিছু খেজুর ছাড়া অন্য কোন মাল নেই। কয়েক বছরের খেজুর একত্র করলেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন, যাতে পাওনাদারগণ আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে। নাবী (ﷺ) তাঁর সঙ্গে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তুপের চারপাশে ঘুরে দু'আ করলেন। অতঃপর অন্য স্তুপের নিকটে গেলেন এবং এর উপরে বসলেন এবং জাবির (رضي الله عنه) কে বললেন, খেজুর বের করে দিতে থাক। সকল পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ হয়ে গেল আর তাদের যত দিলেন তত থেকে গেল। (২১২৭) (আ.প্র. ৩৩১৬, ই.ফা. ৩৩২৪)

৩৫৮১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاسًا فَقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِمَا لَيْتَ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَأَنْظَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِعَمْرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَةَ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَيُّي وَأَيُّي وَلَا أَذْرِي هَلْ قَالَ أَمْرًا بَيْنَ بَيْنِنَا وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوْعَشْتَنِيهِمْ قَالَتْ أَبَوَا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَبَوْهُمْ فَذَهَبَتْ فَاخْتَبَأَتْ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدِّعْ وَسَبِّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَإِنَّمِ اللَّهُ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ فَتَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ

قَالَتْ لَا وَفَرَّةٌ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا أَبُو بَصْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْينِي يَمِينُهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْدٍ فَمَضَى الْأَجَلَ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَا اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرِ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ فَعَرَفْنَا مِنَ الْعِرَافَةِ

৩৫৮১. ‘আবদুর রাহমান ইবনু আবু বাকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফফায় কতক অসহায় গরীব লোক ছিলেন। নাবী (রাঃ) একবার বললেন, যার ঘরে দু’জনের খাবার আছে সে যেন এদের মধ্য হতে তৃতীয় একজন নিয়ে যায়। আর যার ঘরে চার জনের খাবার রয়েছে সে এদের মধ্য হতে পঞ্চম একজন বা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায় অথবা নাবী (রাঃ) যা বলেছেন। আবু বাকর (রাঃ) তিনজন নিলেন। আর নাবী (রাঃ) নিয়ে গেলেন দশজন এবং আবু বাকর (রাঃ) তিনজন। ‘আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি, আমার আক্বা ও আম্মা। আবু ‘উসমান (রাঃ) রাবী বলেন, আমার মনে নাই ‘আবদুর রাহমান (রাঃ) কি এও বলেছিলেন যে, আমার স্ত্রী ও আমাদের পিতা-পুত্রের একজন গৃহভৃত্যও ছিল। আবু বাকর (রাঃ) ঐ রাতে নাবীজীর বাড়িতেই খেয়ে নিলেন এবং ইশার সলাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। ইশার সলাতের পর পুনরায় তিনি নাবী (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলেন। নাবী (রাঃ)-এর রাতের খাবার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অনেক রাতের পর বাড়ী ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, তাদের কি এখনো রাতের খাবার দাওনি। স্ত্রী বললেন, আপনার না আসা পর্যন্ত তারা খাবার খেতে রাযী হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন খাবার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট আমাদের লোকজন হার মেনেছে। ‘আবদুর রাহমান (রাঃ) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, ওরে বেওকুফ! আহম্মক! আরো কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। অতঃপর মেহমান পক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। আমি কিছুতেই খাব না। ‘আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের খাবার অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার শেষে আবু বাকর (রাঃ) দেখলেন তৃপ্ত হয়ে আহারের পরও পাত্রে খাবার আগের চেয়ে বেশি রয়ে গেছে। তখন স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফিরাস গোত্রের বোন! ব্যাপার কী? তিনি বললেন, হে আমার নয়নমণি! খাদ্যের পরিমাণ এখন তিনগুণের চেয়েও অধিক রয়েছে। আবু বাকর (রাঃ) তা হতে কয়েক লোকমা খেলেন এবং বললেন, আমার কসম শয়তানের প্ররোচনায় ছিল। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য নাবী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ খাদ্য নাবী (রাঃ)-এর হিফায়তে রইল। রাবী বলেন, আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বার জনকে নেতা বানানো হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহুই ভাল জানেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন করে দেয়া হয়েছিল! ‘আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, এদের সকলেই এ খাবার হতে খেয়ে নিলেন। অথবা তিনি যেমন বলেছেন। (৬০২) (আ.প্র. ৩৩১৭, ই.ফা. ৩৩২৫)

৩৫৮২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ۖ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ الْكُرَاعُ هَلَكْتُ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلَ الرَّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتْ السَّمَاءُ عَرَالِيهَا فَخَرَجْنَا نَحْوُضِ الْمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُنْظَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ يَخْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَنْظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ

৩৫৮২. আনাস (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগে একবার মাদীনাহবাসী অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হল। এ সময় কোন এক জুমু'আর দিনে নাবী (ﷺ) খুত্বা দিয়েছিলেন, তখন এক লোক উঠে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নাবী (ﷺ) তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। আনাস (رضি) বলেন, তখন আকাশ কাঁচের মত নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস শুরু হল এবং মেঘ ঘনীভূত হয়ে গেল। অতঃপর শুরু হল প্রবল বৃষ্টিপাত যেন আকাশ তার দরজা খুলে দিল। আমরা পানি ভেঙ্গে বাড়ী পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমু'আর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! গৃহগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তখন নাবী (ﷺ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হোক। আমাদের উপর নয়। [আনাস (رضি) বলেন,] তখন আমি দেখলাম, মাদীনাহ আকাশ হতে মেঘরাশি চারিদিকে সরে গেছে আর মাদীনাহকে মুকুটের মত মনে হচ্ছে। (৯৩২) (আ.প্র. ৩৩১৮, ই.ফা. ৩৩২৬)

৩৫৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جَذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمُنْبَرَ حَوْلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجَذْعُ فَأَنَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫৮৩. ইবনু 'উমার (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (ﷺ) খেজুরের একটি কাণ্ডের সঙ্গে খুত্বা প্রদান করতেন। যখন মিস্বার তৈরি করে দেয়া হল। তখন তিনি মিস্বারে উঠে খুত্বা দিতে লাগলেন। কাণ্ডটি তখন কাঁদতে শুরু করল। নাবী (ﷺ) কাণ্ডটির নিকটে গিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। উপরোক্ত হাদীসটি 'আবদুল হামীদ ও আবু 'আসিম (রহ.).....ইবনু 'উমার (رضি) সূত্রে.....নাবী (ﷺ) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৩৩১৯, ই.ফা. ৩৩২৭)

৩৫৮৪. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا

تَجْعَلُ لَكَ مِئْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوْا لَهُ مِئْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِئْبَرِ فَصَاحَتْ الذَّلَّةُ صِيَاحَ الصَّيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَمَهُ إِلَيْهِ تَبَيَّنَ أَيْنَ الصَّيِّ الَّذِي يُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا

৩৫৮৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) একটি বৃক্ষের উপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের উপর শুক্রবারে খুত্বা দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য একটি মিম্বার বানিয়ে দিব? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বার বানিয়ে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নাবী (ﷺ) মিম্বারে বসলেন, তখন কাণ্ডটি শিশুর মত চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। নাবী (ﷺ) মিম্বার হতে নেমে এসে ওটাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কাণ্ডটি শিশুর মত আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কাণ্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুত্বাকালে যিকর শুনে পেত। (৪৪৯) (আ.প্র. ৩৩২০, ই.ফা. ৩৩২৮)

৩৫৮৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে খেজুরের কয়েকটি কাণ্ডের উপর মাসজিদে নববীর ছাদ করা হয়েছিল। নাবী (ﷺ) যখনই খুত্বা দানের ইচ্ছা করতেন, তখন একটি কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করে দেয়া হলে তিনি সেই মিম্বারে উঠে দাঁড়াতেন। ঐ সময় আমরা কাণ্ডটি হতে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর স্বরের মত কান্নার আওয়াজ শুনলাম। শেষে নাবী (ﷺ) তার কাছে এসে তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। অতঃপর কাণ্ডটি শান্ত হল। (৪৪৯) (আ.প্র. ৩৩২১, ই.ফা. ৩৩২৯)

৩৫৮৬. উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নাবী (ﷺ)-এর ফিতনা সম্বন্ধীয় হাদীস স্মরণ রেখেছ যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হযাঈফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।

৩৫৮৭. উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নাবী (ﷺ)-এর ফিতনা সম্বন্ধীয় হাদীস স্মরণ রেখেছ যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হযাঈফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।

বললেন, আমিই সর্বাধিক মনে রেখেছি। 'উমার (রাঃ) বললেন, বর্ণনা কর, তুমি তো অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। হুয়াইফাহ (রাঃ) বললেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশি দ্বারা সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে সলাত, সাদ্কা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দ্বারা। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি এ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি বরং উদ্বেলিত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীষণ আঘাত হানে ঐ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। হুয়াইফাহ (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে আপনার শক্তিত হবার কোন কারণ নেই। আপনার এবং এ জাতীয় ফিতনার মধ্যে এশটি সুদৃঢ় কপাট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কপাটটি কি খোলা হবে, না ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুয়াইফাহ (রাঃ) বলেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রাঃ) বললেন, তা হলে এ কপাটটি আর সহজে বন্ধ করা যাবে না। আমরা হুয়াইফাহকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উমার (রাঃ) কি জানতেন, ঐ কপাট দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, অবশ্যই; যেমন নিশ্চিতভাবে জানতেন আগামী দিনের পূর্বে আজ রাতের আগমন অনিবার্য। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছি, যাতে ভুল-চুকের সুযোগ নেই। আমরা হুয়াইফাহকে ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি, তাই মাসরুককে বললাম, মাসরুক (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, এ বন্ধ কপাট কে? হুয়াইফাহ (রাঃ) বললেন, 'উমার (রাঃ) স্বয়ং। (৫২৫) (আ.প্র. ৩৩২২, ই.ফা. ৩৩৩০)

۳۵۸۷. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَبَالُغُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنْوْفِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ

৩৫৮৭. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে এমন এক জাতির সঙ্গে যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের এবং যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে তুর্কদের সাথে যাদের চক্ষু ছোট, নাক চেন্দী, চেহারা লাল বর্ণ যেন তাদের চেহারা পেটানো ঢাল। (২৯২৮) (ই.ফা. ৩৩৩১ প্রথমংশ)

۳۵۸۸. وَتَحْذَرُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

৩৫৮৮. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হবে যারা নেতৃত্বে ও শাসন ক্ষমতায় জড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একে অত্যন্ত অপছন্দ করবে। মানুষ খণির মত। যারা জাহিলীয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। (৩৪৯৩) (ই.ফা. ৩৩৩১ মধ্যমংশ)

۳۵۸۹. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

৩৫৮৯. তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা ধন-সম্পদের অধিকারী হবার চাইতেও আমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় বলে গণ্য হবে। (মুসলিম ৪৩/২৯ হাঃ ২৩৬৪, আহমাদ ৮১৪৭) (আ.প্র. ৩৩২৩, ই.ফা. ৩৩৩১ শেষাংশ)

৩৫৯০- حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنَّ النَّبِيَّ   قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ خُمَرَ الْوُجُوهِ فُطَسَ الْأُثُوفُ صِغَارَ الْأَغْنِ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ تَابَعَهُ عَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

৩৫৯০. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলোর সঙ্গে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চেপ্টা, চোখ ছোট এবং জুতা পশমের। ইয়াহুইয়া ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ ও আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) হতে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন। (২৯২৮) (আ.প্র. ৩৩২৪, ই.ফা. ৩৩৩২)

৩৫৯১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ   فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ   ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي سَيِّئٍ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا يَبْدُو بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ

৩৫৯১. আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে তিন বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনে হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ এ তিন বছরের চেয়ে বেশি আর কখনো ছিল না। আমি নাবী (ﷺ)-কে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। এরা হবে পারস্যবাসী অথবা পাহাড়বাসী অনারব এবং একবার সুফইয়ান বলেছেন, তারা পারস্যবাসী বা পাহাড়বাসী অনারব। (২৯২৮) (আ.প্র. ৩৩২৫, ই.ফা. ৩৩৩৩)

৩৫৯২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَقُولُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ

৩৫৯২. 'আমর ইবনু তাগলিব (ؓ) বর্ণনা করেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কিয়ামতের আগে এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়াই করবে যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো ঢালের মত। (২৯২৭) (আ.প্র. ৩৩২৬, ই.ফা. ৩৩৩৪)

৩৫৯৩- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ

৩৫৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন জয়লাভ করবে তোমরাই।

স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এইতো ইয়াহুদী আমার পিছনে, একে হত্যা কর। (২৯২৫, মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯২১) (আ.প্র. ৩৩২৭, ই.ফা. ৩৩৩৫)

৩০৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغْزُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ

৩৫৯৪. আবু সাঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, (ভবিষ্যতে) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যে, তারা জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক আছেন কি যিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপরও তারা আরো জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি সহাবাদের সঙ্গ লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। (২৮৯৭) (আ.প্র. ৩৩২৮, ই.ফা. ৩৩৩৬)

৩০৭০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطَعَ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَتَيْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْبِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ وَلَيْتَن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى قُلْتُ كِسْرَى قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمَزٍ وَلَيْتَن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيْنَ اللَّهَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجَمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَبْلَغَكَ فَيَقُولَ بَلَى فَيَقُولَ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأَفْضَلَ عَلَيْكَ فَيَقُولَ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيُّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيُّ فَرَأَيْتَ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنُ هُرْمَزٍ وَلَيْتَن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوْنَ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُخْرِجُ مِلءَ كَفِّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

৩৫৯৫. আদি ইবনু হাতিম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। অতঃপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উপদ্রবের কথা বলে অনুযোগ করল। নাবী ﷺ বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ! আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন,

তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঁই গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে তোমরা কিস্রার ধনভাণ্ডার দখল করেছ। আমি বললাম, কিস্রা ইবনু হুরমুযের? নাবী (ﷺ) বললেন, হাঁ, কিস্রা ইবনু হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি লোকও পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে অন্য কোন দোভাষী থাকবে না যিনি ভাষান্তর করে বলবেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমার নিকট আমার বাণী পৌছানোর জন্য রসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে হাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবাণী করিনি? তখন সে বলবে, হাঁ দিয়েছেন। অতঃপর সে ডান দিকে নয়র করবে, জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে নয়র করবে, তখনো সে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। আদী (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আধখানা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা কর আর যদি তাও করার তৌফিক না হয় তবে মানুষের জন্য ভাল কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী (রাঃ) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হতে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বাহ শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না। আর পারস্য সম্রাট কিস্রা ইবনু হুরমুযের ধনভাণ্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তোমরা যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে যেমন (ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে) আবুল কাসিম (রাঃ) যা বলেছেন, এক ব্যক্তি এক মুষ্টি ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে না। (১৪১৩) (আ.প্র. ৩৩২৯, ই.ফা. ৩৩৩৭)

মুহিল্লি ইবনু খলীফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনু হাতিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (বাকী হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ : এই বর্ণনায় মুহিল্লি ইবনু খলীফা হাদীসটি আদী ইবনু হাতিম হতে সরাসরি শুনেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে) (আ.প্র. ৩৩৩০, ই.ফা. নাই)

۳۵۹۶- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ شَرْحِبِيلٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَكِيمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنِيرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظَرَ إِلَى حَوْضِي إِلَّا الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَقَاتِلِجِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَاقَسُوا فِيهَا

৩৫৯৬. 'উকবাহ ইবনু 'অমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (ﷺ) বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সলাতে জানাযার মত উহুদ যুদ্ধে শহীদ সহাবাগণের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর ফিরে এসে মিস্বারে উঠে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি, আমি তোমাদের

হয়ে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিব। আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউয়ে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার মৃত্যুর পর তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এ আশঙ্কা আমি করি না। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে তোমরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। (১৩৪৪) (আ.প্র. ৩৩৩১, ই.ফা. ৩৩৩৮)

৩৫৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ   قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ   عَلَى أَظْمٍ مِنَ الْأَطْلَامِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ إِنِّي أَرَىٰ الْفَيْتَنَ تَفْعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ

৩৫৯৭. উসামাহ ( ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ( ) একদা মাদীনাহয় একটি উঁটু টিলায় উঠলেন, অতঃপর বললেন, আমি যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি দেখছি পানির স্রোতের মত ফাসাদ ঢুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ঘরে। (১৮৭৮) (আ.প্র. ৩৩৩২, ই.ফা. ৩৩৩৯)

৩৫৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ   دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِغًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَذَمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَخَلَقَ بِأَصْبَعِهِ وَيَأْلِي تَلِيهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَكَ وَفَيْتَا الصَّاحِجُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبِثُ

৩৫৯৮. যায়নাব বিনতু জাহশ ( ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী ( ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়তে পড়তে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, শীঘ্রই একটি দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টি হবে। এতে আরবের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এ কথা বলে দু’টি আগুল গোলাকার করে দেখালেন। যায়নাব ( ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব, অথচ আমাদের মধ্যে বহু নেক ব্যক্তি আছেন? নাবী ( ) বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা বেড়ে যাবে। (৩৩৫৬) (ই.ফা. ৩৩৪০ প্রথমংশ)

৩৫৭৭-وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ   قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ   فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ

৩৫৯৯. উম্মু সালামাহ ( ) বলেন, নাবী ( ) জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, আজ কী অফুরন্ত ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারই সঙ্গে অগণিত ফিতনা-ফাসাদ নাযিল করা হয়েছে। (১১৫) (আ.প্র. ৩৩৩৩, ই.ফা. ৩৩৪০ শেষাংশ)

৩৬০০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمَاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحُهَا وَأَصْلِحَ رُغَامَهَا فَلَيِّنِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ   يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْعَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ شَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَقْرِ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ

٣٦٠١-٣٦٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُدْ بِهِ وَعَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ثَوَلٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةً مَن فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

৩৬০২. ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.)....নাওফাল ইবনু মু'আবিয়া (رضي الله عنه) হতে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন যে এমন একটি সলাত রয়েছে যে ব্যক্তির ঐ সলাত ফওত হয়ে গেল, তার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (আ.প্র. ৩৩৩৫, ই.ফা. ৩৩৪২ শেষাংশ)

٣٦٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُونُ أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي
عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

٣٦٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلِكُ النَّاسُ

هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاجِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ

৩৬০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলি (যুবকগণ) মানুষের ধ্বংস ডেকে আনবে। সহাবাগণ বললেন, তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? তিনি বললেন, মানুষেরা যদি এদের সংসর্গ ত্যাগ করত তবে ভালই হত। (৩৬০৫, ৭০৫৮, মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১৭, আহমাদ ৮০১১) (ই.ফা. ৩৩৪৪ প্রথমঃশ)

৩৬০৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبْنِ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَضْدُوقَ يَقُولُ هَلَّاكَ أُمِّي عَلَى يَدَيِ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَسْمِيَهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ

৩৬০৫. আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ মাক্কী (রহ.).....সাইদ উমাবী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এবং মারওয়ান (رضي الله عنه)-এর নিকট ছিলাম। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলতে লাগলেন, আমি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের ধ্বংস কুরাইশের কতকগুলি অল্প বয়স্ক যুবকের হাতে এবং মারওয়ান বললেন, অল্প বয়স্ক ছেলেদের হাতে। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, তুমি শুনতে চাইলে তাদের নামও বলতে পারি, অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক। (৩৬০৪) (আ.প্র. ৩৩৩৭, ই.ফা. ৩৩৪৪ শেষঃশ)

৩৬০৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَضَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُذَكِّرَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاءُ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلَزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ بِلَيْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَصَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَذْرُوكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

৩৬০৬. হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নাবী (ﷺ)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি ঐ সবার মধ্যে পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলীয়াতে অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অকল্যাণের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তা

মন্দ মেশানো। আমি বললাম, মন্দ মেশানো কী? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার সুনাত ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কি আরো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন হাঁ, তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দীনের উপর থাকবে। (৩৬০৭, ৭০৮৪, মুসলিম ৩৩/১৩ হাঃ ১৮৪৭) (আ.প্র. ৩৩৩৮, ই.ফা. ৩৩৪৫)

৩৬০৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ حَذِيفَةَ ۖ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ

৩৬০৭. হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সঙ্গীরা কল্যাণ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আর আমি জানতে চেয়েছি অকল্যাণ সম্পর্কে। (৩৬০৬) (আ.প্র. ৩৩৩৯, ই.ফা. ৩৩৪৬)

৩৬০৭-৩৬০৮. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعَاؤُهُمَا وَاحِدَةٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَاؤُهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

৩৬০৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক। (৮৫, মুসলিম ৫২/৪ হাঃ ২৮৮৮, আহমাদ ৮১৪২) (আ.প্র. ৩৩৪০, ই.ফা. ৩৩৪৭)

৩৬০৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে এক। আর কিয়ামত কায়িম হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাচারী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে। (৮৫, মুসলিম ৫২/৪ হাঃ ২৮৮৮) (আ.প্র. ৩৩৪১, ই.ফা. ৩৩৪৮)

৩৬১০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ۖ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَنَّهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ فَقَالَ وَلَيْكَ وَمَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ أَغْدِلْ قَدْ خَبِثَ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَا

رَسُولُ اللَّهِ اِنَّ لِي فِيهِ فَاَضْرَبَ عَنْقَهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُونَ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصِيهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْبِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْقَرْثُ وَالذَّمُّ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عِصْدِيهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرَدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى جِوْنٍ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَأَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعْتُهُ

৩৬১০. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরাহ্ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইনসাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইনসাফ না করি। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সলাতের তুলনায় নিজের সলাত এবং সিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস পার হয়ে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খণ্ডের মত নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্ম প্রকাশ করবে।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে এ কথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন 'আলী (রাঃ) ঐ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। খোঁজ করে যখন আনা হল আমি মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে তার মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নাবী (রাঃ) বলেছিলেন। (৩৩৪৪, মুসলিম ১২/৪৭ হাঃ ১০৬৪, আহমাদ ১১৪৮৮) (আ.প্র. ৩৩৪২, ই.ফা. ৩৩৪৯)

৩৬১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَأْخُزْ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدَعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءُ الْأَسْنَانِ

سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ لَا يُجَاوِرُ إِيْمَانَهُمْ حَتَّاجِرَهُمْ فَأَيُّنَمَا لَقِيْنُهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَتَلْتَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৬১১. সুয়াইদ ইবনু গাফালা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি যখন তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর উপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ হতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় এবং আমরা নিজেরা যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ হল-চাতুরী মাত্র। আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভাল কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের দেখা মিলবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে তাদের এই হত্যার পুরস্কার আছে কিয়ামাতের দিন। (৫০৫৭, ৬৯৩০, মুসলিম ১২/৪৮ হাঃ ১০৬৬, আহমাদ ৬১৬) (আ.প্র. ৩৩৪৩, ই.ফা. ৩৩৫০)

৩৬১২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَنَا لَهُ أَلَّا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَّا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُسَقَّى بِإِثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمَسِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

৩৬১২. খাবাব ইবনু আরত্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হত। এটা তাদেরকে দীন হতে টলাতে পারত না। লোহার চিরুণী দিয়ে শরীরের হাড় মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এটা তাদেরকে দীন হতে সরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্টারোহী সান'আ হতে হযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেঘপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ। (৩৮৫২, ৬৯৪৩) (আ.প্র. ৩৩৪৪, ই.ফা. ৩৩৫১)

৩৬১৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ

جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنْكَسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرُّ كَان يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةِ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩৬১৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সাবিত ইবনু কায়েস (رضي الله عنه) কে তাঁর মাজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে দেখেন সাবিত (رضي الله عنه) তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সাবিত! কী অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অত্যন্ত খারাপ। তার গলার স্বর নাবী (ﷺ)-এর গলার স্বর হতে উচ্চ হয়েছিল। কাজেই তার সব নেক আমল নষ্ট হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে নাবী (ﷺ)-কে জানালেন সাবিত (رضي الله عنه) এসব কথা বলেছে। মুসা ইবনু আনাস (রহ.) বলেন, ঐ সহাবী এক মহা সুসংবাদ নিয়ে হাযির হলেন যে নাবী (ﷺ) বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮৪৬) (আ.প্র. ৩৩৪৫, ই.ফা. ৩৩৫২)

৩৬১৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ فِي الدَّارِ الدَّائِبَةِ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا صَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ

৩৬১৪. বার'আ ইবনু আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সহাবী সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। তখন তিনি দেখলেন, একখণ্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। তিনি নাবী (ﷺ)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করবে। এটা তো প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল। (মুসলিম ৬/৩৬ হাঃ ৭৯৫, আহমাদ ১৮৫৩৪) (আ.প্র. ৩৩৪৬, ই.ফা. ৩৩৫৩)

৩৬১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّائِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبِ ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ ابْنِي يَتَّقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنْ الْعَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظُّهُمَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدٌ فَرَفَعْتُ لَنَا صَخْرَةً طَوِيلَةً لَهَا طَلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَزَلْنَا عَنْهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي نَبَامَ عَلَيْهِ وَنَسَطْتُ فِيهِ قَرُوءَةً وَقُلْتُ نَم يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاجٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ

فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِي عَنْكَ لَيْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ
 انْفُضِ الصَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعْرِ وَالْقَدَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبِرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي
 قَعْبٍ كَثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِي إِدَارَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَزْتَوِي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ
 أُوقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَشْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّجُلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتْ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةَ بَنِي
 مَالِكٍ فَقُلْتُ أَتَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَضَمْتُ بِهِ قَرْسُهُ إِلَى بَطْنِهَا
 أَرَى فِي جَلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٍ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلِيَّ فَادْعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمْ أَنْ أُرَدَّ عَنْكُمْ الطَّلَبَ
 فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَجَّا فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَقَّ لَنَا

৩৬১৫. বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বাকর (رضي الله عنه) আমার পিতার কাছে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি আমার পিতার কাছ হতে একটি হাওদা কিনলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সঙ্গে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার পিতাও ওটার মূল্য নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বাকর! দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কী করেছিলেন যে রাতে আপনি নাবী (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। অবশ্যই আমরা সারা রাত পথ চলে পরদিন দিন দুপুর অবধি চললাম। যখন রাস্তাঘাট লোকশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের আনাগোনা ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে নামলাম। আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ওখানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় থাকলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক! তুমি কার রাখাল? সে মাদীনাহর কি মাক্কাহর এক লোকের নাম বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেষপালে কি দুধেল মেষ আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দুধে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ! অতঃপর সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালি, পশম ও ময়লা হতে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারাআ (رضي الله عنه)-কে দেখলাম এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। অতঃপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সঙ্গেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নাবী (ﷺ)-এর উযূর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়েছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাযির হলো। আমি দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, হে

٣٦١٧. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَضْرَانِيًّا فَاسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَادَ نَضْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَذَرِي مُحَمَّدًا إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَقَرُوهُ لَهْ وَأَعَمَّقُوا لَهْ فِي الْأَرْضِ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَقَرُوهُ لَهْ وَأَعَمَّقُوا لَهْ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ

٣٦١٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلَا كِشْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ
فَيْصَرُ فَلَا فَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُفْنَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٣٦١٩. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٣٦٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بَنِي شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةٌ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعُدُّوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكُمْ وَلَئِنْ أَذْبَرْتُمْ لِيَعْقِرَنَّكُمُ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ

৩৬২০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যামানায় মুসায়লামাতুল কায্যাব আসল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ (ﷺ) যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার জাতির অনেক লোক নিয়ে সে এসেছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার নিকট আসলেন। আর তাঁর সাথী ছিলেন সাবিত ইব্নু কায়েস ইব্নু শাম্মাস (রাঃ)। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সঙ্গী-সাথী পরিবেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর যা ফায়সালা তা তুমি লজ্জন করতে পারবে না। যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন। অবশ্যই তুমি ঐ লোক যার সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখানো হয়েছে। (৪৩৭৩, ৪৩৭৮, ৭০৩৩, ৭৪৬১) (ই.ফা. ৩৩৫৯ প্রথমংশ)

৩৬২১. فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سَوَارَتَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي شَأْنُهُمَا فَأَوْحَى إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَتَفْخُخُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلُهُمَا كَدَّائِينَ يَخْرُجَانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ

৩৬২১. (ইব্নু 'আব্বাস (রহ.)...বলেন,) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে সোনার দু'টি বালা। বালা দু'টি আমাকে চিত্তায় ফেলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অহী এল, আপনি ফুঁ দিন। আমি তাই করলাম। বালা দু'টি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দু'জন কায্যাব বের হবে। এদের একজন আনসী, অপরজন ইয়ামামাহবাসী মুসায়লামাতুল কায্যাব। (৪৩৭৪, ৪৩৭৫, ৪৩৭৯, ৭০৩৪, ৭০৩৭, মুসলিম ৪২/৪ হাঃ ২২৭৩, ২২৭৪, আহমাদ ১১৮১৪) (আ.প্র. ৩৩৫২, ই.ফা. ৩৩৫৯ শেষাংশ)

৩৬২২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَمَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَيْ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى فَقَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

৩৬২২. আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মাক্কাহ হতে হিজরাত করে এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে বহু খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হায়র হবে। স্থানটি মাদীনাহ ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াসরিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার

অগ্রাংশ ভেঙ্গে গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপদ ঘটেছিল এটা তা-ই। অতঃপর দ্বিতীয় বার তলোয়ারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন সেটি আগের চেয়েও আরো উত্তম হয়ে গেল। এটা হল যে, আল্লাহ্ মুসলিমগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যবহ হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল- আল্লাহ্র পক্ষ হতে ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বাদার দিবসের পর দান করেছেন। (৪০৮১, ৭০৩৫, ৭০৪১, মুসলিম ৪২/৪ হাঃ ২২৭২) (আ.প্র. ৩৩৫৩, ই.ফা. ৩৩৬০)

৩৬২৩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ فَرَّاسٍ عَنْ غَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسْرَأَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ ثُمَّ أَسْرَأَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَتْ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا

৩৬২৩. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমাহ (রাঃ) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নাবী (ﷺ) বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে মোবারকবাদ। অতঃপর তাঁকে তার ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং তাঁর সঙ্গে চুপিচুপি কথা বললেন। তখন ফাতিমাহ (রাঃ) কেঁদে দিলেন। আমি [‘আয়িশাহ (রাঃ) তাঁকে বললাম] কাঁদছেন কেন? নাবী (ﷺ) পুনরায় চুপিচুপি তার সঙ্গে কথা বললেন। ফাতিমাহ (রাঃ) এবার হেসে উঠলেন। আমি [‘আয়িশাহ (রাঃ) বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ﷺ) কী বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল (ﷺ)-এর গোপন কথাকে প্রকাশ করব না। শেষে নাবী (ﷺ)-এর ইত্তিকাল হয়ে যাবার পর আমি তাঁকে (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী বলেছিলেন? (৩৬২৬, ৩৭১৬, ৪৪৩৪, ৬২৮৬, মুসলিম ৪৪/১৫ হাঃ ২৪৫০, আহমাদ ২৬৪৭৫) (ই.ফা. ৩৩৬১ প্রথমংশ)

৩৬২৪. فَقَالَتْ أَسْرَأَ إِلَيَّ إِنَّ جَبْرِئَلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ

৩৬২৪. তিনি বললেন, তিনি (ﷺ) প্রথম বার আমাকে বলেছিলেন, জিব্রাঈল (রাঃ) প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু’বার পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় বেলা উপস্থিত এবং অতঃপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। অতঃপর বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসী নারীদের অথবা মু’মিন নারীদের তুমি সরদার হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। (আ.প্র. ৩৩৫৪, ই.ফা. ৩৩৬১ শেষাংশ)

৩৬২৫- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاها فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ

৩৬২৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অস্তিম পীড়িতাবস্থায় তাঁর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর চুপিচুপি কী যেন বললেন। ফাতিমাহ (রাঃ) তা শুনে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচুপি আরো কী যেন বললেন। এতে ফাতিমাহ (রাঃ) হেসে উঠলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। (৩৬২৩) (ই.ফা. ৩৩৬২ প্রথমংশ)

৩৬২৬. فَقَالَتْ سَارَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجْعِهِ الَّذِي تُوْفِّي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَرَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكَتْ

৩৬২৬. তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি রোগাক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হবে; তাই আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, এতে আমি হাসলাম। (৩৬২৪) (আ.প্র. ৩৩৫৫, ই.ফা. ৩৩৬২ শেষাংশ)

৩৬২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُذِنُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (النصر: ১) فَقَالَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَغْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَغْلَمَ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ

৩৬২৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। একদা 'আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ) তাঁকে বললেন, তাঁর মত ছেলে আমাদেরও আছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ তো আপনি নিজেও জানেন। তখন 'উমার (রাঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে ডেকে وَافَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) উত্তর দিলেন, এ আয়াতে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে তাঁর মৃত্যু সন্নিহিত বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। 'উমার (রাঃ) বললেন, এ আয়াতের অর্থ তুমি যা জান তা হাড়া ভিন্ন কিছু আমি জানি না। (৪২৯৪, ৪৪৩০, ৪৯৬৯, ৪৯৭০) (আ.প্র. ৩৩৫৬, ই.ফা. ৩৩৬৩)

৩৬২৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْعَسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَقَةٍ قَدْ عَصَبَ بِعَصَابَةِ دَسْمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى

يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمَلَجِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ فَكَانَ آخِرَ تَحْلِيلِ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

৩৬২৮. ইবনু 'আব্বাস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) শেষ রোগে আক্রান্ত হবার পর একটি চাদর পরে মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পড়ি বেঁধে ঘর হতে বের হয়ে মিসরের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করার পর বললেন, আম্মা বাদ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তাঁদের অবস্থা লোকের মাঝে যেমন খাদ্যের মধ্যে লবণের মত হবে। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির মানুষের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকবে সে যেন আনসারদের ভাল কাজ গ্রহণ করে এবং তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে। এটাই ছিল নাবী (ﷺ)-এর সর্বশেষ মজলিস যা তিনি করেছিলেন। (৯২৭) (আ.প্র. ৩৩৫৭, ই.ফা. ৩৩৬৪)

৩৬২৯. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৬২৯. আবু বাক্রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদা হাসান (রা.)-কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিস্বারে আরোহণ করলেন। অতঃপর বললেন, আমার এ ছেলেটি সরদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে বিবদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিবেন। (২৭০৪) (আ.প্র. ৩৩৫৮, ই.ফা. ৩৩৬৫)

৩৬৩০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

৩৬৩০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) জা'ফর এবং যায়দ ইবনু হারিস (রা.) এর শাহাদাত অর্জনের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের উভয়ের শাহাদাত অর্জনের সংবাদ আসার পূর্বেই। তখন তাঁর দু'চোখ হতে অশ্রু ঝরছিল। (১২৪৬) (আ.প্র. ৩৩৫৯, ই.ফা. ৩৩৬৬)

৩৬৩১. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْصَاطٍ قُلْتُ وَأَيُّ يَكُونُ لَنَا الْأَنْصَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الْأَنْصَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا بَعْنِي أَمْرًا آخِرِي عَنِّي أَنْصَاطُكَ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْصَاطُ فَادْعُهَا

৩৬৩১. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায়? তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা আনমাত লাভ করবে। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার বিছানা হতে এটা সরিয়ে দাও। তখন সে বলল, নাবী (ﷺ) কি বলেননি যে, শীঘ্রই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দেই। (মুসলিম ৩৭/৭ হাঃ ২০৮৩) (আ.প্র. ৩৩৬০, ই.ফা. ৩৩৬৭)

৩৬৩২- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ بِنِ خَلِيفِ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَعَقَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطَفْتُ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَلَا حَيًّا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَدُ أَهْلِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قَطْعَنَ مَثَجْرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمَسِّكُهُ فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رضي الله عنه يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِيُّ قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَذْرِ وَجَاءَ الصَّرِيحُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِيُّ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ

৩৬৩২. আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয رضي الله عنه 'উমরাহ আদায় করার জন্য গেলেন এবং সাফওয়ানের পিতা উমাইয়াহ ইবনু খালাফ এর বাড়িতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াহও সিরিয়ায় গমনকালে (মাদীনাহয়) সা'দ رضي الله عنه-এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়াহ সা'দ رضي الله عنه-কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি গিয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। সা'দ رضي الله عنه তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জাহাল এসে হাযির হল। সা'দ رضي الله عنه-কে দেখে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে যে কা'বার তাওয়াফ করছে সা'দ رضي الله عنه বললেন, আমি সা'দ। আবু জাহাল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কা'বার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ? সা'দ رضي الله عنه বললেন, হাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। তখন উমাইয়া সা'দ رضي الله عنه-কে বলল, আবুল হাকামের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না, কারণ সে মাক্কাহবাসীদের নেতা। অতঃপর সা'দ رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ رضي الله عنه-কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উঁচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ رضي الله عنه ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বললেন হাঁ। উমাইয়া বলল, আল্লাহর কসম মুহাম্মাদ ﷺ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীর নিকট ফিরে এসে বলল,

তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী ভাই আমাকে কী বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞেস করল কী বলেছে? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ (ﷺ) মিথ্যা বলেন না। যখন মাক্কাহর মুশরিকরা বাদারের উদ্দেশে রওয়ানা হল এবং আহ্বানকারী আহ্বান জানাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে কথা তোমার মনে নেই? তখন উমাইয়া না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। আবু জেহেল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। আমাদের সঙ্গে দুইএকদিনের পথ চল। উমাইয়াহ তাদের সঙ্গে চলল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে নিহত হল। (৩৯৫০) (আ.প্র. ৩৩৬১, ই.ফা. ৩৩৬৮)

৩৬৩৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَتَرَعَ دُثُوبًا أَوْ دُثُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عُبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي قَرِيئَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَظْمٍ وَقَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَرَعَ أَبُو بَكْرٍ دُثُوبًا أَوْ دُثُوبَيْنِ

৩৬৩৩. আবদুল্লাহ (ইবনু 'উমার) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, একদা (স্বপ্নে) লোকজনকে একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) উঠে দাঁড়ালেন এবং এক অথবা দুই বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন। অতঃপর উমর (رضي الله عنه) বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বড় আকার ধারণ করল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে 'উমারের মত সুদক্ষ ও শক্তিশালী ব্যক্তি আর দেখিনি। শেষে উপস্থিত লোকো তাদের উটগুলিকে পানি পান করিয়ে উটশালে নিয়ে গেল। হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-কে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি আবু বাকর দু'বালতি পানি উঠালেন। (৩৬৭৬, ৩৬৮২, ৭০১৯, ৭০২০, মুসলিম ৪৪/২, হাঃ ২৩৯৩, আহমাদ ৪৯৭২) (আ.প্র. ৩৩৬২, ই.ফা. ৩৩৬৯)

৩৬৩৪- حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنْبِئْتُ أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَالْتِ هَذَا رِخِيَّةٌ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ جَبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

৩৬৩৪. আবু 'উসমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাঈল (عليه السلام) নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলেন। তখন উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। অতঃপর উঠে গেলেন। নাবী (ﷺ) উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, এতো দেহুইয়া। উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহর কসম। আমি দেহুইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নাবী (ﷺ)-কে তাঁর খুত্বায় জিবরাঈল (عليه السلام)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম। [সুলায়মান (রাবী) বলেন] আমি আবু

‘উসমানকে জিজ্ঞেস করলাম এ হাদীসটি আপনি কার নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-এর নিকট শুনেছি। (৪৯৮০) (আ.প্র. ৩৩৬৩, ই.ফা. ৩৩৭০)

২৬/৭১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْبَاءَهُمْ وَإِنَّ قَرِيبًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ

الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (البقرة: ১৫৬)

৬১/২৬. অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী : যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে, যে রূপ তারা তাদের পুত্রদের চেনে। আর তাদের একদল জেনে শুনে নিশ্চিতভাবে সত্য গোপন করে। (আল-বাক্বারাহ ১৪৬)

৩৬৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَحْدُثُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ قَرَأْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقْنِيهَا الْحِجَارَةَ

৩৬৩৫. আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। ইয়াহুদীরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কী বিধান পেয়েছে? তারা বলল, আমরা এদেরকে অপমানিত করব এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং প্রস্তর হত্যা করা সম্পর্কীয় আয়াতের উপর হাত রেখে তার আগের ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করল। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার আয়াত আছে। তখন ইয়াহুদীরা বলল, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যই বলছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার আয়াতই আছে। তখন নাবী (ﷺ) প্রস্তর নিক্ষেপে দু’জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি ঐ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। (১৩২৯, মুসলিম ২৯/৬, হাঃ ১৬৯৯, আহমাদ ৪৪৯৮) (আ.প্র. ৩৩৬৪, ই.ফা. ৩৩৭১)

২৭/৭১. بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةَ فَارَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ

৬১/২৭. অধ্যায় : মুশরিকরা নিদর্শন দেখানোর জন্য নাবী (ﷺ)-কে বললে তিনি চাঁদ দু’ভাগ করে দেখালেন।

৩৬৩৬. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوا

৩৬৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (৩৮৬৯, ৩৮৭১, ৪৮৬৪, ৪৮৬৫, মুসলিম ৫০/৮, হাঃ ২৮০০, আহমাদ ৩৫৮৩) (আ.প্র. ৩৩৬৫, ই.ফা. ৩৩৭২)

৩৬৩৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ

৩৬৩৭. আনাস (ইবনু মালিক) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ্বাসী কাফিররা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিদর্শন দেখানোর জন্য বললে তিনি তাদেরকে চাঁদ দু'ভাগ করে দেখালেন। (৩৮৬৮, ৪৮৬৭, ৪৮৬৮, মুসলিম ৫০/৮, হাঃ ২৮০২) (আ.প্র. ৩৩৬৬, ই.ফা. ৩৩৭৩)

৩৬৩৮. حَدَّثَنِي خَلْفُ بْنُ خَالِدٍ الْفَرَسِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৬৩৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-এর যুগে চাঁদ দু'খণ্ড হয়েছিল। (৩৮৭০, ৪৮৬৬, মুসলিম ৫০/৮, হাঃ ২৮০৩) (আ.প্র. ৩৩৬৭, ই.ফা. ৩৩৭৪)

بَابُ ٢٨/٦١ :

৬১/২৮. অধ্যায় :

৩৬৩৯. بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ ﷺ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ

৩৬৩৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর দু'জন সহাবী অন্ধকার রাতে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে বের হলেন, তখন তাদের সঙ্গে দু'টি বাতির মত কিছু তাদের সম্মুখ ভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটি বাতি চলতে লাগল। তাঁরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত। (৪৬৫) (আ.প্র. ৩৩৬৮, ই.ফা. ৩৩৭৫)

৩৬৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ سَمِيعُ الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

৩৬৪০. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন ক্বিয়ামাত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে। (৭৩১১, ৭৪৫৯, মুসলিম ৩৩/৫৩, হাঃ ১৯২১) (আ.প্র. ৩৩৬৯, ই.ফা. ৩৩৭৬)

৩৬৪১. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا

مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُجَيْمٍ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّأْمِ
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ

৩৬৪১. মু'আবিয়াহ (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা অপমান করতে চাইবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থার উপর থাকবে। 'উমাইর ইবনু হানী (রহ.) মালিক ইবনু ইউখামিরের (রহ.) বরাত দিয়ে বলেন, মু'আয (رضি) বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। মু'আবিয়াহ (রহ.) বলেন, মালিক (রহ.)-এর ধারণা যে ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয (رضি) বলেছেন। (৭১) (আ.প্র. ৩৩৭০, ই.ফা. ৩৩৭৭)

۳۶۴۲. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَزَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ
عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ
فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ
عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ

৩৬৪২. 'উরওয়াহ বারিকী (رضি) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) একটি বকরী কিনে দেয়ার জন্য তাকে একটি দিনার দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দু'টি বকরী কিনলেন। অতঃপর এক দিনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নাবী (ﷺ)-এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হবার জন্য দু'আ করে দিলেন। অতঃপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি কিনতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ বলেন, হাসান ইবনু 'উমারাহ শাবীব ও 'উরওয়াহর বরাদ দিয়ে এ হাদীসটি আমাদেরকে বলেছেন। তারপর আমি শাবীবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, আমি সরাসরি 'উরওয়াহ থেকে শুনি। একটি গোত্র 'উরওয়াহর বরাত দিয়ে আমাকে হাদীস বলেছেন। তবে 'উরওয়াহ থেকে আমি (অপর) একটি হাদীস শুনেছি। (আ.প্র. ৩৩৭১ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৩৭৮ প্রথমংশ)

۳۶۴۳. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ
رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضْحِيَّةٌ

৩৬৪৩. আর তা হলো এই : 'উরওয়াহ বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার কপালের কেশদামে বরকত ও কল্যাণ আছে কিয়ামত অবধি। রাবী বলেন, আমি তার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জন্য যে বকরীটি কেনা হয়েছিল তা ছিল কুরবানীর জন্য। (২৮৫০) (আ.প্র. ৩৩৭১ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৩৭৮ শেষাংশ)

৩৬৬৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩৬৪৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশদামে কিয়ামত অবধি কল্যাণ ও বরকত আছে। (২৮৪৯) (আ.প্র. ৩৩৭২, ই.ফা. ৩৩৭৯)

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ مَغْفُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ

৩৬৪৫. আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত আছে। (২৮৫১) (আ.প্র. ৩৩৭৩, ই.ফা. ৩৩৮০)

৩৬৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ لثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرِّوَضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَشَتْ شَرْقًا أَوْ شَرْقَيْنِ كَانَتْ أَزْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعْنِيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظَهْوَرَهَا فِيهِ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِبَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخُمْرِ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْقَادَةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة : ১-৭)

৩৬৪৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার। একজনের জন্য পুণ্য, আর একজনের জন্য আবরণ ও অন্য আর একজনের জন্য পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়াকে সর্বদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা রশি দিয়ে ঘোড়াটি কোন চারণভূমি বা বাগানে বেঁধে রাখে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অংশ পড়বে তত পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং দুই একটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায় তার পরে তার লাদাগুলিও নেকী বলে গণ্য হবে। যদি কোন নদী-নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি তাও তার নেক আমলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের অস্বচ্ছলতা দারিদ্রের গ্লানি ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হুক রয়েছে তা ভুলে না যায়। তবে এই ঘোড়া তার জন্য আযাব হতে আবরণ হবে। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং আহলে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার কারণে ঘোড়া লালন-পালন করে এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা হবে। নাবী (ﷺ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন আয়াত আমার নিকট অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক অনন্য আয়াতটি আমার নিকট নাযিল হয়েছেঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার

প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে। (খিলযাল ৪ ৭৮) (২৩৭১) (আ.প্র. ৩৩৭৪, ই.ফা. ৩৩৮১)

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ بُعْثَةٍ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاجِي فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ

৩৬৪৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) খুব সকালে খায়বারে পৌঁছলেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর হতে বের হচ্ছিল। তাঁকে (ﷺ)-কে দেখে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ (ﷺ) পুরা সেনা বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। (এ বলে) তারা দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় ঢুকে পড়ল। নাবী (ﷺ) দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, “আল্লাহ্ আকবার” খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির, আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন এসব সাবধানকৃত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। (৩৭১) (আ.প্র. ৩৩৭৫, ই.ফা. ৩৩৮২)

৩৬৬৮. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُذَيْكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَصَمَّمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدَ

৩৬৪৮. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হতে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও। আমি চাদর বিছালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কী যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি চেপে ধর। আমি চেপে ধরলাম, অতঃপর আমি আর কোন হাদীস ভুলিনি। (১১৮) (আ.প্র. ৩৩৭৬, ই.ফা. ৩৩৮৩)

১২- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ [المناقب]

পর্ব (৬২) : সহাবীগণ [রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম]-এর মর্যাদা

১/১২. بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬২/১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের ফাযীলাত।^১

^১ সহাবি কিরাম [রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম] এর মর্যাদা বিষয়ক :

এখান থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পরেই নাবী (ﷺ)-এর সম্মানিত সহাবীদের মান-মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে। যাতে নাবী (ﷺ)-এর কয়েকজন বিশিষ্ট সহাবী ও সমগ্র সহাবীয়ে কেরামদের মর্যাদা, তাঁদের প্রতি সাধারণ মু'মিন মুসলমানদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে একান্ত আবশ্যিক আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নাবী (ﷺ)-এর সমগ্র সহাবীগণই সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার হকদার। সমগ্র সহাবী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)-দের মধ্যে ৪ খলীফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) পাওয়ার দিক দিয়ে অন্যান্য সহাবীদের চেয়ে বেশী হকদার এ কথা প্রত্যেক বিবেকবান লোক স্বীকার করতে একান্ত বাধ্য। উক্ত সার্বজনীন স্বীকৃত ইসলামী শরীয়াতের রীতি-নীতি প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষীগণ যেমন শ্রদ্ধা ভরে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তী যুগের ইসলামী মনীষীগণও উপরোক্ত বিষয়ে একমত পোষণ করে আসছেন। রসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণ সকলেই দ্বীনের ব্যাপারে ছিলেন ইনসাফকারী। যেমন নাবী (ﷺ) প্রত্যেক সহাবীদেরকেই ইনসাফকারী বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। যথা নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكلهم عدول متفق عليه

তোমাদের উপর আমার রেখে যাওয়া সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী খলীফাগণের সুন্নাহ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং উক্ত খলীফাগণের প্রত্যেকেই ইনসাফকারী। অন্যত্র আছে, যার সানাদও সহীহ বটে, আর তা এই যে, আমার সব সহাবীই ইনসাফকারী। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় উক্ত সহীহ বুখারীর মধ্যেই فضائل الصحابة নামক অধ্যায়ের ৩৬৬৫ নং হাদীসে নাবী (ﷺ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা (পরবর্তীকালে) আমার সহাবীদেরকে গালি-গালাজ করো না।

عن أبي سعيد الخدري (رض) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, যারা নাবী (ﷺ)-কে নিজ চোখে দেখেনি, নাবী (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাদের হয়নি, এমন সকলের জন্যেই উপরোক্ত নিষেধবাণী প্রযোজ্য হবে। (ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, পরবর্তীকালে খারিজী, রাফিজী, মু'তাজিলা, জায়েদিয়া, আশারিয়া, ইসমা'ঈলিয়া তথা শিয়া মাযহাবের লোকজন নিজেদের ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্তী হয়ে নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক অপবাদ দেয়ার মতো ধৃষ্টতা ও অপরাধপূর্ণ সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে মুসলিম জাতিকে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদের প্ররোচনা দিয়েছে। যা প্রতিটি বিবেকবান মুসলমানের নিকট অনির্দেশ্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত বটে।

শার'ঈয়তের বিধিবিধানকে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং সঠিকভাবে মান্য করার জন্য সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে তার উপর বহাল থাকতে হবে। যেমন কুরআন একত্রিকরণ, খালীফাহ নির্ধারণ, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) কর্তৃক তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাজারের মধ্যে জুমু'আহর দিন দ্বিতীয় আযান চালু করা। (বর্তমানে মাইকের আযান দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিধায় এখন এ আযান নিষ্প্রয়োজন।

বুখারী كتاب فضائل الصحابة পর্বে সহীহ সানাদে হাদীসসমূহে আছে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) একজন স্বীয় ঘরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আবু মূসা আল আশআরী বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) অনুমতি চায় (প্রবেশের জন্য)। নাবী (ﷺ) বললেন, তাকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তাকে বেহেশতের

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَأَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ

মুসলিমদের মধ্য হতে যিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে লাভ করেছেন অথবা তাঁকে (ﷺ) যিনি দেখেছেন তিনি তাঁর সহাবী।

৩৬৭৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحَ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحَ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحَ لَهُمْ

৩৬৪৯. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, লোকেদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের জন্য বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণের সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য প্রাপ্ত হয়েছেন? বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। (২৮৯৭) (আ.প্র. ৩৩৭৭, ই.ফা. ৩৩৮৪)

সুসংবাদ দিয়ে দাও। অতঃপর 'উমার (رضي الله عنه) অনুমতি চাইলে তাঁকেও এমনই বলে সুসংবাদ দেয়া হলো। (বুখারী হাঃ ৩৬৭৩, বিস্তারিত বাখ্যা- ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

এভাবেই ৪ খলীফাহ সহ জলীলুল কুদর কয়েকজন সহাবী সম্পর্কে আল্লাহর রসূল বিভিন্ন সময় অনেক সুসংবাদ জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আল্লাহর আদেশক্রমে। এ জাতীয় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সহাবীদের সংখ্যা ১০ জন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সহাবীদের ব্যাপারেও নাবী (ﷺ) স্বীয় পবিত্র মুখে চমৎকার মন্তব্য করে তাদেরকে বিশ্ববাসীর নিকট সম্মানিত করেছেন। সুতরাং সহাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যিক। অতীত পরিতাপের ও দুঃখের বিষয় এই যে, শিয়া মায়হাবের লোকজন ইসলামের উক্ত সম্মানিত ১ম থেকে ৩য় খলীফা (رضي الله عنه)দেরকে জবরদস্তি মূলক খিলাফত দখলকারী, অন্যায়কারী, অত্যাচারী পর্যন্ত বলার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পক্ষান্তরে 'আলী (رضي الله عنه)-এর প্রতি অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে তারা তাঁকে পায় নবুয়্যাতের কাছাকাছি বা সম মর্যাদায় নিয়ে গেছে। আর কেউ কেউ শিয়াদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে মহামতি ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه)-কে গদীলোভী, অযথা রাষ্ট্রীয় শৃংখলা বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে। ইমাম হাসান, হুসাইন (رضي الله عنه) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, আর আহলে বাইতদের প্রতি মুহাব্বাত রাখার নির্দেশ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনেও তাদের পবিত্রতা এভাবে ঘোষিত হয়েছে-

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الأحزاب: من الآية ৩৩)

সবশেষে সহাবীদের ব্যাপারে সমীহ ভাবপ্রদর্শন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

৩৬০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْرُوْهُ فَيَأْمُ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْرُوْهُ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْرُوْهُ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ

৩৬৫০. ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। ইমরান (রাঃ) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ অথবা তিনি যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। অতঃপর এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে অগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তারা হবে চৰ্বিওয়ালা মোটাচোটা। (২৬৫১) (আ.প্র. ৩৩৭৮, ই.ফা. ৩৩৮৫)

৩৬০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْثِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَتَحْنُ صِغَارُ

৩৬৫১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্য দানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে। ইব্রাহীম (নাখ্বী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরাক্বীগণ আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন। (২৬৫২) (আ.প্র. ৩৩৭৯, ই.ফা. ৩৩৮৬)

২/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ

৬২/২. অধ্যায় : মুহাজিরগণের গুণাবলী ও ফাযীলাত।

مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ النَّبِيُّ ﷺ

তাদের মধ্য হতে আবু বাকর 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু কুহাফা তায়মী (রাঃ)।

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمَمًا وَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحشر: ৮) وَقَالَ اللَّهُ ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعََنَا﴾ (التوبة: ১০) قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ

মহান আল্লাহর বাণী : এ সম্পদ অভাবহস্ত মুহাজিরদের জন্য.....(আল-হাশর ৮) এবং মহান আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। (আত-তাওবাহ ৪০)

‘আয়িশাহ, আবু সাঈদ ও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সাওর পর্বতের গুহায় ছিলেন।

৩৬০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ ۞ مِنْ غَارِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَارِبٍ مَرُّ الْبَرَاءِ فَلْيَحْمِلْ إِلَيَّ رَحْلِي فَقَالَ غَارِبٌ لَا حَتَّى نَحْدِثْنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ ۞ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ قَالَ ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْبَبْنَا أَوْ سَرِينَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظُّلُمَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصْرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلٍّ فَأَوَيْ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَتَنَظَّرْتُ بَقِيَّةَ ظِلِّ لَهَا فَسَوَّيْتُه ثُمَّ قَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ ۞ فِيهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ ۞ ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غَلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاءُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ صَرْعَهَا مِنَ الْغَبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفِّهِ فَقَالَ هَكَذَا صَرَبَ إِحْدَى كَفِّهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ۞ إِدَاوَةً عَلَى فِيهَا خِزْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ۞ فَوَافَقْتُهُ قَدْ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَكَ فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشِمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ۞ (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبة: ٤٠)

৩৬৫২. বারাবা (ইবনু ‘আযিব) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রাঃ) ‘আযিব (রাঃ)-এর নিকট হতে তের দিরহামের একটি হাওদা কিনলেন। আবু বাকর (রাঃ) ‘আযিবকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে হাওদাটি আমার নিকট পৌছে দিতে বল। ‘আযিব (রাঃ) বললেন, আমি বারাকে বলব না যতক্ষণ আপনি আমাদেরকে সবিস্তারে বর্ণনা করে না শুনাবেন যে আপনি ও নাবী (সাঃ) কী করছিলেন যখন আপনারা মাক্কাহ হতে বেরিয়ে পড়েছিলেন? আর মাক্কাহর মুশরিকগণ আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, আমরা মাক্কাহ হতে বেরিয়ে সারা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অবিরত চললাম। যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল, এবং উত্তাপ তীব্র হলো আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন ছায়া দেখা যায় কিনা, যেন আমরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। তখন একটি বড় আকারের পাথরে চোখে পড়ল। এই পাথরটির পাশে কিছু ছায়াও আছে। আমি সেখানে আসলাম এবং ঐ ছায়াপূর্ণ জায়গাটি সমতল করে নাবী (সাঃ)-এর জন্য বিছানা করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চারদিকের অবস্থা

দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের খোঁজে কেউ আসছে কিনা? ঐ সময় আমি দেখতে পেলাম, একজন মেঘ পালক তার ভেড়া ছাগল হাঁকিয়ে ঐ পাথরের দিকে আসছে। সেও আমাদের মত ছায়া খোঁজ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! তুমি কার রাখাল? সে একজন কুরাইশের নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাকে শুধালাম, তোমার বকরীর পালে দুধেল বকরী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম। তুমি কি আমাদেরকে দুধ দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ, দিব। আমি তাকে তা দিতে বললে তৎক্ষণাৎ সে বকরীর পাল হতে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল এবং পিছনের পা দু'টি বেঁধে নিল। আমি তাকে বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে ধূলাবালি হতে পরিষ্কার করে নাও এবং তোমার হাত দু'টি পরিষ্কার কর। তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে (পরিষ্কারের ধরণ) দেখালেন। অতঃপর সে আমাদেরকে পাত্র ভরে দুধ এনে দিল। আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য একটি চামড়ার পাত্র সঙ্গে রেখে ছিলাম যার মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। আমি দুধে অল্প পানি মিশিয়ে দিলাম যেন দুধের নিম্নভাগও ঠান্ডা হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুধ নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হাথির হয়ে দেখলাম তিনি জেগেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুধ পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন। আমি খুশী হলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। আমরা রওয়ানা দিলাম। মাক্কাহবাসী মুশরিকরা আমাদের খোঁজে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শাম ছাড়া আমাদের সন্ধান তাদের অন্য কেউ পায়নি। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! খোঁজকারী আমাদের দেখা পেয়ে গেল। তিনি বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। (২৪৩৯) (আ.প্র. ৩৩৮০, ই.ফা. ৩৩৮৭)

৩৭০২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بَانْتِنِ اللَّهُ تَالِهُمَا

৩৬৫৩. আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বাকর, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ যাঁদের তৃতীয় জন। (৩৯২২, ৪৬৬৩, মুসলিম ৪৪/১, হাঃ ২৩৮১, আহমাদ ১১) (আ.প্র. ৩৩৮১, ই.ফা. ৩৩৮৮)

৩/৭২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ

৬২/৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : আবু বাকর (রাঃ) এর দরজা বাদ দিয়ে সব দরজা বন্ধ করে দাও।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৭০৬- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا

بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَعَجَبْنَا لِبَكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخْبِرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ

৩৬৫৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদা সহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবার কালে বললেন, আল্লাহ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নি'মাতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ বেছে নিয়েছে। নাবী বলেন তখন আবু বাকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নাবী (ﷺ) এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে?) কিছু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছিলেন এবং আবু বাকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ দিয়ে, তার সঙ্গ দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবু বাকর (রাঃ)। আমি যদি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বাকরকে করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক ভালবাসা আছে। মাসজিদের দিকে আবু বাকরের দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না। (৪৬৬) (আ.প্র. ৩৩৮২, ই.ফা. ৩৩৮৯)

৬/৭২. بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬২/৪. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর পরেই আবু বাকরের মর্যাদা।

৩৭০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيَّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৩৬৫৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগে সহাবীগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবু বাকর (রাঃ)-কে তাঁরপর 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-কে, অতঃপর 'উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে। (৩৬৯৭) (আ.প্র. ৩৩৮৩, ই.ফা. ৩৩৯০)

৫/৭২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا

৬২/৫. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ

আবু সাঈদ (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৩৬০৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَخَذُتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَجْنِي وَصَاحِبِي

৩৬০৬. আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের কাউকে যদি আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বাক্রকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার ভাই ও আমার সহাবী। (৪৬৭) (আ.প্র. ৩৩৮৪, ই.ফা. ৩৩৯১)

৩৬০৭. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَمُؤَمِّسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُؤَذِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذُتُهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ

৩৬০৭. আইয়ুব (রহ.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকেই আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই শ্রেয়তম। কুতায়বা (রহ.)....আইয়ুব (রহ.) হতে ঐরূপ বর্ণনা করেন। (৪৬৭) (আ.প্র. ৩৩৮৫, ই.ফা. ৩৩৯২)

৩৬০৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْحَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تَخَذُتُهُ أَنْزَلَهُ أَبَا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ

৩৬০৮. আবদুল্লাহ ইবনু আবু মুলায়কা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ দাদার (অংশ) সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবনু যুবারের নিকট পত্র পাঠালেন, তিনি বললেন, ঐ মহান ব্যক্তি যার সম্পর্কে নাবী (ﷺ) বলেছেন, এ উম্মাতের কাউকে যদি আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই করতাম, (অর্থাৎ আবু বাক্র (রাঃ)) তিনি দাদাকে মিরাসের ক্ষেত্রে পিতার সম মর্যাদা দিয়েছেন। (আ.প্র. ৩৩৮৬, ই.ফা. ৩৩৯৩)

৬/৭২. بَاب

৬২/৬. অধ্যায় :

৩৬০৯. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهُ تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ

৩৬০৯. জুবার ইবনু মুত'ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নাবী (ﷺ)-এর নিকট এল। তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কী করব? এ কথা দ্বারা স্ত্রীলোকটি নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যুর প্রতি ইশারা করেছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বাক্রের নিকট আসবে। (৭২২০, ৭৩৬০, মুসলিম ৪৪/১, হাঃ ২৩৮৬, আহমাদ ১৬৭৫৫) (আ.প্র. ৩৩৮৭, ই.ফা. ৩৩৯৪)

৩৬৬০- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَيَّانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ أَعْبُدُ وَأَمْرَاتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ

৩৬৬০. আমাদের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে তাঁর সঙ্গে মাত্র পাঁচজন গোলাম, দু'জন মহিলা এবং আবু বাকর (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। (৩৮৫৭) আ.প্র. ৩৩৮৮, ই.ফা. ৩৩৯৫)

৩৬৬১- حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِظَرْفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَأَن بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْحَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّعْتُ لِي فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَتَمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَنَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُؤْذِي بَعْدَهَا

৩৬৬১. আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বাকর (রাঃ) পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু' হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নাবী (রাঃ) বললেন, তোমাদের এ সাথী এই মাত্র কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে। তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এবং 'উমার ইবনু খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি। নাবী (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বাকর (রাঃ)! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর 'উমার (রাঃ) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বাকর (রাঃ)-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বাকর কি বাড়িতে আছেন? তারা বলল, 'না'। তখন 'উমার (রাঃ) নাবী (রাঃ)-এর নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নাবী (রাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বাকর (রাঃ) ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যখন আমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবু বাকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান মাল সবকিছু দিয়ে আমার সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথীকে অব্যাহতি দিবে? এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ)-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয়নি। (৪৬৪০) আ.প্র. ৩৩৮৯, ই.ফা. ৩৩৯৬)

৩৬৬২. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَذَاءُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ الْعَاصِ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَدْ رَجَلًا

৩৬৬২. ‘আমর ইবনু ‘আস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, ‘আয়িশাহ্। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবু বাকর)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, ‘উমার ইবনু খাত্তাব অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম করলেন। (৪৩৫৮, মুসলিম ৪৪/ , হাঃ ২৩৮৪, আহমাদ ১৭৮৫৭) (আ.প্র. ৩৩৯০, ই.ফা. ৩৩৯৭)

৩৬৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاجٍ فِي عَنِيهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاءً فَظَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّيِّعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاجٍ غَيْرِي وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقْرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أَوْ مِنْ بَيْدِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৩৬৬৩. আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি; এক সময় এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল হতে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পিছু ধাওয়া করে বকরীটি ছিনিয়ে আনল। তখন বাঘটি তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি বকরীটি ছিনিয়ে নিলে? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন কে তাকে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ছাড়া কোন রাখাল থাকবে না। এক সময় এক লোক একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছি। বরং আমি কৃষি কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছি। একথা শুনে সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে লাগল “সুবহানাল্লাহ্”! নাবী (ﷺ) বললেন আমি, আবু বাকর এবং ‘উমার ইবনু খাত্তাব এ কথা বিশ্বাস করি। (২৩২৪) (আ.প্র. ৩৩৯১, ই.ফা. ৩৩৯৮)

৩৬৬৪. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى فُلَيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَزَعَتْ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي فُحَافَةَ فَزَعَهَا دَنُوبًا أَوْ دَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرَبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عَمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَظْمِي

৩৬৬৪. আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে

পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে আমি কূপ হতে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ ইচ্ছা করলেন। অতঃপর বালতিটি ইবনু আবু কুহাফা নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর 'উমার ইবনু খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। পানি উঠানোতে আমি 'উমারের মত শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। শেষে মানুষ নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।' (৭০২১, ৭০২২, ৭৪৭৫, মুসলিম ৪৪/২, হাঃ ২৩৯২, আহমাদ ৮২৪৬) (আ.প্র. ৩৩৯২, ই.ফা. ৩৩৯৯)

৩৬৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شَيْئِي ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ قَالَ مُوسَى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ

৩৬৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সঙ্গে পরনের কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফেরা করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। এ শুনে আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, আমার অজ্ঞাতে কাপড়ের একপাশ কোন কোন সময় নীচে নেমে যায়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি তো ফখরের সঙ্গে তা করছ না। মুসা (রহ.) বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) কি 'যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলল' বলেছেন? সালিম (রহ.) বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা উল্লেখ করতে শুনেছি। (৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২) (আ.প্র. ৩৩৯৩, ই.ফা. ৩৪০০)

৩৬৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو الِيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ يَغْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَيَابِ الرِّبَانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ صَرُورَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ

৩৬৬৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি সলাত সম্পাদনকারী হবে তাঁকে সলাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে। যে ব্যক্তি

১ অত্র হাদীসে নাবী (ﷺ) এর পর শাসকের ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়েছে এবং 'উমার (رضي الله عنه) শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদী শাসক হবেন তার প্রমাণ রয়েছে।

জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সদাকাহকারী হবে, তাকে সদাকাহর দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সওম পালনকারী হবে তাকে সওমের দরজা বাবুররাইয়ান হতে ডাকা হবে। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমন তো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে? নাবী (রাঃ) বললেন, হাঁ, হবে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবু বাকর। (১৮৯৭) (আ.প্র. ৩৩৯৪, ই.ফা. ৩৪০১)

৩৬৬৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي غَرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنَجِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ يَا بَنِي أُنْتُ وَأُنِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُدْيِقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْخَالِفُ عَلَى رَسِيكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ

৩৬৬৭. নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন আবু বাকর (রাঃ) সুন্হ-এ ছিলেন। ইসমাইল (রাবী) বলেন, সুন্হ মাদীনাহর উঁচু এলাকার একটি স্থানের নাম। 'উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর মৃত্যু হয়নি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের হাত-পা কেটে ফেলবেন। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) এলেন এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর চেহারা হতে আবরণ সরিয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি জীবনে মরণে পবিত্র। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যু' আশ্বাদন করাবেন না। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, হে হলফকারী! ধৈর্য অবলম্বন কর। আবু বাকর (রাঃ) যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন 'উমার (রাঃ) বসে পড়লেন। (১২৪১) (আ.প্র. ৩৩৯৫ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৪০২ প্রথমংশ)

৩৬৬৮. فَحَمِدَ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ৩০) وَقَالَ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ১৪০) قَالَ فَتَنَسَّحَ النَّاسُ يَبْكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مِمَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

১ মৃত্যুর স্বাদ দু'বার আশ্বাদন না করার অর্থ হচ্ছে মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর জীবিত হবে না।

بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَشْكَنَهُ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نَحْنُ الْأَمْراءُ وَأَنْتُمْ الْوَزراءُ فَقَالَ حُبَّابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعُ لَنَا مِنْ أَمِيرٍ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا وَلَكِنَّا الْأَمْراءُ وَأَنْتُمْ الْوَزراءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ذَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايَعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ تُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ

৩৬৬৮. আবু বাকর (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর 'ইবাদাতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মাদ (সাঃ) মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলেই মরণশীল”- (আয যুমার ৩০)। আরো তিলাওয়াত করলেন : মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছে। অতএব যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা ইসলাম ত্যাগ করবে? আর যদি কেউ সেরূপ পেছনে ফিরেও যায়, তবে সে কখনও আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না- (আল ইমরান ১৪৪)। আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। রাবী বলেন, আবু বাকর (রাঃ)-এর এ কথাগুলি শুনে সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাবী বলেন, আনসারগণ সাকীফা বনু সায়িদায়ে সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবু বাকর (রাঃ), 'উমার ইবনু খাত্তাব, আবু 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রাঃ)-এ তিনজন আনসারদের নিকট গমন করলেন। 'উমার (রাঃ) কথা বলতে চাইলে, আবু বাকর (রাঃ) তাকে থামিয়ে দিলেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে, আমি আনসারদের মাহফিলে বলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু যুক্তিযুক্ত কথা প্রস্তুত করেছিলাম যার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল হয়ত আবু বাকর (রাঃ)-এর চিন্তা চেতনা এতটা গভীরে নাও যেতে পারে। কিন্তু আবু বাকর (রাঃ) অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ রাখলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, আমীর আমাদের মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে হবেন উমীর। তখন হুবাব ইবনু মুনযির (রহ.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা এমন করব না বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, না, তা হয় না। আমাদের মধ্য হতে খলীফা এবং তোমাদের মধ্য হতে উমীর হবেন। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বংশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে। “তোমরা 'উমার (রাঃ) অথবা আবু 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে নাও। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমরা কিন্তু আপনার হাতেই বায়'আত করব। আপনি আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমাদের মাঝে আপনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। এ বলে 'উমার (রাঃ)' তাঁর হাত ধরে বায়'আত করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই বায়'আত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে মেরে ফেললেন? 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাকে মেরে ফেলেছেন। (১২৪২) (আ. প্র. ৩৩৯৫ প্রথমমাংশ, ই. ফা. ৩৪০২ প্রথমমাংশ)

৩৬৬৭-وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَمَا كَأَنْتَ مِنْ خُطْبَتَيْهَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِيفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ

৩৬৬৯. 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় নাবী (ﷺ)-এর চোখ দু'টি বার বার উপর দিকে উঠছিল এবং তিনি বার বার বলছিলেন, সর্বোচ্চ বন্ধুর সাক্ষাতের আমি আগ্রহী। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আবু বাক্র ও 'উমার (রাঃ)-এর খুত্বা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ চরম মুহূর্তে উম্মাতকে রক্ষা করেছেন। 'উমার (রাঃ) জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরে কপটতা আছে আল্লাহ তাদের ফাঁদ হতে উম্মাতকে রক্ষা করেছেন। (১২৪১) (আ. প্র. ৩৩৯৫ মধ্যমাংশ, ই. ফা. ৩৪০২ মধ্যমাংশ)

৩৬৭০-ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى وَعَرَفَهُمُ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ إِلَى ﴿الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران ১৫৫)

৩৬৭০. এবং আবু বাক্র (রাঃ) লোকেদেরকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। হক ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সহাবাগণ এ আয়াত পড়তে পড়তে চলে গেলেন : "মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন.....কৃতজ্ঞ বান্দাদের।" (আলু 'ইমরান : ১৪৪) (১২৪২) (আ. প্র. ৩৩৯৫ শেষমাংশ, ই. ফা. ৩৪০২ শেষমাংশ)

৩৬৭১-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৬৭১. মুহাম্মাদ ইবনু হানাফীয়া (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা 'আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবু বাক্র (রাঃ)। আমি বললাম, অতঃপর কে? তিনি বললেন, 'উমার (রাঃ)। আমার আশংকা হল যে, অতঃপর তিনি 'উসমান (রাঃ)-এর নাম বলবেন, তাই আমি বললাম, অতঃপর আপনি? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন। (আ. প্র. ৩৩৯৬, ই. ফা. ৩৪০৩)

৩৬৭২-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِدَاتِ الْجَبِشِ

انْقَطَعَ عِقْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ غَائِثَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعُ رَأْسِهِ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْتَنِعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْخَضِرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ غَائِثَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

৩৬৭২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধ সফরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে গিয়েছিলাম; তখন আমার হারটি গলা হতে ছিঁড়ে পড়ে যায়। হারটি খোঁজার জন্য নাবী (রাঃ) সেখানে অবস্থান করেন। এজন্য সহাবীগণও তাঁর সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে পানি ছিল না এবং তাঁদের সঙ্গেও পানি ছিল না। তাই সহাবীগণ আবু বাকর (রাঃ)-এ নিকট এসে বললেন, আপনি কি দেখছেন না, 'আয়িশাহ (রাঃ) কী করলেন? তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এবং তার সঙ্গে সহাবীগণকে এমন স্থানে অবস্থান করালেন যেখানে পানি নেই এবং তাদের সঙ্গেও পানি নেই। তখন আবু বাকর (রাঃ) আমার নিকট আসলেন। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এবং সহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং তাদের সঙ্গেও পানি নেই। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে অনেক বকাবকি করলেন। এমনকি তিনি হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার কারণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এমনি পানি না থাকা অবস্থায় আল্লাহর রসূল (ﷺ) সকাল পর্যন্ত ঘুমন্ত থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং সকলেই তায়াম্মুম করলেন। উসাইদ ইবনু হযাইর (রাঃ) বলেন, হে আবু বাকর (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ, এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা সে উটটিকে উঠালাম যে উটের উপর আমি সাওয়ার ছিলাম। আমরা হারটি তার নীচে পেয়ে গেলাম। (৩৩৪) (আ.প্র. ৩৩৯৭, ই.ফা. ৩৪০৪)

৩৬৭৩. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَفَقَّ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ

৩৬৭৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার সহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। জারীর 'আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ, আবু মু'আবিয়াহ ও মুহাযির (রহ.) আ'মাশ (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় শুবা (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (মুসলিম ৪৪/৫৪, হাঃ ২৫৪০) আ.প্র. ৩৩৯৮, ই.ফা. ৩৪০৫)

۳۶۷۸. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَا لَزَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا كُوتَنَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ أَرِيَسَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَتَابَهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بَيْتِ أَرِيَسَ وَتَوَسَّطَ قُمُّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا كُوتَنَ بَوَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ دَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقَفِّ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يَرِدَ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشِّرْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يَرِدَ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشِّرْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مَلِئَ فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشَّقِ الْأَخْرِ قَالَ شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالُوا لَهَا فُبُورُهُمْ

৩৬৭৪. আবু মূসা আশ'আরী (رضি) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদা ঘরে উঠে বের হলে এবং আমি আজ সারাদিন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কাটা, তার হতে পৃথক হব না। তিনি মাসজিদে গিয়ে নাবী (ﷺ)-এর খবর নিলেন, সহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন, আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁর খোঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আমি কূপের দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরি ছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন তাঁর প্রয়োজন সেরে উঠে করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়লাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবু বাকর (رضি) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবু বাকর! আমি বললাম থামুন, আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু বাকর (رضি) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।

^১ অত্র হাদীসে খালীফাহ হওয়ার ধারাবাহিকতা রয়েছে। 'উসমান (রাঃ) কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবেন তা বলা হয়েছে।

ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ ابْنِ بَكْرِ فَاسْتَحَالَثَ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِئِي فَرِيهَ فَتَزَعُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْظُنِ قَالَ وَهَبُ الْعَطْنُ مَبْرُكُ الْإِبِلِ يَقُولُ حَتَّى رَوَيْتُ الْإِبِلَ فَأَنَاخْتُ

৩৬৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, একদা আমি একটি কূপ হতে পানি টেনে তুলছি। তখন আবু বাকর ও 'উমার (রাঃ) আসলেন। আবু বাকর (রাঃ) আমার হাত হতে বালতি তার হাতে নিয়ে এক বালতি কি দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বালতিটি আবু বাকরের হাত হতে নিলেন, তার হাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বালতির আকার বড় হয়ে গেল। কোন শক্তিশালী জোরওয়ালাকে তার মত পানি আমি উঠাতে দেখিনি। লোকজন তাদের উটগুলিকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। ওয়াহাব (রাবী) বলেন, الْعَطْنُ অর্থ উটশালা। এমনকি উটগুলি পানি পান করে তৃপ্ত হয়ে বসে গেল। (৩৬৩৩) (আ.প্র. ৩৪০১, ই.ফা. ৩৪০৮)

۳۶۷۷- حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعَا اللَّهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وَضَعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَا رَجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَا رَجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ عَيْسَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ

৩৬৭৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও ঐ দলের সঙ্গে দু'আয় রত ছিলাম, যারা 'উমার ইবনু খাত্তাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর লাশটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক লোক হঠাৎ আমার পিছন দিক হতে তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে 'উমার (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সঙ্গেই রাখবেন। কেননা, আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে অনেক বার বলতে শুনেছি, আমি, আবু বাকর ও 'উমার এক সঙ্গে ছিলাম, আমি, আবু বাকর ও 'উমার এ কাজ করেছে। আমি, আবু বাকর ও 'উমার চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাদের দু'জনের সাথেই রাখবেন। আমি পেছনে চেয়ে দেখলাম, তিনি 'আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ)। (৩৬৮৫, মুসলিম ৪৪/২, হাঃ ২৩৮৯) (আ.প্র. ৩৪০২, ই.ফা. ৩৪০৯)

۳۶۷۸- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُرَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنَقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ» (غافر: ۲۸)

৩৬৭৮. 'উরওয়াহ ইব্নু যুযায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাক্কাহর মুশরিকরা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি 'উক্বাহ ইব্নু আবু মুআইতকে দেখেছি; সে নাবী (সঃ)-এর নিকট আসল যখন তিনি সলাত আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বাকর (রাঃ) এসে 'উক্বাহকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার রব। যিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ হতে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?" (আল-মু'মিন/গাফির : ২৮) (৩৮৫৬, ৪৮১৫) (আ.প্র. ৩৪০৩, ই.ফা. ৩৪১০)

৩৬৭৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবু তুলহা (রাঃ)-এর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল (রাঃ)। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার উঠানে এক মহিলা আছে। আমি বললাম, ঐ প্রাসাদটি কার? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি 'উমার ইব্নু খাত্তাবের (রাঃ)। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার ['উমার (রাঃ)] সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ দেখাতে পারি? (৫২২৬, ৭০২৪) (আ.প্র. ৩৪০৪, ই.ফা. ৩৪১১)

৩৬৮০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, এক নারী একটি প্রাসাদের উঠানে উঠু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতামণ্ডলী বললেন, তা 'উমার (রাঃ)-এর। আমি 'উমার (রাঃ)-এর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা মনে করে ফিরে এলাম। 'উমার (রাঃ) (শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার নিকটও কি মর্যাদাবোধ দেখাব হে আল্লাহর রসূল? (৩২৪২) (আ.প্র. ৩৪০৫, ই.ফা. ৩৪১২)

৩৬৮০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, এক নারী একটি প্রাসাদের উঠানে উঠু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতামণ্ডলী বললেন, তা 'উমার (রাঃ)-এর। আমি 'উমার (রাঃ)-এর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা মনে করে ফিরে এলাম। 'উমার (রাঃ) (শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার নিকটও কি মর্যাদাবোধ দেখাব হে আল্লাহর রসূল? (৩২৪২) (আ.প্র. ৩৪০৫, ই.ফা. ৩৪১২)

৩৬৮১. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, এক নারী একটি প্রাসাদের উঠানে উঠু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতামণ্ডলী বললেন, তা 'উমার (রাঃ)-এর। আমি 'উমার (রাঃ)-এর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা মনে করে ফিরে এলাম। 'উমার (রাঃ) (শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার নিকটও কি মর্যাদাবোধ দেখাব হে আল্লাহর রসূল? (৩২৪২) (আ.প্র. ৩৪০৫, ই.ফা. ৩৪১২)

৩৬৮১. হামযাহ (রহ.)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। (স্বপ্নে) দুধ পান করতে দেখলাম যে তৃষ্ণার নিদর্শন যেন আমার নখগুলির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর দুধ 'উমার (রাঃ)-কে দিলাম। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? তিনি বললেন, ইল্ম। (৮২) (আ.প্র. ৩৪০৬, ই.ফা. ৩৪১৩)

৩৬৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوٍ بَكَرَةً عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَتَزَعَّ دَنُوبًا أَوْ دَنُوبَيْنِ تَزَعَا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرِبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي قَرِيئَهُ حَتَّى رَوَى النَّاسُ وَصَرَبُوا بِعَطَنِ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَّابِ وَقَالَ يَحْيَى الزَّرَّابِيُّ الطَّنَافُسُ لَهَا حَمْلٌ رَقِيقٌ مَبْنُوءَةٌ كَثِيرَةٌ

৩৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবু বাকর (রাঃ) এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বড় আকার ধারণ করল। তাঁর মত এমন দৃঢ়ভাবে পানি উঠাতে আমি কোন তাকওয়ালাকেও দেখিনি। এমনকি লোকেরা তৃষ্ণার সাথে পানি পান করে গৃহে বিশ্রাম নিল। ইবনু জুবাইর (রহ.) বলেন, الْعَبْقَرِيُّ হল উন্নত মানের সুন্দর বিছানা। ইয়াহুইয়া (রহ.) বলেন, الزَّرَّابِ হল মখমলের সূক্ষ্ম সূতার তৈরি বিছানা। অর্থ বিস্তারিত। আর الْعَبْقَرِيُّ হল গোত্রপতি। (৩৬৩৩) (আ.প্র. ৩৪০৭, ই.ফা. ৩৪১৪)

৩৬৮৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ فُرْشٍ يُكَلِّمَتُهُ وَتَسْتَكْثِرُهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِتْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهْتَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَنَّنِينَ وَلَا تَهْتَنَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَيْفِكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجِكَ

৩৬৮৩. সা'দ ইব্নু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কয়েকজন নারী কথা বলছিলেন এবং তাঁরা অধিক পরিমাণ দাবী দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াজের চেয়ে তাদের আওয়াজ উচ্চ ছিল। যখন 'উমার ইব্নু খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন। আর 'উমার (رضي الله عنه) ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূলে (ﷺ) হাসছিলেন। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন হে আল্লাহর রসূল। নাবী (ﷺ) বললেন, নারীদের ব্যাপার দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার নিকট ছিল, অথচ তোমার আওয়াজ শুনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেই-তো অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর 'উমার (رضي الله عنه) ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজের ক্ষতিকারী নারীরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহর রসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রসূল (ﷺ) হতে অনেক কঠোর ভাষী ও শক্ত অন্তরের। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, হাঁ ঠিকই হে ইব্নু খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার জান, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোন রাত্তায় তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ রাত্তা ছেড়ে অন্য রাত্তা ধরে। (৩২৯৪) (আ.প্র. ৩৪০৮, ই.ফা. ৩৪১৫)

۳۶۸۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَعَزَّ

مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ

৩৬৮৪. আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন 'উমার (رضي الله عنه) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন হতে আমরা অত্যন্ত মর্যাদাশীল হয়ে আসছি। (৩৮৬৩) (আ.প্র. ৩৪০৯, ই.ফা. ৩৪১৬)

۳۶۸۵. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ

يَقُولُ وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَفَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ مَتَكِييَ فَإِذَا عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَقْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا ظُنَّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ ذَهَبَتْ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

৩৬৮৫. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه)-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার স্কন্ধে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি 'আলী (رضي الله عنه)। তিনি 'উমার (রাঃ)-এর জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে 'উমার! আমার জন্য আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার কালের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি অনেকবার নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবু বাক্র ও 'উমার গেলাম। আমি, আবু বাক্র ও 'উমার প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বাক্র ও 'উমার বাহির হলাম ইত্যাদি। (৩৬৭৭) (আ.প্র. ৩৪১০, ই.ফা. ৩৪১৭)

৩৬৮৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَ قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ وَ كُثَيْبُ بْنُ الْمُنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَحَدٍ وَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَ رَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ أَثْبُتْ أَحَدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ

৩৬৮৬. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বাকর ও, 'উমার ও 'উসমান (রাঃ)। তাদেরকে নিয়ে পাহাড়টি দূলে উঠল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) পাহাড়কে পায়ে আঘাত করে বললেন, হে উহুদ, থামো। তোমার উপর নাবী, সিদ্দীক ও শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। (৩৬৭৫) (আ.প্র. ৩৪১১, ই.ফা. ৩৪১৮)

৩৬৮৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ يَعْني عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَيْنٍ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَ أَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

৩৬৮৭. আসলাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্নু 'উমার (রাঃ) আমাকে 'উমার (রাঃ)-এর বিভিন্ন গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর কাউকে (এ সব গুণের অধিকারী) আমি দেখিনি। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা দানবীর ছিলেন। এ সকল গুণাগুণ যেন 'উমার (রাঃ) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। (আ.প্র. ৩৪১২, ই.ফা. ৩৪১৯)

৩৬৮৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ؓ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَرَحْنَا بِثَنِيءٍ فَرَحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ يَحْيَى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

৩৬৮৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামাতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল, কোন কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাস। আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে ভালবাসি এবং আবু বাকর ও 'উমার (রাঃ)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার ভালবাসার কারণে তাদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের 'আমলের মত 'আমল আমি করতে পারিনি। (৬১৬৭, ৬১৭১, ৬১৫৩) (আ.প্র. ৩৪১৩, ই.ফা. ৩৪২০)

৩৬৮৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِينَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

رَجَالٌ يَكْلُمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمِّرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ نَبِيِّ وَلَا مُحَدِّثٍ

৩৬৮৯. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগের উম্মাতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার কুলবে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর। যাকারিয়া (রহ.)... আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অধিক বর্ণিত আছে যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগের বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কতক লোক ছিলেন, যাঁরা নাবী ছিলেন না বটে, তবে ফেরেশতামণ্ডলী তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমার উম্মাতে এমন কোন লোক হলে সে হবে 'উমার (রাঃ)। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) (কুরআনের আয়াতে) وَلَا مُحَدِّثٍ অতিরিক্ত বলেছেন। (৩৪৬৯) (আ.প্র. ৩৪১৪, ই.ফা. ৩৪২১)

৩৬৯০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, একদা এক রাখাল তার বকরীর পালের সঙ্গে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ পাল আক্রমণ করে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছে দৌড়ে বকরীকে উদ্ধার করে আনল। তখন বাঘ রাখালকে বলল, যখন আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না তখন হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ হতে তাদের কে রক্ষা করবে? সহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আবু বাকর ও উমরও বিশ্বাস করে। অথচ আবু বাকর ও 'উমার (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। (২৩২৪) (আ.প্র. ৩৪১৫, ই.ফা. ৩৪২২)

৩৬৯১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন ভাবে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কারো জামা এথেকেও ছোট ছিল। আর 'উমার (রাঃ)-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়িয়ে চলছিল। সহাবায়ে কেরাম

৩৬৯২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন ভাবে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কারো জামা এথেকেও ছোট ছিল। আর 'উমার (রাঃ)-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়িয়ে চলছিল। সহাবায়ে কেরাম

বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ স্বপ্নের কি তাবীর করলেন। তিনি বললেন, দীনদারী। (২৩)
(আ.প্র. ৩৪১৬, ই.ফা. ৩৪২৩)

৩৬৭২. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَرِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْتَ كَانَ
ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ
صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صُحْبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَيْتَ فَارَقْتَهُمْ لَتَفَارِقْتَهُمْ وَهُمْ
عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا
مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَرْعِي فَهُوَ
مِنْ أَجْلِكَ وَأَجَلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَا فِتْنَتِي بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبِلَ أَنْ
أَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ يَهَذَا

৩৬৯২. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ‘উমার (রাঃ) আহত হলেন, তখন তিনি বেদনা অনুভব করছিলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! এ আঘাত জনিত কারণে যদি আপনার কিছু হয় দুঃখের কোন কারণ নেই। আপনি তো আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক ভালভাবে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আপনি আবু বাকর (রাঃ)-এর সঙ্গ লাভ করেন এবং এর হকও পূর্ণরূপে আদায় করেন। অতঃপর আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আপনি সহাবাগণের সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের হকও সঠিকভাবে আদায় করেছেন। যদি আপনি তাদের হতে আলাদা হয়ে পড়েন তবে আপনি অবশ্যই তাদের হতে এমন অবস্থায় আলাদা হবেন যে তাঁরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। ‘উমার (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে যা বলেছ, তাতো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি আমার প্রতি করেছেন। এবং আবু বাকর (রাঃ) এর সঙ্গ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে যা তুমি বলেছ তাও একমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করেছেন। আর আমার যে অস্থিরতা তুমি দেখছ তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়া ভরা সোনা থাকত তবে আল্লাহর আযাব দেখার আগেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে বিলিয়ে দিতাম। হাম্মাদ (রহ.).....ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম.....। (আ.প্র. ৩৪১৭, ই.ফা. ৩৪২৪)

৩৬৭৩. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ
الْثَّهْدِيُّ عَنْ ابْنِ مُوسَى ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَنَشَرَهُ بِالْحِجَّةِ فَفَتَحَتْ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحَتْ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلَوَى تُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

৩৬৯৩. আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহর এক বাগানের ভিতর আমি নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেয়ার জন্য বলল। নাবী (সাঃ) বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবু বাকর (রাঃ)। তাঁকে আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর দেয়া সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বলল। নাবী (সাঃ) বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম, তিনি 'উমার (রাঃ)। তাঁকে আমি নাবী (সাঃ)-এর সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন। নাবী (সাঃ) বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর ভয়ানক বিপদ আসবে। দেখলাম যে, তিনি 'উসমান (রাঃ)। আল্লাহর রসূল (সাঃ) যা বলেছেন, আমি তাকে বললাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ আল্লাহই সাহায্যকারী। (৩৬৭৪) (আ.প্র. ৩৪১৮, ই.ফা. ৩৪২৫)

৩৬৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

৩৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। নাবী (সাঃ) 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর হস্তধারণকৃত অবস্থায় ছিলেন। (৬২৬৪, ৬৬৩২) (আ.প্র. ৩৪১৯, ই.ফা. ৩৪২৬)

৭/৭৮. بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ابْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ﷺ

৬২/৭. অধ্যায় : 'উসমান ইবনু আফফান আবু 'আমর কুরায়শী (রাঃ)-এর ফাযীলাত ও মর্যাদা।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَخْفِرُ بِثَرْوَمَةٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ

নাবী (সাঃ) বলেন, ক্রমা কুপটি যে খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত। 'উসমান (রাঃ) তা খনন করে দিলেন। নাবী (সাঃ) আরো বলেন, যে বিপজ্জনক যুদ্ধে যুদ্ধের মাল-সামানার ব্যবস্থা করবে তাঁর জন্য জান্নাত। 'উসমান (রাঃ) তা করে দেন।

৩৬৭৬. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِظًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِظِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ

وَبَثَّرَهُ بِالْحِجَّةِ عَلَى بَلْوَى سَصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ قَالَ حَمَادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى يَنْخُوهُ وَرَّادَ فِيهِ عَاصِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا

৩৬৯৫. আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (রাঃ) একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের দরজা পাহারা দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নাবী (রাঃ) বললেন, তাকে আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। আমি দেখলাম যে, তিনি আবু বাকর (রাঃ)। অতঃপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি (রাঃ) বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। দেখতে পেলেন, তিনি 'উমার (রাঃ)। অতঃপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নাবী (রাঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে বললেন, তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং শীঘ্রই তার উপর বিপদ আসবে এ কথা বলে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। দেখতে পেলাম যে, তিনি 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)। হাম্মাদ (রহ.).....আবু মূসা (রাঃ) হতে এ রকমই বর্ণিত আছে। আসিম (রহ.) উক্ত বর্ণনায় আরো বলেন, নাবী (রাঃ) বাগানের এমন এক জায়গায় বসেছিলেন যেখানে পানি ছিল এবং তাঁর হাঁটুদ্বয় অথবা এক হাঁটু খোলা রেখে ছিলেন। যখন 'উসমান (রাঃ) আসলেন তখন হাঁটু কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। (৩৬৭৪) (আ.প্র. ৩৪২০, ই.ফা. ৩৪২৭)

৩৬৭৬- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِثَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَارْجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ هَذِيهِ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَذْرَكَتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَدَاءِ فِي سِرِّهَا قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَأَمْنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتَخْلِفْتُ أَفْلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ أَمَا مَا ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ

৩৬৯৬. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু খিয়ার (রহ.) হতে বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ও 'আবদুর রাহমান ইবনু আসওয়াদ ইবনু 'আবদ ইয়াগুস (রহ.) আমাকে বললেন যে, 'উসমান

(ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁর (বৈপিত্রিয় ভাই) অলীদের ব্যাপারে আলোচনা করতে তোমাকে কিসে বাধা দেয়? লোকেরা তার সম্পর্কে নানারূপ কথাবার্তা বলছে। 'উসমান (رضي الله عنه) যখন সলাত আদায়ের উদ্দেশে বের হলেন তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে আমার একটি দরকার আছে এবং তা আমি আপনার ভালোর জন্যই বলবো। 'উসমান (رضي الله عنه) বললেন, ওহে, আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমি তাদের নিকট ফিরে আসলাম। তৎক্ষণাৎ 'উসমান (رضي الله عنه)-এর দূত এসে হাযির হলো। আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, বল, তোমার নাসীহাত কী? আমি বললাম, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। কুরআন তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আপনি ঐ সকলের একজন যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আপনি উভয় হিজরাত করেছেন এবং আপনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্রের মাধুর্য লক্ষ্য করেছেন। অলীদ সম্পর্কে লোকেরা নানা ধরনের কথাবার্তা বলাবলি করছে। 'উসমান (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দর্শন পেয়েছ? আমি বললাম, না। তবে তাঁর 'ইলম আমার পর্দানশীন কুমারীগণের নিকট যখন পৌঁছেছে তখন আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছেছে। 'উসমান (رضي الله عنه) হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁর আনা শরীয়তের উপর আমিও ঈমান এনেছি। আমি উভয় হিজরাত করেছি, যেমন তুমি বলছ। আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর অবাধ্যতা করিনি ও তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূলকে দুনিয়া হতে নিয়ে গিয়েছেন। অতঃপর আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে ঐক্যপন্থী সম্পর্ক ছিল। অতঃপর 'উমার (رضي الله عنه)-এর সঙ্গেও তেমনই সম্পর্ক ছিল। অতঃপর আমার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার কি ঐ সকল অধিকার নেই যা তাঁদের ছিল? আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের পক্ষ হতে কী সব কথাবার্তা আমার নিকট পৌঁছেছে? অবশ্য অলীদের ব্যাপারে তুমি যা বলছ অতি শীঘ্র আমি সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিব। এ বলে তিনি 'আলী (رضي الله عنه)-কে ডেকে এনে অলীদকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। 'আলী (رضي الله عنه) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলেন। (৩৮৭২, ৩৯২৭) (আ.প্র. ৩৪২১, ই.ফা. ৩৪২৮)

৩৬৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدًا وَمَعَهُ

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَجَحَفَ وَقَالَ اسْكُنْ أَحَدُ أَطْنُهُ صَرْبُهُ بِرَجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ

৩৬৭৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বাকর, 'উমার ও 'উসমান (রাঃ)। তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি কেঁপে উঠল। রসূল (ﷺ) বললেন : স্থির হও উহুদ। আমার ধারণা তিনি তাঁর পা দ্বারা আঘাত করলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন : তোমার উপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। (৩৬৭৫) (আ.প্র. ৩৪২৪, ই.ফা. ৩৪৩১)

৩৬৭৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزْزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّامِجِيُّ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي رَمَازِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَيِّ

بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَزَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

৩৬৯৮. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (রাঃ)-এর সময়ে আবু বাকর (রাঃ)-এর ন্যায় মর্যাদাবান কাউকে মনে করতাম না, অতঃপর 'উমার (রাঃ)-কে, অতঃপর 'উসমান (রাঃ)-কে, অতঃপর সহাবাগণের মধ্যে কাউকে কারও উপর মর্যাদা দিতাম না। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ (রহ.) 'আবদুল 'আযীয (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় শাবান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (৩৬৫৫) (আ.প্র. ৩৪২২, ই.ফা. ৩৪২৯)

۳۶۹۹. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ النَّبِيتِ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فَقَالُوا هَؤُلَاءِ فَرِيْسُ قَالَ فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرِيْسٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَذْرِ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَى لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَعَفَّرَ لَهُ وَأَمَّا تَعْيِيبُهُ عَنْ بَذْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَعْيِيبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنٍ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَاثُهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيَمْنَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَذْهَبَ بِهَا الْآنَ مَعَكَ

৩৬৯৯. 'উসমান ইবনু মাওহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মিসরবাসী মাঝাফ্য় এসে হাজ্জ করে দেখতে পেল যে, কিছু লোক একত্রে বসে আছে। সে বলল, এ লোকজন কারা? তাকে জানানো হল এরা কুরাইশ বংশের লোকজন। সে বলল, তাদের মধ্যে শায়খ কে? তারা বললেন, ইনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)। সে ব্যক্তি (তাঁর নিকট এসে) বলল, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ), আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব; আপনি আমাকে বলুন, (১) আপনি কি এটা জানেন যে, 'উসমান (রাঃ) উহুদ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। (২) সে বলল, আপনি জানেন কি 'উসমান (রাঃ) বাদার যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন? ইবনু 'উমার (রাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। (৩) আপনি জানেন কি বায়'আতে রিয়ওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন? ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলে উঠল, আল্লাহ আকবার। ইবনু 'উমার (রাঃ) তাকে বললেন, এস, তোমাকে আসল ঘটনা বলে দেই। 'উসমান (রাঃ)-এর উহুদ যুদ্ধ হতে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন ও ক্ষমা করেছেন। আর তিনি বাদার যুদ্ধে এজন্য অনুপস্থিত ছিলেন যে, নাবী (রাঃ)-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী রোগাক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহর রসূল (রাঃ) তাঁকে বললেন, বাদারে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব ও গনীমতের অংশ মিলবে। আর বায়'আত রিয়ওয়ান হতে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মাঝাফ্য়র বৃকে তাঁর চেয়ে সম্ভ্রান্ত অন্য কেউ যদি থাকতো তবে তাকেই তিনি 'উসমানের বদলে পাঠাতেন। অতঃপর রসূল (রাঃ)

‘উসমান (رضي الله عنه)-কে মাক্কাহু পাঠান। এবং তাঁর চলে যাবার পর বায়‘আতে রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রসূল (ﷺ) তাঁর ডান হাতের প্রতি ঈঙ্গিত করে বললেন, এটি ‘উসমানের হাত। অতঃপর ডান হাত বাম হাতে স্থাপন করে বললেন যে, এ হল ‘উসমানের বায়‘আত। ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) এ লোকটিকে বললেন, তুমি এই জবাব তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। (৩১৩০) (আ.প্র. ৩৪২৩, ই.ফা. ৩৪৩০)

৪/১২. بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ مَقْتُلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬২/৮. অধ্যায় : ‘উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه)-এর প্রতি বায়‘আত ও তাঁর উপর (জনগণের)

ঐকমত্য হবার বিবরণ আর এতে ‘উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه)-এর শহীদ হওয়ার বর্ণনা।

৩৭০০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَافَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حَدِيثَةِ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَفَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ قَالَا قَدْ حَمَلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَثِيرٌ فَضِلَّ قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَيْتَ سَلَمَنِي اللَّهُ لَا دَعَرْتُ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَخْتَجِنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَدَاةً أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ اسْتَوْوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَفِيهِمْ خَلَّاهُ تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرَبَّاهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ التَّحَلُّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ جِئْتُ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاجِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَذَرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَبَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلَامُ الْمُعِيزَةِ قَالَ الصَّنْعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدْعِي الْإِسْلَامَ قَدْ كُنْتُ أَنتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رِقِيْقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ أَيُّ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبَلَتَكُمْ وَحَجَّوْا حَجَّكُمْ فَاحْتَمِلْ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ لَمْ تُصِيبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَيْهِ فَقَائِلُ يَقُولُ لَا بَأْسَ وَقَائِلُ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَأَنِّي بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أَتَى بَلَدَيْنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُنْثَنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ أَبَشِّرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدِمَ فِي الْإِسْلَامَ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلَيْتَ فَعَدَلْتُ ثُمَّ شَهِادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنْ ذَلِكَ

كَفَافٍ لَا عَلَى وَلَا لِي فَلَمَّا أَذْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ الْعُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ازْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِقَوْبِكَ وَأَتَقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدِّينِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ إِنْ رَفَى لَهُ مَالٌ آلِ عُمَرَ فَأَدَّوْهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلِّ فِي بَيْتِي عِدِّي بِنِ كَعْبٍ فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلِّ فِي قُرْبَيْهِمْ وَلَا تَعُدُّهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَأَذَّ عَنِّي هَذَا الْمَالُ انْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ بِقَرَأُ عَلَيْكَ عُمَرَ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ بِقَرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَاسْتَأْذَنَ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِتَفْسِي وَلَا وَثَرَنَ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ازْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنْتَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلَّمَ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي فَأَدْخِلُونِي وَإِنْ رَدَّيْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجْتُ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجْتُ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّخْلِ فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ النَّعْرِ لِي فَإِنْ أَصَابَتْ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِينَ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أَمَرَ فَإِنِّي لَمْ أَغْرُلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ وَقَالَ أَوْصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئَتِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِذَاءُ الْإِسْلَامِ وَجَبَاءُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فُضِّلَهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَأَوْصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَيُرَدَّ عَلَى قُرْبَائِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتُهُمْ فَلَمَّا فُيْضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمشي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِعَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمْ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَتَجَعَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُشْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفْتَجَعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلَّ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا

فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَيْنٌ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَيْنٌ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتُسَمَّعَنَّ وَلَطِيطِعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ

৩৭০০. ‘আমর ইবনু মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-কে আহত হবার কিছুদিন পূর্বে মাদীনাহয় দেখেছি যে তিনি হযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান (রাঃ) ও ‘উসমান ইবনু হনায়ফ (রহ.)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খণ্ড তা বহনে সক্ষম। এতে বাড়তি কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, তোমরা আবার চিন্তা করে দেখ যে, তোমরা এ ভূখণ্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহন সক্ষম নয়? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না। অতঃপর ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর চতুর্থ দিন তিনি আহত হলেন। যেদিন ভোরে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ‘উমার (রাঃ) দু’কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ঠ্রটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের সূরা প্রথম রাক’আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাক’আতে শরীক হতে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘটক ‘ইলজ’ দ্রুত পলায়নের সময় দু’ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হলেন। এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘটকের উপর ফেলে দিলেন। ঘটক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। ‘উমার (রাঃ) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। ‘উমার (রাঃ)-এর নিকটে যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মাসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, ‘উমার (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা “সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ” বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সলাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, হে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ (রাঃ)-এর গোলাম (আবু লুলু)। ‘উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কারিগর গোলামটি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) তুমি এবং তোমার পিতা মাদীনাহয় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। ‘আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি।

‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, তুমি ভুল বলছ। কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করে, তোমাদের মত হাজ্জ করে। অতঃপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতোপূর্বে তাদের উপর এত বড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হল, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হল, তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু‘মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নাবী (ﷺ)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন- হে ভাতিজা! তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়। হে ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উমার, তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি ‘উমারের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইব্নু কা‘ব এর বংশধরদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা হতে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হতে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর খিদমতে তুমি যাও এবং বল ‘উমার আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। ‘আমীরুল মু‘মিনীন’ শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু‘মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল ‘উমার ইব্নু খাত্তাব তাঁর সাখীদ্বয়ের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন। ইব্নু ‘উমার (رضي الله عنه) ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, ‘উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রগণ্য করছি। ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উমার (رضي الله عنه), যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল- এই যে ‘আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। ‘উমার (رضي الله عنه) জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মু‘মিনীন, আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, ‘উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে।

আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রাঃ)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসাহ (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর গেলে ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ওয়াসিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। 'উমার (রাঃ) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নাবী (সঃ) তার ইত্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, 'আলী, 'উসমান, যুযায়র, ত্বলহা, সা'দ ও 'আবদুর রাহমান ইব্নু আউফ (রাঃ) এবং বললেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সাত্বনা মাত্র। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের (রাঃ) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। আমার পরের খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সহাবীগণের যারা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মাদীনাহয়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওয়র আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়াসিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হিফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হতে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের প্রতি সদ্যবহার করারও ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর জিন্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পূরা করা হয়। তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়। 'উমার (রাঃ)-এর ইত্তি কাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) 'আযিশাহ (রাঃ)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) অনুমতি চাচ্ছেন। 'আযিশাহ (রাঃ) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। অতঃপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন কাজ শেষ হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন 'আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য হতে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুযায়র (রাঃ) বললেন, আমি আমার বিষয়টি 'আলী (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করলাম। ত্বলহা (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি 'উসমান (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি 'আবদুর রাহমান ইব্নু আউফ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর 'আবদুর রাহমান (রাঃ) 'উসমান ও 'আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য হতে কে এই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে

ইচ্ছা করেন? এ দায়িত্ব অপর জনের উপর অর্পণ করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিত। ব্যক্তিদ্বয় চূপ থাকলেন। তখন 'আবদুর রাহমান (রাঃ) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও দ্বিধা করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা আছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি 'উসমান (রাঃ)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। অতঃপর তিনি অপর জনের সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অস্বীকার গ্রহণ করে তিনি বললেন, হে 'উসমান (রাঃ) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি [আবদুর রাহমান (রাঃ)], তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। অতঃপর 'আলী (রাঃ) তাঁর উসমান (রাঃ)-এর বায়'আত করলেন। অতঃপর মাদীনাহবাসীগণ এগিয়ে এসে সকলেই বায়'আত করলেন। (১৩৯২) (আ.প্র. ৩৪২৫, ই.ফা. ৩৪৩২)

৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَنِ

৬২/৯. অধ্যায় : আবুল হাসান 'আলী ইব্নু আবু তালিব কুরাইশী হাশিমী (রাঃ)-এর মর্যাদা।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ تُوِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

নাবী (সাঃ) 'আলী (রাঃ)-কে বলেছেন, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আপনজন আমি তোমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

৩৭০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا غَظِيَنَ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ قَبَاتُ النَّاسِ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاتِلَهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاجِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

৩৭০১. সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আশ্রয় ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে এ পতাকা দেয়া হবে। যখন ভোর হল তখন সকলেই আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা করছিলেন যে পতাকা তাকে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি বললেন, 'আলী ইব্নু আবু তালিব কোথায়? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাকে আমার

নিকট নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল (ﷺ) তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রসূল (ﷺ) তাঁকে পতাকাটি দিলেন। 'আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যেতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়াত লাভ করে, তা হবে তোমার জন্য লাল রং এর উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম। (২৯৪২) (আ.প্র. ৩৪২৬, ই.ফা. ৩৪৩৩)

৩৭০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَظِيمَ الرَّايَةِ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا تَحَنَّنَ بَعَلِي وَمَا تَرَجُّوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

৩৭০২. সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) নাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যাননি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে যাব না? অতঃপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার আগের রাতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, আগামী কাল ভোরে আমি এমন এক লোককে পতাকা দিব, অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক লোক ঝাঙা ধারণ করবে যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (ﷺ) ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন 'আলী (রাঃ), অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে 'আলী (রাঃ)। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকেই দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন। (২৯৭৫) (আ.প্র. ৩৪২৭, ই.ফা. ৩৪৩৪)

৩৭০৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هَذَا فَلَانٌ لِأَمِيرِ الْمَدِينَةِ يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمَنِيرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو ثَرَابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا سَمَاءُ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطَعْنَتْ الْحَدِيثَ سَهْلًا وَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آيُنَ ابْنُ عَمَلِكٍ قَالَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِذَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا ثَرَابٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৭০৩. আবু হাযিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, মাদীনাহর অমুক আমীর মিস্বরের নিকটে বসে 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে অপ্রিয়

কথা বলছে। তিনি বললেন, সে কী বলছে? সে বলল, সে তাকে আবু তুরাব (রাঃ) বলে উল্লেখ করেছে। সাহল (রাঃ) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁর এ নাম নাবী (রাঃ)-ই রেখেছিলেন। এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট বেশি প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। আমি ঘটনাটি জানার জন্য সাহল (রাঃ)-এর নিকট ইচ্ছে প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু 'আব্বাস! এটা কিভাবে হয়েছিল। তিনি বললেন, 'আলী (রাঃ) ফাতিমাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে মাসজিদে গিয়ে রইলেন। নাবী (রাঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, মাসজিদে। রসূল (রাঃ) তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর চাদর পিঠ হতে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধূলা-বালি লেগে গেছে। রসূল (রাঃ) তাঁর পিঠ হতে ধূলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, উঠে বস হে আবু তুরাব! কথাটি দু'বার বলেছিলেন। (৪৪১) (আ.প্র. ৩৪২৮, ই.ফা. ৩৪৩৫)

৩৭০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مُحَاسِنٍ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُوءُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرَعَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مُحَاسِنٌ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَلِكَ بَيِّتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُوءُكَ قَالَ أَجَلٌ قَالَ فَأَرَعَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ انْطَلِقِي فَاجْهَدِي عَلِيَّ جَهْدَكَ

৩৭০৮. সাদ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কাছে এসে 'উসমান (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি 'উসমান (রাঃ)-এর কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) ঐ লোককে বললেন, মনে হয় এটা তোমার নিকট খারাপ লাগছে। সে বলল, হ্যাঁ। ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ (তোমাকে) অপমানিত করুন! অতঃপর সে ব্যক্তি 'আলী (রাঃ)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাঁরও কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ দেখ! তাঁর ঘরটি নাবী (রাঃ)-এর ঘরগুলির মধ্যে অবস্থিত। অতঃপর তিনি বললেন, মনে হয় এ সব কথা শুনে তোমার খারাপ লাগছে। সে বলল, হ্যাঁ। ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। যাও, আমার বিরুদ্ধে যত পার কর। (৩১৩০) (আ.প্র. ৩৪২৯, ই.ফা. ৩৪৩৬)

৩৭০৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبِيٍّ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيئِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ عَلِيٌّ مَكَائِكُنَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ أَلَا أَعْلِمُكُمْ خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَكُمْ تَكْبِيرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسْبِيحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمِيدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ

৩৭০৯. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ফাতিমাহ (রাঃ) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এপর নাবী (রাঃ)-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমাহ (রাঃ) নাবী (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট তাঁর কথা

বলে আসলেন। নাবী (ﷺ) যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমাহ (রাঃ) এর আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ‘আয়িশাহ (রাঃ) তাঁকে জানালেন। (আলী (রাঃ) বলেন) নাবী (ﷺ) আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর দুই পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না? তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার “আল্লাহু আকবার” তেত্রিশবার “সুবহানাল্লাহ” তেত্রিশবার “আল হামদুলিল্লাহ” পড়ে নিবে। এটা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম। (৩১১৩) (আ.প্র. ৩৪৩০, ই.ফা. ৩৪৩৭)

৩৭০৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَثَلِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

৩৭০৬. সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ‘আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যেভাবে হারুন (রাঃ) মুসা (রাঃ)-এর নিকট হতে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ কর। (৪৪১৬, মুসলিম ৪৪/৪ হাঃ ২৪০৪) (আ.প্র. ৩৪৩১, ই.ফা. ৩৪৩৮)

৩৭০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّادِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمِيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ أَقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْإِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أُمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرَوَّى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ

৩৭০৭. ‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আগে হতে যেভাবে ফয়সালা করে আসছ সেভাবেই কর কেননা পারস্পরিক বিবাদ আমি অপছন্দ করি। যেন সকল লোক এক দল ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা আমি এমন অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় হই যেভাবে আমার সাথীগণ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। (মুহাম্মদ) ইবনু সীরীন (রহ.) এ ধারণা পোষণ করতেন যে, ‘আলী (রাঃ) এর (১ম খলীফা হওয়া সম্পর্কে) যে সব কথা তার হতে (রাফিযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। (আ.প্র. ৩৪৩২, ই.ফা. ৩৪৩৯)

১০/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/১০. অধ্যায় : জা‘ফর ইবনু আবু তালিব হাশিমী (রাঃ) এর মর্যাদা।

وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَبَّهْتَ خَلْقِي وَخَلَّتِي

নাবী (ﷺ) তাঁকে বলেছিলেন, অবয়ব ও স্বভাব-চরিত্রে তুমি আমার সদৃশ।

৩৭০৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَهَنِّي عَنْ

ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَبَعِ بَطْنِي حَتَّى لَا أَكُلَ الْحَمِيرَ وَلَا أَلْبَسَ الْحَبِيرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةٌ وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَضَبَاءِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِيَ مَعِيَ كَيْ يَنْقَلِبَ بِي

فَيُطْعِمَنِي وَكَانَ أَخِيرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ظَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ
حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَتَشْقُهَا فَتَلْعَقُ مَا فِيهَا

৩৭০৮. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। লোকেরা বলে থাকেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আত্মতৃপ্তি নিয়ে পড়ে থাকতাম। ঐ সময়ে আমি সুস্বাদু রুটি ভক্ষণ করিনি, দামী কাপড় পরিনি। তখন কেউ আমার সেবা করত না। এবং আমি ক্ষুধার জ্বালায় পাথুরে ভূমির সঙ্গে পেট চেপে ধরতাম। কোন কোন সময় কুরআনে কারীমের কোন আয়াত, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের জিজ্ঞেস করতাম যেন, তারা আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকীনদের জন্য সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জা'ফর ইব্নু আবু তালিব (রাঃ)। তিনি প্রায়ই আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন এবং যা ঘরে থাকত তাই আমাকে আহ্বার করিয়ে দিতেন। কোন সময় ঘিয়ের খালি পাত্র এনে দিতেন, আমরা ভেঙ্গে দিয়ে তা চেটে খেতাম। (আ.প্র. ৩৪৩৩, ই.ফা. ৩৪৪০)

৩৭০৯- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْجَنَاحَانِ كُلُّ نَاحِيَتَيْنِ

৩৭০৯. শাবী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) যখন জা'ফর (রাঃ)-এর ছেলেকে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে, দু'বাহু ওয়ালা ব্যক্তির ছেলে।'

আবু 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, الْجَنَاحَانِ অর্থ প্রত্যেক বস্তুর দু' পাশ। (৪২৬৪) (আ.প্র. ৩৪৩৪, ই.ফা. ৩৪৪১)

১১/৬২. بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/১১. 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৭১০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا فَحَظُوا اسْتَشْفَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِبَنِيَّتِنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ بَنِيَّتِنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

৩৭১০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উমার (রাঃ) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এর ওয়াসীলাহ নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি

১ মুতার যুদ্ধে কাফিরদের তীরের আঘাতে যখন জা'ফর ইব্নু আবু তালিবের হাত দুটো দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তিনি ঐ দু'হাতের বদলে আল্লাহর তরফ হতে দু'টি ডানা লাভ করেন। সেগুলোর সাহায্যে তিনি ফেরেশতাদের সাথে আকাশে উড়তে থাকেন। পিতার এই অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাতের স্মৃতি চারণার্থে শহীদদের পুত্রকে "দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র" বলে সম্বোধন করতেন। হাদীসটি তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে।

বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নাবীর (ﷺ) ওয়াসীলাহ নিয়ে দু'আ করতাম, তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করত; এখন আমরা আমাদের নাবী (ﷺ) এর চাচা 'আব্বাস (রাঃ)-এর ওয়াসীলাহয় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।^২
(১০১০) (আ.প্র. ৩৪৩৫, ই.ফা. ৩৪৪২)

১২/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ

৬২/১২. অধ্যায় : আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমাহ (রাঃ) বিনতে নাবী (ﷺ)-এর মর্যাদা।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

নাবী (ﷺ) বলেছেন, ফাতিমাহ (রাঃ) জান্নাতী নারীগণের নেত্রী।

৩৭১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيزَانَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

৩৭১১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রাঃ) এর নিকট ফাতিমাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করলেন যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিনাযুদ্ধে দান করেছিলেন, যা তিনি সদাকাহ স্বরূপ মাদীনাহ, ফাদাকে রেখে গিয়েছিলেন এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ হতে যে অবশিষ্ট ছিল তাও। (৩০৯২) (ই.ফা. ৩৪৪৩ প্রথমাংশ)

৩৭১২. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَغْنِي مَالُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُلِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعِيزُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَشْهَدُ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي

৩৭১২. আবু বাকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাদের মালের কেউ ওয়ারিস হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সদাকাহ। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারবর্গ এ মাল হতে অর্থাৎ আল্লাহর মাল হতে খেতে পারবে। তবে প্রয়োজনের বেশি নিতে পারবে না। আল্লাহর কসম, আমি নাবী (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত মালে তাঁর যুগে যে নিয়ম ছিল তার পরিবর্তন করব না। আমি অবশ্যই তা করব যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) করে গেছেন। অতঃপর 'আলী (রাঃ) শাহাদাত পাঠ করে বললেন, হে আবু বাকর! আমরা আপনার মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা এবং তাঁদের অধিকারের কথাও

^২ অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবিত মানুষকে ওয়াসীলাহ করা যেতে পাও, মৃত মানুষকে নয়। মৃত ব্যক্তি ওয়াসীলাহর যোগ্য হলে সহাবীগণ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ওয়াসীলাহয় পানি চাইতেন।

উল্লেখ করলেন। আবু বাক্র (রাঃ)ও এ বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার চেয়ে আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর আত্মীয়দের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি। (৩০৯৩) (আ.প্র. ৩৪৩৬, ই.ফা. ৩৪৪৩ শেষাংশ)

৩৭১৩- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

৩৭১৩. আবু বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান প্রদর্শন করবে। (৩৭৫১) (আ.প্র. ৩৪৩৭, ই.ফা. ৩৪৪৪)

৩৭১৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

৩৭১৪. মিসওয়্যার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, ফাতিমাহ আমার টুকরা। যে তাকে দুঃখ দিবে, সে যেন আমাকে দুঃখ দিল। (৯২৬) (আ.প্র. ৩৪৩৮, ই.ফা. ৩৪৪৫)

৩৭১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ

৩৭১৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) মৃত্যুর সময় রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। চুপিচুপি কি যেন তাঁকে বললেন, তিনি এতে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে ডেকে পুনরায় চুপিচুপি কি যেন বললেন, এবারে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (৩৬২৩) (ই.ফা. ৩৪৪৬ প্রথমাংশ)

৩৭১৬- فَقَالَتْ سَارَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ

৩৭১৬. তিনি বললেন, নাবী (সঃ) আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে মারা যাবেন, এতে আমি ক্রন্দন করি। অতঃপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসি। (৩৬২৪) (আ.প্র. ৩৪৩৮, ই.ফা. ৩৪৪৬ শেষাংশ)

১৩/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

৬২/১৩. অধ্যায় : যুবায়র ইবনু আ'ওয়াম (রাঃ) এর মর্যাদা।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّ الْحَوَارِيَّةُونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি নাবী (সঃ)-এর হাওয়ারী ছিলেন। কাপড় সাদা হবার কারণে হাওয়ারীদের এ নাম হয়েছে।

৩৭১৭. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبَيْرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৭১৭. মারওয়ান ইবনু হাকাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উসমান (রাঃ) কঠিন নাকের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন যে সনকে নাকের পীড়ার সন বলা হয়। এ কারণে তিনি ঐ বছর হাজ্জ পালন করতে পারলেন না এবং ওয়াসিয়াত করলেন। ঐ সময় কুরাইশের এক লোক তাঁর কাছে এসে বলল, আপনি কাউকে আপনার খলীফা মনোনীত করুন। ‘উসমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, জনগণ কি এ কথা বলেছে? সে বললো, হ্যাঁ, ‘উসমান (রাঃ) বললেন, বলতো কাকে? রাবী বলেন তখন সে ব্যক্তি চুপ হয়ে গেল। অতঃপর অপর এক লোক আসল, (রাবী বলেন) আমার ধারণা সে হারিস (ইবনু হাকাম মারওয়ানের ভাই) ছিল। সেও বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। ‘উসমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, জনগণ কি চায়? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাকে? রাবী বলেন সে চুপ হয়ে গেল। ‘উসমান (রাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ তারা যুযায়র (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করেছে। সে বলল, হ্যাঁ। ‘উসমান (রাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার জানা মতে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং নাবী (রাঃ)-এর সব চেয়ে প্রিয় পাত্র ছিলেন। (৩৭১৮) (আ.প্র. ৩৪৪০, ই.ফা. ৩৪৪৭)

৩৭১৮. حَدَّثَنِي عُبيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَنِي أَبِي سَعِيدٌ مَرْوَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَنَا رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيلَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ الزُّبَيْرُ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلَاثًا

৩৭১৮. মারওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উসমান (রাঃ) এর নিকট হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, তা কি বলাবলি হচ্ছে? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি হলেন যুযায়র (রাঃ)। এই শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম তোমরা নিশ্চয়ই জান যে যুযায়র (রাঃ) তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন। (৩৭১৭) (আ.প্র. ৩৪৪১, ই.ফা. ৩৪৪৮)

৩৭১৭. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

৩৭১৯. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নাবীরই হাওয়ারী ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হলেন যুযায়র (রাঃ)। (২৮৪৬) (আ.প্র. ৩৪৪২, ই.ফা. ৩৪৪৯)

৩৭২০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعَمْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْبَيْتِ فَتَنَظَّرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ أَوْهَلْ

رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِمْ فَأَنْظِلُهُمْ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

৩৭২০. আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলা কালে আমি এবং ‘উমার ইবনু আবু সালামাহ (অল্প বয়সি বলে) মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ যুযায়রকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু’বার অথবা তিনবার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, আব্বা! আমি আপনাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছিলেন, কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে? তখন আমিই গিয়েছিলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক। (মুসলিম ৪৪/৬ হাঃ ২৪১৬, আহমাদ ১৪০৮) (আ.প্র. ৩৪৪৩, ই.ফা. ৩৪৫০)

৩৭২১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْبُرْمُوكِ أَلَا تَشُدُّ فَتَشُدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضْرَبُوهُ فَضْرَبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضَرَبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ كُنْتُ أَذْخُلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ

৩৭২১. ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। ইয়ারমুক যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ যুযায়রকে বললেন, আপনি কি আক্রমণ কঠোরতর করবেন না? তা হলে আমরাও আপনার সঙ্গে (সর্বশক্তি নিয়ে) আক্রমণ করব। এবার তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা তাঁর স্বন্ধে দু’টি আঘাত করল। ক্ষতদ্বয়ের মধ্যে আরো একটি ক্ষতের দাগ ছিল যা বাদার যুদ্ধে হয়েছিল। ‘উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আঘাতের জায়গাগুলোতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম। (৩৯৭৩, ৩৯৭৫) (আ.প্র. ৩৪৪৪, ই.ফা. ৩৪৫১)

১৬/৬২. بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

৬২/১৪. অধ্যায় : ত্বলহা ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, মৃত্যু অবধি নাবী (ﷺ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

৩৭২২-৩৭২৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا

৩৭২২-৩৭২৩. আবু ‘উসমান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সব যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্বয়ং যোগদান করেছিলেন, তন্মধ্যে এক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কোন এক সময় ত্বলহা ও সা‘দ (رضي الله عنه) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। আবু ‘উসমান (رضي الله عنه) তাঁদের উভয় হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (৩৭২২=৪০৬০, ৩৭২৩=৪০৬১, মুসলিম ৪৪/৬ হাঃ ২৪১৪) (আ.প্র. ৩৪৪৫, ই.ফা. ৩৪৫২)

৩৭২৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ

طَلْحَةَ ابْنِ أَبِي وَفَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ

৩৭২৪. কাইস ইবনু আবু হাযিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তুলহা (রাঃ)-এর ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে (উহুদ যুদ্ধে) নাবী (সাঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন। (৪০৬৩) (আ.প্র. ৩৪৪৬, ই.ফা. ৩৪৫৩)

১০/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ

৬২/১৫. অধ্যায় : সা'দ ইবনু আবু ওক্বাস যুহরীর (রাঃ) মর্যাদা।

وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ

বনু যুহরা নাবী (সাঃ)-এর মাতুল বংশ। তিনি সা'দ ইবনু মালিক।

৩৭২৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

৩৭২৫. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নাবী (সাঃ) আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করেছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক)। (৪০৫৫, ৪০৫৬, ৪০৫৭, মুসলিম ৪৪/৫ হাঃ ২৪১২, আহমাদ ১৬১৬) (আ.প্র. ৩৪৪৭, ই.ফা. ৩৪৫৪)

৩৭২৬. حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ

رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ

৩৭২৬. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাকে খুব ভালভাবে জানি, ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি। (৩৭২৭, ৩৮৫৮) (আ.প্র. ৩৪৪৮, ই.ফা. ৩৪৫৫)

৩৭২৭. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي

وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي

الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ تَابِعَهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ

৩৭২৭. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন [এর পূর্বে খাদীজাহ (রাঃ) ও আবু বাকর (রাঃ) ব্যতীত] অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমি সাতদিন এমনিভাবে অতিবাহিত করেছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণে তৃতীয় জন ছিলাম। (৩৭২৬) (আ.প্র. ৩৪৪৯, ই.ফা. ৩৪৫৬)

৩৭২৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ

سَعْدًا ﷺ يَقُولُ إِنِّي لَا أَوَّلَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا

وَرَقُّ الشَّجَرِ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيزُ أَوْ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعْزِرُنِي

عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَا وَصَلَ عَمَلِي وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عَمْرٍ قَالُوا لَا يُحْسِنُ يَصْلِي

৩৭২৮. কায়েস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা নাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে থেকেই লড়াই করেছি। তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাবার ছিল না। এমনকি আমাদেরকে উট অথবা ছাগলের মত বড়ির ন্যায় মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন বনু আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমলসমূহ নষ্ট হবে। বনু আসাদ 'উমার (রাঃ) এর নিকট সা'দ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সলাত আদায় না করার অভিযোগ করেছিল। আবু 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা তিনি বলতে চান যে, নাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে যারা প্রথমে ইসলাম এনেছিল আমি এদের তিন জনের তৃতীয়। (৫৪১২, ৬৪৫৩) (আ.প্র. ৩৪৪৯, ই.ফা. ৩৪৫৭)

১৬/৭২. بَابُ ذِكْرِ أَصْحَارِ النَّبِيِّ ﷺ

৬২/১৬. অধ্যায় : নাবী (রাঃ)-এর জামাতাগণের বর্ণনা।

مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

আবুল 'আস ইবনু রাবী (রাঃ) তাদের মধ্যে একজন।

৩৭২৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ خَزْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعْتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ أَمَا بَعْدُ أَنْصَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهُ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْحُظَيْةَ وَرَزَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَنْتَى عَلَيْهِ فِي مَصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي

৩৭২৯. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জেহেলের কন্যাকে 'আলী (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমাহ (রাঃ) এই খবর শুনতে পেয়ে আল্লাহর রসূল (রাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের সম্মানে রাগান্বিত হন না। 'আলী তো আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। আল্লাহর রসূল (রাঃ) খুত্বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিসওয়ার বলেন) তিনি যখন হাম্দ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল 'আস ইবনু রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর ফাতিমাহ আমার টুকরা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একই লোকের নিকট একত্রিত হতে পারে না। 'আলী (রাঃ) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়ে নিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু আমার ইবনু হালহালা (রহ.).....মিসওয়ার (রহ.) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, আমি নাবী (রাঃ)-কে বনী আবদে শামস গোত্রে তাঁর এক জামাতার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নাবী (রাঃ) বলেন, সে আমাকে যা বলেছে- সত্য বলেছে। যা ওয়াদা করেছে, তা পূর্ণ করেছে। (৯২৬) (আ.প্র. ৩৪৫০, ই.ফা. ৩৪৫৮)

১৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ

৬২/১৭. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়দ ইব্নু হারিসাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।

وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

বারাআ (রহ.) বলেন নাবী (ﷺ) তাঁকে বলেছেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের সুহৃদ।

৩৭২. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُمُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَابْنُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

৩৭৩০. আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একটি সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং উসামাহ ইব্নু যায়দ (রাঃ) কে উক্ত বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নেতৃত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। নাবী (ﷺ) বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনা করছ। ইতোপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়পাত্রদের একজন ছিল। অতঃপর তার পুত্র আমার প্রিয়পাত্রদের একজন। (৪২৫০, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯, ৬৬২৭, ৭১৮৭, মুসলিম ৪৪/১০ হাঃ ২৪২৬, আহমাদ ৫৮৯৪) (আ.প্র. ৩৪৫১, ই.ফা. ৩৪৫৯)

৩৭৩১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالتَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسَرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَهُ عَائِشَةُ

৩৭৩১. 'আযিশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক কায়ফ (রেখা চিহ্নে অভিজ্ঞ) ব্যক্তি আসে, সে সময় নাবী (ﷺ) উপস্থিত ছিলেন। উসামাহ (রাঃ) ও তাঁর পিতা শুয়েছিলেন। কায়ফ বলে উঠল, এ পাগুলো একটি অন্যটির অংশ। নাবী বলেন, নাবী (ﷺ) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং 'আযিশাহ (রাঃ)-কেও এ খবর জানালেন।' (৩৫৫৫) (আ.প্র. ৩৪৫২, ই.ফা. ৩৪৬০)

১৮/৬২. بَابُ ذِكْرِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

৬২/১৮. অধ্যায় : উসামাহ ইব্নু যায়দ (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৭৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ فَقَالُوا مَنْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

^১ উসামাহ (রাঃ) ছিলেন কাল বর্ণের, তাঁর পিতা যায়দ (রাঃ) ছিলেন গৌর বর্ণের। তাই জাহিলী যুগে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করা হত। এ ভ্রান্ত সন্দেহ দূর হওয়ায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আনন্দিত হন।

৩৭৩২. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রের এক নারীর চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রিয় পাত্র উসামাহ ইবনু যায়দ রাঃ ছাড়া কে আর তাঁর নিকট বলার সাহস করবে? (২৬৪৮) (আ.প্র. ৩৪৫৩, ই.ফা. ৩৪৬১)

৩৭৩২. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النِّبِّيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

৩৭৩৩. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, এ ব্যাপারে কে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামাহ রাঃ এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, বনী ইসরাইল তাদের গণ্যমান্য পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। ফাতিমাহ রাঃ হলেও অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম। (২৬৪৮) (আ.প্র. ৩৪৫৪, ই.ফা. ৩৪৬২)

৩৭৩৪. ۳۷۳۴-بَابُ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَ فَطَاطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَتَفَرَّقَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْبَبَهُ

৩৭৩৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু দিনার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাঃ এক লোককে দেখতে পেলেন যে, মাসজিদের এক কোণে তার কাপড় টেনে নিচ্ছে, তিনি বললেন, দেখতো, লোকটি কে? সে যদি আমার নিকট থাকত! তখন একজন তাঁকে বলল, হে আবু ‘আবদুর রাহমান, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি উসামাহ রাঃ-এর পুত্র মুহাম্মাদ। এ কথা শুনে ইবনু ‘উমার রাঃ মাথা নীচু করে দু’হাত দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই আদর করতেন। (আ.প্র. ৩৪৫৫, ই.ফা. ৩৪৬৩)

৩৭৩৫. ۳۷۳۵. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أَحِبُّهُمَا

৩৭৩৫. উসামাহ ইবনু যায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) তাঁকে এবং হাসান রাঃ-কে এক সঙ্গে তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ভালবাস। কেননা আমিও এদেরকে ভালবাসি। (৩৭৪৭, ৬০০৩) (আ.প্র. ৩৪৫৬ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৪৬৪ প্রথমংশ)

৩৭৩৬. وَقَالَ نَعِيمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَوْلَى لَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ كَانَ أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ أَخَا أَسَامَةَ لِأُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرَأَهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ أَعِذْ

৩৭৩৬. মু'আইয (রহ.) উসামাহ (رضي الله عنه)-এর আযাদকৃত গোলাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রহ.)-এর সঙ্গে ছিল। তখন তার ভাই হাজ্জাজ ইবনু আয়মান প্রবেশ করল, এবং সলাতে রুকু ও সাজদাহ পূর্ণভাবে আদায় করেনি। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) তাকে বললেন, সলাত আবার আদায় কর। (৩৭৩৭) (আ.প্র. ৩৪৫৬, মধ্যমাংশ, ই.ফা. ৩৪৬৪ মধ্যমাংশ)

৩৭৩৭. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حَزْمَةُ مَوْلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ أَعِذْ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ مَنْ هَذَا قُلْتُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحَبَّهُ فَبَكَرَ حَبَهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ قَالَ وَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّبِيِّ ﷺ

৩৭৩৭. যখন সে চলে গেল তখন ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনু আয়মান ইবনু উম্মু আয়মান। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যদি তাকে দেখতেন তবে স্নেহ করতেন। অতঃপর এ পরিবারের প্রতি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কত ভালবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং উম্মু আয়মানের সন্তানদের কথাও বললেন। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন আমার কোন কোন সাথী আরো বলেছেন যে উম্মু আয়মান (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-কে শিশুকালে কোলে নিয়েছেন। (৩৭৩৬) (আ.প্র. ৩৪৫৬ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৪৬৪ শেষাংশ)

১৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬২/১৯. অধ্যায় : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৭৩৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا فَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَنَّى أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَفْصَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا أَغْرَبَ وَكُنْتُ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَحَدَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِثْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِثْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ

৩৭৩৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তা নাবী (ﷺ)-এর কাছে বর্ণনা করতেন। আমিও স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতাম

এ উদ্দেশ্যে যে, তা নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করব। আমি ছিলাম অবিবাহিত একজন তরুণ যুবক। তাই আমি নাবী (ﷺ)-এর যুগে মাসজিদেই ঘুমাতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে কূপের মত তার দু'টি উঁচু পাড়ও রয়েছে। তাতে এমন সব মানুষও আছে যাদেরকে আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّارِ** (জাহান্নামের আগুন হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি) বার বার পড়তে লাগলাম। তখন তৃতীয় একজন ফেরেশতা তাদের দু'জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, ভয় করো না (অতঃপর আমি জেগে গেলাম) স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসাহ (رضي الله عنها) এর নিকট বললাম। (৪৪০) (আ.প্র. ৩৪৫৭ প্রথমাংশ, ই.ফা. ৩৪৬৫ প্রথমাংশ)

৩৭৩৯. **فَقَصَّصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا**

৩৭৩৯. তিনি তা নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ খুব চমৎকার মানুষ। যদি সে রাতে সলাত আদায় করত। (তার পুত্র) সালিম (রহ.) বলেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) রাতে খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন। (১১২২) (আ.প্র. ৩৪৫৭ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৪৬৫ শেষাংশ)

৩৭৪১-৩৭৪০. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ**

৩৭৪০-৩৭৪১. হাফসাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট বলেছেন যে, 'আবদুল্লাহ অত্যন্ত নেক ব্যক্তি। (১১২২) (আ.প্র. ৩৪৫৮, ই.ফা. ৩৪৬৬)

২০/৬২. **بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ وَحَذِيفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ**

৬২/২০. অধ্যায় : আম্মার ও হযাইফাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৭৪২. **حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ بَيِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا شِئْتُ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسِّرَكَ لِي قَالَ مِمَّنْ أَتَيْتُ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَوْلَيْسَ عِنْدَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ صَاحِبِ التَّغْلِينَ وَالْوَسَادِ وَالْمِظْهَرَةِ وَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ بَعْنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ أَوْلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (الليل) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) (وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى) (الليل: ১-৩) قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي**

৩৭৪২. মালিক ইবনু ইসমাঈল (রহ.) 'আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম। দু' রাক'আত সলাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আপনি

আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। অতঃপর আমি একটি জামা'আতের নিকট এসে তাদের নিকট বসলাম। তখন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবু দারদা (রাঃ)। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেক্কার সঙ্গীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন, (নাবী (সঃ)-এর) জুতা, বালিশ এবং উযুর পাত্র বহনকারী সর্বক্ষণের সহচর ইব্নু উম্মু 'আবদ (রাঃ) কি তোমাদের ওখানে নেই? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করেছেন? [অর্থাৎ আমাদের ইব্নু ইয়াসির (রাঃ)] তোমাদের মধ্যে কি নাবী (সঃ)-এর গোপন তথ্যবিদ লোকটি নেই? যিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব রহস্য জানেন না। অর্থাৎ হুযাইফাহ (রাঃ) অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) সূরা **الْبَلِيلِ** কিভাবে পাঠ করতেন? তখন আমি তাকে সূরাটি পড়ে শুনালাম : **وَالْبَلِيلُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى** তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।' (৩২৮৭) (আ.প্র. ৩৪৫৯, ই.ফা. ৩৪৬৭)

৩৭৬৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلَقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَبْرِزْ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حَدِيثَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ وَالْوَسَادِ أَوْ السَّرَارِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ **وَالْبَلِيلُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى** (الليل : ১-২) قُلْتُ وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى قَالَ مَا زَالَ بَيْنِي هَوْلَاءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৭৪৩. ইব্রাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলকামাহ (রহ.) একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেক্কার সঙ্গী মিলিয়ে দিন। তখন তিনি আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক। আমি বললাম, কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাকে আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-এর জবানীতে শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করেছেন। অর্থাৎ আমাদের (ইব্নু ইয়াসির) (রাঃ)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে নাবী (সঃ)-এর গোপন তথ্যবিদ লোকটি কি নেই যিনি ছাড়া অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না? অর্থাৎ হুযাইফাহ (রাঃ)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস

১ প্রচলিত কিরাআতে **وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى** এভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইব্নু আবু দারদা (রাঃ)-এর কিরাআতে **وَمَا خَلَقَ** শব্দটি নেই।

করলেন তোমাদের মধ্যে কি নাবী (ﷺ)-এর মিস্ওয়াব ও সামান্য বহনকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'আবদুল্লাহ' কিভাবে পাঠ করেন। আমি বললাম وَالَّذِكْرُ وَالْأُنْثَى পড়েন। তখন তিনি বললেন, (এভাবে পড়ার কারণে) নাবী (ﷺ) হতে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (অন্যান্য সাহাবীরা) তা হতে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। (৩২৮৭) (আ.প্র. ৩৪৬০, ই.ফা. ৩৪৬৮)

২১/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৬২/২১. অধ্যায় : আবু 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৭৪৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا وَإِنْ أَمِيْنَتُنَا أَيْتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

৩৭৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এই উম্মাতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে আবু 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (رضي الله عنه)। (৪৩৮২, ৭২৫৫, মুসলিম ৪৪/৭ হাঃ ২৪১৯, আহমাদ ১৩৫৬৪) (আ.প্র. ৩৪৬১, ই.ফা. ৩৪৬৯)

৩৭৪৭. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ﷺ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَا بُعْثَ بَعْثِي عَلَيْكُمْ يَعْني أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৭৪৫. হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন প্রকৃতই বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম অগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি (রসূল (ﷺ)) আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه)-কে পাঠালেন। (৪৩৮০, ৪৩৮১, ৭২৫৪, মুসলিম ৪৪/৭ হাঃ ২৪২০) (আ.প্র. ৩৪৬২, ই.ফা. ৩৪৭০)

৬২/২২. بَابُ مَنَاقِبِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

৬২/২০. অধ্যায় : মুস'আব ইবনু উমায়র (رضي الله عنه)-এর উল্লেখ।

২২/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬২/২২. অধ্যায় : হাসান ও হুসাইন (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ

নাফি' ইবনু জুবাইর (রহ.) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) হাসান (رضي الله عنه)-কে আলিঙ্গন করেছেন।

৩৭৪৭. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكْرَةَ سَمِعْتُ

النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى الثَّالِثِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৭৪৬. আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি নাবী (সাঃ)-কে মিসরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রাঃ) তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান হচ্ছে নেতা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিবদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিবেন। (২৭০৪) (আ.প্র. ৩৪৬৩, ই.ফা. ৩৪৭১)

৩৭৪৭. ৩৭৪৭. উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) তাঁকে এবং হাসান (রাঃ)-কে এক সঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও এদেরকে ভালবাসুন। (৩৭৩৫) (আ.প্র. ৩৪৬৪, ই.ফা. ৩৪৭২)

৩৭৪৮. ৩৭৪৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সামনে হুসাইন (রাঃ)-এর মস্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইবনু যিয়াদ তা খুঁচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাভ্য সম্পর্কে কটুক্তি করল। আনাস (রাঃ) বললেন, হুসাইন (রাঃ) গঠন ও আকৃতিতে নাবী (সাঃ)-এর অবয়বের সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চুল ও দাড়িতে ওয়াসমা দ্বারা কলপ লাগানো ছিল। (আ.প্র. ৩৪৬৫, ই.ফা. ৩৪৭৩)

৩৭৪৯. ৩৭৪৯. বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসানকে নাবী (সাঃ)-এর স্বন্ধের উপর দেখেছি। সে সময় তিনি (রসূল (সাঃ)) বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। (মুসলিম ৪৪/৮ হাঃ ২৪২২, আহমাদ ১৮৫২৭) (আ.প্র. ৩৪৬৬, ই.ফা. ৩৪৭৪)

৩৭৫০. ৩৭৫০. 'উক্বাহ ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি হাসান (রাঃ)-কে কোলে তুললেন এবং বলতে লাগলেন, এ-ত নাবী (সাঃ)-এর সদৃশ, 'আলীর সদৃশ নয়। তখন 'আলী (রাঃ) হাসছিলেন। (৩৫৪২) (আ.প্র. ৩৪৬৭, ই.ফা. ৩৪৭৫)

৩৭৫১. ৩৭৫১. হুদাইফ ইবনু যাক্বান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি হাসান (রাঃ)-কে কোলে তুললেন এবং বলতে লাগলেন, এ-ত নাবী (সাঃ)-এর সদৃশ, 'আলীর সদৃশ নয়। তখন 'আলী (রাঃ) হাসছিলেন। (৩৫৪২) (আ.প্র. ৩৪৬৭, ই.ফা. ৩৪৭৫)

৩৭৫১. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের (প্রতি সদাচরণের) মাধ্যমে অর্জন কর। (৩৭১৩) (আ.প্র. ৩৪৬৮, ই.ফা. ৩৪৭৬)

৩৭৫২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর পরিবারে হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ)-এর চেয়ে নাবী (সাঃ)-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না। 'আবদুর রায্যাক (রহ.) ... আনাস (রাঃ) হতে একইভাবে বর্ণিত। (আ.প্র. ৩৪৬৯, ই.ফা. ৩৪৭৭)

৩৭৫৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে ইরাকের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইরাকের অবস্থায় মশা-মাছি মারা যাবে কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে অথচ তারা আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নাতিকে হত্যা করেছে। নাবী (সাঃ) বলতেন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) আমার নিকট দুনিয়ায় যেন দু'টি ফুল। (৫৯৯৪) (আ.প্র. ৩৪৭০, ই.ফা. ৩৪৭৮)

২৩/৬৮. بَابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬২/২৩. অধ্যায় : আবু বাকর (রাঃ)-এর মুক্ত কৃতদাস বিলাল ইবনু রাবাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ دَفَّ ثَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحَجَّةِ

নাবী (সাঃ) বলেন, জান্নাতে আমার অগ্রভাগে তোমার পাদুকার শব্দ শুনেছি।

৩৭৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالًا

৩৭৫৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) বলতেন, আবু বাকর (রাঃ) আমাদের নেতা আর তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতাকে অর্থাৎ বিলাল (রাঃ)। (আ.প্র. ৩৪৭১, ই.ফা. ৩৪৭৯)

৩৭৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِلَالَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ

إِنْ كُنْتُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِتَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي وَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلِ اللَّهِ

৩৭৫৫. কায়েস (রহ.) হতে বর্ণিত যে, বিলাল (রাঃ) আবু বাকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি যদি আপনার স্বীয় কাজের জন্য আমাকে কিনে থাকেন তাহলে আপনার খিদমতেই আমাকে নিয়োজিত রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কামনায় আমাকে কিনে থাকেন, তবে আমাকে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করার সুযোগ দান করুন! (আ.প্র. ৩৪৭২, ই.ফা. ৩৪৮০)

২৬/৬২. بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬২/২৪. অধ্যায় : ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৭০৬. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمِنِي النَّبِيَّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ عَلَّمَهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ الْإِصَابَةُ فِي غَيْرِ الثَّبُوتِ

৩৭৫৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, তাকে হিক্মত শিক্ষা দিন। (আ.প্র. ৩৪৭৩, ই.ফা. ৩৪৮১)

'আবদুল ওয়ারিস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নাবী (ﷺ)] এ কথাটিও বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাকে কিতাবের জ্ঞান দান করুন। মুসা (রাঃ)...খালিদ (রহ.) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন الْحِكْمَةُ অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। (৭৫) (আ.প্র. ৩৪৭৪, ই.ফা. ৩৪৮২)

২৫/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/২৫. অধ্যায় : খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) এর মর্যাদা।

৩৭০৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرُ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

৩৭৫৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যায়দ, জা'ফর ও 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে হতে সংবাদ আসার পূর্বেই আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, যায়দ (রাঃ) পতাকা ধারণ করে শাহাদাত লাভ করেছে। অতঃপর জা'ফর (রাঃ) পতাকা ধারণ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করল। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়ে শাহাদাত লাভ করল। তিনি যখন এ কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর দু' চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। (অতঃপর বললেন) আল্লাহ তা'আলার তরবারিগুলোর এক তরবারি অর্থাৎ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ পতাকা উঠিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিজয় দিয়েছেন। (১২৪৬) (আ.প্র. ৩৪৭৫, ই.ফা. ৩৪৮৩)

২৬/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/২৬. অধ্যায় : আবু হুযাইফাহ (রাঃ)-এর মাওলা আযাদকৃত গোলাম সালিম (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৭০৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَشْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا أَرَأَى أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اسْتَفْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَلِّمَ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَا أَذْرِي بَدَأَ بِأَبِي أَوْ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

৩৭৫৮. মাসরুক (৳) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (৳)-এর মজলিসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (৳)-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই লোককে ঐদিন হতে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি হতে কুরআন শিক্ষা কর, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ সর্বপ্রথম তাঁর নাম বললেন, আবু হযায়ফাহ (৳)-এর মুক্ত গোলাম সালিম, ‘উবাই ইবনু কা‘ব (৳) ও মু‘আয ইবনু জাবাল (৳) থেকে। উবাই (৳) ও মু‘আয (৳) এ দু’জনের কার নাম আগে বলেছিলেন সেটুকু আমার স্মরণ নেই। (৩৭৬০, ৩৮০৬, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, মুসলিম ৪৪/২২ হাঃ ২৪৬৪) (১৪০৮ আ.প্র. ৩৪৭৬, ই.ফা. ৩৪৮৪)

২৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/২৭. অধ্যায় : ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (৳)-এর মর্যাদা।

৩৭৫৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

৩৭৫৯. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (৳) বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (৩৭৫৯) (ই.ফা. ৩৪৮৫ প্রথমংশ)

৩৭৬০. وَقَالَ اسْتَقْرِئُوا الْقُرَّانَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَدِيْقَةَ وَأَبِي بِنِ

كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

৩৭৬০. তিনি আরো বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা কর, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ, সালিম মাওলা আবু হযায়ফাহ, উবাই ইবনু কা‘ব ও মু‘আয ইবনু জাবাল (৳)। (৩৭৫৮) (আ.প্র. ৩৪৭৭, ই.ফা. ৩৪৮৫ শেষাংশ)

৩৭৬১. حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ

رَكَعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ بَيِّرْ لِي جَلِيْسًا فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلًا فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ قَالَ مِنْ أَتَيْنَ أَنتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَفَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الثَّعْلَيْنِ وَالْوَسَادِ وَالْيَظْهَرَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّيْلُ فَقَرَأْتُ ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى﴾ ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾ ﴿وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى﴾ (الليل :

৩-১) قَالَ أَقْرَأْنِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاهْ إِلَى فِي فَمَا زَالَ هُوَ لَاءَ حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِي

৩৭৬১. ‘আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গেলাম। মাসজিদে দু‘রাকআত সলাত আদায় করে দু‘আ করলাম, হে আল্লাহ, আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। তখন আমি একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আবু দারদা (৳)। তিনি যখন আমার নিকটে আসলেন, তখন আমি বললাম, আশা করি আমার দু‘আ কবুল হয়েছে। তিনি আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক? আমি বললাম, আমার ঠিকানা কুফায়। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে নাবী (ﷺ)-এর জুতা, বালিস ও উযূর পাত্র বহনকারী [আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)] কি বিদ্যমান নেই? তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি কি নেই, যাকে শয়তান হতে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে? [অর্থাৎ আমার (ﷺ)]। তোমাদের মাঝে কি গোপন তথ্যভিষ্ট ব্যক্তিটি [হুযাইফাহ (রাঃ)] নেই, যিনি ব্যতীত এসব গোপন রহস্য অন্য কেউ জানে না। (আমি বললাম, আছেন) অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইবনু মাস'উদ (রাঃ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ, কিভাবে পড়েন? আমি পড়লাম, إِذَا جَنَّيَ وَالذِّكْرُ وَالْأُنثَى. এভাবে পড়েন। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক বার বার বলে আমাকে এ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। (৩২৮৭) (আ.প্র. ৩৪৭৮, ই.ফা. ৩৪৮৬)

৩৭৬২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُدَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَغْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَذَا وَدَلًا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ

৩৭৬২. আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফাহ (রাঃ)-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সবচেয়ে মিল আছে, আমরা তাঁর হতে শিক্ষা গ্রহণ করব। হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সবচেয়ে মিল আছে এমন লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) ছাড়া অন্য কাউকেও আমি জানি না। (৬০৯৭) (আ.প্র. ৩৪৭৯, ই.ফা. ৩৪৮৭)

৩৭৬৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ﷺ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنْتُمَا جَيْنَا مَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৩৭৬৩. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান হতে মাদীনাহতে আসি এবং বেশ কিছুদিন মাদীনাহতে অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর পরিবারেরই একজন লোক। কারণ আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে সর্বদা নাবী (ﷺ)-এর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম। (৪৩৮৪, মুসলিম ৪৪/২২ হাঃ ২৪৬০) (১৪০৮ আ.প্র. ৩৪৮০, ই.ফা. ৩৪৮৮)

২৮/৬২. بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬২/২৮. অধ্যায় : মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৭৬৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَوْتَرْتُ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْنِي فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

৩৭৬৪. ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়াহ (রাঃ) 'ইশার সলাতের পর এক রাক'আত বিতরের সলাত আদায় করেন। তখন তাঁর নিকট ইবনু 'আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম হাযির ছিলেন। তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, তাঁকে কিছু বলোনা, কেননা, তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। (৩৭৬৫) (আ.প্র. ৩৪৮১, ই.ফা. ৩৪৮৯)

৩৭৬৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ

৩৭৬৫. ইবনু আবু মুলায়কাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর সঙ্গে এ বিষয় আলাপ করবেন কি? যেহেতু তিনি বিতর সলাত এক রাক'আত আদায় করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, তিনি ঠিকই করেছেন, কারণ তিনি নিজেই একজন ফকীহ। (৩৭৬৪) (আ.প্র. ৩৪৮২, ই.ফা. ৩৪৯০)

৩৭৬৬. حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيَهَا وَلَقَدْ نَعَى عَنْهُمَا يَغْيِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩৭৬৬. মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সলাত আদায় কর, আমরা নাবী (সঃ)-এর সঙ্গে লাভ করেছি, আমরা তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি বরং তিনি এ দু'রাক'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ 'আসরের পর দু' রাক'আত। (৫৮৭) (আ.প্র. ৩৪৮৩, ই.ফা. ৩৪৯১)

২৭/৬২. بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام

৬২/২৯. অধ্যায় : ফাতিমাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

নাবী (সঃ) বলেছেন, ফাতিমাহ (রাঃ) জান্নাতী নারীদের নেত্রী।

৩৭৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ خُزَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

৩৭৬৭. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফাতিমাহ আমার অংশ বিশেষ। যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। (৯২৬) (আ.প্র. ৩৪৮৪, ই.ফা. ৩৪৯২)

৩০/৬২. بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

৬২/৩০. অধ্যায় : 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৭৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَا عَائِشُ هَذَا جَنَرُكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৭৬৮. ‘আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে ‘আয়িশাহ! জিবরাঈল (জঃ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, “ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আপনি যা দেখতে পান আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝিয়েছেন। (৩২১৭) (আ.প্র. ৩৪৮৬, ই.ফা. ৩৪৯৪)

৩৭৬৯. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَفُضِّلَ عَائِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلَ الرَّبُّ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

৩৭৬৯. আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনত ‘ইমরান ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রহ.) ছাড়া অন্য কেউ তাদের মত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হননি। আর ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নারীদের উপর এমন যেমন সারীদের অর্থাৎ গোশত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ এর মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর। (৩৪১১) (আ.প্র. ৩৪৮৭, ই.ফা. ৩৪৯৫)

৩৭৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَضَّلَ عَائِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَّلَ الرَّبُّ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

৩৭৭০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি, ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা নারীদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর। (৪৫১৯, ৫৪২৮, মুসলিম ৪৪/১৩ হাঃ ২৪৪৬, আহমাদ ১৩৭৮৭) (আ.প্র. ৩৪৮৮, ই.ফা. ৩৪৯৬)

৩৭৭১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ

عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدِمِينَ عَلَى فَرَطٍ صَدِيقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ

৩৭৭১. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ‘আয়িশাহ (রাঃ) যখন (মৃত্যু) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) এসে বললেন, হে উম্মুল মু‘মিনীন! আপনি প্রথম সত্যবাদী রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর-এর নিকট যাচ্ছেন। (৪৭৫৩, ৪৭৫৪) (আ.প্র. ৩৪৮৯, ই.ফা. ৩৪৯৭)

৩৭৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا

بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنُ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لَا عَلَمَ أَنَّهَا رَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ يَتَّخِذَهَا

৩৭৭২. আবু ওয়াইল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রাঃ) তাঁর স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের জন্য আম্মার ও হাসান (রাঃ)-কে কুফায় পাঠান। আম্মার (রাঃ) তাঁর ভাষণে একদা

বললেন,-এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, ‘আয়িশাহ রাঃ আল্লাহর রসূল সঃ-এর দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিতা স্ত্রী। কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি ‘আলী রাঃ-এর আনুগত্য করবে, না ‘আয়িশাহ রাঃ-এর আনুগত্য করবে? (৭১০০, ৭১০১) (আ.প্র. ৩৪৯০, ই.ফা. ৩৪৯৮)

৩৭৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فَلَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا فَأَذَرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بَعَثَ رَسُولُهُ فَمَا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَتَرَلَّتْ آيَةُ التَّيْمِيمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً

৩৭৭৩. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আসমা রাঃ-এর নিকট হতে একটি হার চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে হারটি হারিয়ে যায়। এর অনুসন্ধানে রসূলুল্লাহ সঃ কিছু সহাবীকে পাঠালেন। ইতোমধ্যে সলাতের সময় হয়ে গেলে তাঁরা পানির অভাবে উযু ব্যতীতই সলাত আদায় করলেন। তাঁরা নাবী রাঃ-এর নিকট এসে এই বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাখিল হল। উসায়দ ইবনু হুযায়র রাঃ বললেন, (হে ‘আয়িশাহ) আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর কসম! যখনই আপনি কোন সমস্যায় পড়েছেন, তখনই আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে আপনাকে বের করে এনেছেন এবং মুসলিমদের জন্য এর মধ্যে বরকত রেখে দিয়েছেন। (৩৩৪) (আ.প্র. ৩৪৯১, ই.ফা. ৩৪৯৯)

৩৭৭৪. حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ

جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ

৩৭৭৪. ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সঃ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন সহধর্মিণীদের ঘরে পালাক্রমে থাকতে লাগলেন। আল্লাহর রসূল সঃ ‘আয়িশাহ রাঃ-এর ঘরে অবস্থানের ইচ্ছায় এ কথাটি বলতেন, “আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? ‘আয়িশাহ রাঃ বলেন, আমার ঘরে অবস্থানের দিনই তিনি শান্তি লাভ করলেন। (৮৯০) (আ.প্র. ৩৪৯২, ই.ফা. ৩৫০০)

৩৭৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا نُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمِّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الرَّحْمِيُّ وَأَنَا فِي لِحَافٍ امْرَأَةٍ مِنْكُمْ غَيْرِهَا

৩৭৭৫: ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল সঃ-কে হাদীয়া প্রদানের জন্য ‘আয়িশাহ রাঃ-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন হিসাব করতেন। ‘আয়িশাহ

বলেন, একদা আমার সতীনগণ উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হয়ে বললেন, হে উম্মু সালামাহ! আল্লাহর কসম, লোকজন তাদের উপটৌকনসমূহ প্রেরণের জন্য 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থানের দিন গণনা করেন। 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর মত আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন আল্লাহর রসূল (সঃ) যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদীয়া পাঠিয়ে দেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, তিনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সঙ্গে এ বিষয় উল্লেখ করলেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় আসলে আমি ঐ কথা তাঁকে বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারেও আমি ঐ কথা তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, হে উম্মু সালামাহ! 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে 'আয়িশাহ (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকা কালীন আমার উপর ওয়াহী নাযিল হয়নি। (২৫৭৪) (আ.প্র. ৩৪৯৩, ই.ফা. ৩৫০১)

৬৩- কِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ

পর্ব (৬৩) : আনসারগণ [রাযিরাল্লাহু 'আনহুম]-এর মর্যাদা

১/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ

৬৩/১. অধ্যায় : আনসারগণের মর্যাদা।

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا (الحشر: ৯)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর যারা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে হতেই এ নগরীতে (মাদীনাহুতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে এবং মুহাজিরগণকে ভালবাসে আর মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। (আল-হাশর ৯)

৩৭৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْبَسٍ أَرَأَيْتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّونَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمْ اللَّهُ قَالَ بَلِ سَمَّاَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنْبَسٍ فَيَحَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ وَمَشَاهِدِهِمْ وَيَقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

৩৭৭৬. গাইলান ইবনু জারীর (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আনসার নামকরণ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? এ নাম কি আপনারা করেছেন, না আল্লাহ আপনাদের এ নামকরণ করেছেন? আনাস (রাঃ) বললেন, বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। [গাইলান (রহ.) বলেন] আমরা যখন আনাস (রাঃ)-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনসারদের গুণাবলী ও কার্যাবলী বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি আমাকে অথবা আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার গোত্র অমুক দিন অমুক কাজ করেছেন, অমুক দিন অমুক কাজ করেছেন। (৩৮৪৪) (৩৮৪৪) (আ.প্র. ৩৪৯৪, ই.ফা. ৩৫০২)

৩৭৭৭. حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ بُعِثَ يَوْمًا قَدَّمَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقَتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجَرَحُوا فَقَدَّمَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ

৩৭৭৭. 'আযিশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাদীনাহ আগমনের পূর্বেই ঘটিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মাদীনাহয় আগমন করলেন তখন সেখানকার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণকে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-এর জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন। (৩৮৪৬, ৩৯৩০) (আ.প্র. ৩৪৯৫, ই.ফা. ৩৫০৩)

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ؓ يَقُولُ قَالَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سَيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَعَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوْ لَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْعَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتِ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ

৩৭৭৮. আবু তাইয়্যাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশদেরকে মালে গনীমত দিলে কিছু সংখ্যক আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের মাল দিলেন অথচ আমাদের তলোয়ার হতে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ কথা পৌঁছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের হতে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কী? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌঁছেছে তা সত্যই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব। (৩১৪৬) (আ.প্র. ৩৪৯৬, ই.ফা. ৩৫০৪)

২/৬৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

৬৩/২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : যদি হিজরাত না হত তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা.) নাবী (ﷺ) হতে একথা বর্ণনা করেছেন।

৩৭৭৭-حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ؓ لَوْلَا أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكَوْا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتُ فِي وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ يَأْيِي وَأَيُّيَ آوُوهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى

৩৭৭৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) অথবা তিনি বলেছেন, আবুল কাসিম (রা.) বলেন, আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরাত না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (ﷺ) এ কথায় কোন অত্যাক্তি করেননি। আমার মাতা-পিতা তাঁর উপর কুরবান হোক তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। কিংবা এমন কিছু বলেছেন। (৭২৪৪) (আ.প্র. ৩৪৯৭, ই.ফা. ৩৫০৫)

৩/৬২. بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

৬৩/৩. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

৩৭৮০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَتَانِ فَاَنْظُرْ أَعْجِبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمَّيْنِي أُطْلِقْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوقُكُمْ قَدَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنَقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوْثُ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْمُمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ قَالَ كَمْ سَفُتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزَنَ نَوَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ شَكَ إِبْرَاهِيمُ

৩৭৮০. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মাদীনাহুয় আগমন করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ ও সা'দ ইবনু রাবী' (رضي الله عنه) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি [সা'দ (رضي الله عنه)] 'আবদুর রাহমান (رضي الله عنه) কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সব থেকে বেশি সম্পদের অধিকারী। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তলাক দিয়ে দিব। ইদ্রত শেষে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। 'আবদুর রহমান (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। আপনাদের বাজার কোথায়? তারা তাঁকে বনু কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। যখন ঘরে ফিরলেন তখন কিছু পনির ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রতিদিন সকাল বেলা বাজার যেতে লাগলেন। একদিন নাবী (ﷺ)-এর কাছে এমন অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর শরীর ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন ছিল। নাবী (ﷺ) বললেন, ব্যাপার কী! তিনি (ﷺ) বললেন, আমি বিয়ে করেছি। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কী পরিমাণ মাহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আঁটির পরিমাণ অথবা খেজুরের এক আঁটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। (২০৪৮) (আ.প্র. ৩৪৯৮, ই.ফা. ৩৫০৬)

৩৭৮১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمْتُ الْأَنْصَارَ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي أَمْرَتَانِ فَاَنْظُرْ أَعْجِبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطْلِقْهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ فَلَمْ يَلْبِثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْمُمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَا سَفُتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءٍ

৩৭৮১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه) হিজরাত করে আমাদের কাছে এলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ও সা'দ ইবনু রাবী' (رضي الله عنه)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিলেন। সাদ (رضي الله عنه) ছিলেন অনেক সম্পদশালী। সা'দ (رضي الله عنه) বললেন, সকল আনসারগণ

জানেন যে আমি তাঁদের মধ্যে অধিক সম্পদশালী। আমি শীঘ্রই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পদ ভাগাভাগি করে দিব দুই ভাগে। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে; তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালুক দিয়ে দিব। ইদত শেষে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। 'আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। ব্যবসা আরম্ভ করে বাজার হতে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনির সাথে নিয়ে ফিরলেন। অল্প কয়েকদিন পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তাঁকে কী পরিমাণ মাহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আঁটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা একটি আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর। (২০৪৯) (আ.প্র. ৩৪৯৯, ই.ফা. ৩৫০৭)

৩৭৮২. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ التَّخَلُّ قَالَ لَا قَالَ يَكْفُونَنَا الْمَوْتَةُ وَنُشْرِكُونَنَا فِي الثَّمْرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

৩৭৮২. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি (নবী (সঃ)) বললেন, না, তখন আনসারগণ বললেন, আপনারা বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সাহায্য করুন এবং ফসলের অংশীদার হয়ে যান। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (২৩২৫) (আ.প্র. ৩৫০০, ই.ফা. ৩৫০৮)

৬/৭৩. بَابُ حُبِّ الْأَنْصَارِ

৬৩/৪. অধ্যায় : আনসারগণকে ভালবাসা।

৩৭৮৩. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ

৩৭৮৩. বারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারদেরকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন। (মুসলিম ১/৩৩, হাঃ নং ৭৫, আহমাদ ১৮৬০০) (আ.প্র. ৩৫০১, ই.ফা. ৩৫০৯)

৩৭৮৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِفْقَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

٥/٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

৩৭৮৭. য়াদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রত্যেক নাবীরই অনুসারী ছিলেন। আমরাও আপনার অনুসারী। আপনি আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য দু'আ করুন যেন তারা আপনার অনুসারী হয়। তিনি দু'আ করলেন। (রাবী বলেন) আমি এই হাদীসটি ইবনু আবু লায়লার নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, য়াদ ইবনু আরকাম (রাঃ) এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (৩৭৮৮) (আ.প্র. ৩৫০৫, ই.ফা. ৩৫১৩)

৩৭৮৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِأَبْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ رَعِمَ ذَلِكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ

৩৭৮৮. আবু হামযাহ (رضي الله عنه) নামক একজন আনসারী হতে বর্ণিত, কতিপয় আনসার বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে অনুসরণকারী একটি দল থাকে। হে আল্লাহর রসূল! আমরাও আপনার অনুসরণ করছি। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের উত্তরসুরীরা আমাদের অনুসারী হয়। নাবী (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ তাঁদের উত্তরসুরীদেরকে তাদের মত করে দাও। আমার (রহ.) বলেন, আমি হাদীসটি 'আবদুর রাহমান ইবনু আবু লায়লা (رضي الله عنه)-কে বললাম। তিনি বললেন, যায়দও এইভাবে হাদীসটি বলেছেন। শু'বা (রহ.) বলেন, আমার ধারণা, ইনি যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) ই হবেন। (৩৭৮৭) (আ.প্র. ৩৫০৬, ই.ফা. ৩৫১৪)

৭/৬৩. بَابُ فَضْلِ دُورِ الْأَنْصَارِ

৬৩/৭. অধ্যায় : আনসার গোত্রসমূহের মর্যাদা।

৩৭৮৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو التَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَهَذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

৩৭৮৯. আবু উসায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম গোত্র হল বানু নাজ্জার, তারপর বানু আবদুল আশহাল তারপর বানু হারিস ইবনু খায়রাজ তারপর বানু সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সা'দ (رضي الله عنه) বললেন, নাবী (ﷺ) কি অন্যদেরকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? তখন তাকে বলা হল, তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আবদুল ওয়ারিস (রহ.)... আবু উসাইদ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে এ রকমই বর্ণিত আছে। আর সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (رضي الله عنه) বলেছেন। (৩৭৯০, ৩৮০৭, ৬০৫৩, মুসলিম, ৪৪/৪৪, হাঃ নং ২৫১১, আহমাদ ৩৮০১) (আ.প্র. ৩৫০৭, ই.ফা. ৩৫১৫)

৩৭৯০. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّلَحِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو التَّجَارِ وَبَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَاعِدَةَ

৩৭৯০. আবু উসায়দ (رضي الله عنه) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারদের মধ্যে বা আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গোত্র হল বানু নাজ্জার, বানু আবদুল আশহাল, বানু হারিস ও বানু সায়িদা। (৩৭৮৯) (আ.প্র. ৩৫০৮, ই.ফা. ৩৫১৬)

৩৭৯১. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي التَّجَارِ ثُمَّ عَبْدُ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي

৩৭৯১. আবু হুমায়দ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গোত্র হল বানু নাজ্জার, তারপর বানু আবদুল আশহাল, তারপর বানু হারিস এরপর বানু সা'য়িদা। আনসারদের সকল গোত্রে রয়েছে কল্যাণ। (আবু হুমায়দ (রহ.) বলেন,) আমরা সা'দ ইব্নু 'উবাদাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন আবু উসায়দ (রাঃ) বললেন, আপনি কি শোনেনি যে, নাবী (সাঃ) আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন? তা শুনে সা'দ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আনসার গোত্রগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ স্তরে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ? (১৪৮১, মুসলিম, ৪৩/৩ হাঃ নং ১৩৯২) (আ.প্র. ৩৫০৯, ই.ফা. ৩৫১৭)

৬৩/৮. অধ্যায় : আনসারগণের ব্যাপারে নাবী (NAVY)-এর উক্তি : তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে যে পর্যন্ত না তোমরা হাওয কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইব্নু যায়দ (রাযী) নাবী (সাঃ আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৯২. উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউয। (৭০৫৭, মুসলিম ৩৩/১১, হাঃ নং ১৮৪৫, আহমাদ ১৯১১৬) (আ.প্র. ৩৫১০/৩৫১১, ই.ফা. ৩৫১৮)

৩৭৯৩. আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আনসারদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা অচিরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। অতএব তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর; প্রতিশ্রুত হাউয়ের নিকট গমন পর্যন্ত। (৩১৪৬) (আ.প্র. নাই, ই.ফা. নাই)

۳۷۹۬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَيْئَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرُهُ

৩৭৯৪. ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি যখন আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সঙ্গে ওয়ালীদ (ইবনু আবদুল মালিক)-এর নিকট সাক্ষাতের উদ্দেশে বাসরা হতে দামেস্ক সফর করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, নাবী (সাঃ) বাহরাইনের জমি তাদের জন্য বরাদ্দ করার জন্য আনসারদেরকে ডাকলে তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এরূপ জায়গীর বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব না। নাবী (সাঃ) বললেন, তোমরা যদি তা গ্রহণ করতে না চাও, তবে (কিয়ামাতের ময়দানে) হাউযের নিকটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন কর। কেননা শীঘ্রই তোমরা দেখতে পাবে, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। (২৩৭৬) (আ.প্র. ৩৫১২, ই.ফা. ৩৫১৯)

৭/১৩. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৬৩/৯. অধ্যায় : নাবী (সাঃ)-এর দু'আ- হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরগণের কল্যাণ কর।

৩৭৯০. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأُصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ

৩৭৯৫. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ করুন। (২৮৩৪)

কাতাদাহ (রহ.) আনাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে এ রকম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হে আল্লাহ! আনসারকে মাফ করে দিন। (আ.প্র. ৩৫১৩, ই.ফা. ৩৫২০)

৩৭৯৭. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّوَيْلِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ تَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَيْنَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৩৭৯৬. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননের সময় বলছিলেন, আমরা হলাম ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি যত দিন আমরা বেঁচে থাকব। এর উত্তরে নাবী (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। (হে আল্লাহ) আনসার ও মুহাজিরদের সম্মান বাড়িয়ে দাও। (২৮৩৪) (আ.প্র. ৩৫১৪, ই.ফা. ৩৫২১)

৩৭৯৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

৩৭৯৭. সাহুল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের স্কন্ধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি মাফ করে দিন। (৪০৯৮, ৬৪১৪, মুসলিম ৩২/৪৪, হাঃ নং ১৮০৪, আহমাদ ২২৮৭৮) (আ.প্র. ৩৫১৫, ই.ফা. ৩৫২২)

১০/৭৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

৬৩/১০. অধ্যায় : (আল্লাহর বানী) : আর তারা (আনসারগণ) নিজেরা অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। (আল-হাশর ৯)

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يَضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى إِمْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِي صَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُرْثُ صَيْبَانِي فَقَالَ هَبِي طَعَامَكَ وَأَصْبِي سِرَاجَكَ وَتَوْبِي صَيْبَانِكَ إِذَا أَرَادُوا عِشَاءَ فَهَيَّأْتُ طَعَامَهَا وَأَصْبَحْتُ سِرَاجَهَا وَتَوَمْتُ صَيْبَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهُ تَصْلُحُ سِرَاجَهَا فَأُطْفِئَتْ فَجَعَلَ يُرِيَانِي أَنَّهَا يَا كُلاَنَ قَبَانَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩)

৩৭৯৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, এক লোক নাবী (ﷺ)-এর খেদমতে এল। তিনি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনসারী সহাবী [আবু ত্বলহা (رضي الله عنه)] বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। “তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতাপ্রাপ্ত।” (আল-হাশর ৯) (৪৮৮৯, মুসলিম, ৩৬/৩২, হাঃ নং ২০৫৪) (আ.প্র. ৩৫১৬, ই.ফা. ৩৫২৩)

১১/৬৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

৬৩/১১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি : তাদের (আনসারদের) সংকর্মশীলদের পক্ষ হতে (সং কার্য) কবুল কর, এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তিকারীদের ক্ষমা করে দাও।

৩৭৭৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنِّي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحُجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَتَكَوَّنُونَ فَقَالَ مَا يُتَكَبَّرُ قَالُوا ذَكَرْنَا تَجْلِسَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ غَضِبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بَرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمُنَبَّرَ وَلَمْ يَضَعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيَّهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

৩৭৯৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন অস্তিম রোগে আক্রান্ত তখন আবু বাকর ও 'আব্বাস (رضي الله عنه) আনসারদের কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখতে পেলেন যে, তারা কাঁদছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে আমাদের মজলিস স্মরণ করে কাঁদছি। তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন, নাবী (ﷺ) বললেন, নাবী (ﷺ) চাদরের কোণা দিয়ে মাথা বেঁধে বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেননি। তারপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপন জন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের নেক 'আমালগুলো গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিবে। (৩৮০১) (আ.প্র. ৩৫১৭, ই.ফা. ৩৫২৪)

৩৮০০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مَتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسَاءٌ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمُنَبَّرِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ

৩৮০০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু'কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি কাল রঙের পাগড়ী বেঁধে বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোক সকল, জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকবে! এমনকি তারা খাবারে লবণের পরিমাণের মত হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে যে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন নেক্কার আনসারদের নেক্ 'আমালগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়। (৯২৭) (আ.প্র. ৩৫১৮, ই.ফা. ৩৫২৫)

৩৮০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ؓ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْتِي وَالنَّاسُ سَيَكْفُرُونَ وَيَقْتُلُونَ فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

৩৮০১. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে আর তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে। তাই তাদের নেককারদের নেক 'আমালগুলো কবুল কর এবং তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দাও। (৩৭৯৯, মুসলিম ৪৪/৪৩, হাঃ নং ২৫১০) (আ.প্র. ৩৫১৯, ই.ফা. ৩৫২৬)

১২/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/১২. অধ্যায় : সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৮০২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ؓ يَقُولُ

أُهِدِثَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمْسُوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لَيْثِنِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لَيْثِنِ هَذِهِ

لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلَيْسَ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ سَمِعَا أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৩৮০২. বারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদীয়া দেয়া হল। সহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নাবী (সাঃ) বললেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ? অথচ সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর (জান্নাতের) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মোলায়েম। হাদীসটি ক্বাতাদাহ ও যুহরী (রহ.) আনাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (৩২৪৯, মুসলিম ৪৪/২৪, হাঃ নং ২৪৬৮) (আ.প্র. ৩৫২০, ই.ফা. ৩৫২৭)

৩৮০৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَارِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي سُوْفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ؓ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا

أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِّجَابِرٍ فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اهْتَزَّ السَّرِيرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ

الْحَيَيْنِ ضَعَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

৩৮০৩. জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠেছিল। আমাশ (রহ.).....নবী (সাঃ) হতে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জাবির (রাঃ)-কে বলল, বারী ইবনু আযিব (রাঃ) তো বলেন, জানাযার খাট নড়েছিল। তদুত্তরে জাবির (রাঃ) বললেন, সা'দ ও বারী (রাঃ)-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল, কেননা আমি নাবী (সাঃ)-কে "আল্লাহর আরশ সা'দ ইবনু মু'আযের (ওফাতে) কেঁপে উঠল" (কথাটি) বলতে শুনেছি। (আ.প্র. ৩৫২১, ই.ফা. ৩৫২৮)

৩৮০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَرة حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْفٍ عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ أَنَّ أَنَسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى جِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ

الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي

أَحْكَمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسَيِّ دَرَارِيُّهُمْ قَالَ حَكَمْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

৩৮০৪. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) সা'দ ইব্নু মু'আয (رضي الله عنه)-কে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) নেমে আসে। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধায় সাওয়ার হয়ে আসলেন। যখন মাস্জিদের নিকটে আসলেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি অথবা (বললেন) তোমাদের সরদার আসছেন তাঁর দিকে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! তারা তোমাকে সালিশ মেনে বেরিয়ে এসেছে। সা'দ (رضي الله عنه) বললেন, আমি তাদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা মোতাবেক ফায়সালা দিয়েছ অথবা (বলেছিলেন) তুমি বাদশাহ্র অর্থাৎ আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছে। (৩০৪৩) (আ.প্র. ৩৫২২, ই.ফা. ৩৫২৯)

১৩/৬৩. بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬৩/১৩. অধ্যায় : উসায়দ ইব্নু হুযায়র ও আব্বাদ ইব্নু বিশ্র (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৮০৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

৩৮০৫. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি অন্ধকার রাতে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে বের হলেন। হঠাৎ তারা তাদের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। রাস্তায় তাঁরা যখন আলাদা হলেন তখন আলোটিও তাঁদের উভয়ের সাথে আলাদা আলাদা হয়ে গেল। মা'মার (রহ.) সাবিত এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, এদের একজন উসায়দ ইব্নু হুযায়র (رضي الله عنه) এবং অন্যজন এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন এবং হাম্মাদ (রহ.) সাবিত (রহ.)-এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, উসায়দ (ইব্নু হুযায়র) ও আব্বাদ ইব্নু বিশ্র (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর নিকট ছিলেন। (৪৬৫) (আ.প্র. ৩৫২৩, ই.ফা. ৩৫৩০)

১৪/৬৩. بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/১৪. অধ্যায় : মু'আয ইব্নু জাবাল (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৮০৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ وَأَبِي وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

৩৮০৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিখ চার জনের নিকট হতে : ইব্নু মাসউদ, আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই (ইব্নু কা'ব) ও মু'আয ইব্নু জাবাল (رضي الله عنه) থেকে। (৩৭৫৮) (আ.প্র. ৩৫২৪, ই.ফা. ৩৫৩১)

১০/৬৩. **بَابُ مَنْقَبَةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

৬৩/১৫. অধ্যায় : সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا

'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, তিনি এর পূর্বে নেক লোক ছিলেন।

৩৮০৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو التَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى نَاسٍ كَثِيرٍ

৩৮০৭. আবু উসাইদ (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র হল, বানু নাজ্জার, তারপর বানু 'আবদ-ই-আশহাল, তারপর বানু হারিস ইবনু খায়রাজ তারপর বানু সায়িদাহ। আনসারদের সব গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তখন সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (رضي الله عنه) যিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মুসলমান বললেন, আমার ধারণা যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁকে বলা হল, আপনাদেরকে বহু গোত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (৩৭৮৯) (আ.প্র. ৩৫২৫, ই.ফা. ৩৫৩২)

১৬/৬৩. **بَابُ مَنْاقِبِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

৬৩/১৬. অধ্যায় : উবাই উবন কা'ব (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

৩৮০৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَرَأَى أَجَبَهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَلِّمَ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ

৩৮০৮. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه)-এর মজলিসে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন; তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নাবী (ﷺ)-এর বক্তব্য শুনার পর হতে আমি খুব ভালবাসি। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন), সালিম- আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইবনু জাবাল ও উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)। (৩৭৫৮) (আ.প্র. ৩৫২৬, ই.ফা. ৩৫৩৩)

৩৮০৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَأَبِي إِنْ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ وَسَمَائِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ

৩৮০৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরা الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ" তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। (৪৯৫৯, ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসলিম ৬/৩৯, হাঃ নং ৭৯৯, আহমাদ ২১১৯৪) (আ.প্র. ৩৫২৭, ই.ফা. ৩৫৩৪)

১৭/৬৩. بَابُ مَنَاقِبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/১৭. অধ্যায় : যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৮১০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةً كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلْتُ لَا أَنَسٍ مِّنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ غُمُومِي

৩৮১০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (রাঃ)-এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) আবু যায়দ (রাঃ) ও যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)। কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যায়দ কে? তিনি বললেন, তিনি আমার চাচাদের একজন। (৩৯৯৬, ৫০০৩, ৫০০৪, মুসলিম ৪৪/২৩, হাঃ নং ২৪৬৫, আহমাদ ১৩৯৪৪) (আ.প্র. ৩৫২৮, ই.ফা. ৩৫৩৫)

১৮/৬৩. بَابُ مَنَاقِبُ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/১৮. অধ্যায় : আবু ত্বলহা (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৮১১. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْتَهَرَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ مُحِبُّ بِهِ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ لَهْ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ الْقَدْرِ يَكْسِرُ يَوْمَيْدٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ التَّبَلِ فَيَقُولُ انْشُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَبْنِي لَا تُشْرِفْ بِصَيْبِكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ تَحْرِي دُونَ تَحْرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنْتَهُمَا لَمْشَرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا تُنْقِرَانِ الْقَرْبَ عَلَى مُؤْنِهِمَا تُفْرِغَانِيهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَمَلَانِيهَا ثُمَّ تَحِيَّتَانِ فَمُفْرِغَانِيهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا

৩৮১১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহদ যুদ্ধের এক সময়ে সহাবাগণ নাবী (রাঃ) হতে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু ত্বলহা (রাঃ) ঢাল হাতে নিয়ে নাবী (রাঃ)-এর সামনে প্রাচীরের মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। আবু ত্বলহা (রাঃ) সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। এক নাগাড়ে তীর ছুঁড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি তীরাদার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নাবী (রাঃ) তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবু ত্বলহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নাবী (রাঃ) মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা দেখতে চাইলে আবু ত্বলহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হযত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস (রাঃ) বলেন, ঐদিন আমি আবু বাক্র (রাঃ)-এর কন্যা 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরনের কাপড় এতটুকু পরিমাণ উঠিয়েছেন যে, তাঁদের পায়ের খাঁড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে

নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবু ত্বলহা (রাঃ)-এর হাত হতে (তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে) তাঁর তরবারটি দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল। (২৮৮০, মুসলিম ৩২/৪৭, হাঃ নং ১৮১১)(আ.প্র. ৩৫২৯, ই.ফা. ৩৫৩৬)

১৭/৬৩. **بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

৬৩/১৯. অধ্যায় : 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)-এর মর্যাদা।

৩৮১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ الْآيَةُ قَالَ لَا أَذْرِي قَالَ مَالِكُ الْآيَةُ أَوْ فِي الْحَدِيثِ

৩৮১২. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) ছাড়া যমীনে বিচরণশীল কারো ব্যাপারে এ কথাটি বলতে শুনি নি যে, 'নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ (রাঃ) বলেন, তাঁরই ব্যাপারে সূরাহ আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছে : “এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য দান করেছে। (উক্ত হাদীসের শুরুতে উল্লেখিত সানাদে ইমাম বুখারীর উস্তাজ) 'আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ (সন্দেহ পোষণ করে) বলেন যে, বর্ণনাকারী মালিক উল্লেখিত আয়াতটি নিজের তরফ হতে এখানে বৃদ্ধি করে বলেছেন নাকি এ হাদীসের সানাদের সাথেই সম্পৃক্ত তা জানি না। (মুসলিম ৪৪/৩৩, হাঃ নং ২৪৮৩) (আ.প্র. ৩৫৩০, ই.ফা. ৩৫৩৭)

৩৮১৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْحُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ تَحْجُورَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعْيِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ غُرُورٌ فَقِيلَ لِي ارْقُ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ يَدَيْيَ مِنْ خَلْفِي فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقِظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدَيَّ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلُوكَ الرُّوضَةُ الْإِسْلَامُ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ غُرُورُ الْوُثْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ وَصِيفُ مَكَانٍ مِنْصَفٌ

৩৮১৩. কায়স ইবনু 'উবাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদীনাহর মাসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারা বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতীগণের একজন। তিনি হালকাভাবে দু'রাকআত সলাত

আদায় করে মাসজিদ হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মাসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আমি তোমাকে আসল কথা বলছি কেন তা বলা হয়। আমি নাবী (ﷺ)-এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থান করছি; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উপরিভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উপরে একটি শক্ত কড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উপরে উঠ। আমি বললাম, এটাতো আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক হতে আমার কাপড় সহ চেপে ধরে আমাকে উঠতে সাহায্য করলেন। আমি উঠতে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মুঠায় ধরা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নাবী (ﷺ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুঁটিসমূহ কড়াটি হল “উরুয়াতুল উস্কা” (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর কায়েম থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه)। খালীফাহ (রহ.) مِصْفُفٌ এর স্থলে وَصِيفٌ বলেছেন। (৭০১০, ৭০১৪, মুসলিম ৪৪/৩৩, হাঃ নং ২৪৮৪) (আ.প্র. ৩৫৩১, ই.ফা. ৩৫৩৮)

৩৮১৫. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ نُسَمٍ قَالَتْ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَائِسٌ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا يَنْبِي أَوْ جَمَلًا شَعِيرًا أَوْ جَمَلًا قَتَّ فَلَا تَأْخُذْ فَإِنَّهُ رَبًّا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهَّبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتِ

৩৮১৪. আবু বুরদাহ (রহ.) বলেন, আমি মাদীনাহয় গেলাম; আবদুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাত্তু খেতে দেব এবং একটি ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার খুব ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় সামান্য কিছুও হাদীয়া পেশ করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। নাযর (رضي الله عنه), আবু দাউদ (রহ.) ও ওয়াহাব (রহ.) শু'বাহ (রহ.) হতে الْبَيْت শব্দটি বর্ণনা করেননি। (৭৩৪২) (আ.প্র. ৩৫৩২, ই.ফা. ৩৫৩৯)

২০/৭৩. بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

৬৩/২০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর সাথে খাদীজাহ (رضي الله عنها)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফাযীলাত।

৩৮১০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ح حَدَّثَنِي صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرَّتِمٌ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ

৩৮১৫. “আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, মারিয়াম (রাঃ) ছিলেন (পূর্বের) নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নারী। আর খাদীজাহ (রাঃ) (এ উম্মাতের) নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। (৩৪৩২) (আ.প্র. ৩৫৩৩, ই.ফা. ৩৫৪০)

৩৮১৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَزَتْ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا غَزَتْ عَلَى خَدِيجَةَ هَلَكْتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ

৩৮১৬. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর কোন স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। কেননা, আমি নাবী (সাঃ)-কে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার আগেই তিনি ইত্তিকাল করেছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের খোশ খবর দেয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা নাবী (সাঃ)-কে আদেশ করেন। কোন দিন বকরী যবহ হলে খাদীজাহ (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের দরকার মত গোশত নাবী (সাঃ) উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দিতেন। (৩৮১৭, ৩৮১৮, ৫২২৯, ৬০০৪, ৭৪৮৪, মুসলিম ৪৪/১২, হাঃ নং ২৪৩৫, আহমাদ ২৫৭১৬) (আ.প্র. ৩৫৩৪, ই.ফা. ৩৫৪১)

৩৮১৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَزَتْ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَزَتْ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي إِذَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَجَّةِ مِنْ قَصَبٍ

৩৮১৭. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীর ব্যাপারে এত ঈর্ষা পোষণ করিনি, যতটুকু খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। যেহেতু নাবী (সাঃ) তাঁর আলোচনা বেশি করতেন। তিনি (আরো) বলেন, খাদীজাহ (রাঃ)-এর (ইত্তিকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। আল্লাহ নিজে অথবা জিব্রাইল (রাঃ) নাবী (সাঃ)-কে আদেশ করলেন যে, খাদীজাহ (রাঃ)-কে জান্নাতে মণিমুক্তা খচিত একটি ভবনের খোশ খবর দিন। (৩৮১৬) (আ.প্র. ৩৫৩৫, ই.ফা. ৩৫৪২)

৩৮১৮. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَسَنٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَزَتْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غَزَتْ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَغْصَاءَ ثُمَّ يَبْعُثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

৩৮১৮. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নাবী (সাঃ) তাঁর কথা বেশি সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজাহ (রাঃ)-এর

বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় ঈসা ভরে নাবী (ﷺ)-কে বলতাম, মনে হয়, খাদীজাহ (রাঃ) ছাড়া দুনিয়াতে যেন আর কোন নারী নাই। উত্তরে তিনি (ﷺ) বলতেন, হাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছিল। (৩৮১৬, মুসলিম ৪৪/১২, হাঃ নং ২৪৩৩) (আ.প্র. ৩৫৩৬, ই.ফা. ৩৫৪৩)

৩৮১৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيجَةَ قَالَتْ نَعَمْ بَيِّنَتْ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ

৩৮১৯. ইসমাঈল (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) খাদীজাহ (রাঃ)-কে জান্নাতের খোশ খবর দিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিয়েছিলেন, যে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে এমন মোতি দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না শোরগোল, কোন প্রকার ক্রেশ ও দুঃখ। (১৭৯২) (আ.প্র. ৩৫৩৭, ই.ফা. ৩৫৪৪)

৩৮২০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُنِّي جِبْرِيلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمَنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْحِجَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ قَالَتْ فَعِزْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ خَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكْتُ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا

৩৮২০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিবরাঈল (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! ঐ যে খাদীজাহ (রাঃ) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্রেশ। (৭৪৯৭, মুসলিম ৪৪/১২, হাঃ নং ২৪৩২) (আ.প্র. ৩৫৩৮, ই.ফা. ৩৫৪৫ প্রথমাংশ)

৩৮২১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُنِّي جِبْرِيلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمَنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْحِجَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ قَالَتْ فَعِزْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ خَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكْتُ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا

৩৮২১. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খাদীজাহুর বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নাবী (ﷺ) খাদীজাহুর অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন : হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা! 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটিই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছে কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চাইতেও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।' (মুসলিম ৪৪/১২, হাঃ নং ২৪৩৭) (আ.প্র. ৩৫৩৯, ই.ফা. নাই)

২১/৬৩. بَابُ ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/২১. অধ্যায় : জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৮২২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ ﷺ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا صَحِيحَكَ

৩৮২২. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন। (৩০৩৫) (আ.প্র. ৩৫৪০ প্রথমাংশ, ই.ফা. ৩৫৪৬ প্রথমাংশ)

৩৮২৩. وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ دُو الْحَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ

الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ أَوِ الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ أَنْتَ مُرَبِّجِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ قَالَ فَتَفَرَّتْ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عَنْدهُ فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَا لَنَا وَلَا أَحْمَسَ

৩৮২৩. জারীর (রাঃ) আরো বলেন, জাহিলী যুগে যুল-খালাসা নামে একটি ঘর ছিল। যাকে কা'বায়ে ইয়ামানী ও কা'বায়ে শামী বলা হত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পার? জারীর (রাঃ) বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন ঘোড়া-সওয়ার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করলাম। এসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খবর জানালাম। তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন। (৩০২০) (আ.প্র. ৩৫৪০ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৪৬ শেষাংশ)

২২/৬৩. بَابُ ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/২২ অধ্যায় : হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান 'আবসী (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৮২৪. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ هُرِمَ الْمُشْرِكُونَ هَرِيمَةً بَيْنَتَهُ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيَّ عِبَادَ اللَّهِ

১ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এ কথার জবাবে নাবী (ﷺ) কী বলেছেন তার উল্লেখ বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংকলন আহমাদ ও তাবারানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : এতে নাবী (ﷺ) ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম : যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁর (খাদীজাহুর) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করবো না।

أَخْرَاكُمْ فَرَجَعْتُمْ أَوْلَاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدْتُمْ أَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَيْمِهِ فَنَادَى أَيُّ عِبَادَ اللَّهِ أَيُّ أَبِي فَقَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ أَيُّ فَوَاللَّهِ مَا رَأَتْ فِي حُدَيْفَةٍ مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৩৮২৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধে মুশরিকগণ যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পড়লো, তখন ইবলীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রগামী দল পিছন দিকে ফিরে (শত্রুদল মনে করে) নিজদলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযাইফাহ (রাঃ) পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই যে আমার পিতা, এই যে আমার পিতা। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ, কিন্তু তারা কেউই বিরত হয়নি। অবশেষে তাঁকে হত্যা করে ফেলল। হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (অধস্তন রাবী হিশাম বলেন,) আমার পিতা উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম, এ কথার কারণে হুযাইফাহ (রাঃ)-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কল্যাণের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। (৩২৯০) (আ.প্র. ৩৫৪১, ই.ফা. ৩৫৪৭)

২৩/৬৩. بَابُ ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

৬৩/২৩. অধ্যায় : 'উতবাহ ইবনু রাবী'আহর কন্যা হিন্দ (রাঃ)-এর আলোচনা।

৩৮২৫. وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذَلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعْرِضُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَتْ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالًا قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

৩৮২৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, উতবাহর মেয়ে হিন্দ (রাঃ) এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এক সময় আমার মনের অবস্থা পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের লাঞ্চিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের অপমানিত দেখার চেয়ে অধিক কাজিফত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফইয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ ব্যক্তি। যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু হবে? তিনি বললেন, না, যদি যথাযথ ব্যয় করা হয়। (২২১১, মুসলিম ৩০/৪, হাঃ নং ১৭১৪, আহমাদ ২৪১৭২) (আ.প্র. ৩৫৪২, ই.ফা. ২১৩৩ পরিচ্ছেদ)

২৪/৬৩. بَابُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ

৬৩/২৪. অধ্যায় : যায়দ ইবনু 'আমর ইবনু নুফায়ল (রাঃ)-এর ঘটনা।

৩৮২৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَقَدِمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَفَرَةٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ لَيْسَ أَكُلُ مِمَّا تَذْجُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا أَكُلُ إِلَّا مَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعْتَبُ عَلَى قُرَيْشٍ دَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاهُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَذْجُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِدَلِيلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ

৩৮২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, ওয়াহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একবার নাবী (ﷺ) মাক্কাহর নিম্ন অঞ্চলের বালদাহ নামক জায়গায় যায়দ ইবনু 'আমর ইবনু নুফায়লের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন নাবী (ﷺ)-এর সামনে খাদ্য পূর্ণ একটি 'খানচা' পেশ করা হল। তিনি তা হতে কিছু খেতে অস্বীকার করলেন। এরপর যায়দ (رضي الله عنه) বললেন, আমিও ঐ সব জন্তুর গোশত খাই না যা তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাহ কর। আল্লাহর নামে যবহকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবহ করা জন্তুর গোশত আমি কিছুতেই খাই না। যায়দ ইবনু 'আমর কুরাইশের যবহকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর দোষারোপ করতেন এবং বলতেন; বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ হতে বারি বর্ষণ করলেন। ভূমি হতে উৎপন্ন করলেন তৃণ-লতা অথচ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমূহদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবহ করছ। (৫৪৯৯) (আ.প্র. ৩৫৪৩ প্রথমাংশ, ই.ফা. ৩৫৪৮ প্রথমাংশ)

৩৮২৭-৩৮২৮- قَالَ مُوسَى حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا تَحَدَّثَ بِهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَّبِعُهُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أُدِينَ دِينَكُمْ فَأَخْبِرْنِي فَقَالَ لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيحِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَوْثَرٍ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا وَأَنِّي أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحَنِيفِ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدُ بْنُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيحِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا وَأَنِّي أَسْتَطِيعُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيفُ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَمَّا رَأَى زَيْدُ بْنُ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْتُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ لَا تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكَهَا مَوْتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعَرَعَتْ قَالَ لَا يَبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَوْتَهَا

৩৮২৭-৩৮২৮. মূসা (সনদসহ) বলেন, সালিম ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রহ.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মূসা (রহ.) বলেন, আমার জানা মতে তিনি ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) হতে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইব্নু 'আমর সঠিক তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দীনের খোঁজে সিরিয়ায় যান। সে সময় একজন ইয়াহুদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তার নিকট তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তোমাদের দীনের অনুসারী হব, আমাকে সে সম্পর্কে জানাও। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে যতখানি গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহর গযব তোমার উপর পতিত হবে। যায়দ বললেন, আমি তো আল্লাহর গযব হতে পালিয়ে আসছি। আমি যথাসাধ্য আল্লাহর সামান্য পরিমাণ গযবও বহন করব না। আর আমার কি তা বহনের শক্তি-সামর্থ্য আছে? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের দিশা দিতে পার? সে বলল, আমি তা জানি না, তবে তুমি দীনে হানীফ কবুল করে নাও। যায়দ জিজ্ঞেস করলেন (দ্বীনে) হানীফ কী? সে বলল, তা হল ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর দীন। তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতেন না। তখন যায়দ বের হলেন এবং তাঁর সাথে একজন খ্রিস্টান আলিমের সাক্ষাৎ হল। ইয়াহুদী 'আলিমের নিকট ইতিপূর্বে তিনি যা যা বলেছিলেন তার কাছেও তা বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে যত পরিমাণ গ্রহণ করবে তত পরিমাণ আল্লাহর লা'নত তোমার উপর পতিত হবে। যায়দ বললেন, আমি তো আল্লাহর লা'নত হতে পালিয়ে আসছি। আর আমি যথাসাধ্য সামান্য আল্লাহর লা'নতও বহন করব না। আমি কি তা বহনের শক্তি রাখি? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের দিশা দেবে? সে বলল, আমি অন্য কিছু জানি না। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, হানীফ কী? উত্তরে তিনি বললেন, তা হল ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর দীন, তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না। যায়দ যখন ইব্রাহীম (عليه السلام) সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি বেরিয়ে পড়ে দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দ্বীনে ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর উপর আছি। (আ.প্র. ৩৫৪৩ মধ্যমাংশ, ই.ফা. ৩৫৪৮ মধ্যমাংশ)

লায়স (রহ.) বলেন হিশাম তাঁর পিতা সূত্রে তিনি আসমা বিনত আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কাছে লিখছেন যে, তিনি (আসমা) বলেন, আমি দেখলাম যায়দ ইব্নু 'আমর ইব্নু নুফায়ল কা'বা শরীফের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ গোত্র, আল্লাহর কসম, আমি ব্যতীত তোমাদের কেউ-ই দ্বীনে ইব্রাহীমের উপর নেই। আর তিনি যেসব কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার জন্য নেয়া হত তাদেরকে তিনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেন। যখন কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা করত, তখন তিনি এসে বলতেন, হত্যা করো না, আমি তার জীবিকার ব্যয়ভার গ্রহণ করবো। এ বলে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শিশুটি বড় হলে তার পিতাকে বলতেন, তুমি যদি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দেব। আর তুমি যদি নিতে না চাও, তবে আমিই এর সকল ব্যয় ভার বহন করে যাব। (আ.প্র. ৩৫৪৩, ই.ফা. ৩৫৪৮ শেষাংশ)

২০/৬৩. بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

৬৩/২৫. অধ্যায় : কা'বা নির্মাণ।

৩৮২৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسُ بْنُ قُلَيْبٍ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَبْقِيَكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَظَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ

৩৮২৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন নাবী (সঃ) ও 'আব্বাস (রাঃ) পাথর বয়ে আনছিলেন। 'আব্বাস (রাঃ) নাবী (সঃ)-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গি খুলতেই) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। তাঁর চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল। (৩৬৪) (আ.প্র. ৩৫৪৪, ই.ফা. ৩৫৪৯)

৩৮৩০. حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَائِطًا قَالَ غَبَيْدُ اللَّهِ جَذْرُهُ قَصِيرٌ قَبْنَاهُ ابْنُ الرَّبِيعِ

৩৮৩০. 'আমর ইবনু দীনার ও 'উবায়দুল্লাহ ইবনু আবু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, নাবী (সঃ)-এর যুগে কা'বা ঘরের চারিপাশে কোন প্রাচীর ছিল না। লোকজন কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সলাত আদায় করত। 'উমার (রাঃ) কা'বার চতুর্পাশে প্রাচীর নির্মাণ করেন। 'উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, এ প্রাচীর ছিল নীচু, অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবার (রাঃ) তা নির্মাণ করেন। (আ.প্র. ৩৫৪৫, ই.ফা. ৩৫৫০)

২৬/৬৩. بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

৬৩/২৬. অধ্যায় : জাহিলীয়াতের যুগ।

৩৮৩১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ

৩৮৩১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নাবী (সঃ) সাওম পালন করতেন। যখন হিজরাত করে মাদীনাহুয় আগমন করলেন, তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। যখন রমায়ানের সাওম ফরয করা হল তখন যার ইচ্ছা (আশুরা) সাওম করতেন আর যার ইচ্ছা করতেন না। (১৫৯২)

(আ.প্র. ৩৫৪৬, ই.ফা. ৩৫৫১)

সহীহুল বুখারী (৩য়)-৪৩

৩৮৩২. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَقَا الْأَثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةَ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ

৩৮৩২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জের মাসগুলোতে 'উমরাহ পালন করাকে কুরাইশগণ পাপ কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের নামকে পরিবর্তন করে সফর মাস নাম দিত এবং বলত, (উটের) যখন যখন শুকিয়ে যাবে এবং পায়ের চিহ্ন মুছে যাবে তখন 'উমরাহ পালন করা হালাল হবে যারা তা পালন করতে চায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে হাজ্জের তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মাক্কাহয় হাযির হলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরা 'উমরাহয় পরিণত করে নেও। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য কোন্ কোন্ বিষয় হালাল হবে? তিনি বললেন, সকল বিষয় হালাল হয়ে যাবে। (১০৮৫) (আ.প্র. ৩৫৪৭, ই.ফা. ৩৫৫২)

৩৮৩৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَأْنٌ

৩৮৩৩. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, জাহিলীয়াতের যুগে একটি বন্যা হয়েছিল। যাতে মাক্কাহয় দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থল সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছিল। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, 'আমর ইবনু দীনার বলতেন, এ হাদীসটির একটি দীর্ঘ পটভূমি আছে। (আ.প্র. ৩৫৪৮, ই.ফা. ৩৫৫৩)

৩৮৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعَيْنَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانَ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأَاهَا لَا تَكْلُمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكْلُمُ قَالُوا حَجَّتْ مُضِمَّةً قَالَ لَهَا تَكْلُمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمْتُ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ قَالَ امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ قَالَ إِنَّكَ لَسُؤْلُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَمْنُكُمْ قَالَتْ وَمَا الْأَيْمَةُ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُعُوسٌ وَأَشْرَافٌ بِأَمْرِهِمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهُمْ أَوْلَاكَ عَلَى النَّاسِ

৩৮৩৪. কাইস ইবনু আবু হাযিম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বাকর (রাঃ) আহমাস গোত্রের যায়নাব নামের এক নারীর নিকট গেলেন। তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, নারীটি কথাবার্তা বলছে না। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞেস করলেন, নারীটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন? তারা তাঁকে জানালেন, এ নারী নীরব থেকে থেকে হাজ্জ পালন করে আসছেন। আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে বললেন, কথা বল, কেননা এটা হালাল নয়। এটা জাহিলীয়াত যুগের কাজ। তখন নারীটি কথাবার্তা বলল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আবু বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমি একজন মুহাজির লোক। মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির? আবু বাকর (রাঃ) বললেন,

কুরাইশ গোত্রের। মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, কোন কুরাইশের কোন শাখার আপনি? আবু বাকর (রাঃ) বললেন, তুমি তো অত্যধিক উত্তম প্রশ্নকারিণী। আমি আবু বাকর। তখন মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জাহিলীয়া যুগের পর যে উত্তম দ্বীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সে দ্বীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারব? আবু বাকর (রাঃ) বললেন, যতদিন তোমাদের ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দ্বীনের উপর অটল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইমামগণ কারা? আবু বাকর (রাঃ) বললেন, তোমাদের গোত্রে ও সমাজে এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক কি দেখনি যারা নির্দেশ দিলে সকলেই তা মেনে চলে। নারীটি উত্তর দিল, হ্যাঁ। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, এরাই হলেন জনগণের ইমাম। (আ.প্র. ৩৫৪৯, ই.ফা. ৩৫৫৪)

৩৮৩০- حَدَّثَنِي فَرُّوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْلَمْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ لِيُعْضِ الْعَرَبَ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدِّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَعَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ وَيَوْمَ الْوُشَاحِ مِنْ نَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرْتُ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمَ الْوُشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوزِيرَةَ لِيُعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمَ فَسَقَطَ مِنْهَا فَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ الْحَدْيَا وَهِيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهٍ فَعَدَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي فُئُلِي فَبَيَّنَاهُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كُرْبِي إِذْ أَقْبَلْتُ الْحَدْيَا حَتَّى وَارَتْ بَرَّةً وَسَيِّئًا ثُمَّ أَلْقَيْتُهُ فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا الَّذِي أَتَيْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ

৩৮৩৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের কোন এক গোত্রের এক (মুক্তিপ্রাপ্ত) কৃষকায় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। মাসজিদের পাশে ছিল তার একটি ছোট ঘর। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, সে আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের সাথে কথাবার্তা বলত। যখন তার বাক্যলাপ শেষ হত তখন প্রায়ই বলতো, ইয়াওমুল বিশাহ (মণিমুক্তা খচিত হারের দিন) আমাদের রবের পক্ষ হতে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর একটি দিন জেনে রাখুন! আমার রব আমাকে কুফর এর দেশ হতে মুক্তি দিয়েছেন। সে এ কথাটি প্রায়ই বলত। একদিন ‘আয়িশাহ (রাঃ) ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়ামুল বিশাহ’ কী? তখন সে বলল যে, আমার মুনিবের পরিবারের এক শিশু কন্যা ঘর হতে বের হল। তার গলায় চামড়ার (উপর মণিমুক্তা খচিত) একটি হার ছিল। হারটি (ছিড়ে) গলা হতে পড়ে গেল। তখন একটি চিল ওটা গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে হার চুরির সন্দেহে শাস্তি ও নির্যাতন করতে লাগল। অবশেষে তারা আমার লজ্জাস্থানে তল্লাশী চালাল। যখন তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি চরম দুঃখে ছিলাম এমন সময় একটি চিল কোথেকে উড়ে আসল এবং আমাদের মাথার উপরে এসে হারটি ফেলে দিল। তারা হারটি তুলে নিল। তখন আমি বললাম, এটা হল সেই হার যেটা চুরির জন্য আমার উপর অপবাদ দিয়েছ, অথচ এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। (৪৩৯) (আ.প্র. ৩৫৫০, ই.ফা. ৩৫৫৫)

৩৮৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتْ فُرْدُشٌ تَخْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ ৩৮৩৬. ইবনু ‘উমর (রাঃ) সূত্রে নাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের কসম করতে হয় তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম কারো না। লোকজন

তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে কসম করো না। (২৬৭৯) (আ.প্র. ৩৫৫১, ই.ফা. ৩৫৫৬)

৩৮৩৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمِشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخِيرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا كُنْتَ فِي أَهْلِكَ مَا أَنْتَ مَرَّتَيْنِ

৩৮৩৭. ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘আবদুর রাহমান ইবনু কাসিম (রাঃ) তার কাছে বলেছেন যে, কাসিম জানাযা বহন করার সময় আগে আগে চলতেন। জানাযা দেখলে তিনি দাঁড়াতে না’ এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলতেন, জাহিলী যুগে মুশরিকগণ জানাযা দেখলে দাঁড়াত এবং মৃত ব্যক্তির রুহকে লক্ষ্য করে বলত, তুমি তোমার আপন জনদের সাথেই আছ যেমন তোমার জীবদ্দশায় ছিলে। এ কথাটি তারা দু’বার বলত। (আ.প্র. ৩৫৫২, ই.ফা. ৩৫৫৭)

৩৮৩৮. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى نَيْبِرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَاصَ قَبْلِ أَنْ تَظْلُعَ الشَّمْسُ

৩৮৩৮. ‘আমর ইবনু মায়মুন (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যের কিরণ না পড়া পর্যন্ত মুয়দালাফা হতে রওয়ানা হত না। নাবী (রাঃ) সূর্য উঠার আগে রাওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার খেলাফ করেন। (১৬৮৪) (আ.প্র. ৩৫৫৩, ই.ফা. ৩৫৫৮)

৩৮৩৯. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلَأَى مُتَتَابِعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا (النبا : ৩৫)

৩৮৩৯. ইকরিমাহ (রহ.) বলেন, আব্বাসের বাণী : كَأْسًا دِهَاقًا (আন-নাবা : ৩৫) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একের পর এক শরাবে পূর্ণ পেয়ালা। (আ.প্র. ৩৫৫৪ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৫৫৯ প্রথমংশ)

৩৮৪০. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلَأَى مُتَتَابِعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا

৩৮৪০. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার পিতা ‘আব্বাস (রাঃ)-কে ইসলামের পূর্ব যুগে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে পাত্র ভর্তি শরাব একের পর এক পান করাও। (আ.প্র. ৩৫৫৪, ই.ফা. ৩৫৫৯ শেষাংশ)

১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩ নং হাদীসে এর বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। উক্ত হাদীসগুলোতে জানাযা দেখে দাঁড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। এব্যাপারে ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)-এর ফাতহুল বারীতে আছে, যে সকল মাসাআলার সাথে অন্যান্য সহাবীর সঙ্গে মা ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর মত পার্থক্য ছিল এটি তার অন্তর্গত। তবে এখানে উক্ত হাদীসত্রয়ের আলোকে মা ‘আয়িশাহর মতের চেয়ে অন্যান্য সহাবীর মতই প্রাধান্য পায়। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা)

৩৮৪১. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَذَا أَمِيَّةُ بِنْتُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ

৩৮৪১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন তা হল লাবীদ এর এ পংক্তিটি- সাবধান, আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসই বাতিল ও অসার। এবং কবি উমাইয়া ইবনু আবু সাল্ত ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। (৬১৪৭, ৬৪৮৯) (আ.প্র. ৩৫৫৫, ই.ফা. ৩৫৬০)

৩৮৪২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخِرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَذَرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكْهَنُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحْسَنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي حَدَعْتُهُ فَلَقِيتَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ

৩৮৪২. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রতিদিন তার উপর ধার্য কর আদায় করত। আর আবু বাকর (رضي الله عنه) তার দেওয়া কর হতে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা হতে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ওটা কিভাবে উপার্জিত করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত কিভাবে? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণা করে তা করেছিলাম। আমার সাথে তার দেখা হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদীয়া দিল যা হতে আপনি আহার করলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) এটা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সবই বমি করে দিলেন। (আ.প্র. ৩৫৫৬, ই.ফা. ৩৫৬১)

৩৮৪৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ لِحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ قَالَ وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ الثَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُجِبَتْ فَتَهْلِكُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

৩৮৪৩. ইবনু 'উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামের পূর্ব যুগে মানুষ 'হাবালুল হাবালা' রূপে উটের গোশত ক্রয়-বিক্রয় করত। রাবী বলেন, হাবালুল হাবালার অর্থ হল- তারা উট কেনা বেচা করত এই শর্তে যে, কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উটনী বাচ্চা প্রসব করলে পর ঐ প্রসব করা বাচ্চা যখন গর্ভবতী হবে তখন উটের দাম পরিশোধ করা হবে। নাবী (ﷺ) তাদেরকে এরূপ কেনা বেচা করতে নিষেধ করে দিলেন। (২১৪৩) (আ.প্র. ৩৫৫৭, ই.ফা. ৩৫৬২)

৩৮৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ قَالَ غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَيَحْدِثُنَا عَنْ

الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا وَقَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

৩৮৪৪. গায়লান ইব্নু জারীর (রহ.) হতে বর্ণিত, আমরা আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলে তিনি আমাদের কাছে আনসারদের ঘটনা বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, তোমার জাতি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে। (৩৭৭৬) (আ.প্র. ৩৫৫৮, ই.ফা. ৩৫৬৩)

২৭/৬৩. بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৬৩/২৭. অধ্যায় : জাহিলী যুগের কাসামাহ (শপথ গ্রহণ)।

৩৮৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطْنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفَيْنَا بَنِي هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ قَحْذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِيْلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوُهُ جُوالِقِهِ فَقَالَ أَغْنَيْنِي بِعِقَالٍ أَشَدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِي لَا تَنْفِرَ الْإِيْلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا غَفِلَتِ الْإِيْلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَنِي الْإِيْلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَتَيْنَ عِقَالَهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بَعْضًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلَغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُتِبَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَتَدِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَتَدِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرَضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلَّيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ مِنْكَ فَكُتِبَ حِينَئِذٍ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلَغَ عَنْهُ وَاقِيَ الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشُ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ أَتَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلَغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْنَا مِنْ أَحَدَى ثَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةَ مِنَ الْإِيْلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَتَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أَجِبْ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تُضَيِّرَ يَمِينَهُ حَيْثُ تُضَيِّرُ الْإِيمَانَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتُ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةِ مِنَ الْإِيْلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرًا هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُضَيِّرَ يَمِينِي حَيْثُ تُضَيِّرُ الْإِيمَانَ فَاقْبَلْهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحْلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْخَوَلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَّةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَنْظُرُ

৩৮৪৫. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কাসামাহ হত্যাকারী গোত্রের লোকের (শপথ গ্রহণ) জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষকে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট

দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যপূর্ণ বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ছাড়া সকল উট বেঁধে রাখা হল। মজুর নিয়োগকারী মজুরকে জিজ্ঞেস করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাঁধা হল না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, এ কথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এবার হাজ্জে যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনে যে কোন সময় পৌঁছে দিতে পারেন? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে বলল, হাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মাক্কাহয় উপস্থিত হবেন তখন হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবু তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটির মৃত্যু হল। মজুর নিয়োগকারী যখন মাক্কাহয় ফিরে এল তখন আবু তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কী হয়েছে? এখনও ফিরছে না কেন? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা গুশ্রুষা করেছি। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবু তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়াত করেছিল, হজ্জব্রত পালনে মাক্কাহয় উপস্থিত হল এবং ‘হে কুরাইশগণ’ বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হল, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হল; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞেস করল, আবু তালিব কোথায়? লোকজন আবু তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে অসিয়াত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবু তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময়ে একশ’ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এও করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি নিজ গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের এক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশ জন হলফকারী হতে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেন না যে স্থানে হলফ নেয়া হয়। আবু তালিব তার

আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের এক পুরুষ আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং যেখানে হলফ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো হতে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আট চল্লিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিল না। (আ.প্র. ৩৫৫৯, ই.ফা. ৩৫৬৪)

৩৮৪৭-৩৮৪৮- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ بَعَثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقَتَلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجَرَحُوا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَسْجِ أَنْ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِيْظَنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَنَةً إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُحْجِزُ الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدًّا

৩৮৪৬-৩৮৪৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-এর অনুকূলে হিজরাতে পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। এ যুদ্ধের কারণে তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ যুদ্ধ ঘটিয়ে ছিলেন এ কারণে যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। (৩৭৭৭) (আ.প্র. ৩৫৬০ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৫৬৫ প্রথমংশ)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে অবস্থিত বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সাঈ (দৌড়ান) করা সুন্নাত নয়। জাহিলী যুগের লোকেরাই কেবল সেখানে সাঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক জায়গাটি তাড়াতাড়ি দৌড়ে পার হব। (আ.প্র. ৩৫৬০ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৬৫ শেষাংশ)

৩৮৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيُطْفِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلَا تَقُولُوا الْحُطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَخْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ

৩৮৪৮. আবুস সাফার (রহ.) বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! আমি যা বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং তোমরা যা বলতে চাও তাও আমাকে শুনাও এবং এমন যেন না হয় যে তোমরা এখান হতে চলে গিয়ে বলবে ইবনু 'আব্বাস এমন বলেছেন। যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে ইচ্ছা করে সে যেন হিজর এর বাহির হতে তাওয়াফ করে এবং এ জায়গাকে হাতীম বলবে না কারণ, জাহিলী যুগে কোন লোক এ জায়গাটিতে তার চাবুক, জুতা, তীর ধনু ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হলফ করত। (আ.প্র. ৩৫৬১, ই.ফা. ৩৫৬৬)

৩৮৪৯- حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ رَزَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمَتْهَا مَعَهُمْ

৩৮৪৯. 'আমর ইবনু মাইমুন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাহিলীয়াতের যুগে দেখেছি, একটি বানরী ব্যাভিচার করার কারণে অনেকগুলো বানর একত্র হয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করল। আমিও তাদের সাথে প্রস্তর নিক্ষেপ করলাম। (আ.প্র. ৩৫৬২, ই.ফা. ৩৫৬৭)

৩৮৫০. 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কাজের মধ্যে একটি হল : কারো বংশ-কুল নিয়ে খুঁটা দেয়া, কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা। তৃতীয়টি (রাবী 'উবাইদুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তৃতীয় কাজটি হল, তারকার সাহায্যে বৃষ্টি চাওয়া। (আ.প্র. ৩৫৬৩, ই.ফা. ৩৫৬৮)

২৮/৬৩. بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৩/২৮. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর নবুয়্যাত লাভ।

حُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِيَّاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مَعَدٍ بْنِ عَدْنَانَ
মুহাম্মাদ (ﷺ) ইবনু 'আবদুল্লাহ, ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদ মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কা'ব ইবনু লুআই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাযর ইবনু কিনানাহ ইবনু খুযাইমাহ ইবনু মুদরিকাহ ইবনু ইলিয়াস ইবনু মুযার ইবনু নাযার ইবনু মা'দ ইবনু 'আদনান।

৩৮৫১. 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর উপর যখন (ওয়াহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অতঃপর তিনি মাক্কাহয় তের বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁকে হিজরাত করার আদেশ দেয়া হয়। তিনি হিজরাত করে মাদীনাহয় চলে গেলেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয় (ﷺ)। (৩৯০২, ৩৯০৩, ৪৪৬৫, ৪৯৭৯) (আ.প্র. ৩৫৬৩, ই.ফা. ৩৫৬৯)

২৯/৬৩. بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

৬৩/২৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) ও সহাবীগণ মাক্কাহর মুশরিকদের দ্বারা যে দুঃখ জ্বালা ভোগ করেছেন তার বিবরণ।

৩৮৫২. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا بَيَّانٌ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ حَبَّابًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو

اللَّهُ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَجْهَهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيْمَسْتُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُسْقَى بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيَسْتَمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّايِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَّانٌ وَالذَّبُّ عَلَى غَنَمِهِ

৩৮৫২. খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সঃ) নিকট হাযির হলাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ হতে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বের ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত তামাম গোশত ও শিরা উপশিরাগুলি লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দীন হতে বিমুখ করতে পারত না। তাঁদের মধ্যে কারো মাথার মাঝখানে করাতে রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের দীন হতে ফিরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন, ফলে একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযারা মাউত পর্যন্ত একাই সফর করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী (রহ.) আরো বেশি বর্ণনা করেন- এবং তার মেঘ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন ভয় সে করবে না। (৩৬১২)(আ.প্র. ৩৫৬৫, ই.ফা. ৩৫৭০)

৩৮৫৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ «التَّجْمُ» فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكْفِينِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَتْلِ كَافِرًا بِاللَّهِ

৩৮৫৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সঃ) সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করে সাজদাহ করলেন। তখন এক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই সাজদাহ করলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, সে এক মুষ্টি কাঁকর তুলে নিয়ে তার উপর সাজদাহ করল এবং সে বলল, আমার জন্য এমন সাজদাহ করাই যথেষ্ট। ['আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন] পরবর্তী সময়ে আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। (১০৬৭)(আ.প্র. ৩৫৬৬, ই.ফা. ৩৫৭১)

৩৮৫৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ غُفْبَةُ بْنُ أُبَيٍّ مُعْطِيطٌ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَعَدَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا غُهَلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ فَرَأَيْتُهُمْ قَتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بَيْرٍ غَيْرِ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ أَوْ أَبِي تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يَلْقَ فِي الْبَيْرِ

৩৮৫৪. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সঃ) সাজদাহ করলেন। তাঁর আশেপাশে কয়েকজন কুরাইশ লোক বসেছিল। এমন সময় উক্। ইবনু আবু মুয়াইত উটের নাড়িভুড়ি নিয়ে উপস্থিত হল এবং নাবী (সঃ)-এর পাঠের উপর চাপিয়ে দিল।

ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। ফাতিমাহ (রাঃ) এসে তাঁর পিঠের উপর হতে তা হটিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজটি করেছে তার জন্য বদ দু'আ করলেন। এরপর নাবী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে- আবু জাহাল ইবনু হিশাম, 'উৎবা ইবনু রাবি'য়াহ, শায়বাহ ইবনু রাবি'য়াহ, উমাইয়াহ ইবনু খালফ অথবা উবাই ইবনু খালাফ। উমাইয়াহ ইবনু খালফ না উবাই ইবনু খালফ এ বিষয়ে শু'বা রাবী সন্দেহ করেন। (ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি এদের সবাইকে বাদ্র যুদ্ধে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সকলকে সে দিন একটি কূপে ফেলা হয়েছিল। তার জোড়গুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে তাকে কূপে ফেলা যায়নি। (২৪০) (আ.প্র. ৩৫৬৭, ই.ফা. ৩৫৭২)

৩৮০০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الفرقان : ৬৮) ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (النساء : ৭৩) فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الْقَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ (الفرقان : ৭০) الْآيَةَ فَهَذِهِ لِأَوْلَيْكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَّائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ

৩৮৫৫. সাঈদ ইবনু জুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুর রাহমান ইবনু আবযা (রাঃ) একদিন আমাকে আদেশ করলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কে এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, এর অর্থ কী? আয়াতটি হল এই "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না।" (আল-ফুরকান : ৬৮) এবং "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে।" (আন-নিসা : ৯৩) আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন, যখন সূরা আল-ফুরকানের আয়াতটি নাযিল করা হল তখন মাক্কাহর মুশ্রিকরা বলল, আমরা তো মানুষকে হত্যা করেছি যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বুদ হিসেবে শরীক করেছি। আরো নানা রকম অশ্লীল কাজ কর্ম করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে....." (আল-ফুরকান : ৭০) সুতরাং এ আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর সূরা নিসার যে আয়াতটি রয়েছে তা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানকে জেনে বুঝে কবুল করার পর কাউকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করেছে। তখন তার শাস্তি জাহান্নাম। তারপর মুজাহিদ (রহ.) কে আমি এ বিষয় জানালাম। তিনি বললেন, তবে যদি কেউ অনুশোচনা করে....। (৪৫৯০, ৪৭৬২, ৪৭৬৩, ৪৭৬৪, ৪৭৬৫, ৪৭৬৬) (আ.প্র. ৩৫৬৮, ই.ফা. ৩৫৭৩)

৩৮০৬. حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ نَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ

يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ (غافر: ২৮) الْآيَةَ تَابِعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُزْرَةَ عَنْ عُزْرَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
وَقَالَ عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

৩৮৫৬. 'উরওয়াহ ইবনু যুযায়র (রহ.) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) এর নিকটে বললাম, মাক্কাহর মুশরিক কর্তৃক নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নাবী (ﷺ) কা'বা শরীফের হিজর নামক স্থানে সলাত আদায় করছিলেন। তখন 'উকবাহ ইবনু আবু মু'য়াইত এল এবং তার চাদর দিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কঠনালি পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবু বাকর (রাঃ) এগিয়ে এসে 'উকবাহকে কাঁধে ধরে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমরা এমন লোককে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার রব।" (গাফির : ২৮) (৩৬৭৮) (আ.প্র. ৩৫৬৯, ই.ফা. ৩৫৭৪)

৩০/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৩০. অধ্যায় : আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৩৮৫৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْأُمَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ وَبَرَةَ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ أَعْبَدُ وَأَمْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ

৩৮৫৭. আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করলাম যে, তখন তাঁর সঙ্গে মুসলিম পাঁচজন কৃতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বাকর (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। (৩৬৬০) (আ.প্র. ৩৫৭০, ই.ফা. ৩৫৭৫)

৩১/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৩১. অধ্যায় : সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৩৮৫৮. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ
سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكُنْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَلْتُ الْإِسْلَامَ
৩৮৫৮. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সেদিন ছাড়া তার পূর্বে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর আমি সাতদিন পর্যন্ত (বয়স্কদের মধ্যে) ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় জন ছিলাম। (৩৭২৬) (আ.প্র. ৩৫৭১, ই.ফা. ৩৫৭৬)

৩২/৬৩. بَابُ ذِكْرِ الْحَيْنِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحَيْنِ

৬৩/৩২. অধ্যায় : জ্বিনদের উল্লেখ।

وقول الله تعالى : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحَيْنِ (الحن: ১)

এবং আল্লাহর বাণী : "আপনি বলুন : আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি

দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে।" (আল-হিন ১)

৩৮৫৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنِ آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْحَيْنِ لَيْلَةً اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ أَنَّهُ أَذْنَتْ بِهِمْ شَجَرَةً

৩৮৫৯. 'আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আমি মাসরুক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সঙ্গে কুরআন শ্রবণ করেছিল ঐ রাতে নাবী (ﷺ)-কে তাদের উপস্থিতির খবর কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, একটি গাছ তাদের উপস্থিতির খবর দিয়েছিল। (মুসলিম ৪/৩৩, হাঃ নং ৪৫০) (আ.প্র. ৩৫৭২, ই.ফা. ৩৫৭৭)

৩৮৬০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا وَارَ لَوْضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَيَنْتَبِهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْعَثْنِي أَحْبَارًا أَسْتَنْفِضَ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظَمٍ وَلَا بِرُؤْيَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْبَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَعْتُ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظَمِ وَالرُّؤْيَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْحَيْنِ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدَّ جَنِّي نَصِيبَيْنِ وَنِعَمَ الْحَيْنِ فَسَأَلُونِي الرَّادَّ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظَمٍ وَلَا بِرُؤْيَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا

৩৮৬০. আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী (ﷺ)-এর উয়ু ও ইস্তিন্জার ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু হুরাইরাহ। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালিশ করে দাও। আমি তা দিয়ে ইস্তিন্জা করব।^১ তবে, হাড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় কয়েকটি পাথর এনে তাঁর কাছে রেখে দিলাম এবং আমি সেখান থেকে কিছুটা দূরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তিন্জা হতে বেরোলেন, তখন আমি এগিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হাড় ও গোবর এর ব্যাপার কী? তিনি বললেন, এগুলো জ্বিনের খাবার। আমার কাছে নাসীবীন^২ নামের জায়গা হতে জ্বিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা ভাল জ্বিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের আবেদন জানাল। তখন আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম যে, যখন কোন হাড় বা গোবর তারা লাভ করে তখন তারা যেন তাতে খাদ্য পায়।^৩ (১৫৫) (আ.প্র. ৩৫৭৩, ই.ফা. ৩৫৭৮)

৩৩/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৩৩. অধ্যায় : আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।

১ উক্ত হাদীস হতে জানা যায় যে, পাথর বা তার বিকল্প জিনিস যথা মাটির টিলা, টিসু ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিন্জা করা বৈধ। পানি ও পাথর/টিলা একত্রে ব্যবহার করা অতি উত্তম। কেননা তাতে বেশী পবিত্রতা অর্জন হয়। তবে পানি ও টিলা উভয়টি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। তবে পানি ও টিলার যে কোন একটি ব্যবহার করলে, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম।

২ সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে আল-জাযিরার একটি নগরী।

৩ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনুততীম বলেন : আল্লাহ হাড় বা গোবরকে জ্বিনদের খাবারে পরিণত করেন। অথবা তা থেকে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করান। (সূত্র : ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

৩৮৬১- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا دَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيهِ ازْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمِعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اثْنِي فَأَنْطَلِقُ الْأُخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي دَرٍّ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ بِأَمْرِ بَمَكَّارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشَّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَقْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَذْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَاضْطَجَعَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَأَاهُ تَبِعَهُ فَلَمَّ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قَرِيبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَثَرَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَالِثِ فَعَادَ عَلَيْهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قَالَ إِنْ أُعْطِيتَنِي عَهْدًا وَمِثْنًا قَالْتُ لَتُرْشِدَنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتَ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ فُتُّ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَأَنْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَاتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا ضَرْحَنَ بَهَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكْبَ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمْ إِلَى السَّامِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْعَدِّ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوهُ وَتَارَوْا إِلَيْهِ فَأَكْبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ

৩৮৬১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের খবর যখন আবু যার (রাঃ) এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি এই উপত্যকায় গিয়ে ঐ লোক সম্পর্কে জেনে আস যে লোক নিজেকে নাবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান হতে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে শুনাও। তাঁর ভাই রওয়ানা হয়ে ঐ লোকের কাছে পৌঁছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবু যারের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম আখলাক গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম যা পদ্য নয়। এতে আবু যার (রাঃ) বললেন, আমি যে জন্য তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না। আবু যার (রাঃ) সফরের জন্য সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট পানির মশকসহ মাক্কাহয় উপস্থিত হলেন। মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে নাবী (সাঃ)-কে খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাও পছন্দ করলেন না। এ অবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। 'আলী (রাঃ) তাঁকে দেখে বুঝলেন যে, লোকটি বিদেশী। যখন আবু যার 'আলী (রাঃ)-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবু যার (রাঃ) পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মাসজিদে হারামের

দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনভাবে কেটে গেল, কিন্তু নাবী (ﷺ) তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন 'আলী (রাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখনও কি মুসাফিরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান হয়নি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ অবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। 'আলী (রাঃ) পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি আমাকে বলবে না কোন জিনিস এখানে আসতে তোমাকে অনুপ্রেরিত করেছে? আবু যার (রাঃ) বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখানোর পাকা অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। 'আলী (রাঃ) অঙ্গীকার করলেন এবং আবু যার (রাঃ)ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বললেন। 'আলী (রাঃ) বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)। যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোন ব্যাপার আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তার পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবু যার (রাঃ) তাই করলেন। 'আলী (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর 'আলী (রাঃ) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি (নবী (ﷺ))-এর কথাবর্তা শুনলেন এবং ঐখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবু যার (রাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মাসজিদে হারামে গিয়ে হাজির হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (তৎক্ষণাৎ) লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় 'আব্বাস (রাঃ) এসে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অবধারিত। তোমরা কি জান না, এ লোকটি গিফার গোত্রের? আর তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। এ কথা বলে তিনি তাদের হাত হতে আবু যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন সকালে তিনি ঐরূপই বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভীষণভাবে মারতে লাগল। 'আব্বাস (রাঃ) এসে তাঁকে সামলে নিলেন। (৩৫২২) (আ.প্র. ৩৫৭৪, ই.ফা. ৩৫৭৯)

৩৫/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৩৪. অধ্যায় : সাঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৩৪/৬৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عَمَرَ لَمُؤْتِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَمْرٌو وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا ازْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بَعْمَانًا لَكَانَ

৩৮৬২. কায়স (রাঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আমর ইবনু নুফায়ল (রাঃ)-কে কুফার মাসজিদে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের আগে আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর হাতে আমাকে বন্দী হতে দেখেছি। তোমরা 'উসমান (রাঃ) এর

সাথে যে আচরণ করলে এ কারণে যদি ওহুদ পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা হওয়া ঠিকই হবে।
(৩৮৬২) (আ.প্র. ৩৫৭৫, ই.ফা. ৩৫৮০)

৩০/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৩৫. অধ্যায় : ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৩৮৬৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ مَا زِلْنَا أَعِزَّةَ مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ

৩৮৬৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন ঐ দিন হতে আমরা সর্বদা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছি। (৩৮৮৪) (আ.প্র. ৩৫৭৬, ই.ফা. ৩৫৮১)

৩৮৬৪- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي جَدِّي

زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرِو عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَبْرَةٌ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ رَعِمَ قَوْمُكَ أَتَهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِئْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ أَتَيْنَ نُرِيدُونَ فَقَالُوا نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَا قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكَّرَ النَّاسُ

৩৮৬৪. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা ‘উমার (রাঃ) একদিন নিজ গৃহে ভীত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবু ‘আমর ‘আস ইবনু ওয়াইল সাহমী তাঁর নিকট এলেন। তার গায়ে ছিল ধারিদার চাদর ও রেশমী জরির জামা। তিনি বানু সাহম গোত্রের লোক ছিলেন। জাহিলী যুগে তারা আমাদের হালীফ (বিপদ কালে সাহায্যের চুক্তি যাদের সাথে করা হয়) ছিল। ‘আস ‘উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন আপনার অবস্থা কেমন? ‘উমার (রাঃ) উত্তর দিলেন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তোমার গোত্রের লোকজন অচিরেই আমাকে হত্যা করবে। তা শুনে ‘আস (রাঃ) বললেন, তোমার কোন কিছু করার শক্তি ক্ষমতা তাদের নেই। তার কথা শুনে ‘উমার (রাঃ) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি নিঃশঙ্ক হলাম। ‘আস বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখতে পেলেন, মাঝাহ ভূমি লোকে ভরপুর। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করতঃ বিধর্মী হয়ে গেছে। ‘আস বললেন তার নিকট যাওয়ার, তার কোন কিছু করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এতে লোকজন ফিরে গেল। (৩৮৬৫) (আ.প্র. ৩৫৭৭, ই.ফা. ৩৫৮২)

৩৮৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَأَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ قَرَأْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ

৩৮৬৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) বলেন, যখন 'উমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর গৃহের কাছে জড় হ'ল এবং বলতে লাগল, 'উমার স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আমি তখন ছোট ছেলে। আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতেছিলাম। তখন একজন লোক এসে বলল, তার গায়ে রেশমী জুব্বা ছিল, 'উমার স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, কিন্তু এ সমাবেশ কেন? আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ইব্নু 'উমার (রাঃ) বলেন, তখন আমি দেখলাম, লোকজন চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, 'আস ইব্নু ওয়াইল। (৩৮৬৪) (আ.প্র. ৩৫৭৮, ই.ফা. ৩৫৮৩)

৩৮৬৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لَيْسَ بِئِذَا قَطَّ يَقُولُ إِنِّي لَا لَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمْ عَلَى الرَّجُلِ فَدَعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتَقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَغْجَبَ مَا جَاءَكَ بِهِ جِئْتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرَفُ فِيهَا الْفَرَعُ فَقَالَتْ أَلَمْ تَرَ الْحَيْنَ وَابْنَلَسَهَا وَبِأَسْهَابِهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقِهَا بِالْفَيْلَاصِ وَأَخْلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهِتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَعْجَلُ فَدَبَّحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارُخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطَّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيحُ أَمْرٌ نَحِيحُ رَجُلٌ فَصِيحُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَتَّبَ الْقَوْمُ فُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُمَّ نَادَى يَا جَلِيحُ أَمْرٌ نَحِيحُ رَجُلٌ فَصِيحُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِينَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ

৩৮৬৬. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই 'উমার (রাঃ)-কে কোন ব্যাপারে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার মনে হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার ধারণা মত ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে। একবার 'উমার (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক সুদর্শন লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী কিংবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। 'উমার (রাঃ) তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, ইতিপূর্বে আমি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে এরূপ কথা বলতে দেখিনি। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমাকে তোমার বিষয়টি খুলে বল। সে বলল, জাহিলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ গণনাকারী ছিলাম। 'উমার (রাঃ) বললেন, জিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা বলেছে, তন্মধ্যে কোন কথাটি তোমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে ছিলাম। তখন একটি মহিলা জিন আমার নিকট আসল। আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জিন জাতির অবস্থা দেখছনা, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের এবং চাদর জুব্বা পরিধানকারীদের অনুগত হয়ে পড়ছে। 'উমার (রাঃ) বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন এক লোক একটি গরুর বাছুর নিয়ে হাযির হল এবং সেটা যবহ করে দিল। ঐ সময় এক লোক এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহু! একটি সাধারণ কল্যাণময় ব্যাপার শীঘ্রই প্রকাশ লাভ

করবে। তা হল- একজন শুদ্ধভাষী লোক বলবেন; لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (শুনে) লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন করল। আমি বললাম, এ ঘোষণার রহস্য অবশ্যই বের করব। তারপর আবার ঘোষণা দেয়া হল। হে জলীহ! একটি সাধারণ ও কল্যাণময় ব্যাপার অতি শীঘ্র প্রকাশ পাবে। তাহল একজন বাগ্মী ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, ইনিই নাবী। (আ.প্র. ৩৫৭৯, ই.ফা. ৩৫৮৪)

৩৮৬৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُنِي مُؤْتَقِي عَمْرٍ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا انْقَضَ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مُحْقُوقًا أَنْ يَنْقُضَ

৩৮৬৭. কাইস (রহ.) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু য়াদ (রাঃ)-কে তাঁর গোত্রকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি ‘উমার (রাঃ) আমাকে এবং তার বোন ফাতিমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেঁধে রেখেছেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তোমরা ‘উসমান (রাঃ)-এর সাথে যে অসদাচরণ করেছ তার কারণে যদি ওহুদ পাহাড় বিদীর্ণ হয় তবে তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। (৩৮৬২) (আ.প্র. ৩৫৮০, ই.ফা. ৩৫৮৫)

৩৬/৬৩. بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

৬৩/৩৬. অধ্যায় : চাঁদকে দুই খণ্ড করা।

৩৮৬৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا جِرَاءَ بَيْنَهُمَا

৩৮৬৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহবাসী রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দু’খণ্ড করে দেখালেন। এমনকি তারা দু’খণ্ডের মাঝে হেরা পাহাড়কে দেখতে পেল। (৩৮৬৭) (আ.প্র. ৩৫৮১, ই.ফা. ৩৫৮৬)

৩৮৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ

৩৮৬৯. ‘আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন আমরা নাবী (সঃ)-এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাঁদের একটি খণ্ড হেরা পাহাড়ের দিকে চলে গেল। আবু যুহা মাসরুরের বরাত দিয়ে ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় মাক্কাহয়। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (৩৮৬৬) (আ.প্র. ৩৫৮২, ই.ফা. ৩৫৮৭)

৩৮৭০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ عِرَالٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى رَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৮৭০. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চাঁদ দু' খণ্ড হয়েছিল।
(৩৬৩৮) (আ.প্র. ৩৫৮৩, ই.ফা. ৩৫৮৮)

৩৮৭১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَشُقُّ الْقَمَرُ

৩৮৭১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী (সঃ)-এর যুগে) চাঁদ দু' খণ্ড হয়েছিল। (৩৬৩৬) (আ.প্র. ৩৫৮৪, ই.ফা. ৩৫৮৯)

৩৭/৬৩. بَابُ هِجْرَةِ الْحَبْشَةِ

৬৩/৩৭. অধ্যায় : হাবশাহুয় হিজরাত।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَحْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ غَامَةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আযিশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের হিজরাতের স্থান আমাকে (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। যেখানে রয়েছে অনেক বৃক্ষ আর সে স্থানটি ছিল দুই পাহাড়ের মাঝখানে। তখন হিজরাতকারীগণ মাদীনাহুয় হিজরাত করলেন এবং যারা এর আগে হাবশাহুয় হিজরাত করেছিলেন তারাও মাদীনাহুয় ফিরে আসলেন। এ সম্পর্কে আবু মূসা ও আসমা (রাঃ) সূত্রে নাবী (সঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৮৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنْغِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِثَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ مَا يَمْتَنُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِينَا فَعَلَّ بِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيحَةٌ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَرْءُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي فَقَالَا قَدْ قَضَيْتُ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ فَقَالَا لِي قَدْ ابْتَلَاكَ اللَّهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آيُنَا قَالَ فَتَشْهَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَأَمَنْتُ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ هَذِيهِ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي أَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِرِّهَا قَالَ فَتَشْهَدُ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَأَمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَبَايَعْتُهُ وَاللَّهُ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَشِشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا

عَشَّشْتُهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ قَوْلَ اللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَشَّشْتُهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتُ أَقْلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ وَقَالَ يُوْسُ وَابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَقْلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَهُمْ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ» (البقرة: ১৭) مَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِ مِنْ شِدَّةٍ وَفِي مَوْضِعِ الْبَلَاءِ الْإِبْتِلَاءُ وَالتَّمَحِيضُ مَنْ بَلَوْتُهُ وَتَحَصَّنْتُهُ أَنِّي اسْتَخْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ يَبْلُو وَيَخْتَبِرُ «مُبْتَلِيكُمْ» (البقرة: ২৫৭) يُخْتَبِرُكُمْ وَأَمَّا قَوْلُهُ «بَلَاءٌ عَظِيمٌ» الْيَعْمُ وَهِيَ مِنْ أَبْلَيْتُهُ وَتِلْكَ مِنْ ابْتَلَيْتُهُ

৩৮৭২. ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আদী ইবনু খিয়ার (রহ.) ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়রকে বলেন যে, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ ইবনু ‘আবদ ইয়াগুস (رضي الله عنه) উভয়ই তাকে বলেন, তুমি তোমার মামা ‘উসমান (رضي الله عنه)-এর সাথে তার (বৈপিত্রের) ভাই ওয়ালীদ ইবনু ‘উকবাহ সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করছ না কেন? জনগণ তার বিরুদ্ধে শক্তভাবে সমালোচনা করছে। ‘উবাইদুল্লাহ বলেন, ‘উসমান (رضي الله عنه) যখন সলাতের জন্য মাসজিদে আসছিলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনার সাথে আমার কথা বলার দরকার আছে এবং তা আপনার কল্যাণের জন্যই। তিনি বললেন, ওহে, আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তখন ফিরে আসলাম এবং যখন সলাত শেষ করলাম, তখন মিসওয়ার ও ইবনু ‘আবদ ইয়াগুস (رضي الله عنه)-এর নিকট গিয়ে বসলাম এবং ‘উসমান (رضي الله عنه)-কে আমি যা বলেছি এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা দু’জনকে শুনালাম। তারা বললেন, তোমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা তুমি আদায় করেছ। আমি তাদের নিকট উপবিষ্টই আছি এ সময় ‘উসমান (رضي الله عنه)-এর পক্ষ হতে একজন দূত আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য আসলেন। তারা দু’জন আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং ‘উসমান (رضي الله عنه)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী উপদেশ যা তুমি কিছুক্ষণ আগে বলতে চেয়েছিলে? তখন আমি কালিমা শাহাদাত পাঠ করে বললাম, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, এবং প্রথম দু’ হিজরতে আপনি অংশ নিয়েছেন, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গ লাভ করেছেন এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র চক্ষে দেখেছেন। জন সাধারণ ওয়ালীদ ইবনু ‘উকবাহ সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করছে, আপনার কর্তব্য তাঁর উপর দণ্ড জারি করা। ‘উসমান (رضي الله عنه) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পেয়েছ? আমি বললাম না, পাইনি। তবে তাঁর বিষয় আমার নিকট এমন ভাবে পৌঁছেছে যেমন ভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার সংবাদ পৌঁছে থাকে। ‘উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ‘উসমান (رضي الله عنه) কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। ইসলামের প্রথম যুগের দু’ হিজরতে অংশ গ্রহণ করেছি যেমন তুমি বলছ। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গ লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়‘আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর

অবাধ্যতা করিনি। তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবু বাকর (রাঃ) কে খালীফাহ নিযুক্ত করলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁরও নাফরমানী করিনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। অতঃপর 'উমার (রাঃ) খালীফাহ মনোনীত হলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁরও অবাধ্য হইনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। তিনিও মৃত্যুপ্রাপ্ত হলেন। এবং তারপর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হল। আমার উপর তাদের বাধ্য থাকার যে রূপ হক ছিল তোমাদের উপর তাদের ন্যায় আমার প্রতি বাধ্য থাকার কি কোন কর্তব্য নেই? 'উবাইদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই হক আছে। 'উসমান (রাঃ) বললেন, তাহলে এসব কথাবার্তা কী, তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট আসছে? আর ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাহর ব্যাপারে তুমি যা বললে, সে ব্যাপারে আমি অতি সত্বর সঠিক পদক্ষেপ নিব ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করার রায় প্রদান করলেন এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য "আলী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন। সেকালে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে 'আলী (রাঃ) নিযুক্ত ছিলেন। ইউনুস এবং যুহরীর ভতিজা যুহরী সূত্রে যে বর্ণনা করেন তাতে রয়েছে; 'তোমাদের উপর আমার কি অধিকার নেই যেমন অধিকার ছিল তাদের জন্য।' (আ.প্র. ৩৫৮৫, ই.ফা. ৩৫৯০)

আবু 'আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হলো এবং 'আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ করা হলো তাকে বেত্রাঘাত করার। এবং তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। (৩৬৯৬)

আবু 'আব্দুল্লাহ বলেন, "بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ" "তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শক্ত পরীক্ষা স্বরূপ।" (আল-বাকারাহ : ৪৯) অন্যস্থানে الْبَلَاءُ শব্দ الْإِبْتِلَاءُ ও التَّجْنِيسُ অর্থে এসেছে। যথা يَلَوُّهُ "তার ভিতরের জিনিষ উন্মোচন করেছি।" পরীক্ষা করা অর্থে এসেছে, যথা مُبْتَلِيكُمْ "তিনি তোমাদের পরীক্ষা করবেন।" (আল-বাকারাহ : ২৪৯) আর بَلَاءٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ বড় নি'মাত। এখানে ابْتَلَيْتُهُ আমি তাকে নি'মাত দান করেছি।" এ অর্থে এসেছে। আর পূর্বের আয়াতে ابْتَلَيْتُهُ "আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।" এর অর্থে এসেছে।

৩৮৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كُنَيْسَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَوْلِيكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَبَاطُكُ الْأَوَّلِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৮৭৩. 'আযিশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামাহ (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবাশায় খ্রিস্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁরা দু'জন এসব কথা নাবী (সাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, এরাই কিয়ামাতের দিনে আল্লাহ সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। (৪২৭) (আ.প্র. ৩৫৮৬, ই.ফা. ৩৫৯১)

৩৮৭৪. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَّةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاءَ سَنَاءَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَغْنِي حَسَنٌ حَسَنٌ

৩৮৭৪. উম্মু খালিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন হাবাশা হতে মাদীনাহুয় আসলাম তখন আমি ছোট বালিকা ছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে ডোরা কাটা ছিল। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ ডোরাগুলির উপর হাত বুলাতে লাগলেন, এবং বলতে ছিলেন সানাহ-সানাহ। হুমায়দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর। (৩০৭১) (আ.প্র. ৩৫৮৭, ই.ফা. ৩৫৯২)

৩৮৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَبَرَدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرَدُّ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَرُدُّ فِي نَفْسِي

৩৮৭৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সলাতে রত অবস্থায় নাবী (ﷺ)-কে আমরা সালাম করতাম, তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন সলাতে রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমরা আপনাকে সালাম করতাম এবং আপনিও সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ আপনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না? তিনি বললেন, সলাতের মধ্যে আল্লাহর দিকে একাগ্রতা থাকে। নাবী বলেন, আমি ইবরাহীম নাখরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী করেন? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই। (১১৯৯) (আ.প্র. ৩৫৮৮, ই.ফা. ৩৫৯৩)

৩৮৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ بَلَعْنَا مَخْرُجَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَاقَفَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا فَوَاقَفَنَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ

৩৮৭৬. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে নাবী (ﷺ)-এর আবির্ভাবের খবর এসে পৌঁছল। তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু আমাদের নৌকা হাবাশায় নাজাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে জা'ফর ইবনু আবু তালিবের (رضي الله عنه) সাথে সাক্ষাৎ হল। আমরা তাঁর সাথে থাকতে লাগলাম। কিছুদিন পর আমরা সেখান হতে রওয়ানা হলাম। এবং নাবী (ﷺ) যখন খায়বার বিজয় করলেন তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, হে নৌকার আরোহীরা! তোমরা দু'টি হিজরাত লাভ করেছ। (৩১৩৬) (আ.প্র. ৩৫৮৯, ই.ফা. ৩৫৯৪)

৩৮/৬৩. بَابُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ

৬৩/৩৮. অধ্যায় : নাজাশীর মৃত্যু।

৩৮৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ

৩৮৭৭. যাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর মৃত্যু হল তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আজ একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের ভাই আসহামার জন্য জানাযার সলাত আদায় কর। (১৩১৭) (আ.প্র. ৩৫৯০, ই.ফা. ৩৫৯৫)

৩৮৭৮. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) নাজাশীর উপর জানাযার সলাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। (১৩১৭) (আ.প্র. ৩৫৯১, ই.ফা. ৩৫৯৬)

৩৮৭৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) আসহামাহ নাজাশীর উপর জানাযার সলাত আদায় করেন এবং চারবার তাকবীর বলেন। (১৩১৭) (আ.প্র. ৩৫৯২, ই.ফা. ৩৫৯৭)

৩৮৮০. 'আবদুর রহমান ও ইবনুল মুসাইয়াব (রহ.) বলেন, আবু হুরাইরাহ তাদেরকে (رضي الله عنه) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবাদেরকে হাবাশা-এর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু খবর সেদিন শুনালেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের (দ্বীনী) ভাই এর জন্য মাগফিরাত চাও। (১২৪৫) (আ.প্র. ৩৫৯৩ প্রথমংশ, ই.ফা. ৩৫৯৮ প্রথমংশ)

৩৮৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে এমেনও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবাদেরকে নিয়ে মুসল্লায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সলাত আদায় করলেন আর তিনি চারবার তাকবীরও দিলেন। (১২৪৫) (আ.প্র. ৩৫৯৩ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৯৮ শেষাংশ)

৩৮৮২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে এমেনও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবাদেরকে নিয়ে মুসল্লায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সলাত আদায় করলেন আর তিনি চারবার তাকবীরও দিলেন। (১২৪৫) (আ.প্র. ৩৫৯৩ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৯৮ শেষাংশ)

৩৮৮৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে এমেনও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবাদেরকে নিয়ে মুসল্লায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সলাত আদায় করলেন আর তিনি চারবার তাকবীরও দিলেন। (১২৪৫) (আ.প্র. ৩৫৯৩ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৯৮ শেষাংশ)

৩৮৮৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে এমেনও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবাদেরকে নিয়ে মুসল্লায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সলাত আদায় করলেন আর তিনি চারবার তাকবীরও দিলেন। (১২৪৫) (আ.প্র. ৩৫৯৩ শেষাংশ, ই.ফা. ৩৫৯৮ শেষাংশ)

৩৯/৬৩. بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৩/৩৯. অধ্যায় : নবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ।

৩৮৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنَرْنَا عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

৩৮৮২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হনায়ন যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বনী কেনানায় অবতরণ করব 'ইনশা আল্লাহ' যেখানে কুরাইশরা সকলে কুফর ও শিরক এর উপর থাকার শপথ করেছিল। (১৫৮৯) (আ.প্র. ৩৫৯৪, ই.ফা. ৩৫৯৯)

৬০/৬৩. بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

৬৩/৪০. অধ্যায় : আবু তালিবের কিসসা।

৩৮৮৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَخْصَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

৩৮৮৩. 'আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) বলেন, আমি একদিন নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের কী উপকার করলেন অথচ তিনি আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তাহলে সে জাহান্নামের একে বারে নিম্ন স্তরে থাকত। (৬২০৮, ৬৫৭২, মুসলিম ১/৯০, হাঃ নং ২০৯) (আ.প্র. ৩৫৯৫, ই.ফা. ৩৬০০)

৩৮৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيُّ عَمٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْا يُكَلِّمَانِي حَتَّى قَالَ آخِرُ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ مَا لَمْ أَتِهِ عَنْهُ فَتَزَلْتُ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (التوبة: ١١٣) وَتَزَلْتُ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (القصص: ٥٦)

৩৮৮৪. ইবনু মুসাইয়্যাব তার পিতা মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মুম্বুর্ষু অবস্থা তখন নাবী (ﷺ) তার নিকট গেলেন। আবু জাহল ও তার নিকট উপবিষ্ট ছিল। নাবী (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কলেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবু জাহল ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি 'আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? এরা দু'জন তার সাথে একথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবু তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি 'আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নাবী (ﷺ) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হল : নাবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটাত্তরীয়ও হয় যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী- (আভ-তাবাহ ১১৩)। আরো নাযিল হল : আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না- (আল-কাসাস ৫৬)। (১৩৬০) (আ.প্র. ৩৫৯৬, ই.ফা. ৩৬০১)

৩৮৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ
 أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ عِنْدَهُ عَمَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَيُجْعَلُ فِي صَحْصَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَزْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا وَقَالَ تَغْلِي مِنْهُ أُمَّ
 دِمَاغِهِ

৩৮৮৫. আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের আলোচনা করা হল, তিনি বললেন, আশা করি কিয়ামাতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে ফেলা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌছবে আর এতে তার মগয ফুটতে থাকবে। (আ.প্র. ৩৫৯৭, ই.ফা. ৩৬০২)

ইয়াযিদ (রহ.)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো বলেছেন, এর তাপে মস্তিষ্কের মূল পর্যন্ত ফুটতে থাকবে। (৬৫৬৪, মুসলিম ১/৯০, হাঃ নং ২১০, আহমাদ ১১০৫৮) (আ.প্র. ৩৫৯৮, ই.ফা. ৩৬০৩)

৬১/৬৩. بَابُ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ

৬৩/৪১. অধ্যায় : নাবী ﷺ-এর ভ্রমণের ঘটনা।

وقول الله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (الإسراء: ১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : “পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম হতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত।” (আল-ইসরা/বানী ইসরাঈল : ১)

৩৮৮৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبْتَنِي
 قُرَيْشٌ قُتِلَ فِي الْحَجْرِ فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَطَفِيقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

৩৮৮৬. জাবির ইব্নু আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বার হিজর অংশে দাঁড়িলাম। আল্লাহ তা'আলা তখন আমার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম। (৪৭১০, মুসলিম ১/৭৫, হাঃ নং ১৭০, আহমাদ ১৫০৩৮) (আ.প্র. ৩৫৯৯, ই.ফা. ৩৬০৪)

৬২/৬৩. بَابُ الْمِعْرَاجِ

৬৩/৪২. অধ্যায় : মি'রাজের বিবরণ।

৩৮৮৭. حَدَّثَنَا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
 صَعَصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحُطَيْمِ وَرُئِيَ قَالَ فِي الْحَجْرِ
 مُضْطَجِعًا إِذْ أَنَا فِي آتٍ فَقَدْ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَسَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْينِي

بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةٍ نَحَرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَبِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخَرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيْمَانًا فَعُغِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُثِّي ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْخِمَارِ أُتِيصُ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبَرَاءُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَدَسُ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى ظَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا بِيَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْحَالَةِ قَالَ هَذَا بِحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا بِيُوسُفَ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوْقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَّى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ وَإِذَا وَرَفُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي النَّبِيُّ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمَّا تِلْكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ تَحْسِينًا

صَلَاةُ كُلِّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَزْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ قَالَ أُمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أُمِرْتُ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأَسْلِمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي

৩৮৮৭. মালিক ইবনু সা'সা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নাবী (সঃ) যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক সময় আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদাহ) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। ইহাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান হতে সে স্থানের মাঝের অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদাহ বলেন, আনাস (রাঃ) কখনো কাদা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা (বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারুদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হলকূমের নিম্নদেশ হতে নাভি পর্যন্ত। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ হতে নাভির নীচ পর্যন্ত। তারপর আগন্তুক আমার হৃদপিণ্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি সোনার পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিণ্ডটি ধৌত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে আবার রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর হতে ছোট ও গাধা হতে বড় ছিল। জারুদ তাকে বলেন, হে আবু হামযা, এটাই কি বুয়াক? আনাস (রাঃ) বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমাকে তার উপর সাওয়ার করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (রাঃ) চললেন। প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল, ইনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সঃ)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, মারহাবা, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেয়া হল। আমি যখন পৌছলাম, তখন সেখানে আদম (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিবরাঈল (রাঃ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (রাঃ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নাবীর প্রতি খোশ আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সঃ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল- মারহাবা! উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে। তারপর খুলে দেয়া হল। যখন সেখানে পৌছলাম তখন সেখানে ইয়াহুইয়া ও 'ঈসা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ

পেলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। তিনি (জিবরাঈল) বললেন, এরা হলেন, ইয়াহুইয়া ও ঈসা (ﷺ)। তাদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নাবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌঁছে জিবরাঈল বললেন, খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। আমি তথায় পৌঁছে ইউসুফ (ﷺ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ (ﷺ) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নাবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাঈল (ﷺ) আমাকে নিয়ে উপর দিকে চললেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌঁছলেন। আর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে। তখন খুলে দেয়া হল। আমি ইদ্রীস (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদ্রীস (ﷺ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নাবীর প্রতি মারহাবা। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে উপর দিকে গিয়ে পঞ্চম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌঁছে হারুন (ﷺ)-কে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হারুন (ﷺ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নাবীর প্রতি মারহাবা। তারপর আমাকে নিয়ে যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। ফেরেশতা বললেন, তার প্রতি মারহাবা। উত্তম আগন্তুক এসেছেন। তথায় পৌঁছে আমি মূসা (ﷺ)-কে পেলাম। জিবরাঈল (ﷺ) বললেন, ইনি মূসা (ﷺ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নাবীর প্রতি মারহাবা। আমি যখন অধ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নাবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যাঁর উম্মত আমার উম্মত হতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাঈল (ﷺ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল এ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌঁছে ইব্রাহীম (ﷺ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (ﷺ) বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে

সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নাবীর প্রতি মারহাবা। তারপর আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহা^১ পর্যন্ত উঠানো হল। দেখতে পেলাম, তার ফল 'হাজার' অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদ্রাতুল মুনতাহা। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিবরাঈল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ নহরগুলি কী? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য, দু'টি হল জান্নাতের দু'টি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র রাখা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হচ্ছে ফিতরাত। আপনি ও আপনার উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা (ﷺ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহর কসম। আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বানী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর শ্রম দিয়েছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আরয করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার উপর হতে দশ হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ কমিয়ে দিলেন। ফিরার পথে মূসা (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি আবার আগের কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ হ্রাস করলেন। আমি মূসা (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রতিদিন দশ সলাতের আদেশ দেয়া হয়। আমি ফিরে এলাম। মূসা (ﷺ) ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ সলাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসা (ﷺ) নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচবার সলাত আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে? মূসা (ﷺ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বানী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর শ্রম দিয়েছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আরযি করুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি আমার রবের নিকট আরজি করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন অগ্রসর হলাম, তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য প্রতিপাল্য নির্দেশ জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর হালকা করে দিলাম। (৩২০৭) (আ.প্র. ৩৬০০, ই.ফা. ৩৬০৫)

^১ 'সিদ্রাহ' শব্দের অর্থ কূল বৃক্ষ এবং 'মুনতাহা' শব্দের অর্থ শেষসীমা। পৃথিবী হতে উর্ধ্বলোকে নীত হয় তা ওখানে গিয়েই থেমে পড়ে, অতঃপর তার অপর পাড়ে যারা রয়েছেন তাঁরা সেখান হতে তা গ্রহণ করে উপরে নিয়ে যান। শেষ সীমার চিহ্নস্বরূপ ঐ স্থানটাকে একটা কূল বৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্ত চিহ্নকে 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' বলা হয়।

৩৮৮৮. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (الإسراء: ২০) قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الرَّقُومِ

৩৮৮৮. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী “আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য” (ইসরা/বানী ইসরাঈল : ২০) এর তাফসীরে বলেন, এটি হল প্রত্যক্ষভাবে চোখের দেখা যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সে রাতে দেখানো হয়েছে যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, কুরআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাক্কুম বৃক্ষ। (৪৭১৬, ৬৬১৩) (আ.প্র. ৩৬০১, ই.ফা. ৩৬০৬)

৬৩/৮৩. بَابُ وَفُودِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ

৬৩/৮৩. অধ্যায় : মাকাহুয় নাবী (সঃ)-এর নিকট আনসারের প্রতিনিধি দল এবং আকাবার বায়'আত।

৩৮৮৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَثْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بَنِي مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِطَوْلِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَذَرُ وَإِنْ كَانَتْ بَذَرُ أَذْكَرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا

৩৮৮৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব (রহ.) যিনি কা'ব এর পথ প্রদর্শক ছিলেন যখন কা'ব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-কে তাবুক যুদ্ধকালে নাবী (সঃ) হতে তাঁর পশ্চাতে হতে যাওয়ার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইবনু বুকাযর তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও বলেন যে, কা'ব (রাঃ) বলেছেন, আমি 'আকাবার রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। সে রাত্রে পরিবর্তে বাদ্র যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যদিও বাদ্র যুদ্ধ জনগণের মধ্যে 'আকাবার চেয়ে বেশি আলোচিত ছিল। (২৭৫৭) (আ.প্র. ৩৬০২, ই.ফা. ৩৬০৭)

৩৮৯০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدْتُ بَيْنَ خَالَتِي الْعَقَبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخَذَهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ

৩৮৯০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকাবা রাতে আমার দু'জন মামা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইবনু উয়ায়না বলেন, দু'জন মামার একজন হলেন বারা' ইবনু মা'রুর (রাঃ)। (৩৮৯১) (আ.প্র. ৩৬০৩, ই.ফা. ৩৬০৮)

৩৮৯১. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبْنِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ

৩৮৯১. 'আতা (রহ.) হতে বর্ণিত যে, জাবির (رضي الله عنه) বলেন, আমি, আমার পিতা আবদুল্লাহ এবং আমার মামা 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম। (৩৮৯০) (আ.প্র. ৩৬০৪, ই.ফা. ৩৬০৯)

৩৮৯২. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَقَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ

৩৮৯২. আবু ইদরীস আইয়ুলাহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه) যিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বাদার যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন- তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এস তোমরা আমার কাছে একথার উপর বায়'আত' কর যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যভিচার করবে না; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে হতে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহর তা'আলার নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এ সবার কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হয়, তবে এ শাস্তি তার প্রতি কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবার কোনটিতে লিপ্ত হল আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ওপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। 'উবাদাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নাবী (ﷺ)-এর নিকট হাতে বায়'আত করেছি। (১৮) (আ.প্র. ৩৬০৫, ই.ফা. ৩৬১০)

৩৮৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ الصُّنَابِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنََّّهُ قَالَ إِنِّي مِنَ الثَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقَ وَلَا تَزْنِيَ وَلَا تَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَهَبَ وَلَا تَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ

৩৮৯৩. 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঐ মনোনীত প্রতিনিধি দলে ছিলাম, যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম জান্নাত লাভের জন্য যদি আমরা এই কাজগুলো করি এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করব না, ব্যভিচার করব না, চুরি করব না। আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে না হক হত্যা করব না, লুটতরাজ করব না এবং নাফরমানী

১ 'বায়'আত' শব্দের সাধারণ অর্থ বিক্রি করা। শর'ঈয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ হলো : কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করা, কারো কথা পালন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

٦٣/٤٤. بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ وَبَنَائِهِ بِهَا

٣٨٩٤- حَدَّثَنِي قَرُوءَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعِدَكُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً فَأَتَيْتَنِي أُبَيُّ أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي فَصَرَحْتَ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِفٍ فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُبْحِي فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

٣٨٩٥. حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا أُرَيْتُكَ فِي الْمَبَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ

৩৮৯৫. 'আয়িশাহ' উচ্চারণ অনুসারে হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী কাপড়ে আবৃত্তা এবং আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, যদি তা

আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। (৫০৭৮, ৫১২৫, ৭০১১, ৭০১২, মুসলিম ৪৪/১৩, হাঃ নং ২৪৩৮, আহমাদ ২৪১৯৭)(আ.প্র. ৩৬০৮, ই.ফা. ৩৬১৩)

৩৮৭৬- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوَفِّيتُ خَدِيجَةَ

قَبْلَ تَخْرُجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَيْتَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَتَنَكَّحَ عَائِشَةُ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

৩৮৯৬. হিশাম এর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর মাদীনাহর দিকে বের হওয়ার তিন বছর আগে খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়। তারপর দু'বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় অতিবাহিত করে তিনি 'আযিশাহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। যখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা। তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদ্‌যাপন করেন। (৩৮৯৪) (আ.প্র. ৩৬০৯, ই.ফা. ৩৬১৪)

৫০/৭৩. بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

৬৩/৪৫. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সহাবীদের মাদীনাহয় হিজরাত।

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا تَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرُبُ

'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, যদি হিজরাতের ফাযীলাত না হত তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবু মূসা (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাক্কাহ হতে হিজরাত করছি এমন জায়গায় যেখানে খেজুর বাগান আছে। আমি ভাবলাম, তা হবে ইয়ামামাহ কিংবা হাজার।' পরে দেখলাম যে, তা মাদীনাহ-ইয়াসরিব।

৩৮৭৭. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ عُذْنَا خَبَابًا فَقَالَ

هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نِمْرَةً فَكُنَّا إِذَا عَظَمْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَثَ رِجْلَاهُ وَإِذَا عَظَمْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْتَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا

৩৮৯৭. আবু ওয়াইল (রাঃ) বলেন, আমরা পীড়িত খাব্বাব (রাঃ)-কে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে হিজরাত করেছিলাম- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহর নিকট আমাদের সওয়াব রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন প্রতিদানের কিছু না নিয়েই চলে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুস'আব ইবনু 'উমায়র (রাঃ)। তিনি ওহদের দিন শহীদ হন। তিনি একখানা চাদর রেখে যান। আমরা যখন এটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে

দিতাম তখন তাঁর পা বেরিয়ে পড়ত, আর যখন আমরা পা ঢেকে দিতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ করলেন যে, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের উপর কিছু ইখ্বির রেখে দিই। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাদের ফল পরিপক্ব হয়েছে আর তারা তা পেড়ে খাচ্ছেন। (১২৭৬) (আ.প্র. ৩৬১০, ই.ফা. ৩৬১৫)

৩৮৯৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ

أَمْرًا يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

৩৮৯৮. ‘উমার (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। সুতরাং যার হিজরাত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরাত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরাত করেছে। আর যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলেরই জন্য। (১) (আ.প্র. ৩৬১১, ই.ফা. ৩৬১৬)

৩৮৯৯. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৮৯৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলতেন, (মাক্কাহ) বিজয়ের পর হিজরাতের কোন প্রয়োজন নেই।

৩৯০০. قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ وَحَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ خَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ

^১ ‘নিয়্যাত’ শব্দের অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। শর’ঈয়্যাতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ নিম্নরূপ : (১) কোন কাজকে কোন কাজ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। যথা ফারয সলাতের নিয়্যাত করা মানে সুন্নাহ তথা নাফল থেকে পৃথক বা নির্দিষ্ট করা। (২) কোন কাজ সম্পাদনের সংকল্প করা। যথা হাজ্জের নিয়্যাত করা মানে হাজ্জ সম্পাদনের সংকল্প করা। (৩) নিয়্যাত মানে কোন কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। উক্ত হাদীসে ‘নিয়্যাত’ শব্দটি এ শেঘোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কাজের ফলাফল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিয়্যাত যেহেতু অন্তরের সংকল্পেরই নাম, সেহেতু কোন কাজের নিয়্যাতের সময় অন্তরে সংকল্প না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না। যেমন সলাত আদায়ের পূর্বে অনেক মুসল্লীকে সলাতের আরবীতে তথাকথিত গদবাধা নিয়্যাত করতে দেখা যায়- যার প্রমাণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোন হাদীসে পাওয়া যায় না। সুতরাং সলাতের নিয়্যাতে নির্দিষ্টভাবে মনের দৃঢ় সংকল্পই যথেষ্ট; মুখে উচ্চারণ রসূল (ﷺ) এর সুন্নাহর পরিপন্থী যা নবাবিস্তৃত হিসেবে গণ্য।

^২ ‘হিজরাত’ শব্দের অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। শর’ঈয়্যাতের পরিভাষায় এর দু’ ধরনের অর্থ রয়েছে। (১) আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া, ঈমান ও ধর্ম রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে গমন করা। যথা রসূল (ﷺ) ও তাঁর সহাবীদের মাক্কাহ হতে মাদীনাহুয় গমনকে হিজরাত বলা হয়। (২) শর’ঈয়্যাতের নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিহার করা। তাই রসূল হাদীসে বলেন : প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে ত্যাগ করেছে।

৩৯০০. আওয়াযী 'আতা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবায়দ ইবনু উমায়র লাইসী (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে 'আযিশাহ (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর তাঁকে হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এখন হিজরাতের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দ্বীনের জন্য তার প্রতি ফিতনার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে হিজরাত করতেন আর আজ আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদত যেখানে ইচ্ছা করতে পারে। তবে এখন আছে জিহাদ ও নিযাত। (৩০৮০) (আ.প্র. ৩৬১২/৩৬১৩, ই.ফা. ৩৬১৭)

৩৯০১. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ (رضي الله عنه) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এনিহা أَنْ سَعِدَا قَالَ اللَّهُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ

৩৯০২. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ (رضي الله عنه) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে এ কাওমের বিরুদ্ধে, যারা আপনার রসূলকে অবিশ্বাস করেছে ও তাঁকে বিতাড়িত করেছে। জিহাদ করা এত প্রিয় যতটুকু অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। হে আল্লাহ! আমার ধারণা আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই শেষ করে দিয়েছেন। আবন ইবনু ইয়াযীদ (রহ.)... 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, সে কাওম যারা তোমার নাবী (ﷺ)-কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে বের করে দিয়েছে, তারা কুরাইশ গোত্রই। (৪৬৩) (আ.প্র. ৩৬১৪, ই.ফা. ৩৬১৮)

৩৯০৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মাক্কাহয় কাটান। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরাতের নির্দেশ পান। এবং হিজরাতের পর দশ বছর কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে মারা যান। (৩৮৫১, মুসলিম ৪৩/৩২, হাঃ নং ২৩৫১, আহমাদ ২২৪২) (আ.প্র. ৩৬১৫, ই.ফা. ৩৬১৯)

৩৯০৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মাক্কাহয় কাটান। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরাতের নির্দেশ পান। এবং হিজরাতের পর দশ বছর কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে মারা যান। (৩৮৫১, মুসলিম ৪৩/৩২, হাঃ নং ২৩৫১, আহমাদ ২২৪২) (আ.প্র. ৩৬১৫, ই.ফা. ৩৬১৯)

৩৯০৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মাক্কাহয় কাটান। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরাতের নির্দেশ পান। এবং হিজরাতের পর দশ বছর কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে মারা যান। (৩৮৫১, মুসলিম ৪৩/৩২, হাঃ নং ২৩৫১, আহমাদ ২২৪২) (আ.প্র. ৩৬১৫, ই.ফা. ৩৬১৯)

৩৯০৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মাক্কাহয় কাটান। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরাতের নির্দেশ পান। এবং হিজরাতের পর দশ বছর কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে মারা যান। (৩৮৫১, মুসলিম ৪৩/৩২, হাঃ নং ২৩৫১, আহমাদ ২২৪২) (আ.প্র. ৩৬১৫, ই.ফা. ৩৬১৯)

৩৯০৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মাক্কাহয় কাটান। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরাতের নির্দেশ পান। এবং হিজরাতের পর দশ বছর কাটান। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে মারা যান। (৩৮৫১, মুসলিম ৪৩/৩২, হাঃ নং ২৩৫১, আহমাদ ২২৪২) (আ.প্র. ৩৬১৫, ই.ফা. ৩৬১৯)

فَعَجَبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْرِجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ خَيْرِهِ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَيَبْنِي مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدَيْنَاكَ يَا بَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خَلَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَتَّقِينَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْفَةً إِلَّا خَوْفَهُ أَبِي بَكْرٍ

৩৯০৪. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিসরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হল হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর একটি হল আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবু বাকর (رضي الله عنه) কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবু বাকর (رضي الله عنه)ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবু বাকর (رضي الله عنه)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মাসজিদের দিকে আবু বাকর (رضي الله عنه) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না। (৪৬৬, মুসলিম ৪৪/১, হাঃ নং ২৩৮২) (আ.প্র. ৩৬১৭, ই.ফা. ৩৬২১)

৩৯০৬-৩৯০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَغْقِلْ أَبُوتَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُغْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا انْتَبِهُ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْعِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّجِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ أَرْجِعْ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبَيْتِكَ فَارْجِعْ وَارْتَحِلْ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلَهُ وَلَا يَخْرُجُ أَنْتُمْ جَوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوا لَابْنِ الدَّغِنَةِ مَرُّ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيَصِلْ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِهِ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفِينَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ قَابَتْنِي مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَّقِذُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءَهُمْ

وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءَ لَا يَمْلِكُ عَيْتِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجَوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلْ وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلِّهِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُفِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِغْلَانِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَإِنِّي ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جَوَارِكَ وَأَرْضِي بِجَوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَحْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَجَهَّرَ أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤَدَّنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاجِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَّ السَّرِيرُ وَهُوَ الْخَبْطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ غُرُوه قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهْمَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَبِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءُ لَهُ أَبِي وَأَخِي وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاجِلَتِي هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّصِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزَتْهُمَا أَحْتِ الْجَهَارِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سَفْرَةَ فِي جِرَابٍ فَقَطَعْتَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطْتُ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِعَارِي فِي جَبَلٍ ثَوْرٍ فَكُنَّا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِيفٌ لَقِينٌ فَبِذِلِجٍ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحْرِ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِبَ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَيْرٍ ذَلِكَ حِينَ يَخْلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مَنَحَهُ مِنْ غَنَمٍ فَبَرِحَ بِهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ وَهُوَ لَتْنٌ مَنَحَتْهُمَا وَرَضِيَهُمَا حَتَّى يَبْعُقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيَا خَرِيتَا وَالْخَرِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ عَمَسَ جِلْفًا فِي الْإِلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاجِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاكِحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدَلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ

مَالِكِ بْنِ جُعْشِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشِمٍ يَقُولُ جَاءَنَا رَسُولُ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسْرَهُ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدَلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آيَةً أَسْوَدَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فَلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكْمَةِ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ وَأَخْذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِرُجْهِ الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَارْتَفَعْتُهَا تَقَرَّبَ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرْتُ بِي فَرَسِي فَخَرَزْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِتَابَتِي فَاسْتَخَرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضْرَهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تَقَرَّبَ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُغَيِّرُ الْإِلْفَاتِ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَزْتُ عَنْهَا ثُمَّ رَجَرْتُهَا فَتَهَضَّتْ فَلَمْ تَكُدْ تَخْرُجْ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقَيْتُ مَا لَقَيْتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَّةَ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الرِّدَّ وَالْمَنَاعَ فَلَمْ يَزِرْآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تَجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ نِيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوْوَا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودٍ عَلَى أَطْمٍ مِنْ أَطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مَبْصُورِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعْاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَتَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأَسِسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى الثَّقَوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ بِمِشْيَتِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكْتُ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ بَصِلِي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسَهْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجَرٍ أَسْعَدَ بِي زُرَّارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكْتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَاهُمَا بِالْمَرْبِدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا لَا بَلْ تَهْبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّيْلَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّيْلَ

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْرَ * هَذَا أَبْرَرَيْنَا وَأَظْهَرَ

وَيَقُولُ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ * إِرْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

فَتَمَثَّلَ بِشَعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَسْمَعْ لِي قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شَعْرِ تَامَ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ

৩৯০৫-৩৮০৬. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা পিতাকে কখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন পালন করতে দেখিনি এবং এমন কোন দিন কাটেনি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বাড়িতে আসেননি। যখন মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবু বাকর (রাঃ) হিজরাত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশে বের হলেন। শেষে বারকুল গিমাড পৌছলে ইবনু দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবু বাকর! কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর আবু বাকর (রাঃ) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনু দাগিনা বলল, হে আবু বাকর (রাঃ)! আপনার মত ব্যক্তি বের হতে পারে না এবং বের করাও হতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে'দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ আপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে যাবতীয় সহযোগিতার ওয়াদা করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবু বাকর (রাঃ) ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ইবনু দাগিনাও এল। ইবনু দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বলল, আবু বাকরের মত লোক দেশ হতে বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইবনু দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে বলল, তুমি আবু বাকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। সলাত সেখানেই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করবেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব ব্যাপারে যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিতনায় পড়ে যাওয়ার ভয় করি। ইবনু দাগিনা এসব কথা আবু বাকর (রাঃ)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবু বাকর (রাঃ) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। সলাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর আবু বাকরের মনে খেয়াল জাগল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ তৈরি করে নিলেন। এতে তিনি

সলাত আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তাঁর কাছে মুশরিকা মহিলা ও যুবকরা ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবু বাক্র (রাঃ)-এর একাজে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বাক্র (রাঃ) ছিলেন একজন ক্রন্দনকারী ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের ভীত করে তুলল এবং তারা ইব্নু দাগিনাকে ডেকে পাঠান। সে এল। তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবু বাক্রকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন কিন্তু সে শর্ত তিনি ভঙ্গ করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে এটি মসজিদ তৈরি করে প্রকাশ্যে সলাত ও তিলওয়াত শুরু করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলে, তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অমান্য করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায় দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় দানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করা অত্যন্ত অপছন্দ করি, আবার আবু বাক্রকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ইব্নু দাগিনা এসে আবু বাক্র (রাঃ)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমার জিন্মাদারী আমাকে ফিরত দিবেন। আমি এ কথা মোটেই পছন্দ করি না যে আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হোক। আবু বাক্র (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহর আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নাবী (রাঃ) মাক্কাহয় ছিলেন। নাবী (রাঃ) মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এরপর যারা হিজরাত করতে চাইলেন, তাঁরা মাদীনাহর দিকে হিজরাত করলেন। আর যারা হিজরাত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও অধিকাংশ সেখান হতে ফিরে মাদীনাহয় চলে আসলেন। আবু বাক্র (রাঃ)ও মাদীনাহয় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবু বাক্র (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান^১! আপনিও কি হিজরাতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু বাক্র (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে পাওয়ার জন্য নিজেকে হিজরাত হতে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকেন।

ইব্নু শিহাব 'উরওয়াহ (রাঃ) সূত্রে 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবু বাক্র (রাঃ) এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবু বাক্রকে খবর দিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মন্তক আবৃত অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেনি। আবু বাক্র (রাঃ) তাঁর আসার কথা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময়

^১ এটি একটি আরবী ভাষার বাকরীতি ; কেননা কুরবান বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহরই জন্যই হতে হবে। অতএব এর অর্থ : আপনার জন্য আমি আমার জন্মদাতা পিতাকেও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।

নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণেই আসছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) পৌছে অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। প্রবেশ করে নাবী (ﷺ) আবু বাকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফর সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ঠিক আছে। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ দু'টি উট হতে আপনি যে কোন একটি নিন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তবে মূল্যের বিনিময়ে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অতি শীঘ্র সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাঁদের খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ ওয়ালী) বলা হত। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর (রাঃ) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাকর (রাঃ) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান হতে বেরিয়ে মাক্কাহয় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবু বাকর (রাঃ)-এর গোলাম আমির ইবনু যুহাইরাহ তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে গেলে পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইবনু যুহাইরাহ বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিন রাতের প্রতি রাতে সে এমনই করল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর (রাঃ) বনী আবদ ইবনু আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরির বিনিময়ে 'খিররীত' (পথ প্রদর্শক) নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ পথপ্রদর্শককে 'খিররীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌছিয়ে দিল। আর আমির ইবনু যুহাইরাহ ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল। (আ.প্র. ৩৬১৮ প্রথমাংশ, ই.ফা. ৩৬২২ প্রথমাংশ)

আবদুর রহমান ইবনু মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকাহ ইবনু মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকাহ ইবনু জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশী কাফিরদের দূত আসল এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর (রাঃ) এ দু'জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা করবে অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলীজের এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাদের নিকট হতে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকাহ! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর

সহযাত্রীরা হবেন। সুরাকাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তাঁরা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আমার বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত মাটি হেচড়ানো অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় বর্শার মাটি হেচড়ানো অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটলাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাদের নিকট পৌঁছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হেঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ হতে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়লাম এবং ভূণের দিকেহাত বাড়লাম এবং তা হতে তীরগুলি বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবো কি-না। তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমন হওয়া পছন্দ করি না। আমি আবার ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ পানে এগুতে লাগলাম। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি ফিরে তাকাচ্ছিলেন না কিন্তু আবু বাকর (রাঃ) বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর হতে পড়ে গেলাম। তখন ঘোড়াটিকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। শেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দুটি যেখানে গেড়ে ছিল সেখান হতে ধূঁয়ার মত ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপছন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন এমন অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পড়ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মাক্কাহয় কাফিরগণ তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম এবং আমি তাদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা হতে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না : “আমাদের খবরটি গোপন রেখ”। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লিখে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি ‘আমির ইবনু ফুহাইরাহকে আদেশ দিলেন। তিনি এক টুকরো চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) রওয়ানা দিলেন।

ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ‘উরওয়াহ ইবনু যুবার (রাঃ) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবারের সাথে নাবী (ﷺ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বণিক কাফেলার সাথে সিরিয়া হতে ফিরছিলেন। তখন যুবার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর (রাঃ)-কে সাদা রঙ্গের পোশাক দান করলেন। এদিকে মাদীনাহয় মুসলিমগণ শুনলেন যে নাবী (ﷺ) মাক্কাহ হতে মাদীনাহর পথে

রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রতিদিন সকালে মাদীনাহর হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতেন থাকেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা বেশি সময় প্রতীক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় এক ইয়াহুদী একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীসঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহুদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি- যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে মাদীনাহর হাররার উপকণ্ঠে নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে বনু 'আমর ইবনু 'আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। আবু বাকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) নীরব রইলেন। আনসারদের মধ্য হতে যারা এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেননি তাঁরা আবু বাকর (রাঃ)-কে সালাম করতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রের উত্তাপ নাবীজী (ﷺ)-এর উপর পড়তে লাগল এবং আবু বাকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নাবী (ﷺ) উপর ছায়া করে দিলেন তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে চিনতে পারল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু 'আমর ইবনু 'আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশি সময় কাটালেন এবং সে মাসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা তাকুওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত! রসূলুল্লাহ (ﷺ) এতে সলাত আদায় করেন। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উনীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মাদীনাহয় মসজিদে নাবাবীর স্থানে পৌঁছে উটনীটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কতিপয় মুসলিম সলাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইবনু যুরারাহ এর আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর গুকাবার স্থান। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে উটনীটি যখন এ স্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে আবাসস্থল। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মাসজিদ তৈরির জন্য তাদের কাছে জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কাছ হতে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের হতে খরীদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মাসজিদ তৈরি করলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদ নির্মাণকালে সহাবা কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন :

এ বোঝা খায়বারের বোঝা বহন নয়।

ইয়া রব, এর ভোঝা অত্যন্ত পুণ্যময় ও অতি পবিত্র।

তিনি আরো বলছিলেন,

হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান।

সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

এক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এছাড়া অপর কোন পূর্ণ কবিতা পাঠ করছেন বলে, কোন কথা আমার কাছে পৌঁছেনি। (আ.প্র. ৩৬১৮ শেয়াংশ, ই.ফা. ৩৬২২ শেয়াংশ)

৩৭০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفْرَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبْنِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبْنِي مَا أَجِدُ شَيْئًا أُرْبِطُهُ إِلَّا نِطَاقِي قَالَ فَشُقِّيهِ فَقَعَلْتُ فَسُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطَاقِ

৩৯০৭. আসমাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) এবং আবু বাকর (রাঃ) যখন মাদীনাহয় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য সফরের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলাম। আর আমার পিতাকে বললাম, থলের মুখ বাঁধার জন্য আমার কোমরবন্দ ছাড়া অন্য কিছু পাচ্ছি না। তিনি বললেন, ওটা তুমি টুকরো করে নাও। আমি তাই করলাম। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেল, ‘যাতুন নিতাকাইন’ (কোমরবন্দ দু’ভাগে বিভক্তকারিণী)। (২৯৭৯) (আ.প্র. ৩৬১৯, ই.ফা. ৩৬২৩)।

৩৭০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﷺ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشِمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرَّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاجٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُتْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَ

৩৯০৮. বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাবী (সাঃ) মাদীনাহর দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনু জ’শুম তাঁর পেছনে ধাওয়া করল। নাবী (সাঃ) তার জন্য বদদু’আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু’আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নাবী (সাঃ) তার জন্য দু’আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃষ্ণার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, তখন আমি একটি বাটি নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নাবী (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। (৫৪৬৯, মুসলিম ৩৮/৫, হাঃ নং ২১৪৬) (আ.প্র. ৩৬২০, ই.ফা. ৩৬২৪)

৩৭০৯. حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَتَزَلْتُ بِقُبَاءٍ قَوْلَهُ يَقْبَاءُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَمَلَّ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِئُوسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَكَّهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى

৩৯০৯. আসমাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাঁর পেটে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরাত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মাদীনাহয় এসে কুবা’তে অবতরণ করি। এ কুবায়েই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে থুথু দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পেটে গেল তা হল নাবী (সাঃ)-এর থুথু। নাবী (সাঃ) সামান্য চিবান খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন।

এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত চাইলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি হিজরাতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন। খালিদ ইব্নু মাখলদ (রহ.) উক্ত রেওয়াযাত বর্ণনায় যাকারিয়া ইব্নু ইয়াহুইয়া (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা (রাঃ) গর্ভবতী অবস্থায় হিজরাত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন। (আ.প্র. ৩৬২১, ই.ফা. ৩৬২৫)

৩৭১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَتَوَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ فَأَوَّلَ مَا دَخَلَ بَطْنُهُ رِئُوسَ النَّبِيِّ ﷺ

৩৯১০. 'আযিশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হিজরাতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্নু যুবায়েরই জন্মলাভ করেন। তাঁরা তাকে নিয়ে নাবী (সঃ)-এর কাছে এলেন। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই প্রথম যে জিনিসটি তার পেটে গেল তা নাবী (সঃ)-এর থুথু। (আ.প্র. ৩৬২২, ই.ফা. ৩৬২৬)

৩৭১১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدُوفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرِفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرِفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهُودِي السَّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ حَقَّقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ اضْرَعْهُ اضْرَعْهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تَحْمُجُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ قِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا أَرْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفَوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فَإِنَّهُ لِيَحْدِثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي غُلٍّ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَبْنِي لَنَا مَقِيلًا قَالَ فَوَمَا عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ حِجَّتِي وَفَدَّ عِلْمَتِي يَهُودُ أَبِي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْأَلُهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَيْسَ فِي فَارَسَلَنِي اللَّهُ ﷺ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيَلَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّا كُنَّا لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَاسْلِمُوا قَالُوا مَا تَعْلَمُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَهَا ثَلَاثَ

مِرَارٍ قَالَ فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ
إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ اتَّقُوا اللَّهَ
فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّا كُنَّا لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ فَقَالُوا كَذَّبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৯১১. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী (সাঃ) যখন মাদীনাহুয় এলেন তখন উষ্ট্রে পৃষ্ঠে আবু বাকর (রাঃ) তাঁর পশ্চাতে ছিলেন। আবু বাকর (রাঃ) ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরিচিত। আর নাবী (সাঃ) ছিলেন জাওয়ান এবং অপরিচিত। তখন বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবু বাকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হত, সে জিজ্ঞেস করত হে আবু বাকর (রাঃ)! তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ ব্যক্তি কে? আবু বাকর (রাঃ) বলতেন, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সাধারণ পথ মনে করত এবং তিনি সত্যপথ উদ্দেশ্য করতেন। তারপর একবার আবু বাকর (রাঃ) পিছনে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন এক ঘোড়া সওয়ার তাদের কাছেই এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই যে একজন ঘোড়া সওয়ার আমাদের পিছনে প্রায় কাছে পৌছে গেছে। তখন নাবী (সাঃ) পিছনের দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি ওকে পাকড়াও করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁসা রব করতে লাগল। তখন ঘোড়া সওয়ার বলল, হে আল্লাহর নাবী! আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, তুমি স্বস্থানেই থেমে যাও। কেউ আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাধা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের প্রথম অংশে ছিল সে নাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী আর দিনের শেষাংশে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ হতে অস্ত্রধারী। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাদীনাহর হাররার^১ একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের খবর দিলেন। তাঁরা নাবী (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ ও মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নাবী (সাঃ) ও আবু বাকর (রাঃ) উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদেরকে ঘিরে চলতে লাগলেন। মাদীনাহুয় লোকেররা বলতে লাগল, আল্লাহর নাবী এসেছেন, আল্লাহর নাবী এসেছেন, লোকজন উঁচু স্থানে উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহর নাবী এসেছেন, আল্লাহর নাবী এসেছেন। তিনি সম্মুখ পানে চলতে লাগলেন। শেষে আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর বাড়ির পার্শ্বে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবু আইয়ুব (রাঃ) ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতোমধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন। তখন তিনি শীঘ্র ফল সংগ্রহ করা হতে বিরত হলেন এবং সংগৃহীত খেজুরসহ নাবী (সাঃ)-এর নিকট হাযির হলেন এবং নাবী (সাঃ)-এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নাবী (সাঃ) বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ি এখান হতে সবচেয়ে নিকটে? আবু আইয়ুব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নাবী (সাঃ)! এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা।

^১ প্রকৃতপক্ষে নাবী (সাঃ)-এর বয়স আবু বাকরের চেয়ে অধিক ছিল, কিন্তু আবু বাকর (রাঃ)-এর চুল-দাড়ি অধিক সাদা হয়ে গিয়েছিল বলে বাহ্যত নাবী (সাঃ)-এর চেয়ে আবু বাকর (রাঃ)-কে বেশী বয়স্ক মনে হতো।

^২ কঙ্করময় স্থানকে বলা হয়।

নাবী (ﷺ) বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তিনি বললেন, আপনারা দু'জনেই চলুন। আল্লাহ্ বরকত দানকারী। যখন নাবী (ﷺ) তাঁর বাড়িতে এলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্নু সালাম (রাঃ) আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইয়াহুদী সম্প্রদায় জানে যে আমি তাদের নেতা এবং আমি তাদের নেতার পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশি জ্ঞানী এবং তাদের বড় জ্ঞানী সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা জ্ঞাত হন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলীক কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। নাবী (ﷺ) (ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হাযির হল। রসূল (ﷺ) তাদের বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তিনি ছাড়া মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমি সত্য রসূল (ﷺ) সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমার ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা। তারা তিনবার একথা বলল। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্নু সালাম (রাঃ) কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের পুত্র। নাবী (ﷺ) বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমাদের মতামত কী হবে? তারা বলল, আল্লাহ্ হিফায়ত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমরা কী মনে করবে? তারা আবার বলল, আল্লাহ্ হেফাজত করুন, কিছুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নাবী (ﷺ) আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, তিনি যদি মুসলমান হয়েই যান তবে তোমাদের মত কী? তারা বলল, আল্লাহ্ হিফায়ত করুন, তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন তা কিছুতেই হতে পারে না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, হে ইব্নু সালাম! তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রসূল, হক নিয়েই এসেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নাবী (ﷺ) তাদেরকে বের করে দিলেন। (৩৩২৯) (আ.প্র. ৩৬২৩, ই.ফা. ৩৬২৭)

۳۹۱۲. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فِي أَرْبَعَةِ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقُصِّتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ

৩৯১২. 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তিতে বাৎসরিক চার হাজার দিরহাম ধার্য করলেন এবং ইব্নু 'উমারের জন্য নির্বাচন করলেন তিনি হাজার পাঁচশ। তাঁকে বলা হল, তিনিও তো মুহাজিরদের। তাঁর জন্য চার হাজার হতে কম কেন করলেন? তিনি বললেন, সে তো তার পিতা-মাতার সাথে হিজরাত করেছে। কাজেই সে ঐ লোকের সমান হতে পারে না যে লোক একাকী হিজরাত করেছে। (আ.প্র. ৩৬২৪, ই.ফা. ৩৬২৮)

۳۹۱۴-۳۹۱۳. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَفِيقَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَتَّعْنِي وَجْهَ اللَّهِ وَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَحْذِ شَيْئًا نَكْفِيهِ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةً كُنَّا إِذَا عَظَّمْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجُلَاهُ فَإِذَا عَظَّمْنَا رَجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْظِي رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلَى رَجُلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا

৩৯১৩-৩৯১৪. খাবাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হিজরাত করেছি (১২৭৬)

খাবাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হিজরাত করেছি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আমাদের পুরস্কার আল্লাহর নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের কুরবানীর ফল কিছুই দুনিয়ায় ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তার মধ্যে মুসআব ইবনু উমায়ের (رضي الله عنه) অন্যতম। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাদর ছাড়া আর অন্য কিছুই আমরা পেলাম না। আমরা এ চাদরটি দিয়ে যখন তাঁর মাথা ঢাকলাম তাঁর পা বের হয়ে গেল আর যখন তাঁর পা ঢাকতে গেলাম তখন মাথা বের হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ দিলেন, চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইখ্খির ঘাস রেখে দাও। আজ আমাদের মধ্যে এমন আছেন যাঁদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তারা তা সংগ্রহ করছেন। (১২৭৬) (আ.প্র. ৩৬২৫, ই.ফা. ৩৬২৯)

۳۹۱۵. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُشَيْرٍ حَدَّثَنَا زَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَذَرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسْرُكُ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَجَرْتُنَا مَعَهُ وَجَاهَدْنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجُوتًا مِنْهُ كَقَافَا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبِي لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَتَرْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَ نَجُوتًا مِنْهُ كَقَافَا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي

৩৯১৫. আবু বুরদাহ ইবনু আবু মুসা আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কী বলেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবু মুসা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট আছ যে, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরাত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবদ্দশায় করা আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি তা আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক। তাঁর মৃত্যুর পর, আমরা যে সব আমল করেছি, তা আমাদের জন্য সমান সমান হোক। তখন তোমার পিতা আবু মুসা (رضي الله عنه) বললেন, না কেননা, আল্লাহর কসম, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর জিহাদ করেছি, সলাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং রহু নেক

আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের সাওয়াব-এর আশা রাখি। তখন আমার পিতা [‘উমার (রাঃ)] বললেন, কিন্তু আমি ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে ‘উমারের প্রাণ, এতেই সন্তুষ্ট যে, (আগের ‘আমাল) আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর মৃত্যুর পর আমরা যে সব আমল করেছি তা হতে যেন আমরা রেহাই পাই সমান সমানভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা হতে উত্তম। (আ.প্র. ৩৬২৬, ই.ফা. ৩৬৩০)

৩৯১৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَعْنِي عَنْهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبْ فَانظُرْ هَلْ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ اسْتَيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نُهْرُولُ هَزُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ

৩৯১৬. আবু ‘উসমান (রহ.) বলেন, আমি ইব্নু ‘উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে একথা বলা হলে, “আপনি আপনার পিতার আগে হিজরাত করেছেন” তিনি রাগ করতেন। ইব্নু ‘উমার (রাঃ) বলেন, আমি এবং ‘উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। তখন তাঁকে কায়লুলাহ অবস্থায় পেলাম। কাজেই আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর ‘উমার (রাঃ) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন যাও; গিয়ে দেখ নাবী (সঃ) জেগেছেন কিনা? আমি এসে তাঁর কাছে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে বায়‘আত করলাম। তারপর ‘উমার (রাঃ) এর নিকট এসে তাঁকে খবর দিলাম যে, তিনি জেগে গেছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম দ্রুতবেগে। তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করে বায়‘আত করলেন। তারপর আমিও নাবী (সঃ)-এর হাতে আবার বায়‘আত করলাম। (৪১৮৬, ৪১৮৭) (আ.প্র. ৩৬২৮, ই.ফা. ৩৬৩১)

৩৯১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُجِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصِيدِ فَخَرَجْنَا لَيْلًا فَأَخَذْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ طِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَوْهُ مَعِيَ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ أَنْفَضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاجٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي عُتَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ أَنَا لِفُلَانٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِي عَنِيكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاءَ مِنْ عَنِيهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الصَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَشْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَضِيَتْ ثُمَّ ازْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا

৩৯১৭. আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবু বাকর (রাঃ) আমার পিতা আযিব (রাঃ)-এর নিকট হাওদা কিনলেন। আমি আবু বাকরের সাথে কেনা সহীদুল বুখারী (৩য়)-৪৬

হাওদাটি বয়ে নিয়ে চললাম। তখন আমার পিতা আযিব (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁর হিজ্রাতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, আমাদের খোঁজ করার জন্য মুশরিকরা লোক নিয়োগ করছিল। অবশেষে আমরা রাত্রিকালে বেরিয়ে পড়লাম এবং একরাত ও একদিন একটানা চলতে থাকলাম। যখন দুপুর হয়ে গেল, তখন একটি বিরাট পাথর নযরে পড়ল। আমরা সেটির কাছে এলাম, পাথরটির কিছু ছায়া পড়ছিল। আমি সেখানে গিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য আমার সঙ্গের চামড়াখানি বিছিয়ে দিলাম। নাবী (ﷺ) ওটার উপর শুয়ে পড়লেন। আমি এদিক-ওদিক খোঁজ নেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক বকরীর রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীগুলো নিয়ে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার গোলাম? সে বলল, আমি অমুকের। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বকরীর পালে দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি কি কিছু দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। সে তাঁর পাল হতে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝোড়ে মুছে সাফ করে নাও। সে একপাত্র ভর্তি দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে রেখেছিলাম। আমি তা হতে দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিলাম। ফলে পাত্রের তলা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললাম, পান করুন, ইয়া রসূলুল্লাহ! রসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনভাবে পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমরা যাত্রা করলাম এবং অনুসন্ধানকারী আমাদের পিছনে ছিল। (২৪৩৯) (আ.প্র. ৩৬২৯, ই.ফা. ৩৬৩২ প্রথমংশ)

৩৯১৮. قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بَنِيَّةُ

৩৯১৮. বারা (رضي الله عنه) বলেন, আমি আবু বকরের সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকলাম।^১ তখন দেখলাম তাঁর মেয়ে 'আয়িশাহ (عائشة) বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর জ্বর হয়েছে। তাঁর পিতা আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে দেখলাম তিনি মেয়ের গালে চুমু^২ খেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি কেমন আছ? (আ.প্র. ৩৬২৯, ই.ফা. ৩৬৩২ শেষাংশ)

৩৯১৯. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَادِمٍ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ فَعَلَّقَهَا بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ

নাবী (ﷺ)-এর খাদিম আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাদীনাহুয় আগমন করলেন। এই সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাদা কাল চুলওয়ালা আবু বাকর (رضي الله عنه) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর চুলে মেহদী ও কতম (এক প্রকার পাতা) একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। (৩৯২০)

^১ আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর সাথে তাঁর ঘরে বারা (رضي الله عنه)-এর উক্ত প্রবেশটি ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে এবং তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন।

^২ আবু বাকর (رضي الله عنه)- কর্তৃক স্বীয় কন্যা 'আয়িশাহ (عائشة)-এর চুমু খাওয়া ছিল স্নেহ ও সোহাগের; কেননা তিনি তখন ছোট ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩২৬ পৃষ্ঠা)

৩৭২০. وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ ۞ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ۞ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أَسَنَ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَّقَهَا بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَتْنَا لَوْنَهَا
৩৯২০. আনাস ইবনু মালিক (رضি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাদীনাহয় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবু বাকর (رضি) ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। তিনি মেহেদী ও কতম একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল টুকটুকে লাল রং ধারণ করেছিল। (৩৯১৯) (আ.প্র. ৩৬৩০, ই.ফা. ৩৬৩৩)

৩৭২১. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ۞ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ رَأَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ

وَمَاذَا بِالْقَلْبِ قَلْبٍ بَدْرٍ مِنْ الشَّيْزَى تُزَيْنُ بِالسَّنَامِ
وَمَاذَا بِالْقَلْبِ قَلْبٍ بَدْرٍ مِنْ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرِبِ الْكِرَامِ
وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوِيٍّ مِنْ سَلَامٍ
يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةٍ أَصْدَاءَ وَهَامِ

৩৯২১. 'আয়িশাহ (رضি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাকর (رضি) কালব গোত্রের উম্মে বাকর নামী এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। যখন আবু বাকর (رضি) হিজরাত করেন, তখন তাকে তালাক দিয়ে যান। তারপর ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই বিয়ে করে নিল। এই লোকটিই হল সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফিরদের শোকগাঁথা রচনা করেছিল।

বাদর প্রান্তে কালীব নামক কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ সব কাফিরগণ আজ কোথায় যাদের শিষ্য নামক কাঠের তৈরি খাদ্য-পাত্রে উটের কুঁজের গোশতে সুসজ্জিত থাকত।

বাদরের কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণ আজ কোথায় যারা গায়িকা ও সম্মানিত মদ্যপানকারী নিয়ে নিমগ্ন ছিল।

উম্মু বাকর শান্তির স্বাগত জানাচ্ছে। আর আমার কাওমের পর আমার জন্য শান্তি কোথায়?

রসূল আমাদের বলেছেন যে, শীঘ্রই আমাদের জীবিত করা হবে। কিন্তু চলে যাওয়া আত্মা ও মাথার খুলির জীবন ফিরবে আবার কিভাবে?" (আ.প্র. ৩৬৩১, ই.ফা. ৩৬৩৪)

৩৭২২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ۞ قَالَ كُنْتُ

مَعَ النَّبِيِّ ۞ فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَاطَأَ بَصْرَةَ رَأْسِي قَالَ اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ اثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا

৩৯২২. আবু বাকর (رضি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকালাম এবং লোকের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! তাদের কেউ নীচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বাকর! চুপ থাক। আমরা দু'জন আল্লাহ্ হলেন যাদের তৃতীয়। (৩৬৩৩) (আ.প্র. ৩৬৩২, ই.ফা. ৩৬৩৫)

৩৯২৩. আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নাবী (ﷺ)-এর কাছে এল এবং তাঁকে হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, ওহে! হিজরাত বড় কঠিন কাজ। এরপর বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটের সাদকা আদায় কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটনীর দুধ অন্যকে পান করতে দাও। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যেদিন পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে উটগুলি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন কি তুমি দুধ দোহন করে দান কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের অপর প্রাণ্ড থেকেই নেক আমাল করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার আমালের কিছুই ঘাটতি করবেন না।' (১৪৫২) (আ.প্র. ৩৬৩৩, ই.ফা. ৩৬৩৬)

৬৩/৪৬. অধ্যায় : নাবী (সহাবা) ও তাঁর সহাবীবর্গের মাদীনাহ উপস্থিতি।

৩৯২৪. বারা (১৯২৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বাত্মে আমাদের মধ্যে মাদীনাহুয় আগমন করেন মুস'আব ইব্নু উমায়ের ও ইব্নু উম্মু মাকতুম (১৯২৪)। অতঃপর আমাদের কাছে আসেন আম্মার ইব্নু ইয়াসির ও বিলাল (১৯২৫, ৪৯৪১, ৪৯৯৫) (আ.প্র. ৩৬৩৪, ই.ফা. ৩৬৩৭)

^১ ইসলামের প্রতিকূল অবস্থায় থেকেও যথাসাধ্য আল্লাহর বিধান পালন করতে পারলে সে স্থান হতে হিজরাত ওয়াজিব নয়।

উক্ত হাদীসে এঁরও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হিজরাত সম্পর্কে প্রশংসারী জিজ্ঞাসাটি ছিল মাক্কাহ বিজয়ের পর; কেননা তা বিজয়ের পূর্বে হিজরাত প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব ছিল। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠা)

৩৯২৫. বারা' ইব্নু আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বাত্মে আমাদের মধ্যে মাদীনাহয় আসলেন মুস'আব ইব্নু উমায়ের এবং ইব্নু উম্মু মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইব্নু ইয়াসির (رضي الله عنه) এরপর 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর বিশজন সহাবীসহ মাদীনাহয় আসলেন। তারপর নাবী (ﷺ) আগমন করলেন। তাঁর আগমানে মাদীনাহবাসী যতখানি আনন্দিত হয়েছিল ততখানি আনন্দিত হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল, নাবী (ﷺ) শুভাগমন করেছেন। বারা (رضي الله عنه) বলেন, তাঁর আগমনের পূর্বেই মুফাস্সালের^২ কয়েকটি সূরাহসহ আমি سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরাহ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম। (৩৯২৪) (আ.প্র. ৩৬৩৫, ই.ফা. ৩৬৩৮)

৩৭২৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَبِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ : كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَفْلَعَ عَنْهُ الْحُمَى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتُ لَيْلَةً . يَوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرَدَنْ يَوْمًا مِثَاةً مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةً وَطَفِيلٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمِدْيَها وَانْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

৩৯২৬. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মাদীনাহয় আসলেন, তখন আবু বাকর ও বিলাল (رضي الله عنه) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন? 'আযিশাহ (رضي الله عنه) বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) জ্বরে পড়লেই এ পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন।

“প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয়

অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অতি নিকটে।”

আর বিলাল (رضي الله عنه)-এর অবস্থা ছিল এই যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত

তখন কণ্ঠস্বর উঠে করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেন :

“হায়, আমি যদি জানতাম আমি এ মাক্কাহ উপত্যকায় আবার রাত্রি কাটাতে পারব কিনা

^২ কুরআন মাজীদে শেষ অংশের সূরাহ সমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়, কেননা তাতে প্রতিটি সূরাহ এর মধ্যে ছোট ছোট ধারায় বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুফাস্সালের শুরু হচ্ছে : সূরাহ আল হুজুরাত। অতঃপর মুফাস্সালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) তিওয়াল মুফাস্সাল : আল হুজুরাত হতে আল বুরুজ পর্যন্ত। (২) ওয়াসাত মুফাস্সাল : আল বুরুজ হতে আল বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত। (৩) কিসার মুফাস্সাল : আল বাইয়্যিনাহ হতে আল ফুরকানের শেষ পর্যন্ত। (সূত্র : ইতহাফুল কিয়াম- তা'লীক-বুলুগল মারাম ৮৫পৃষ্ঠা)

যেখানে ইযখির ও জলীল ঘাস আমার চারপাশের বিরাজমান থাকত।

হায়, আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে যে, আমি মাজান্নাহ নামক কূপের পানি পান করতে পারব! এবং শামাহ ও তাফিল পাহাড় কি আর আমার চোখে পড়বে!”

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দু’আ করলেন, হে আল্লাহ! মাদীনাহকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মাক্কাহ বরং তার থেকেও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মাদীনাহকে স্বাস্থ্যকর করে দাও। মাদীনাহর সা ও মুদ এর মধ্যে বকরত দান কর। আর এখানকার জুরকে সরিয়ে জুহফায় নিয়ে যাও।

(১৮৮৯) (আ.প্র. ৩৬৩৬, ই.ফা. ৩৬৩৯)

৩৭২৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيْثَارِ أَخْبَرَهُ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ خَيْثَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا (ﷺ) بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَمَنَ بِمَا بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدٌ (ﷺ) ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنَلْتُ صَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ

৩৯২৭. ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আদী (রহ.) বলেন, আমি “উসমান (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনার পর তাশাহুদ পাঠের পর বললেন, আম্মা বা’দু। আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর আস্থানে সাড়া দিয়েছিলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে যে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল তৎপ্রতি ঈমান এনেছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। উভয় হিজরাতে’ অংশ নিয়েছি। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁর হাতে বায়’আত করেছি, আল্লাহর শপথ আমি কখনো তাঁর নাফরমানী করিনি তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। (৩৬৯৬)

ইসহাক কালবী শু’য়ায়বের অনুসরণ করে যুহরী সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৩৬৩৭, ই.ফা. ৩৬৪০)

৩৭২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَمِينِي فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِجَالُ النَّاسِ وَغَوَاةَهُمْ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُمَهِّلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَتُخْلَصُ لِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لَا قَوْمَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقَوْمُهُ بِالْمَدِينَةِ

৩৯২৮. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে বছর 'উমার (রাঃ) শেষ হাজ্জ আদায় করেন সে বছর 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রাঃ) মিনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং সেখানে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 'আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, হাজ্জ মওসুমে বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন সব রকমের মানুষ জড় হয়। তাই আমার বিবেচনায় আপনি ভাষণ দান করবেন না এবং মাদীনাহ গিয়ে ভাষণ দান করুন। মাদীনাহ হল দারুল হিজরাত, (হিজরাতের স্থান) রসূল (সাঃ)-এর সূনাতের পবিত্র ভূমি। সেখানে আপনি অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত লোককে একত্র পাবেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, মাদীনাহয় গিয়েই প্রথমেই অবশ্যই আমার ভাষণ দিব। (২৪৬২) (আ.প্র. ৩৬৩৮, ই.ফা. ৩৬৪১)

৩৭২৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَت النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَيْتُ عُثْمَانَ عِنْدَنَا فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى تَوَفَّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَاهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَذْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَا أَذْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَذْرِي وَاللَّهُ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُرِي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَأَخْبَرْتَنِي ذَلِكَ فَبِئْسَتْ قَرِيبَتْ لِعُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ

৩৯২৯. খারিজাহ ইবনু যাঁয়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, উম্মুল 'আলা' (রাঃ) নামী এক আনসারী মহিলা নাবী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসারদের মধ্যে লটারী হয় তখন 'উসমান ইবনু মায'উনের বসবাস আমাদের অংশে পড়ল। উম্মুল 'আলা' (রাঃ) বলেন, এরপর তিনি আমাদের এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার সেবা শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। আমরা কাফনের কাপড় পরিয়ে দিলাম। তারপর নাবী (রাঃ) আমাদের এখানে আসলেন। ঐ সময় আমি 'উসমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলছিলাম। হে আবু সাযিব! তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক। তোমার সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নাবী (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। হে আল্লাহর রসূল! আমি তো জানি না। তবে কাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন? নাবী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! 'উসমানের মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে কল্যাণের আশা পোষণ করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা আল্লাহ আমার সাথে কী ব্যবহার করবেন। উম্মুল 'আলা' (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি এ কথা শুনার পর আর কাউকে পূত-পবিত্র বলব না। উম্মুল 'আলা' (রাঃ) বলেন, নাবী (রাঃ)-এর এ কথা আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, "উসমান ইবনু মায'উন (রাঃ)-এর জন্য একটি নহর জারি রয়েছে। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নটি বললে তিনি বললেন, এ হচ্ছে তার সৎ 'আমাল"। (১২৪৩) (আ.প্র. ৩৬৩৯, ই.ফা. ৩৬৪২)

৩৭৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ بُعِثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلُؤُهُمْ وَقِيلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ

৩৯৩০. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু‘আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-এর পক্ষে তাঁর হিজরাতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন, যা তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল। রসূল (ﷺ) যখন মাদীনাহয় আসলেন তখন তাদের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নানা দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অনেক নেতা নিহত হয়েছিল। (৩৭৭৭) (আ.প্র. ৩৬৪০, ই.ফা. ৩৬৪৩)

৩৭৩১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُندَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِظْرِ أَوْ أَضْحَى وَعِنْدَهَا قَتَيْنَانِ تَغْيِيَانِ بِمَا تَقَادَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْنًا وَإِنَّ عَيْنَنَا هَذَا الْيَوْمَ

৩৯৩১. ‘আয়িশাহ রাঃ হতে বর্ণিত যে, আবু বাকর রাঃ ঈদুল তিফতর অথবা ঈদুল আযহার দিনে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন নাবী রাঃ ‘আয়িশাহ রাঃ-এর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় দু’জন অল্প বয়স্কা বালিকা এ কবিতাটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করছিল যা আনসারগণ বু‘আস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। তখন আবু বাকর রাঃ দু’বার বললেন, এ হল শয়তানের ঢাল। নাবী রাঃ বললেন, হে আবু বাকর, ওদেরকে ছাড়। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঈদ আছে আর আজ হল আমাদের ঈদের দিন। (৯৪৯) (আ.প্র. ৩৬৪১, ই.ফা. ৩৬৪৪)

৩৭৩২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي غُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ بْنِ النَّجَّارِ قَالَ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بْنُ النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءٍ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْقَعَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بَيْنَاءَ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ بْنِ النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي حَائِطُكُمْ هَذَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرْبٌ وَكَانَ فِيهِ تَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُفِشَتْ وَبِالْخِرْبِ فَسُوِّتْ وَبِالتَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوا التَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عِصَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُولُونَ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَنْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৩৯৩২. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মাদীনাহু আসলেন তখন মাদীনাহুর উঁচু এলাকার 'আমর ইব্নু 'আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন থাকলেন। এরপর তিনি বানু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকেদের কাছে খবর পাঠালেন। তারা সকলেই তরবারি ঝুলিয়ে হাযির হলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, সেই দৃশ্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রসূল (সঃ) তাঁর সওয়ারীর উপর এবং আবু বাকর (রাঃ) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর বানু নাজ্জারের নেতাগণ রয়েছেন তাদের পার্শ্বে। অবশেষে আবু আইউব (রাঃ)-এর বাড়ির চত্বরে তিনি (সঃ) তাঁর মালপত্র নামালেন। রাবী বলেন, ঐ সময় রসূল (সঃ) যেখানেই সলাতের সময় হত সেখানেই সলাত আদায় করে নিতেন। এবং তিনি কোন কোন সময় ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও সলাত আদায় করতেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি মাসজিদ তৈরির নির্দেশ দিলেন। তিনি বনী নাজ্জারের নেতাদের ডাকলেন এবং তারা এলে তিনি বললেন, তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা বিক্রি করব না। আল্লাহ শপথ-এর বিনিময় আল্লাহর নিকটই চাই। রাবী বলেন, এখানে কি ছিল, আমি তোমাদের বলছি স্থানে তখন ছিল মুশরিকদের পুরাতন কবর, বাড়ী ঘরের কিছু ভগ্নাবশেষ কয়েকটি খেজুরের গাছ। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবরগুলি মিশিয়ে দেয়া হল। ভগ্ন চিহ্ন সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হল। রাবী বলে, কাটা খেজুর গাছের কান্ডগুলি মাসজিদের কেবলার দিকে এর খুঁটি হিসেবে এক লাইনে স্থাপন করা হল এবং খুঁটির ফাঁকা স্থানে রাখা হল পাথর। তখন সহাবাগণ পাথর বয়ে আনছিলেন এবং ছন্দ যুক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন : আর রসূল (সঃ) তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বলেছিলেন,

হে আল্লাহ! আসল কল্যাণ কেবলমাত্র আখিরাতের কল্যাণ।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সাহায্য কর। (২৩৪১) (আ.প্র. ৩৬৪২, ই.ফা. ৩৬৪৫)

১৭/৭৩. بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَائِ نُسُكِهِ

৬৩/৪৭ অধ্যায় : হাজ্জ সমাধার পর মুহাজিরগণের মাক্কাহয় অবস্থান।

৩৭৩৩- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ التَّمِيمِ مَا سَمِعْتُ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ

৩৯৩৩. 'উমার ইব্নু আবদুল 'আযীয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি সাইব ইব্নু উখতিননামর (রাঃ) কে জিজ্ঞাস করলেন, আপনি মাক্কাহয় অবস্থান ব্যাপারে কী শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-এর কাছে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর' আদায় করার পর তিন দিন মাক্কাহয় থাকার অনুমতি আছে।^১ (মুসলিম ১৫/৮১, হাঃ নং ১৩৫২, আহমাদ ২০৫৪৮) (আ.প্র. ৩৬৪৩, ই.ফা. ৩৬৪৬)

^১ হাজ্জ কার্যসমূহ সমাপন করে মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করার পর কাবা ঘরের যে তাওয়াফ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

৬৩/৪৮. অধ্যায় : তারিখ, কোথা হতে তারিখ

مِنْ مَّبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوْا إِلَّا مِنْ مَّقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ

٣٩٣٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلَى تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

٤٩/٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَمَرَثِيَّتِهِ لِمَنْ

مَاتَ بِمَكَّةَ

৬৩/৪৯. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর উক্তি, হে আল্লাহ! আমার সহাবাগণের হিজরাতকে অটুট রাখুন এবং মাক্কাহয় মৃত সহাবীদের উদ্দেশে শোক জ্ঞাপন।

٣٩٣٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ نَبِيٍّ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَحْيِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا بَرْتَنِي إِلَّا ابْنَةُ لِي وَاحِدَةً فَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالٍ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَكْفُقُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ بِنَافِعٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتُ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ

² মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে যারা হিজরাত করেছিলেন তাদের জন্য পুনরায় মাক্কাহয় অবস্থান করা হারাম ছিল। কিন্তু যারা হায্জ বা 'উমরাহ এর উদ্দেশ্যে মাক্কাহয় আসবে তারা তাদের হায্জ 'উমরাহ এর কাজ সমাধা করে মাত্র তিন দিন প্রয়োজন হলে অবস্থান করতে পারবে-তাতে নিষেধ নেই।

وَيُضَرِّبُكَ آخِرُؤْنَ اللّٰهُمَّ أَمِضْ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِيْنِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُؤْفِيْ بِمَكَّةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفٍ وَمُوْسَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ

৩৯৩৬. সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, বিদায় হাজ্জের বছর আমি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছাকাঠি হই তখন রসূল (ﷺ) আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার রোগ কি পর্যায় পৌছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, হে সা'দ, এক তৃতীয়াংশ দান কর। এবং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশি। তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে সম্পদশালী রেখে যাও তা-ই উত্তম, এর চেয়ে তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট ভিক্ষা করে। আহমাদ ইবনু ইউসুফ (রহ.).....ইবরাহীম (রহ.) হতে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার ওয়ারিশদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান তোমাকে দেবেন। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের হতে পশ্চাতে থাকব? তিনি বললেন, তুমি কক্ষণো পিছে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তুমি যে কোন নেক 'আমাল করবে তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি হবে। সম্ভবতঃ তুমি বয়স বেশি পাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরাতকে অটুট রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎযুগী করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত সা'দ ইবনু খাওলাহর মাঝাহয় মৃত্যুর কারণে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহমাদ ইবনু ইউনুস (রহ.) ও মুসা (রহ.) ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ তোমার ওয়ারিশদের রেখে যাওয়া....। (৫৬) (আ.প্র. ৩৬৪৬, ই.ফা. ৩৬৪৯)

৫০/৬৩. بَابُ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ

৬৩/৫০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ) কিভাবে তাঁর সহাবীদের ভিতর ভ্রাতৃত্ববন্ধন মজবুত করলেন।

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মাদীনাহ এলাম তখন আমার ও সা'দ ইবনু রাবী'র মধ্যে নাবী (ﷺ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়ে দেন এবং আবু জুহাইফাহ (রাঃ) বলেন, সালমান ও আব্দ দারদা (রাঃ)-এর মধ্যে নাবী (ﷺ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন।

৩৯৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلِّينِ عَلَى السُّوقِ قَرِيبَ شَيْئًا مِنْ أَوَّلِ وَسْمِنِ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضُرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُفِتَ فِيهَا فَقَالَ وَزَنَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاءٍ

৩৯৩৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্নু 'আউফ (রাঃ) যখন মাদীনাহয় আসলেন, তখন নাবী (সাঃ) তাঁর ও সা'দ ইব্নু রাবী' আনসারী (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়ে দিলেন। সা'দ (রাঃ) তার সম্পদ ভাগ করে অর্ধেক সম্পদ এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য 'আবদুর রহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে এখানকার বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি মুনাফা হিসেবে কিছু ঘি ও পনির লাভ করলেন। কিছুদিন পরে নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে তার দেখা হল। তিনি (সাঃ) তখন তার গায়ে ও কাপড়ে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবদুর রাহমান, ব্যাপার কি! তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নাবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কী পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে খেজুর বিটির পরিমাণ সোনা দিয়েছি। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালীমাহ করে নাও। (২০৪৯) (আ.প্র. ৩৬৪৭, ই.ফা. ৩৬৫০).

باب ৫১/৬৩

৬৩/৫১. অধ্যায় :

৩৭৩৮-باب حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِ جَبْرِيلُ أَنِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذَلِكَ عَذْوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَخْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرِيزَادَةُ كَبِدِ الْحَوْتِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ فَاسْأَلُهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي فَجَاءَتْ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا شَرْنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَتَفَضَّوْهُ قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

৩৯৩৮. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্নু সালাম (রাঃ)-এর নিকট নাবী (সাঃ)-এর মাদীনাহয় আসার খবর পৌঁছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর ঠিক উত্তর নাবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (১) কিয়ামতের

সর্বপ্রথম 'আলামত কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কী? (৩) কী কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার মত কখনো বা মায়ের মত হয়? নাবী (ﷺ) বললেন, এ বিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিব্রাইল (ﷺ) আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) একথা শুনে বললেন, তিনিই ফেরেশতাদের মধ্যে ইয়াহুদীদের দূশমন। নাবী (ﷺ) বললেন, (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত লেলিহান অগ্নি যা মানুষকে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে একত্র করবে। (২) সর্বপ্রথম খাদ্য যা জান্নাতবাসী খাবে তা হল মাছের কলিজার বাড়তি অংশ (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার মত হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের মত হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহু ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল, ইয়াহুদীগণ এমন একটি জাতি যারা অন্যের কুৎসা রটনায় খুব পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। নাবী (ﷺ) তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তিনি আমাদের সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সন্তান। নাবী (ﷺ) বললেন, আচ্ছা বলত, যদি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ইসলাম কবুল করে তাহলে কেমন হবে? তোমরা তখন কি করবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে একাজ হতে রক্ষা করুন। নাবী (ﷺ) আবার এ কথাটি বললেন, তারাও আগের মত উত্তর দিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বেরিয়ে আসলেন, এবং বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ তা শুনে ইয়াহুদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান। অতঃপর তারা তাকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে আরো অনেক কথাবার্তা বলল। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এটাই আশংকা করেছিলাম। (৩৩২৯) (আ.প্র. ৩৬৪৮, ই.ফা. ৩৬৫১)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَيْعٍ أَبِي الْمَيْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَيْسَبَةَ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيُضْلِحُ هَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ بَغَتْهَا فِي السُّوقِ فَمَا غَابَهُ أَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَّبَاعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدَا يَسِيدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَيْسَبَةَ فَلَا يُضْلِحُ وَالْوَرْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَّبَاعُ وَقَالَ نَيْسَبَةَ إِلَى التَّوَسُّمِ أَوْ الْحُجِّ

৩৯৩৯-৩৯৪০. 'আবদুর রাহমান ইবনু মুতাস্ঈম (রাঃ) বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এমন কেনাবেচা কি জাযিয়? তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, আমি তা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি তাতে কেউ ত আপত্তি করেন নি। এরপর আমি বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) যখন মাদীনাহয় আসলেন তখন আমরা এ রকম বাকীতে কেনাবেচা করতাম; তখন তিনি বললেন যদি নগদ হয় তবে তাতে কোন বাধা নেই। আর যদি ধারে হয় তবে জাযিয় হবে না। তুমি যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করে নাও। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এরপর আমি যায়দ ইবনু আরকামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও এ রকমই বললেন। রাবী সুফইয়ান (রহ.) হাদীসটি কখনও

এভাবে বর্ণনা করেন “...” নাবী (ﷺ) যখন মাদীনাহুয় আমাদের কাছে আসেন, তখন আমরা হাজ্জের মৌসুম পর্যন্ত মিয়াদে বাকীতে কেনাবেচা করতাম। (২০৬০, ২০৬১) (আ.প্র. ৩৬৪৯, ই.ফা. ৩৬৫২)

৫২/৬৩. بَابُ إِثْبَانِ الْيَهُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

৬৩/৫২. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর মাদীনাহুয় আগমনে তাঁর নিকট ইয়াহুদীদের উপস্থিতি।

هَذَاوَا صَارُوا يَهُودًا وَأَمَّا قَوْلُهُ هَذَا ثَبَّنَا هَائِدُ ثَائِبُ

হাউয়া অর্থ ইয়াহুদী হয়ে গেছে। হুদা অর্থ আমরা তাওবা করেছি। হাইদু অর্থ তাওবাকারী।

৩৭৬১. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ آمَنَ

بِي عَشْرَةَ مِنَ الْيَهُودِ لَأَمَنَ بِي الْيَهُودُ

৩৯৪১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহুদী ঈমান আনত তবে গোটা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত।^১ (মুসলিম ৫০/৩, হাঃ নং ২৭৯৩) (আ.প্র. ৩৬৫০, ই.ফা. ৩৬৫৩)

৩৭৬২. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَإِذَا أَنْاسُ مِنَ الْيَهُودِ يُعْظَمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ

৩৯৪২. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন মাদীনাহুয় আসলেন, তখন ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আশুরার দিনকে খুব সম্মান করত এবং সেদিন তারা সাওম পালন করত। এতে নাবী (ﷺ) বললেন, ইয়াহুদীদের চেয়ে ঐ দিন সাওম পালন করার আমরা বেশি হকদার। তারপর তিনি সবাইকে সাওম পালন করার নির্দেশ করলেন। (২০০৫) (আ.প্র. ৩৬৫১, ই.ফা. ৩৬৫৪)

৩৭৬৩. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ

৩৯৪৩. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) যখন মাদীনাহুয় আসেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা ‘আশুরা দিবসে সাওম পালন করে। তাদেরকে সাওম পালনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ তা‘আলা মুসা (ﷺ) ও বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানে সাওম পালন করি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

^১ উক্ত হাদীসে দু’প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে (১) উক্ত হাদীসটি নাবী (ﷺ) যে সময়ে বলেন, সে সময় পর্যন্ত যদি দশজন ইয়াহুদী নাবী (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনত তবে সমগ্র ইয়াহুদী জাতি ঈমান আনত। (২) উক্ত হাদীসে নাবী (ﷺ) বিশেষ দশজন ইয়াহুদী নেতার প্রতি ইঙ্গিত করেন যারা সকলে ঈমান আনলে তাদের প্রভাবে তাদের সম্প্রদায়ের সকলেই ঈমান আনত। কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্য হতে খুব অল্প সংখ্যক ঈমান এনেছিল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন : আবদুল্লাহ ইবনু সালাম। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা)

তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা (عليه السلام)-এর বেশি নিকটবর্তী। এরপর তিনি সাওম পালনের নির্দেশ দিলেন। (২০০৪) (আ.প্র. ৩৬৫২, ই.ফা. ৩৬৫৫)

৩৭৬৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ

৩৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) চুলে সিঁথি না কেটে সোজা পিছনে দিতেন। আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটত। আহলে কিতাব সিঁথি কাটত না। নাবী (ﷺ) আল্লাহর নিকট হতে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণ পছন্দ করতেন। তারপর (ওয়াহী মুতাবেক) তাঁর মাথায় সিঁথি কাটলেন। (৩৫৫৮) (আ.প্র. ৩৬৫৩, ই.ফা. ৩৬৫৬)

৩৭৬৫. حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي يُوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ أَجْزَاءً فَأَمَّنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (الحجر: ৯১)

৩৯৪৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কোন কোন বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে আর কোন কোন বিষয়কে অস্বীকার করেছে। রাবী আল্লাহর এ বাণী বুঝাতে চেয়েছেন—“যারা কুরআনকে খণ্ড খণ্ড ক'রেছে” (সূরাহ আল-হিজর : ৯১) (৪৭০৫, ৪৭০৬) (আ.প্র. ৩৬৫৪, ই.ফা. ৩৬৫৭)

০৫/৬৩. بَابُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৬৩/৫৩. অধ্যায় : সালমান ফারসী (رضي الله عنه)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৩৭৬৭. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شَفِيْقٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ

৩৯৪৬. সালমান ফারসী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি দশ জনেরও অধিক মালিকের অধীনে হাত বদল হতে থাকেন। (আ.প্র. ৩৬৫৫, ই.ফা. ৩৬৫৮)

৩৭৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ غَوْفٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ ﷺ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامٍ هُرْمُزٍ

৩৯৪৭. আবু “উসমান (رضي الله عنه) বলেন, আমি সালমান (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি রাম হুরমুয এর বাসিন্দা। (আ.প্র. ৩৬৫৬, ই.ফা. ৩৬৫৯)

৩৭৬৯. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُذْرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتَرَهُ بَيْنَ عَيْسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ سِتُّ مِائَةِ سَنَةٍ

৩৯৪৮. সালমান ফারসী (رضي الله عنه) বলেন, ‘ঈসা এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে ছয় শত বছরের পার্থক্য ছিল। (আ.প্র. ৩৬৫৭, ই.ফা. ৩৬৬০)

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সহীহুল বুখারী চতুর্থ খণ্ডের পর্ব নির্দেশিকা

পর্ব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	হাদীস নং
৬৪	মাগাযী	১-২৭০	৯০টি	৩৯৪৯-৪৪৭৩
৬৫	কুরআন মাজীদের তাফসীর	২৭১-৬৪৭	সূরা ১১৪টি	৪৪৭৪-৪৯৭৭
৬৬	আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ	৬৪৯-৬৮৪	৩৭টি	৪৯৭৮-৫০৬২

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুম'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী।

বাল্য জীবন : অতি অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল, এতে তাঁর মাতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, ফলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন। হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন ইবরাহীম ('আ.) এসে তাঁর মাকে বলছেন, তোমার শিশুপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সত্যিই তিনি সকালে দেখলেন ইমাম বুখারী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা জীবন : অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারী (রহ.) পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্ত করেন। দশ বছর বয়সে তাঁর মাঝে হাদীস মুখস্ত করার প্রবল স্পৃহা দেখা দেয়। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। দারসে অপরাপর ছাত্র শিক্ষকের মুখ থেকে হাদীস শোনার পর লিখে নিতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) লিখতেন না। অন্য ছাত্ররা বলতো আপনি খাতা কলম ছাড়া বসে থাকেন কেন? এতে কি কোন ফায়দা আছে? প্রথমে তিনি কোন উত্তর দেননি। অতঃপর যখন অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্যাপারে খুব বেশী বলতে লাগল, তখন ইমাম বুখারী বলে উঠেন যে ঠিক আছে আপনাদের সমস্ত হাদীস নিয়ে আসুন। তাঁরা হাদীসসমূহ নিয়ে আসলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁদের সেই হাদীসসমূহ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মরণশক্তি সেদিন সকলকে কিংকর্তব্য বিমুঢ় করে দিয়েছিল।

হাদীস চর্চা : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কুফা, বাসরাহ, বাগদাদ, মাদীনাহ ও অন্যান্য নগরী সফর করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী। পূর্ণ নাম হলো-

الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه-

ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু হাদীসের হাফিযই ছিলেন না। বরং তিনি ফকীহ ও মুজতাহিদের সাথে সাথে **علل حديث** (হাদীসের ক্রটি বর্ণনার ক্ষেত্রে) এক মর্যাদাকর স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী বলেন : “ইরাক ও খোরাসানে হাদীসের ক্রটি বর্ণনা, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং হাদীসের সনদ সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাইল এর মত কাউকে দেখিনি”।

অনুরূপ আবু মুসআব তাঁর সম্পর্কে বলেন : “আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী এবং উল্লেখযোগ্য ফকীহ ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের চেয়ে”।

হাদীস সংকলনের নিয়ম : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সংকলনের পূর্বে গোসল করতেন। দু'রাকআত সলাত আদায় করে ইস্তিখারা করার পর এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

হাদীসের সংখ্যা : আল মু'জামুল মুফাহরাসের হিসাব অনুযায়ী সহীহুল বুখারীতে সর্বমোট ৭৫৬৩টি হাদীস রয়েছে। আর তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ৪০০০টি হাদীস আছে। এতে মোট ৯৮টি অধ্যায়

রয়েছে। ৬ লক্ষ হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে দীর্ঘ ১৬ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত মতে সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্য হতে এর মর্যাদা সবার উর্ধে এবং কুরআন মাজীদেবর পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। যেমন বলা হয়ে থাকে :

أصح الكتب بعد كتاب الله تحت أديم السماء كتاب البخاري-

“কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে আসমানের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী”।

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের ব্যাপারে দু’টি শর্তারো করেছেন :

১। বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

২। উসতায় ও ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া।

সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের বিভিন্ন কারণ : এর মধ্যে তিনটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহল :

১। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ ইসহাক বিন রাহউয়াই একদা তাঁর ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহ একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করতো তাহলে খুব ভাল হতো। এ থেকেই তাঁর মাঝে এ গ্রন্থ রচনা করার প্রেরণা জাগে।

২। কেউ কেউ বলেন : ইমাম বুখারী (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন রসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহ যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হবে। তারপর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বৎসরে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

৩। সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের পূর্বে সহীহ এবং যঈফ হাদীসগুলো আলাদা করে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে উভয় প্রকারের হাদীসই লিপিবদ্ধ ছিল। তাই মুসলিম সমাজে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করা হল- (১) মাক্কী ইবনু ইবরাহীম (২) ইবরাহীম ইবনু মুনজির (৩) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ (৪) আল হুমাইদী (৫) ইদাম বিন আবী আয়াস (৬) আহমাদ ইবনু হাম্বল (৭) আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.)।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা অসংখ্য, কোন বর্ণনা মতে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা ৯০ হাজার। তাঁর মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হলো : (১) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২) আবু ঈসা তিরমিযী (৩) আবদুর রহমান আন-নাসাঈ (৪) আবু হাতিম ও অন্যান্য।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর গ্রন্থসমূহ : (১) জামেউস সগীর (২) জুযউর রফউল ইয়াদাঈন (৩) জুযউল কিরাআত (৪) আদাবুল মুফরাদ (৫) তারীখুল কাবীর (৬) তারীখুল সগীর (৭) তারীখুল আওসাত (৮) বিররুল ওয়ালিদাঈন (৯) কিতাবুল ইলাল (১০) কিতাবুয যুআফা।

তিরোধান : হাদীসের জগতে অন্যতম দিক পাল জীবনের শেষ প্রান্তে সীমাহীন জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে খারতাস নামক পল্লবীতে ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতর নিজের ভক্তবৃন্দদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

٨- حاولنا في أداء التلغظ الصحيح بكتابة الألفاظ العربية باللغة البنغالية بطريقة قوينة مقاومة للتلفظ الفاحش -

٩- تم ذكر الفهارس العربية مع ذكر الفهارس البنغالية ليستفيد بها العلماء أيضاً -

١٠- ذكرت قائمة مستقلة للأحاديث القدسية التي ذكرت في الصحيح الإمام البخاري

١١- وتم ذكر عدد الأحاديث المتواترة.

١٢- وكذلك عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة

١٣- تم ذكر اسم السورة ورقم الآية في كل أية وردت في صحيح البخاري حتى في كل لفظ من ألفاظ القرآن جاء ذكره في صحيح البخاري .

وهذا المشروع النبيل الذي قامت بتنفيذه " التوحيد للطباعة والنشر " ما هو جهودها وحدها بل ساهم فيها العلماء الأعلام والمشايخ العظام مساهمة كريمة ونحن نشكر في هذا الصدد خاصة المجلس الاستشاري لما أنه تمت عملية الترجمة تحت إشراف ورعاية شيخ الحديث العلامة أحمد الله الرحماني الذي قام بإلقاء الدرس على صحيح البخاري لمدى أكثر من نصف قرن وشيخ الحديث عبد الخالق السلفي مدير المدرسة المحمدية العربية الذي له خبرة في تدريس صحيح البخاري لمدى أكثر من ربع القرن والعالم التربوي مدير مكتب بنغلاديش للمعلومات التربوية والإحصائيات لهيئة الإعلام التعليمي والحسابي التابعة لوزارة التعليم لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ إلياس علي والباحث المعاصر شيخ الحديث مصطفى بن بحر الدين القاسمي.

ونزجي أطيب شكرنا وأبلغ تقديرنا لمشايخ لجنة المراجعة ونخص بالذكر في هذه المناسبة الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام صاحب التصانيف الكثيرة الذي قام بأداء مسؤولية المراجعة وكتابة الهوامش الكثيرة المهمة وكذا شكر الأخ محبوب الإسلام صاحب وشقيقه السيد شفيق الإسلام "مطبعة حراء" ولا يفوتنا أن نعبر عن عظيم تقريرنا وخالص شكرنا لكل من أخلص لنا الدعم والتشجيع والنصح في هذه المناسبة الطيبة المباركة ونرجو من الأخوة القراء الكرام أن يقدموا لنا النصائح والاقتراحات ويدلونا على الأخطاء والتقصيرات التي قد يرونها في هذه الطبعة حسب مقتضى الطبيعة البشرية لاننا بشر ولسنا معصومين ولكننا نعدهم أننا سوف نقوم بتصحيح تلك الأخطاء في الطبعة القادمة سائلين المولي العلي القدير أن يتقبل جهودنا وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب .

تقديم

محمد ولي الله

مدير

التوحيد للطبعة والنشر

وأحيانا كتبوا ملحوظات طويلة وهوامش مستطيلة في الأحاديث التي تخالف مذاهبهم وبذلوا مساعيهم الخائبة لهدف الرد على الحديث الصحيح ليغتر بها القارئ وليظن أن كل ما ذكر في الهوامش فهو صحيح .

ومع الأسف الشديد أننا نتردد في وصف ترجمة شيخ الحديث عزيز الحق لصحيح البخاري فهل نسميها ترجمة صحيح البخاري أم الرد عليه لأنه قام بمعارضات شديدة على الأحاديث الصحيحة بالهوامش الطويلة فنراه أنه يفضل كتابة الهوامش على عملية الترجمة .

وقد تم نشر ترجمة لأحاديث صحيح البخاري مع الترقيم الصحيح عليها الذي تناوله علماء الأمة بقبول لأول مرة على أيدينا ولله الحمد على ذلك كما تحمل ترجمتنا مزايا أخرى أتيه :

١- تم ترتيب الأحاديث حسب ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي هو كتاب فريد قيم في قاموس الحديث وجمعت فيه ألفاظ أحاديث الكتب التسعة (صحيح البخاري والصحيح لمسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي والسنن لابن ماجة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والدارمي) على الترتيب الهجائي والذي نال قبولا عاما وشعبية كبيرة في الأوساط العلمية وعدد مجموع أحاديثه لصحيح البخاري ٧٥٦٣ وعدد أحاديث أدونيك بروكاشوني لصحيح البخاري ٧٠٤٢ وعدد أحاديث المؤسسة الإسلامية لصحيح البخاري ٦٩٤٠-

٢- تم ذكر أرقام الأحاديث المكررة أو المكرر جزءها أو مفهوما عند كل حديث مكرر حيث يمكن التناول بسهولة أن الحديث كم مرة ورد وأين ورد مثلا ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ أن نفس الحديث أو معناه أو موضوعه ورد في الأرقام التالية

١٠٠٢ ، ١٠٠٣ ، ١٣٠٠ ، ٢٨١٤ ، ٣٠٦٤ ، ٣١٧٠ ، ٤٠٨٨ ، ٤٠٨٩ ، ٤٠٩٠ ، ٤٠٩١ ، ٤٠٩٢ ، ٤٠٩٤ ، ٤٠٩٥ ، ٤٠٩٦ ، ٦٣٩٤ ، ٧٣٤١-

٣- إذا وافق حديث صحيح البخاري حديث الصحيح لمسلم ، ذكر رقم حديث مسلم مع ذكر الباب كما ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ "الصحيح لمسلم" ٥٤/٥ ورقم الحديث ٦٧٧ أي رقم الكتاب ٥ ورقم الباب ٥٤ ورقم الحديث ٦٧٧ -

٤- إذا وافق حديث صحيح البخاري حديث مسند الإمام أحمد ذكر رقم حديث المسند في آخر الحديث كما ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ "مسند أحمد ورقم الحديث ١٣٦٠٢"

٥- ذكر في آخر كل حديث أرقام المؤسسة الإسلامية وأدونيك بروكاشوني لوقوع الخلاف في الترقيم بينهما .

٦- تم ذكر رقم الكتاب أيضا مع ذكر رقم الباب في كل باب .

٧- تم الرد على الذين كتبوا هوامش طويلة في الأحاديث الصحيحة رداً عليها وتأيداً وتقليداً لمذهبهم رداً مدلاً .

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسباب والدواعي لترجمة صحيح البخاري بشكل جديد رغم وجودها بكثرة

الحمد لله الملك الأحد الفرد الصمد المنزل الكتاب وحيا متلوا والسنة غير متلوة هداية للناس إلى طريق الرشاد المتكفل بحفظهما إلى يوم الميعاد والصلوة والسلام على سيدنا محمد منقاد الإنسانية من الدمار إلى السداد.

أما بعد : فما من شك أن الكتاب والسنة مصدران أساسيان للتشريع الإسلامي الخالد فالقرآن كتاب سماوي امتاز المزايا انفرد بها من دون الكتب السماوية الأخرى وقد مضى على نزوله أربعة عشر قرناً دون أن يتعرض لأي تحريف أو تبديل بل هو لم يزل ولا يزال قائماً على مدى الدهر بشكل ثابت وصورة وحيدة لا اختلاف فيها مطلقاً وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل نفسه بحفظ هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث يقول : "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" وقد أفاد علماء الإسلام بأنه لا يراد الحصر في حفظ القرآن في معنى الآية بل كما أنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن فكذلك تكفل بحفظ السنة لأن السنة ما جاءت إلا عن طريق الوحي وقد قال الله جل وعلا : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » وما السنة إلا تفسير وبيان للقرآن الكريم وقيد واجبه أئمتنا العظام وسلفنا الصالح في جمع هذه السنة الغراء وتدوينها صعوبات وعراقيل وبذلوا في سبيل ذلك جهودهم الجبارة المشكورة.

وأجمعت الأمة على أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله وأنه عماد ديننا بعد القرآن الكريم -

ومن الحق ولو كان ذلك مرأً أننا نحن المسلمين البنغلاديشيين متخلفين جداً في دراسة الأحاديث النبوية وتلقيها والتعمق فيها رغم أنه بدأت عملية ترجمتها منذ زمن وهذا هو السبب أننا قد اخترنا طريق التقليد ونبذنا الكتاب والسنة وراءنا.

وكثير من المترجمين الذين قاموا بترجمة مثل هذه الكتب الصحيحة في بلادنا قد لجأوا إلى التأويل الفاسد والتحريف المعنوي لهدف تفضيل مذاهبهم كما ثبت أن الإمام البخاري جعل عنواناً مستقلاً في النسخة الأصلية في صحيحه باسم كتاب التراويح بعد كتاب الصوم ولكننا نجد في الطباعة الهندية مكتوباً مكانه "قيام الليل" وليس من المستبعد أنه تم ذلك بضغط علماء ديوبند بالهند إلا أن الناشر قد ذكر في هامش الكتاب "كتاب التراويح" وكتب تحت الباب بأحرف قصيرة الحجم "اتفقوا على أن المراد بقيامه صلوة التراويح" رغم أن ذلك أعني كتاب التراويح محفوظ في جميع النسخ المطبوعة من مصر وبلاد الشرق الأوسط -

ومن جانب آخر أدرجت المطبعة العصرية (أدونيك بروكاشوني) أحاديث كتاب التراويح ضمن كتاب الصوم ولا ندري أ فعلت ذلك عمداً أو جهلاً وكثيراً ما أخطأت في الترجمة عمداً وأحياناً غيرت أسماء الأبواب وأحياناً أدرجت الحديث أجزءه داخل الأبواب لهدف الإفهام أن ذلك من قول الإمام البخاري ورأيه

المجلس الاستشاري

- **شيخ الحديث العلامة أحمد الله الرحماني**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا الأسبق
- **الشيخ إلياس علي**
الماجستير في العلوم من أمريكا
مدير للمعلومات التربوية والإحصائيات مكتب بنغلاديش
التابعة لوزارة التعليم لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية
- **شيخ الحديث مصطفى بن بحر الدين القاسمي**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا .
- **شيخ الحديث عبد الخالق السلفي**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا الأسبق

لجنة المراجعة والتصحيح

- **الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام**
الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
مدير قسم التعليم والدعوة.
لجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت . مكتب بنغلاديش
- **الشيخ محمد نعمان**
من كبار الأساتذة في المدرسة المحمدية العربية بذاكا
- **الشيخ حافظ محمد أنيس الرحمن**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- **الدكتور عبد الله فاروق السلفي**
الدكتوراة من جامعة علي كرة الإسلامية بالهند
الأستاذ المساعد، الجامعة الإسلامية العالمية بسياتاغونغ
- **الشيخ أكلمل حسين**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
الأستاذ في المعهد العالي لجمعية إحياء التراث الإسلامي،
الكويت في بنغلاديش
- **الشيخ محمد منصور الحق الرياضي**
الليسانس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
رئيس المحققين في مدرسة الحديث بذاكا
- **الدكتور محمد مصلح الدين**
الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
الدكتوراة من جامعة علي كرة الإسلامية بالهند
- **الشيخ حافظ محمد عبد الصمد**
الليسانس . من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الماجستير من جامعة دار الإحسان بذاكا
- **الشيخ مشرف حسين أxford**
خطيب إذاعة بنغلاديش سابقا
داعية، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت،
- **الشيخ الأستاذ محمد مزمل الحق**
أحد كبار الكتاب والأدباء ومدير مجلة منظار أهل الحديث
المسؤول عن التعليم، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت،
- **الشيخ عبد الله الهادي بن يوسف علي**
الليسانس . من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- **الشيخ خليل الرحمن بن فضل الرحمن**
خريج المدرسة المحمدية العربية بذاكا
أحد الشباب الكتاب والباحثين
- **الشيخ فيض الرحمن بن نعمان**
خريج المدرسة المحمدية العربية بذاكا
الكاامل بتقدير جيد جدا من مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش
- **الشيخ محمد سيف الله**
اللغوي الشهير - الليسانس من جامعة الملك سعود بالرياض
الماجستير من جامعة دار الإحسان بذاكا (الفائز بميدالية ذهبية)
- **الشيخ عبد الله المسعود بن عزيز الحق**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
- **الاستاذ مفسر الإسلام**
المحاضر، في كلية منشيغنج
- **السيد محمد أسد الله**
خريج من المدرسة المحمدية العربية بذاكا

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

صحيح البخاري

للإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
ابن مغيرة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى

راجع باللغة العربية : فضيلة الشيخ صدقي جميل العطار
قامت بمراجعة في اللغة البنغالية لجنة المراجعة والتصحيح



التوحيد للطباعة والنشر